বৃহৎসংহিতা

(শ্রীমদ্‌বরাহমিহিরাচার্য্য-প্রণীত।)

ভট্টপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বর্দ্ধমানাধিপতি-প্রধানতম-জ্যোতির্ব্বিদ্

স্বর্গীয় যশোদানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

তৃতীয় পুত্র জ্যোতির্ব্বিদ্

শ্রীযুক্ত ধীরানন্দ কাব্যনিধি কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

৩৪। ১ কলুটোলাষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেসিন যন্ত্রে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দাঃ ১৮১৫।
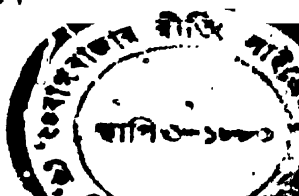
ভূমিকা।

বৃহৎসংহিতা, প্রধানতম জ্যোতির্ব্বিৎ মহাত্মা বরাহমিহিরাচার্য্য প্রণীত। ইনি, অবন্তীবাসী জ্যোতির্ব্বিচ্ছ্রেষ্ঠ মহাত্মা আদিত্যদাসের তনয়। বরাহমিহির স্বীয় পিতার নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক কাপিত্থ নগরে ভগবান্ সূর্য্যের তপস্যা করিয়া বরলাভ করেন। ইনিই উজ্জয়িনীর অধিপতি প্রবল-প্রতাপান্বিত বিদ্বৎপালক গুণগ্রাহী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন।

পূর্ব্বকালিক আর্য্য জ্যোতিষাচার্য্যগণ জ্যোতিষশাস্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—তন্ত্র, হোরা ও সংহিতা। বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা লিখিয়া,তন্ত্রস্কন্ধে অতুল্য গণিতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন; বৃহজ্জাতকে হোরাস্কন্ধ সম্পূর্ণভাবে লিখিয়াছেন এবং বৃহৎসংহিতায় ও সমাসসংহিতায় সংহিতাস্কন্ধের সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে লিখিয়া শিষ্যবৃন্দের মনঃক্ষোভ নিবারণ করিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিষসম্বন্ধী গণিতসূত্র আছে এবং গ্রহনক্ষত্রের সংস্থান-ফল সকল কথিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন সামুদ্রিক—স্ত্রী-পুরুষের হস্ত-পদ-মস্তকাদির চিহ্ন দেখিয়া তাহার ফলাফল কথন-বিষয়ক সূত্র; স্ত্রী-পুরুষের সুখলাভের উপায়; পশু-পক্ষী সকলের চেষ্টা ও লক্ষণ দেখিয়া, শুভাশুভ ফল-কথন বিষয়ক সূত্র; প্রশ্নগণনা—প্রশ্নকর্ত্তার অঙ্গচেষ্টাদি দর্শনে যথাযথ উত্তর কথন-সূত্র; মেঘ বায়ু প্রভৃতির আকৃতি প্রকৃতি সন্দর্শনে বর্ষণাদির ফলাফল-বর্ণন এবং দেবালয়, জলাশয়, বাস্তু, পালী প্রভৃতি নির্ম্মাণের কাল ও স্থানের নির্ণয় বিষয়ে অনেক লক্ষণ-সূত্রাদির সমাবেশ আছে। ইহা ভিন্ন গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপযোগী নানা বিষয় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এক বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আভাসই প্রদত্ত হইয়াছে।

আমরা বৃহৎসংহিতার সঙ্কলন ও পাঠ করিবার জন্য, অনেক স্থান হইতে অনেকগুলি হস্তলিখিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার কোনটী ছিন্ন বা গলিত; কোনটী লেখকগণের প্রমাদে পূর্ণ এবং কোন কোন শ্লোকের ভট্টোৎপল-বিরচিতা টীকাও পাওয়া যায় না। তবে প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, যত টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহারই অর্থ অনুবাদে প্রকাশিত করিয়াছি; সুতরাং এই বৃহৎসংহিতার অনুবাদ করিতে সন্দেহভঞ্জনার্থ অপরাপর অনেক গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে। সাধ্যমতে ভ্রম প্রমাদ পরিবর্জ্জনেরও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে।

এক্ষণে পণ্ডিতগণের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা,—তাঁহারা বৃহৎসংহিতার এই অনুবাদে ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পাইলে, যেন সানুগ্রহে বেদিত করিয়া আমায় চিরবাধিত করেন; কারণ, বৃহৎসংহিতার সমগ্র বঙ্গানুবাদ এই প্রথম। ইতি

শকাব্দাঃ ১৮১৫
কলিকাতা।

শ্রীধীরানন্দ শর্ম্মা

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রন্থোপনয়ন।

যিনি জগতের প্রসূতি, যিনি সমস্ত বিশ্বের আত্মাস্বরূপ এবং যিনি আকাশের স্বাভাবিক অলঙ্কার-স্বরূপ ; বিগলিত-সুবর্ণের ন্যায় সহস্র-কিরণরূপ মালা দ্বারা অর্চ্চিত সেই সূর্য্যদেব বিজয়ী হউন। ১। প্রথম মুনি অর্থাৎ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক কথিত সুতরাং অবিতথ বিস্তীর্ণ-গ্রন্থার্থ অবলোকন করিয়া নাতিস্বল্প নাতিবহুল রচনা দ্বারা তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ২। যদি বলেন,—যাহা মুনি-বিরচিত ও প্রাচীন, তাহাই উৎকৃষ্ট; যাহা মনুষ্যকৃত, তাহা উৎকৃষ্ট হইতে পারে না ;—(সত্য বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি) মন্ত্র ভিন্ন বাক্যে যদি অর্থের সমতা থাকে, অথচ অক্ষরের ভেদ থাকে, তবে বিশেষ পার্থক্য কি? যেমন, পিতামহ ব্রহ্মার কৃত গ্রন্থে যদি এইরূপ লেখা থাকে যে, "ক্ষিতিতনয়-দিবসবার শুভকারক নহে" আর মনুষ্যকৃত গ্রন্থে যদি এইরূপ থাকে যে, "কুজদিন অনিষ্টকারক" তবে, মনুষ্যকৃত বা দেবকৃত বিষয়ে কি বিশেষ রহিল? ব্রহ্মাদিকৃত শাস্ত্র সকল অতি বিস্তৃত দেখিয়া এই শাস্ত্রকে সংক্ষেপে বিবৃত করিবার নিমিত্ত আমার উৎসাহ হইয়াছে। (সুতরাং আমার এই বৃহৎসংহিতা

ব্রহ্মার কৃত শাস্ত্র অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র অথচ অর্থগত সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট, অতএব সকলের ইহাই পাঠ করা উচিত)। ৩—৫।

যখন কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, তখন সমস্তই অন্ধকারময় ছিল। সেই সময় জলমধ্যে এক অণ্ডের উৎপত্তি হয়, সেই অণ্ড অত্যন্ত তেজোময়, সুবর্ণনির্ম্মিত এবং স্বর্গ ও পৃথিবী-স্বরূপ খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত। তাহাতেই সূর্য্যচন্দ্র-নয়ন বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়। ৬। জগৎ-সৃষ্টিবিষয়ে মুনিগণের নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়;—কপিল বলেন,—প্রধান অর্থাৎ মূলপ্রকৃতিই এই বিশ্বের কারণ; কণাদ মুনি বলেন,—দ্রব্যসমূহ হইতেই এই বিশ্বের উৎপত্তি; কেহ বলেন,—সময়ের গুণেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং অপরে বলেন যে, স্বভাবই এই বিশ্বের প্রধান কারণ; আবার কেহ বলেন,—কর্ম্ম হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ৭। তজ্জন্য অধিক বিস্তারে আবশ্যক নাই, এই প্রসঙ্গ নির্ণয় করিতে হইলে নানা বাদার্থ নিরূপণ করিতে হইবে এবং তাহাও অল্প নহে; যেহেতু জ্যোতিষশাস্ত্র নিরূপণই আমার কর্ত্তব্য বিষয়। ৮।

নানাপ্রকার ভেদবিষয়ক জ্যোতিঃশাস্ত্র তিন স্কন্ধ দ্বারা অধিষ্ঠিত;— সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়েরই বর্ণনা থাকে, তাহাকে সংহিতা-স্কন্ধ কহে; যে স্কন্ধে গণিত দ্বারা গ্রহগতি নিরূপিত হয়, তাহাকে তন্ত্রস্কন্ধ কহে; আর যাহাতে অঙ্গ-বিনিশ্চয় অর্থাৎ যাত্রা-বিবাহাদি নিরূপিত হইয়াছে, সেই তৃতীয় স্কন্ধকে হোরা কহে। ৯। মৎপ্রণীত করণশাস্ত্রে (পঞ্চসিদ্ধান্তিকা) তারাদি গ্রহগণের বক্র ও অনুবক্রাদি গতি এবং অস্তমন ও উদয়াদি নিরূপিত হইয়াছে। আর যাত্রা-বিবাহাদির সহিত হোরাগত বিষয় সকল পূর্ব্বে (বৃহজ্জাতকাদি গ্রন্থে) নির্ণীত হইয়াছে। ১০। অধুনা সেই গ্রহসম্ভূত স্বল্পোপযোগী প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নাদি কথাপ্রসঙ্গ সকল ও ফল্গু অর্থাৎ অসারাংশ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত অর্থ দ্বারা ভূতার্থ-বিশিষ্ট সারভূত বিষয় সকল এই গ্রন্থে প্রকটিত হইবে। ১১।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

দৈবজ্ঞ-লক্ষণ।

যিনি সদ্বংশসম্ভূত, প্রিয়দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সমব্যবহায়ী ও অবিকলাঙ্গ; যাঁহার গাত্রসন্ধি সুসংহত অথচ উপচিত; যিনি কর, চরণ, নখ, নয়ন, চিবুক, দন্ত, কর্ণ, ললাট, ভ্রূ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলে চারুতা-সম্পন্ন, স্থূলশরীর এবং গম্ভীর অথচ সুমিষ্ট স্বরবিশিষ্ট হইবেন, (এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে তবে) তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্ হইতে পারিবেন। যেহেতু গুণ ও দোষ সকল প্রায়ই শরীর ও আকারের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।

শুচি, দক্ষ, প্রগল্ভ, বাক্‌পটু, উপস্থিত-বুদ্ধি, দেশকালজ্ঞ, সত্ত্ব-গুণাবলম্বী, অপরিষদ্-ভীরু, সহাধ্যায়ীদিগের অনভিভবনীয়, নিপুণ, অব্যসনী, শান্তিপৌষ্টিক অভিচার ও স্নানাদি বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, দেবপূজা ব্রত ও উপবাস-নিরত, গ্রহগণিতে কৌতূহলী হইয়া উৎপাদিত-জ্ঞান-প্রভাববিশিষ্ট, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বক্তা, ভৌমাদি উৎপাত-ত্রয়ের শান্তি-বিষয়ে অজিজ্ঞাসিত-বক্তা, গ্রহগণিত সংহিতা ও হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের অর্থবেত্তা,—যে দৈবজ্ঞ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত, তিনিই সম্পূর্ণ সাংবৎসর-গুণে বিভূষিত।

গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পৈতামহ এই পঞ্চ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ত্রুটি ও ত্রুট্যয়বাদিরূপ কাল ও ক্ষেত্র সকল কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বেত্তা;—সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্ররূপ চতুর্ব্বিধ মাস, অধিমাস ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ;—ষষ্টিসংবৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তি-বিষয়ক বিচ্ছেদে অভিজ্ঞ;—সৌরাদি পরিমাণ সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগ্যাযোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে

নিপুণ;—অয়ন-নিবৃত্তিতে সিদ্ধান্তভেদ হইলেও সমমণ্ডল, রেখাসম্প্রয়োগ ও অভ্যুদিত অংশ সকলের প্রত্যক্ষ-করণে এবং ছায়া জলযন্ত্র ও দৃগ্‌গণিতের সমতা প্রতিপাদনে কুশল;—সূর্য্যাদি গ্রহ সকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্য-উত্তর ও নীচ-উচ্চ প্রভৃতি গতি সকলের কারণাভিজ্ঞ; —সূর্য্যগ্রহণে বা চন্দ্রগ্রহণে গ্রহণের আদি ও মোক্ষকাল, দিক্‌নিরূপণ, পরিমাণ, স্থিতিকাল, বিমর্দ্দ, বর্ণভেদ ও দেশ সকলের উপদেষ্টা এবং অনাগত গ্রহ সকলের সমাগম ও যুদ্ধাদির সময় নিরূপক;—প্রত্যেক গ্রহেরই ভ্রমণযোজন, ভ্রমণকক্ষা, ভ্রমণপ্রমাণ প্রভৃতি প্রতি বিষয়েরই যোজন সকলের পরিচ্ছেদ বিষয়ে কুশল;—পৃথিবী এবং গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ-সংস্থানাদি, অক্ষাংশ, অবলম্বন, দিন, ব্যাস, চরার্দ্ধ, কাল, রাশি, উদয়, ছায়া, নাড়ী ও করণ প্রভৃতি বিষয়ে এবং ক্ষেত্র কালাদির করণ বিষয়ে অভিজ্ঞ;—নানাপ্রকারে কথিত প্রশ্ন সকলের ভেদজ্ঞান দ্বারা বাক্যসার-সম্পন্ন এবং নিকষণ, দাহন ও অভিনিবেশ দ্বারা অধিকতর নির্ম্মলীকৃত বিশুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় শাস্ত্র সকলের বক্তা ব্যক্তিই তন্ত্রজ্ঞ অর্থাৎ গণিত-জ্যোতির্ব্বিদ্ হইতে পারেন।

শাস্ত্রে উক্ত আছে;—যে ব্যক্তি প্রতিবন্ধ (কঠিন) বিষয় বুঝাইতে পারে না, জিজ্ঞাসিত হইলে কোন প্রকার একটী প্রশ্নেরও উত্তর করিতে সক্ষম হয় না, শিষ্য সকলকেও কোন বিষয় জানায় না, সে কি প্রকারে শাস্ত্রার্থবিদ্ হইতে পারে? ১। যে মূর্খ অন্যথার্থ-প্রতিপাদক গ্রন্থকে অন্যথার্থ করে বা করণ শাস্ত্র অর্থাৎ পঞ্জিকা-গণনাদির শাস্ত্রকে অন্যথা করে, সে ব্যক্তি স্বীয় পিতামহের নিকট গমন করিয়া বেশ্যারূপে স্বীয় জননীর বর্ণনা করে; অর্থাৎ তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। ২। যদি তন্ত্র বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞান থাকে; ছায়া, জল বা মন্ত্র দ্বারা যদি লগ্ন সুন্দররূপে জ্ঞাত থাকে এবং যদি হোরার্থ উত্তমরূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়, তবে আদেষ্টার বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না। ৩। আচার্য্য বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়াছেন;—যদ্যপি কোন ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হয় (এবং জীবিত থাকে) তবে, সে সন্তরণ করিতে করিতে বায়ুবশে কখন না কখন সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়; কিন্তু এই কালপুরুষ নামক অর্থাৎ জ্যোতিঃশাস্ত্র

রূপ মহাসমুদ্রকে মনে মনেও উত্তীর্ণ হইতে ঋষি ভিন্ন কোন ব্যক্তিই কখনও সক্ষম হয় না। ৪। রাশি, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ, ত্রিংশাংশ ও বলাবল-পরিগ্রহ;—দিক্, স্থান, কাল ও চেষ্টা প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রহবলের নির্দ্ধারণ;—প্রকৃতি, ধাতু, দ্রব্য, জাতি ও চেষ্টাদির পরিগ্রহ; নিষেক, জন্মকাল, বিস্মাপন, প্রত্যয়, আদেশ, সদ্যোমরণ, আয়ুর্দ্দায়, দশা, অন্তর্দ্দশা, অষ্টবর্গ, রাজযোগ, চন্দ্রযোগ, দ্বিগ্রহাদিযোগ ও নাভস প্রভৃতি যোগ সকলের ফল; আশ্রয়, ভাব, দৃষ্টি, নির্যাণ, গতি ও অনূক প্রভৃতি; এবং তাৎকালিক প্রশ্ন সকলের শুভাশুভ কারণ সকলই বিবাহাদি কর্ম্ম-সমূহের হেতু আর যাত্রা বিষয়ে;—তিথি, দিবস, করণ, নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, লগ্ন, যোগ, দেহস্পন্দন, স্বপ্ন, বিজয়স্নান, গ্রহযজ্ঞ, গণযাগ, অগ্নিলিঙ্গ, হস্তী ও অশ্বের ইঙ্গিত, সেনা-প্রবাদের চেষ্টাদি, ষাড়্গুণ্য উপায়, মঙ্গলামঙ্গল শাকুন, এবং সৈন্যনিবেশের ভূমি সকল আর অগ্নির বর্ণ এবং মন্ত্রি, চর, দূত ও বনেচর সকলের যথাকালে প্রয়োগ এবং পরদুর্গোপালম্ভের উপায় সকলই যাত্রাদির হেতু স্বরূপ; এই বিষয় সকলই হোরাশাস্ত্রে উক্ত আছে। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন;—জগতের মধ্যে প্রচারিতের ন্যায়, বুদ্ধিতে আলিখিতের ন্যায় এবং হৃদয় মধ্যে নিষিক্তের ন্যায় ভগণ-সহিত শাস্ত্র অর্থাৎ এই জ্যোতিঃশাস্ত্র যাঁহার সম্যক্‌রূপ জ্ঞাত আছে, তাঁহার আদেশ কখনই নিষ্ফল হয় না। ৫।

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় সংহিতায় সুনিপুণ ব্যক্তিই দৈবচিন্তক হইতে পারেন। কারণ সংহিতায় এই বিষয় সকল নিরূপিত থাকে; যথা,—সূর্য্যাদি গ্রহচার, তন্মধ্যে সূর্য্যাদি গ্রহ সকলের প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রমাণ, বর্ণ, কিরণ, দ্যুতি, সংস্থান, অস্তমন, উদয়, পথ, ভিন্নপথ, বক্র, অনুবক্র ও নক্ষত্র-গ্রহ-সমাগমাদি দ্বারা কাল-নিরূপণ আর নক্ষত্রবিভাগ ও কূর্ম্মবিভাগ দ্বারা দেশ সকলে উহার ফল; অগস্ত্যচার, সপ্তর্ষিচার, গ্রহভক্তি, নক্ষত্রব্যূহ, গ্রহশৃঙ্গাটক, গ্রহযুদ্ধ, গ্রহসমাগম, গ্রহণ, বর্ষণফল, গর্ভলক্ষণ, রোহিণীযোগ, স্বাতীযোগ, আষাঢ়ীযোগ, সদ্যো-বর্ষণ, কুসুম-লতা, পরিধি, পরিবেশ, পরিঘ; বায়ু, উল্কা, দিগ্দাহ;

ভূমিকম্প, সন্ধ্যারাগ, গন্ধর্ব্বনগর, ধূলি, নির্ঘাত, দ্রব্যমহার্ঘ্যতা, শস্যজন্ম, ইন্দ্রধ্বজ, ইন্দ্রচাপ, বাস্তুবিদ্যা, অঙ্গবিদ্যা, বায়সবিদ্যা, অন্তরচক্র, মৃগচক্র, অশ্বচক্র, বাতচক্র; প্রাসাদলক্ষণ, প্রতিমালক্ষণ, প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, বৃক্ষদোহদ, উদগার্গল, নীরাজন, খঞ্জন, উৎপাতশান্তি, ময়ূরচিত্রক, ঘৃতলক্ষণ, কম্বললক্ষণ, খড়্গলক্ষণ, পট্টলক্ষণ, কৃকবাকুলক্ষণ, কূর্ম্মলক্ষণ, গোলক্ষণ, অজালক্ষণ, কুক্কুরলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, হস্তিলক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, স্ত্রীলক্ষণ, অন্তঃপুরচিন্তা, পিটকলক্ষণ, উপানহচ্ছেদ-লক্ষণ, বস্ত্রচ্ছেদলক্ষণ, চামরলক্ষণ, দণ্ডলক্ষণ, শয্যালক্ষণ, আসনলক্ষণ, রত্নপরীক্ষা, দীপলক্ষণ ও দন্তকাষ্ঠাদি-আশ্রিত শুভাশুভ নিমিত্ত সকল সংহিতায় প্রকটিত হয়। দৈবজ্ঞগণ অন্যকর্ম্মাভিযুক্ত না হইয়া জগতের ও প্রত্যেক পুরুষের নিমিত্ত পার্থিব সকল বিষয়েই সামান্য অসামান্য শুভাশুভ সকল সর্ব্বদাই চিন্তা করিবেন। কিন্তু অহর্নিশ এই সকল বিষয়ের শুভাশুভ নির্ণয় করা একাকীর কর্ম্ম নহে; অতএব সুভৃত দৈবজ্ঞের সহিত ঐরূপ শাস্ত্রবেত্তা আরও চারিজন লোককে নিযুক্ত করা নরপতির কর্ত্তব্য। তন্মধ্যে এক জনকে পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণের বিষয় অবলোকন করিতে হইবে। অপরকে দক্ষিণ ও নৈঋ৴তদিকের, অন্যকে পশ্চিম ও বায়ুকোণের এবং চতুর্থকে উত্তর ও ঈশানকোণের বিষয় অবলোকন করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহাতে উল্কাপাতাদি নিমিত্ত সকল শীঘ্রই উপলব্ধ হইবে। কারণ ঐ উল্কাপাতাদির ফল সকল আকার, বর্ণ, স্নেহ, প্রমাণ প্রভৃতি এবং গ্রহ, নক্ষত্র ও অভিঘাতাদির সহিতই হইয়া থাকে।

গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন;—সাঙ্গোপাঙ্গকুশল, হোরা ও গণিত বিষয়ে নিষ্ণাত দৈবজ্ঞকে যে রাজা পূজা না করেন, তিনি শীঘ্রই বিনষ্ট হন। ৬। যাহারা বনবাসী, মমতাহীন ও নিষ্পরিগ্রহ, তাঁহারাও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিদ্ পণ্ডিতকে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ৭। প্রদীপ-বিহীন রাত্রি ও সূর্য্যবিহীন আকাশের ন্যায় দৈবজ্ঞবিহীন রাজাও শোভা পান না; প্রত্যুত অন্ধের ন্যায় বিপথে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৮। যদি দৈবজ্ঞ না থাকে, তবে মুহূর্ত্ত, তিথি, নক্ষত্র,

ঋতু ও অয়ন প্রভৃতি সমস্তই আকুল হয়, অর্থাৎ নিরূপিত হয় না। ৯। অতএব জয়, যশ, শ্রী, ভোগ ও কল্যাণাভিলাষী রাজার বিদ্বান্ ও অগ্রণী দৈবজ্ঞের নিকট অভিগমন অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। ১০। যে দেশে দৈবজ্ঞ না থাকে, তথায় বাস করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু সকল বিষয়ের চক্ষুঃস্বরূপ এই দৈবজ্ঞ যথায় বাস করেন, তথায় কোন পাপই থাকে না। ১১। দৈবজ্ঞের নিকট অধ্যয়ন বা দৈবজ্ঞকে অধ্যাপনা করিলে নরকে গমন করিতে হয় না, বরঞ্চ দৈবচিন্তক হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২। যে ব্রাহ্মণ এই বিষয় গ্রন্থানুসারে অথবা অর্থানুসারে সম্যক্ অবগত হন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভোজী ও পঙ্ক্তিপাবন হইয়া সর্ব্বত্র পূজিত হন। ১৩। যাহারা ম্লেচ্ছ বা যবন, যদি তাহাদিগের নিকটেও এই শাস্ত্র থাকে, ঋষিদিগের ন্যায় তাহাদিগেরও পূজা করা কর্ত্তব্য; দৈবচিন্তক ব্রাহ্মণের কথা আর কি বলিব? ১৪। কোন প্রকার কুহক বা গর্ব্ব দ্বারা আচ্ছন্ন বা কর্ণোপশ্রুতির হেতু বিশিষ্ট অর্থাৎ নিন্দাভাজন হইলে, দৈবজ্ঞকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে না এবং দৈবজ্ঞও বলিবেন না। ১৫। যে ব্যক্তি শাস্ত্র সকল না জানিয়া দৈবজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পঙ্ক্তিদূষক পাপাত্মাকে 'নক্ষত্রসূচক' বলিয়া জানিবে। ১৬। যে ব্যক্তি নক্ষত্রসূচক কর্ত্তৃক উদ্দিষ্ট উপবাসাদি করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি সেই নক্ষত্রসূচকের সহিত অন্ধতামিস্র নরকে গমন করে। ১৭। নগর-দ্বারস্থ লোষ্টের প্রার্থনার (ষষ্ঠী শালগ্রামাদি হইবার অভিলাষের) ন্যায় অজ্ঞ ব্যক্তির আদেশ দৈবযোগে কদাচিৎ সত্যরূপেও প্রতিভাত হয়। ১৮। যে দৈবজ্ঞ, সম্পাত্তিযুক্ত অর্থাৎ নানার্থ আদেশ করে, অথবা সম্পাত্তিবিচ্ছিন্ন কথায় অত্যন্ত প্রিয় এবং স্বল্পমাত্র শাস্ত্রজ্ঞানেই মত্ত হয়, রাজগণ সেই দৈবজ্ঞকে পরিত্যাগ করিবেন। ১৯। যে দৈবজ্ঞ—হোরা, গণিত ও সংহিতা বিষয়ে উত্তমরূপ জ্ঞানবান্, জয়ৈষী রাজগণ তাঁহাকেই স্বীকার করিবেন এবং অর্চ্চনা করিবেন। ২০। একজন দেশকালজ্ঞ দৈবচিন্তক যাহা করিতে সমর্থ হয়, এক সহস্র হস্তী বা চারি সহস্র অশ্বে তাহা সম্পাদন করিতে পারে না। ২১। দৈবজ্ঞমুখে চন্দ্রের নক্ষত্রসংবাদ

শ্রবণ করিলে দুঃস্বপ্ন, দুশ্চিন্তিত, দুষ্প্রেক্ষিত ও দুষ্কৃত কর্ম্ম সকল শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। ২২। দৈবজ্ঞগণ স্বীয় যশের অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত বলবান্ রাজার যে প্রকার হিত অভিলাষ করেন, রাজার পিতা, জননী, স্বজন বা বন্ধুগণও সেইরূপ হিত অভিলাষ করেন না। ২৩।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিত্যচার।

নিশ্চয়ই কোন সময়ে অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্দ্ধভাগ হইতে দক্ষিণায়ন এবং ধনিষ্ঠার প্রথম হইতে উত্তরায়ণ প্রচলিত ছিল, নতুবা পূর্ব্বশাস্ত্রে উক্ত হইবে কেন? কিন্তু এক্ষণে যে সূর্য্যের অয়ন প্রচলিত আছে, তাহা কর্কটের আদি ও মকরের প্রথম হইতেই আরম্ভ হয়। উক্ত বিষয়ের অভাবকেই বিকৃতি কহে; প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিলেই যাহা ঠিক, তাহা প্রকাশিত হইবে। ১। ২। সূর্য্যের উদয় বা অস্তগমন কালে মহামণ্ডলের দূরস্থ চিহ্ন সকলের বেধ দ্বারা অথবা মহামণ্ডলে ছায়ার প্রবেশ ও নির্গম-চিহ্ন দ্বারা অয়নের পরীক্ষা করিতে হয়। ৩। সূর্য্য মকর রাশিতে গমন না করিয়া যদি প্রত্যাবৃত্ত হন, তবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ বিনাশ করেন, আর কর্কট রাশি পর্য্যন্ত গমন না করিয়া যদি প্রত্যাবৃত্ত হন, তবে পূর্ব্বোত্তর দিক্ বিনষ্ট করেন। ৪। যদি উত্তরায়ণ অতিক্রম করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তবে মঙ্গল ও শস্যবৃদ্ধি হয়। ইহাকেই প্রকৃতিস্থ সূর্য্য কহে; সূর্য্য বিকৃতগতি হইলে ভয় উপস্থিত হয়। ৫। পর্ব্বকাল ব্যতিরেকে সূর্য্য যদি স্বীয়মণ্ডলকে রাহুযুক্ত করেন, তবে সাত জন নরপতির মৃত্যু হয় এবং শস্ত্র, অগ্নি ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা জনগণ বিনষ্ট হয়। ৬। তামস ও কীলক প্রভৃতি সংজ্ঞাবিশিষ্ট রাহুসুত কেতু সকল ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার আছে। বর্ণ, স্থান

ও আকারাদি দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্ণয় করিবে। ৭। উহারা যদি সূর্য্যমণ্ডলগত হয়, তবে অমঙ্গল-কারক; কিন্তু চন্দ্রমণ্ডলগত হইলে শুভ ফলপ্রদ হয়। আর যদি চন্দ্রমণ্ডলে উহারা কাক, কবন্ধ বা প্রহরণরূপে প্রকাশিত হয়, তবে অমঙ্গল-দায়ক। ৮। ঐ কেতু সকলের উদয়ে সকলেই বিরূপ হয়;—জল সকল মলিন, আকাশ ধূলি-সমাচ্ছন্ন হয়, পর্ব্বত ও বৃক্ষ সকলের শিখর-দেশ-বিমর্দ্দী কঙ্করযুক্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, বৃষ সকল ঋতুতে বিপরীত হয়, মৃগ ও পক্ষী প্রভৃতি দীপ্তা-দিগভিমুখে* ধাবিত বা শব্দকারী হয়, দিগ্দাহ, নির্ঘাত ও ভূমিকম্প প্রভৃতি মহা উৎপাত সকল হইতে থাকে। ৯। ১০। ঐ রাহুসুত সকলের মধ্যে যদি শিখী ও কীল-কাদি রূপবিশিষ্ট রাহুদর্শন হয়, তবেও পূর্ব্ববৎ ফল নিরূপণ করিবে। এইরূপে তাহাদিগের উদয়ের কারণ ও কেতু প্রভৃতির ফলাফল নির্ণয় করিবে। ১১। সূর্য্যাবস্থ কেতু সকল যে যে দেশে দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দেশের রাজাদিগের অমঙ্গল হইবে। ১২। ইহাতে মুনিগণও ক্ষুৎক্ষামদেহ এবং স্বধর্ম্ম ও সচ্চরিত্রতা-বিহীন হইয়া মাংসহীন বালক সকলকে হস্তে ধারণ করত অতি কষ্টে ভিন্নদেশে গমন করেন। ১৩। সাধুদিগের বিত্ত সকল তস্করে অপহরণ করে, সুতরাং তাঁহারা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও লোচন-যুগল মুকুলিত করিয়া অবসন্ন-দেহে শোকজন্য বাষ্প দ্বারা অবরুদ্ধ-লোচন হইয়া অবস্থান করেন। ১৪। তখন মনুষ্যগণ, স্বীয় নরপতি অথবা ভিন্ন রাজচক্র দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কৃশ ও নিন্দাকারী হয়। কেহ কেহ বা স্বদেশীয় রাজার চরিত্র বা পরাকৃত কর্ম্মের নিন্দা করে। ১৫। মেঘ সকল গর্ভবিশিষ্ট হইয়াই অবস্থান করে,—প্রচুর জল প্রদান করে না। নদী সকল কৃশ হয় এবং কোথাও কোথাও বা শস্য উৎপন্ন হয়। ১৬। সূর্য্যমণ্ডলে দণ্ডাকৃতি কেতুসংস্থান দৃষ্ট হইলে নরপতির মৃত্যু হয়। কবন্ধসংস্থান [illegible] হইলে ব্যাধিভয় হয়। ধ্বাঙ্ক্ষাকার দৃষ্ট হইলে চৌরভয় এবং কীলকা-কার রাহু দৃষ্টিগোচর হইলে দুর্ভিক্ষ হয়। ১৭। রাজার উপকরণরূপ

* দীপ্তা প্রভৃতি দিকের বিষয় শাকুনাধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ছত্র, ধ্বজ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল বিদ্ধ হইলে রাজপরিবর্ত্তন ঘটে এবং স্ফুলিঙ্গ বা ধূমাদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইলে লোক সকলের মৃত্যু হয়। ১৮। শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ; এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বর্ণের একটী চিহ্ন সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হইলে, দুর্ভিক্ষ হয়। দুইটী হইলে রাজার বিনাশ হয় এবং তদধিক অবলোকিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের হানি হয়। ১৯। উত্থিত সেই মহোৎপাত সকল রবিবিম্বের যে প্রদেশে দৃষ্ট হইবে, তৎপ্রদেশবর্ত্তী লোক সকলেরই ভয় হইবে। ২০। সূর্য্যের উপরিভাগের কিরণ সকল যদি তাম্রবর্ণ হয়, তবে সেনাপতির বিনাশ হয়। পীতবর্ণ হইলে রাজপুত্রের এবং শ্বেতবর্ণ হইলে রাজ-পুরোহিতের বিনাশ হয়। ২১। সূর্য্যের কিরণমণ্ডল নানাবর্ণে রঞ্জিত অথবা ধূম্রবর্ণ হইলে যদি শীঘ্র বৃষ্টিপাত না হয়, তবে তস্কর কিংবা শস্ত্রনিপাতাদি দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ব্যাকুলা হয়। ২২। সূর্য্যমণ্ডল শিশিরকালে তাম্রবর্ণ কিংবা কপিলবর্ণ, বসন্তকালে হরিকুমকুম-সদৃশ, গ্রীষ্মকালে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ অথচ স্বর্ণসদৃশ, বর্ষাকালে শুক্লবর্ণ, শরৎকালে পদ্মগর্ভচ্ছবি এবং হেমন্তকালে রক্তবর্ণ হইলে শুভকারক। কিন্তু বর্ষাকালে স্নিগ্ধ হইলে অশুভ ঘটিয়া থাকে। ২৩।২৪। রূক্ষ বা শ্বেতবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণদিগের বিনাশ হয়; রক্তের আভাবিশিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়-বিনাশ, পীতবর্ণে বৈশ্যের এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রের নাশ হয়। এই সকল সূর্য্য-বর্ণে চাকচিক্য থাকিলে শুভ হয়। ২৫। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যমণ্ডল রক্তবর্ণ হইলে প্রাণিগণের ভয়, বর্ষাকালে কৃষ্ণবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি এবং হেমন্তকালে পীতবর্ণ হইলে শীঘ্রই রোগভয় হয়। ২৬। সূর্য্যমণ্ডল যদ্যপি বর্ষাকালে ইন্দ্রচাপ দ্বারা খণ্ডিত-দেহরূপে অবলোকিত হয়, তবে রাজাদিগের বিরোধ হয়। কিন্তু নির্ম্মল-কিরণ হইলে সদ্যই বৃষ্টিপাত হয়। ২৭। যদ্যপি বর্ষাকালে সূর্য্যবিম্ব শিরীষ-পুষ্পের আভার ন্যায় আভান্বিত হয়, তবে সদ্যোবৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় আভান্বিত অবলোকিত হইলে দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। ২৮। সূর্য্যবিম্ব শ্যামবর্ণ হইলে (দেশে) কীটভয় হয়, ভস্মতুল্য

বর্ণবিশিষ্ট হইলে পররাষ্ট্র হইতে ভয় হয় এবং যে রাজার জন্ম-নক্ষত্রে অবস্থিত সূর্য্যে ছিদ্র অবলোকিত হইবে, সেই রাজার বিনাশ হয়। ২৯। সূর্য্য শশকের রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হয় আর চন্দ্রের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট অবলোকিত হইলে সেই দেশে রাজার বিনাশ হইয়া শীঘ্রই অন্য রাজা হয়। ৩০। সূর্য্যমণ্ডল ঘটাকার দৃষ্ট হইলে (প্রাণিগণ) ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণত্যাগ করে। খণ্ডাকার হইলে রাজার বিনাশ, কিরণহীন হইলে ভয়, তোরণ (ফটক) রূপ হইলে নগরবিনাশ এবং ছত্রাকার হইলে দেশবিনাশ হয়। ৩১। ভাস্করবিম্ব যদি কম্পনান্বিত, রুক্ষ অথবা ধ্বজ কি ধনুতুল্য হয়, তবে সংগ্রাম ঘটে। আর সূর্য্যমণ্ডলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রেখা অবলোকিত হয়, তবে অগ্রে রাজার বিনাশ ও পশ্চাৎ মন্ত্রীর বিনাশ হয়। ৩২। উল্কা, বজ্র কিংবা বিদ্যুৎ যদ্যপি উদয়কালে সূর্য্যকে আহত করে, তবে বর্ত্তমান রাজার বিনাশ হয় এবং অন্য রাজার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়া থাকে। ৩৩। যে দেশে সূর্য্যদেব প্রতিদিবস প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে পরিবেষবিশিষ্ট হন অথবা রক্তবর্ণ-ধারণ করিয়া উদিত ও অস্তমিত হন, সেই দেশে নিশ্চয়ই অন্য নরপতি থাকে। ৩৪। যদি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে সূর্য্যবিম্ব প্রহরণ-সদৃশ জলদ দ্বারা আবৃত হয়, তবে যুদ্ধ ঘটিবে; আর মৃগ, মহিষ, পক্ষী, গর্দ্দভ ও হস্তীর সদৃশ আকার-বিশিষ্ট মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়। ৩৫। যেমন অগ্নির পরিতাপে সুবর্ণ অত্যন্ত পীড়া প্রাপ্ত হয় এবং পশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করে, সেইরূপ নক্ষত্র সকল সূর্য্যের কিরণ-পরিতাপে কষ্ট পাইয়া পশ্চাৎ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ৩৬। সূর্য্যদেবের উত্তরদিকে যদি প্রতিসূর্য্য * দৃষ্ট হয়, তবে বৃষ্টি হয়; দক্ষিণদিকে দৃষ্ট হইলে ঝড় হয়; সূর্য্যের উভয় দিকেই দৃষ্ট হইলে জলভয়, নিম্নে দর্শন করিলে লোক-বিনাশ এবং ঊর্দ্ধে দৃষ্ট হইলে রাজার বিনাশ হয়। ৩৭। যদ্যপি আকাশের উপরিভাগে সূর্য্যকে রক্তবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় কিংবা ভয়ঙ্কর রজোরাশি দ্বারা রক্তবর্ণ অবলোকন

* সূর্য্যের উদয়কালে যে রক্তবর্ণ সূর্য্যের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই প্রতিসূর্য্য কহে।

করা যায়, তবে অচিরে রাজার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ৩৮। সূর্য্যবিম্ব যদ্যপি কৃষ্ণবর্ণ, বিচিত্রবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে এবং সন্ধ্যাকালে যদ্যপি পক্ষী ও মৃগগণের শব্দ গর্দ্দভের শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়, তবে লোক সকলের বিনাশ হয়। ৩৯। সূর্য্য যদ্যপি নির্ম্মলদেহ, অবক্রমণ্ডল, স্পষ্টরূপে অত্যন্ত নির্ম্মল অথচ দীর্ঘ কিরণ-বিশিষ্ট হয় এবং তদীয় দেহ যদ্যপি অবিকৃত ও অবিকৃত-বর্ণ-বিশিষ্ট হয় আর সূর্য্যমণ্ডলে যদ্যপি কোন প্রকার চিহ্ন না থাকে; তবে সূর্য্যদেব জগতের মঙ্গলকারক হন। ৪০।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রচার।

একটী কুম্ভকে সূর্য্যের আতপে সংস্থাপিত করিলে যেরূপ তাহার সূর্য্যাভিমুখবর্ত্তী অর্দ্ধভাগ সূর্য্যের কিরণ দ্বারা ধবলিত হয় ও অপর অর্দ্ধভাগ যেমন স্বীয় ছায়া দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ থাকে; তদ্রূপ সূর্য্যের নিম্ন প্রদেশে অবস্থিত চন্দ্রমার অর্দ্ধেক ভাগ প্রতিদিন সূর্য্যের কিরণে প্রকাশিত হয় ও অপরার্দ্ধ নিজচ্ছায়ায় কৃষ্ণবর্ণই থাকে। ১। যেরূপ দর্পণের উপরে সূর্য্যের কিরণ-পটল পতিত হইলে অন্ধকারময় গৃহাভ্যন্তরে তৎপ্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইয়া গৃহমধ্যস্থ অন্ধকারজাত বিনাশিত করে; সেইরূপ জলময় চন্দ্রের উপর সূর্য্যের কিরণ সকল প্রতিফলিত হইয়া রজনীর অন্ধকার-সমূহ বিনাশিত করিয়া থাকে। ২। সূর্য্যের নিম্নভাগ পরিত্যাগ করিতে করিতে চন্দ্রের পশ্চিমভাগ সূর্য্যের কিরণবশে যতখানি শুক্লবর্ণতা ধারণ করে, অধঃপ্রভৃতিতে তাহার ততখানিই প্রকাশিত হয়। ৩। এইরূপ প্রতিদিন স্থানবিশেষবশে অপরাহ্ণ সময়ে ঘটের ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে সূর্য্য হইতে চন্দ্রের শুক্লতার পরিবৃদ্ধি

ঘটিয়া থাকে।৪। জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের দক্ষিণ ভাগে চন্দ্রমা যখন গমন করেন, তখন বীজ, জল ও কাননের হানি হয় এবং অগ্নিভয় উপস্থিত হয়।৫। বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রের দক্ষিণভাগে যখন চন্দ্র গমন করেন, তখন তাহাকে পাপচন্দ্র বলা যায়। কিন্তু বিশাখা, অনুরাধা ও মঘা নক্ষত্রের মধ্যভাগে চন্দ্রমা অবস্থান করিলে শুভ ফল হইয়া থাকে। ৬। রেবতী হইতে মৃগশিরা পর্য্যন্ত ছয়টী নক্ষত্র অনাগত হইয়া চন্দ্রের সহিত যুক্ত হয়। আর্দ্রা অবধি অনুরাধা পর্য্যন্ত দ্বাদশটী নক্ষত্র মধ্যভাগে চন্দ্রের সহিত মিলিত হয় এবং জ্যেষ্ঠা অবধি উত্তর-ভাদ্রপদ পর্য্যন্ত নয়টী তারা অতিক্রান্ত হইয়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হয়। ৭। চন্দ্রের শৃঙ্গ ঈষৎ উন্নত হইয়া যদি নৌকার ন্যায় বিশালতা প্রাপ্ত হয়, তবে নাবিকদিগের পীড়া হয় এবং সমস্ত লোকের শুভ ঘটিয়া থাকে। ৮। অর্দ্ধোন্নত চন্দ্র শৃঙ্গকে 'লাঙ্গলমিতি' বলে। তাহাতে লাঙ্গলোপজীবী ব্যক্তিগণের পীড়া হয়, রাজগণ অকারণেও আহ্লাদিত থাকেন এবং সুভিক্ষ হয়।৯। যদ্যপি চন্দ্রের দক্ষিণ শৃঙ্গ অর্দ্ধোন্নত হয়, তবে তাহাকে 'দুষ্টলাঙ্গল' শৃঙ্গ বলে। ইহাতে পাণ্ড্য-দেশীয় রাজার সৈন্যগণ তাঁহাকে নিহত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করে। ১০। চন্দ্র যদি সমান ভাবে উদিত হয়, তবে প্রথম দিবসের ন্যায় সুভিক্ষ, মঙ্গল এবং বৃষ্টি হইয়া থাকে। চন্দ্রমা দণ্ডের ন্যায় উদিত হইলে গো-দিগের পীড়া হয় এবং রাজগণ উগ্রদণ্ডধারী হইয়া থাকেন। ১১। চন্দ্রমা ধনুকের আকারে উদিত হইলে যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ঐ ধনুর জ্যা যে দেশে থাকে, সেই দেশের জয় হয়। যদি ঐ শৃঙ্গ দক্ষিণোত্তরে আয়ত হয়, তবে তাহাকে 'স্থান' বা 'যুগ' বলে; ইহাতে ভূমিকম্প হয়। ১২। ঐ যুগনামক শৃঙ্গ যদি দক্ষিণ ধারে কিঞ্চিৎ উন্নত হয়, তবে সেই শৃঙ্গকে 'পার্শ্বশায়ী' শৃঙ্গ বলে। তাহাতে বণিক্-দিগের বিনাশ হয় এবং বৃষ্টির ব্যাঘাত হয়। ১৩। বৃদ্ধির বশে চন্দ্রের কোন শৃঙ্গ যদি নিম্নমুখ হয়, তবে তাহাকে 'আবর্জ্জিত' শৃঙ্গ কহে; ইহাতে গো সকলের পক্ষে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। ১৪। চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অচ্ছিন্ন বৃত্তাকার রেখা লক্ষিত হইলে 'কুণ্ড' নামক শৃঙ্গ হয়।

তাহাতে দ্বাদশ মণ্ডল সংক্রান্ত রাজাদিগের স্থানত্যাগ ঘটিয়া থাকে।১৫। উক্ত স্থানাভাব হেতু চন্দ্রের শৃঙ্গ যদি উত্তরদিকে কিঞ্চিদুন্নত থাকে, তবে শস্য সকলের বৃদ্ধি ও বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভাগে উন্নত হইলে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। ১৬। একশৃঙ্গ, অথবা নিম্নমুখ কিংবা শৃঙ্গহীন অথবা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চন্দ্র দর্শন করিলে দর্শকদিগের এক ব্যক্তির জীবন বিনাশ হয়। ১৭। চন্দ্রের দেহসংস্থান কথিত হইল। ইহাতেই চন্দ্রের রূপ নানা প্রকার ঘটিয়া থাকে। চন্দ্র ক্ষুদ্র হইলে দুর্ভিক্ষ এবং বড় হইলে সুভিক্ষ হয়। ১৮। মধ্যমরূপ (অর্থাৎ নাতিবৃহৎ, নাতিক্ষুদ্র) চন্দ্র উদিত হইলে তাহাকে 'বজ্র' বলে। ইহাতে প্রাণিগণের ক্ষুধাভ ও রাজাদিগের সম্ভ্রম ঘটে। মৃদঙ্গরূপী চন্দ্রোদয় হইলে মঙ্গল ও সুভিক্ষ হয়। ১৯। চন্দ্রমূর্ত্তি যদ্যপি অতিশয় বিশাল হয়, তবে রাজাদিগের লক্ষ্মী-বৃদ্ধি ঘটে। স্থূল হইলে সুভিক্ষ হয় এবং রমণীয় হইলে উত্তম ধান্য হয় ।২০। নক্ষত্রপতি চন্দ্রের শৃঙ্গ যদ্যপি মঙ্গল গ্রহ দ্বারা আহত হয়, তবে প্রত্যন্ত-দেশীয় কু-নৃপতিদিগের বিনাশ হয়। চন্দ্রশৃঙ্গ শনি দ্বারা আহত হইলে শস্ত্রভয় এবং ক্ষুধার ভয় হয়। বুধ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ ভিন্ন হইলে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ ; বৃহস্পতি দ্বারা হইলে শ্রেষ্ঠ রাজাদিগের বিনাশ এবং শুক্র দ্বারা হইলে সামান্য রাজাদিগের বিনাশ হয়। কিন্তু শুক্লপক্ষে গ্রহ দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ ভিন্ন হইলে এই ফল যাপ্য হয় ; আর কৃষ্ণ-পক্ষে হইলে যে ফল হয়, তাহা নিম্নে কথিত হইতেছে। ২১। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রশৃঙ্গ যদি শুক্র দ্বারা সমাহত হয়, তবে মগধ, যবন, পুলিন্দ, নেপাল, ভৃঙ্গি, মরুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, মদ্র, পাঞ্চাল, কৈকয়, কুলূত, পুরুষাদ এবং উশীনর দেশে সাত মাস ব্যাপক মরক হয়। ২২। বৃহস্পতি দ্বারা চন্দ্রশৃঙ্গ ভিন্ন হইলে গান্ধার, সৌবীরক, সিন্ধু, কীর, দ্রবিড় এবং পার্ব্বত্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ ও তত্তৎদেশীয় ধান্য সকল দশ মাস সন্তাপিত হয়। ২৩। চন্দ্রদেহ যদ্যপি মঙ্গল দ্বারা ভিন্ন হয়, তবে বাহনের সহিত উদযুক্ত ত্রিগর্ত্ত, মালব, কৌলিন্দ, গণপতি, শিবি ও অযোধ্যাপ্রদেশীয় শ্রেষ্ঠ নরপতিদিগকে এবং কুরু, মৎস্য ও শুক্তিপ্রদেশীয় উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-দিগকে ছয় মাস পীড়িত করিয়া বিনাশিত করে। ২৪। শনি দ্বারা

ভিন্ন-মণ্ডল চন্দ্রমা—পূর্ব্বদেশবাসী অর্জ্জুনবংশীয় ও কুরুবংশীয় রাজাদিগকে মন্ত্রী ও যোদ্ধাদিগের সহিত দশ মাস পীড়িত করিয়া বিনাশিত করে। ২৫। বুধগ্রহ চন্দ্রকে ভেদ করিয়া যদি বিনির্গত হয়, তবে মগধ, মথুরা ও বেণ্বানদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সকল পীড়িত হয় এবং পশ্চিম দেশে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। ২৬। চন্দ্রমা কেতু দ্বারা সমাহত হইলে অমঙ্গল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, শস্ত্রাজীবীদিগের বিনাশ এবং তস্করদিগের অত্যন্ত পীড়া হয়। ২৭। রাহু বা কেতু দ্বারা গ্রস্ত চন্দ্রের উপর উল্কাপাত হইলে, যে রাজার জন্ম-নক্ষত্রে গ্রহণ হইতেছে, সেই রাজার মৃত্যু হয়। ২৮। চন্দ্রদেহ যদ্যপি ভস্মতুল্য, পরুষ, অরুণবর্ণ, কিরণহীন, কপিলবর্ণ, স্ফুটিত অথবা স্ফুরণশীল হয়, তবে ক্ষুধা, সংগ্রাম, রোগ অথবা চৌরভয় হইয়া থাকে। ২৯। "রাত্রিকালে আমার অত্যন্ত সুখদায়ক হইবে" বলিয়া অদ্রিসুতা পার্ব্বতীকর্ত্তৃক সযত্নে পরিমার্জ্জিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইলে যে চন্দ্র হিমকণা, কুন্দপুষ্প, কুমুদকুসুম অথবা স্ফটিকের ন্যায় শুক্লবর্ণ হন, সেই চন্দ্রই জগতের শুভদায়ক। ৩০। শীতরশ্মি চন্দ্র যদ্যপি কুমুদ, মৃণাল বা হারের ন্যায় শুভ্রবর্ণ হইয়া তিথি-নিয়মানুসারে ক্ষয় বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং অবিকৃত মণ্ডল, গতি বা কিরণ দ্বারা সংযুক্ত হন, তবে মানবগণের বিজয় হয়। ৩১। শুক্লপক্ষ বর্দ্ধিত হইলে চন্দ্র যদ্যপি অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও প্রজাগণ অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র ঐরূপ হীন হইলে সকলের হানি এবং সম হইলে সকলেরই সমতা লাভ হয়। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে। ৩২।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

রাহুচার।

কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, রাহু নামক অসুরের এই মস্তকটী ছিন্ন হইলেও অমৃতের আস্বাদন বিশেষ হেতুক প্রাণ-পরিত্যক্ত না হইয়া (রাহুরূপ) গ্রহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট রাহু কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া ব্রহ্মার বরপ্রদান হেতু গ্রহণকাল ভিন্ন অন্য সময়ে আকাশে দৃশ্যমান হয় না।১।২। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এই রাহু, মুখ-পুচ্ছাদি-বিভক্তাঙ্গ সর্পাকার। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, ঐ রাহুর কোন প্রকার আকার নাই, উহা অন্ধকারময়।৩। ঐ আকাশ-বিচারী রাহু যদি শরীরধারী বা মস্তকাকার কি মণ্ডলময় হইত, তবে ঐ নিয়তগামী রাহু ভগণার্দ্ধ অর্থাৎ ৬ রাশি অন্তরিত হইয়াও কি প্রকারে গ্রহণ করে?৪। রাহুর গতির যদি কোন প্রকার স্থিরতা না থাকিত, তবে গণনা দ্বারা কি প্রকারে উহার উপলব্ধি হয়? আর যদি মুখ-পুচ্ছাদি-আকারবিশিষ্ট হইত, তবে অমাবস্যা-পূর্ণিমা ভিন্ন অন্য সময়েই বা গ্রহণ না হইবে কেন?৫। উহা যদি সর্পাকার হইত, তবে কখন মুখ দ্বারা, কখন বা পুচ্ছ দ্বারাও গ্রহণ হইত। আর কখন বা মধ্যস্থল দ্বারাও গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল।৬। রাহু যদি দুইটী হয়, তবে এক রাহু দ্বারা চন্দ্র গ্রস্ত, উদিত অথবা অস্তমিত হইলে, দেখা যাইত যে, তত্তুল্যগামী অন্যতর রাহু দ্বারা সূর্য্যও গ্রস্ত হইয়াছে।৭। যাহা হউক, চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্র পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করে, আর সূর্য্যগ্রহণে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে; এই কারণেই পশ্চিম দিক্ হইতে চন্দ্রগ্রহণ এবং পূর্ব্বদিক্ হইতে সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হয় না।৮। যেরূপ কোন একটী বৃক্ষের নিজচ্ছায়া, সূর্য্যের আবরণবশে একপার্শ্বেই দীর্ঘ হয়, সেইরূপ সূর্য্যের আবরণবশে পৃথিবীর ছায়াও প্রতিদিন দীর্ঘ হয়।৯।

চন্দ্র যখন সূর্য্যের সপ্তম রাশিতে অবস্থান করিয়া উত্তরে বা দক্ষিণে অধিক দূর গমন করে না, তখন চন্দ্রমা পূর্ব্বাভিমুখে আগমন করিয়া পৃথিবীর ছায়াতে প্রবেশ করে। ১০। (সূর্য্যগ্রহণ সময়ে) সূর্য্যের নিম্নস্থিত চন্দ্রমা পশ্চিম দিক্ হইতে সমাগত হইয়া মেঘের ন্যায় রবিবিম্বকে আচ্ছাদিত করে, সেই জন্য সূর্য্যগ্রহণ দৃষ্টিবশে প্রতিদেশে নানাপ্রকার হয়। ১১। এইরূপে চন্দ্রের গ্রহণ অধিক হয় বলিয়াই অর্দ্ধগ্রস্ত চন্দ্রের শৃঙ্গ অতিশয় কুণ্ঠিত হয়। আর সূর্য্যগ্রহণ স্বল্প হয় বলিয়া সূর্য্যের শৃঙ্গ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। ১২। দিব্যদর্শী আচার্য্যেরা এইরূপে গ্রহণের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রহণ-বিষয়ে যে রাহুই কারণ, ইহা শাস্ত্রের সদ্ভাব মাত্র। ১৩। রাহুনামক অসুরকে ব্রহ্মা এইরূপ বর দিয়াছিলেন,—"গ্রহণ সময়ে লোকে যে হোম করিবে, তাহার অংশ দ্বারাই তুমি আপ্যায়িত হইবে।" । ১৪। সেই কারণে গ্রহণ-সময়েই রাহুর সান্নিধ্য উপচরিত হয় এবং তজ্জন্যই গণিতে চন্দ্রের গতিও উত্তর দক্ষিণে উপচরিত হয়; সুতরাং অন্য কোন সময়েই গ্রহণ হইতে পারে না। যদি অন্য কোন সময়ে গ্রহণের লক্ষণ নিরূপিত হয়, তবে তাহা উৎপাত রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। ১৬। পাঁচটী গ্রহ একত্র সংযুক্ত হইলেও গ্রহণ হইতে পারে না; আর অষ্টমীতে জলে তৈল-নিক্ষেপের কথা * যাহা শাস্ত্রে আছে, তাহাও পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিবেন না। ১৭। অবনতি দ্বারা সূর্য্যের গ্রাস এবং বলনা ও অবনতি দ্বারা দিক্, আর তিথির অবসান অনুসারে সময় যেরূপে নিরূপণ করিতে হয়, তাহা করণ গ্রন্থে মৎকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ১৮। ব্রহ্মা, চন্দ্র, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, অগ্নি ও যম, এই সাতটী দেবতা ছয়মাসোত্তর বৃদ্ধি অনুসারে গ্রহণের অধিপতি। ১৯। যে গ্রহণে ব্রহ্মা অধিপতি, সেই সময়ে

* শাস্ত্রে আছে যে, অষ্টমী তিথিতে জলে তৈল প্রক্ষেপ করিলে সেই তৈল যেদিকে প্রসারিত না হইবে, সেই দিকেই গ্রহণের মুক্তি হইবে, তদ্বিপরীতে গ্রাস হইবে। তথাচ গর্গঃ—"তত্রাষ্টম্যাং জলে তৈলং ক্ষিপ্ত্বা স্থানং বিনির্দ্দিশেৎ" ইত্যাদি।

দ্বিজ ও পশুর বৃদ্ধি, মঙ্গল, আরোগ্য এবং শস্যসম্পত্তি হইয়া থাকে। চন্দ্রের সময়েও ঐরূপ হয় এবং পণ্ডিতগণের পীড়া ও অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২০। গ্রহণে ইন্দ্রের আধিপত্য কালে রাজাদিগের বিরোধ, শারদীয় শস্যের বিনাশ এবং অমঙ্গল হয়। কুবেরের সময়ে ধনীদিগের অর্থনাশ এবং সুভিক্ষ হয়। ২১। বরুণের সময়ে রাজাদিগের অশুভ এবং অন্য লোকের মঙ্গল ও শস্যবৃদ্ধি হয়। অগ্নির আধিপত্যকে মিত্র বলে। ঐ সময়ে শস্য, আরোগ্য, অভয় এবং সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২২। যে সময় গ্রহণের অধিপতি যম, ঐ সময়ে গ্রহণ হইলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং শস্যহানি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে গ্রহণ হইলে ক্ষুধা, মহামারী এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৩। বেলাহীন অর্থাৎ গণিতাগত কালের পূর্ব্বে গ্রহণ হইলে গর্ভের বিপদ ও শস্ত্র সকলের কোপ এবং অতিবেলা অর্থাৎ গণিতাগত কালের পর গ্রহণ হইলে ফলপুষ্পের নাশ, ভয় ও শস্যনাশ হইয়া থাকে। ২৪। হীন অথবা অতিরিক্ত কালে গ্রহণের ফল, পূর্ব্বশাস্ত্র দর্শন করিয়া এইরূপ নিরূপিত হইল ; কিন্তু স্পষ্ট গণিতজ্ঞ ব্যক্তির উপদিষ্ট সময়ের কখনই অন্যথা হয় না। ২৫। যদি এক মাসে সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই গ্রহণ হয়, তবে রাজগণ স্বীয় সৈন্যক্ষোভ দ্বারাই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং শস্ত্র সকলের কোপ অতিশয় হয়। ২৬। সূর্য্য চন্দ্র যদ্যপি পাপগ্রহ দ্বারা অবলোকিত হইয়া গ্রস্ত অবস্থায় উদিত অথবা অস্তমিত হয়, তবে শারদীয় ধান্য ও রাজার বিনাশ হয়। আর ঐরূপ পাপগ্রহ-দৃষ্ট হইয়া সর্ব্বগ্রাসে গ্রস্ত হইলে দুর্ভিক্ষ এবং মরক হয়। ২৭। সূর্য্য বা চন্দ্র যদি অর্দ্ধোদিত অবস্থায় রাহুগ্রস্ত হয়, তবে নৈকৃতিক (অতি কষ্টে সম্পাদিত বা নিষাদদেশীয়) সমস্ত যজ্ঞকে বিনাশিত করে। আর যদি অযুগ্ম অর্থাৎ ১।৩।৫।৭ আকাশাংশে* গ্রহণারম্ভ হয়, তবে অগ্ন্যুপজীবী, গুণাধিক ব্রাহ্মণ ও আশ্রমবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ২৮। আকাশের দ্বিতীয় অংশে যদি উপরাগারম্ভ

---

* যে দিবস গ্রহণ হইবে, সেই দিবসের রাত্রিমান বা দিনমানকে সাত ভাগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই রাত্রি বা দিবসের সপ্তমভাগ ও আকাশের সপ্তম ভাগ।

হয়, তবে কর্ষক, পাষণ্ডি, বণিক্, ক্ষত্রিয় ও সৈন্যাধ্যক্ষ বিনষ্ট হয়। আকাশ-তৃতীয়াংশে গ্রাসারম্ভ হইলে কারুক (শিল্পজীবী), শূদ্র, ম্লেচ্ছ ও মন্ত্রীদিগকে বিনাশিত করে। ২৯। যদি আকাশের মধ্যভাগে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে গ্রহণ আরম্ভ হয়, তবে রাজার মধ্যদেশ নষ্ট হয় আর ধান্যমূল্য শোভন হয়। আকাশের পঞ্চম ভাগে গ্রহণারম্ভ হইলে তৃণভোজী, মন্ত্রী, অন্তঃপুর ও বৈশ্য সকল বিনষ্ট হয়। ৩০। আকাশের ষষ্ঠ ভাগে গ্রহণ হইলে স্ত্রী ও শূদ্র এবং সপ্তম ভাগে অর্থাৎ অস্তকালে গ্রহণারম্ভ হইলে দস্যু ও প্রত্যন্তদেশ সকল বিনষ্ট হয়। কিন্তু আকাশের যে অংশে মোক্ষ অর্থাৎ গ্রহণশেষ হয়, তত্তৎ-ভাগস্থ কথিত দেশ বা তত্রত্য প্রাণীদিগের শুভ হয়। ৩১। উত্তরায়ণে গ্রহণ হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হানি হয়। দক্ষিণায়নে হইলে বৈশ্য ও শূদ্রের হানি হয়। আর উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই চতুর্দ্দিকের মধ্যে কোন দিকে রাহু দৃষ্ট হইলে দক্ষিণ-পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির হানি হয়। ৩২। ঈশান কোণে দৃষ্ট হইলে ম্লেচ্ছজাতি, অগ্নিকোণে হইলে পথিক, দক্ষিণে জলচর ও হস্তী এবং উত্তরে গো সকলের অশুভ হয়। ৩৩। রাহু পূর্ব্বদিক্ হইতে সমাগত হইলে পৃথিবী জলপূর্ণা হয় এবং পশ্চিমদিক্ হইতে সমাগত হইলে কৃষিজীবী, সেবক ও বীজ সকল বিনষ্ট হয়। ৩৪। যদি মেষ রাশিতে রাহু-দর্শন হয়, তবে পাঞ্চাল, কলিঙ্গ, শূরসেন, কাম্বোজ উড্র, কিরাত ও শস্ত্রবার্ত্ত (শস্ত্রধারী) প্রভৃতি দেশ সকল ও যাহারা অগ্ন্যাজীবী, তাহারা সকলেই অত্যন্ত পীড়িত হয়। ৩৫। সূর্য্য বা চন্দ্র যদ্যপি বৃষরাশিতে অবস্থিত হইয়া রাহুগ্রস্ত হয়, তবে গোপগণ, পশুগণ, অধিক গো-পোষক ব্যক্তিগণ এবং যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত মহত্ত্ব-সম্পন্ন, তাহারা সকলেই অত্যন্ত পীড়িত হয়। ৩৬। মিথুন রাশিতে গ্রহণ হইলে উৎকৃষ্ট রমণী, রাজা, সামান্য রাজা (জমীদার), বলিষ্ঠ ব্যক্তি, নৃত্য-গীত-বাদ্যজ্ঞ ব্যক্তি, যমুনাতীরবর্ত্তী মানবগণ এবং বাহ্লিকদেশ, মৎস্যদেশ ও শুহ্মদেশবাসী মানবগণ পীড়া-সমন্বিত হয়। ৩৭। কর্কট রাশিতে যদি রবি-চন্দ্রের উপরাগ হয়, তবে আভীর ও শবর

জাতীয় ব্যক্তিগণ এবং পহ্লব, মল্ল, মৎস্য, কুরু, শক, পাঞ্চাল ও বিকল দেশ পীড়িত আর অন্ন সকল বিনষ্ট হয়। ৩৮। সিংহরাশিতে গ্রহণ হইলে পুলিন্দগণ, মেকল, বলিষ্ঠ, রাজা, রাজতুল্য ব্যক্তি এবং বনচারী ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। কন্যারাশিতে গ্রহণ হইলে কবি, লেখক, গীত-ব্যবসায়ী ব্যক্তি ও শস্য সকলের বিনাশ হয় এবং অশ্মক, ত্রিপুর ও শালি-প্রধান দেশ সকলের ধ্বংস হয়। ৩৯। তুলা-রাশিতে যদি রবি-চন্দ্রের গ্রহণ হয়, তবে অবন্তীদেশ, পশ্চিম সাগরের নিকটবর্ত্তী দেশ, দশার্ণদেশ, সাধুব্যক্তি, বণিক্ ও মরুকচ্ছ দেশের অধিপতির বিনাশ হয়। বৃশ্চিক রাশিতে গ্রহণ হইলে উড়ুম্বর, মদ্র ও চোল-দেশীয় লোক, বৃক্ষ সকল এবং উৎকৃষ্ট যোদ্ধা ও বিষপ্রয়োগকারী ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। ৪০। ধনু রাশিতে রাহুদর্শন হইলে মন্ত্রী, উৎকৃষ্ট অশ্ব, বিদেহ মল্ল ও পাঞ্চাল দেশ, বৈদ্য, বণিক্ এবং বিষম অস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সকলের বিনাশ হয়। আর মকর রাশিতে গ্রহণ হইলে মৎস্য, অমাত্যকুল, নীচ, মন্ত্রণা ও ওষধিনিপুণ এবং বৃদ্ধ অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। ৪১। কুম্ভ রাশিতে গ্রহণ হইলে পার্ব্বতীয় ব্যক্তি, পাশ্চাত্য, ভারবাহী, তস্কর ও আভীরগণ এবং দরদ, আর্য্য ও সিংহ নগর এবং বর্ব্বরদেশীয় লোকগণের বিনাশ হয়। আর মীন রাশিতে গ্রহণ হইলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী ও সাগর-জলজাত দ্রব্যসমূহ, মান্যব্যক্তি, পণ্ডিত এবং জলোপজীবী ব্যক্তিবর্গের বিনাশ হয়। এইরূপে কূর্ম্মোপদেশবশে অর্থাৎ কূর্ম্মসংস্থান অনুসারে, গ্রহণের ফল বলিতে হয়। ৪২। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণে দশ প্রকার গ্রাস আছে; যথা,—১ সব্য, ২ অপসব্য, ৩ লেহ, ৪ গ্রসন, ৫ নিরোধ, ৬ অবমর্দ্দ, ৭ আরোহ, ৮ আঘ্রাত, ৯ মধ্যতমঃ ও ১০ তমোন্ত্য। ৪৩। রাহু যদি সব্যগত হয়, অর্থাৎ সব্য নামক গ্রহণ হয়, তবে জগৎ জলপ্লুত, আহ্লাদিত ও ভয়-শূন্য হয়। অপসব্য গ্রাসে রাজা বা তস্করদিগের পীড়নে প্রজানাশ হয়। ৪৪। রাহু যদি জিহ্বার ন্যায় চন্দ্রমণ্ডলকে লেহন করে (চাটে), তবে সেই গ্রহণকে লেহ বলে। ইহাতে পৃথিবীস্থ প্রাণিগণ আহ্লাদিত হয় এবং ধরামণ্ডলে প্রভূত বারিবর্ষণ হয়। ৪৫। যখন

গ্রহমণ্ডলের
গ্রসন বলে, ইহাতে গর্ব্বিত রাজার ধননাশ ও গর্ব্বিত দেশ সকলের পীড়া হয়। ৪৬। রবি বা চন্দ্রমণ্ডলের পর্য্যন্ত দেশ অর্থাৎ শেষ সীমা পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া রাহু যদি মধ্যস্থলে পিণ্ডীকৃতের ন্যায় অবস্থান করে, তবে তাহাকে নিরোধ বলে; ইহাতে সমস্ত প্রাণীরই আহ্লাদ হয়। ৪৭। রাহু যদি গ্রাহ্য-মণ্ডলকে নিঃশেষরূপে আচ্ছাদিত করিয়া অধিক কাল অবস্থান করে, তবে তাহাকে অবমর্দ্দন বলে; ইহাতে প্রধান দেশ ও প্রধান রাজার বিনাশ হয় এবং অন্ধকারের ভয় হয়। ৪৮। বর্ত্তুলাকার গ্রহমণ্ডলে রাহু যদি আবরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার অবলোকিত হয়, তবে তাহাকে আরোহণ বলে, ইহাতে রাজাদিগের পরস্পর মর্দ্দন দ্বারা অত্যন্ত ভয় হয়। ৪৯। বাষ্পযুক্ত নিশ্বাসবায়ু দ্বারা দর্পণোদর যেরূপ মলিন হয়, তদ্রূপ যদি রাহু দ্বারা গ্রাহ্য-মণ্ডল একদেশে উপহত হয়, তবে সেই গ্রাসকে আঘ্রাত কহে; ইহাতে জগন্মধ্যে সুবৃষ্টি ও সকল বিষয়ের বৃদ্ধি হয়। ৫০। চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থলে যদি রাহু প্রবিষ্ট হয় আর চন্দ্রমণ্ডলের চারি ধার যদি বিতমস্ক অর্থাৎ সুন্দররূপে রাহু-পরিত্যক্ত হইয়া অবলোকিত হয়, তবে তাহাকে মধ্যতমঃ বলে; ইহা মধ্যদেশ-নাশক এবং উদরাময়-ভয়-কারক। ৫১। যদ্যপি চন্দ্রমণ্ডলের শেষ সীমায় রাহুকে অত্যন্ত বহুল ও মধ্যভাগে স্বল্প বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাকে তমোন্ত্য নামক গ্রাস বলে; ইহাতে শস্য সকলের ঈতি-ভয় ও তস্করজন্য ভয় হইয়া থাকে। ৫২। রাহু শ্বেতবর্ণ হইলে মঙ্গল, সুভিক্ষ ও ব্রাহ্মণদিগের পীড়া হয়। অগ্নিবর্ণ হইলে অগ্নিভয় ও অগ্ন্যাজীবী ব্যক্তিগণের পীড়া হয়। ৫৩। হরিতবর্ণ হইলে রোগাধিক্য ও শস্য সকলের ঈতি দ্বারা বিনাশ হয়। কপিলবর্ণ হইলে শীঘ্রগামী প্রাণী ও ম্লেচ্ছদিগের বিনাশ এবং দুর্ভিক্ষ হয়। ৫৪। অরুণবর্ণ রাহু নয়নগোচর হইলে দুর্ভিক্ষ, অবৃষ্টি ও পক্ষিপীড়া হয়। ঈষৎধূম্রবর্ণ হইলে মঙ্গল, সুভিক্ষ ও মন্দবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৫৫। কপোত, অরুণ, কপিল বা কপিশবর্ণ দৃষ্ট হইলে ক্ষুদ্ভয় হয় এবং কপোতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে শূদ্রদিগের পীড়া হয়। ৫৬।

রাহু যদি নির্ম্মলমণির ন্যায় পীতবর্ণ হয়, তবে বৈশ্যদিগের বিনাশ ও সুভিক্ষ হয়। অগ্নিশিখার ন্যায় হইলে অগ্নিভয়, আর গৈরিকের ন্যায় দৃষ্ট হইলে যুদ্ধ হয়। ৫৭। দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ রাহু দৃষ্ট হইলে মরক হয়। পাটলি-পুষ্পের সবর্ণ রাহু বজ্রভয়-দাতা হইয়া থাকে। ৫৮। রাহু পাংশুবর্ণ বা লোহিতবর্ণ হইলে বৃষ্টি ও ক্ষত্রিয়-দিগের বিনাশ হয়। আর বালাতপ, পদ্ম বা ইন্দ্রচাপের সবর্ণ হইলে শস্ত্রকোপ হয়। ৫৯। গ্রস্ত গ্রহমণ্ডলে বুধের দৃষ্টি থাকিলে ঘৃত, মধু, তৈল ও রাজাদিগের ক্ষয় হয়। মঙ্গলের দৃষ্টি থাকিলে যুদ্ধবিমর্দ্দ, অগ্নিকোপ ও চৌরভয় হয়। ৬০। শুক্রের দৃষ্টি থাকিলে পৃথিবীতে শস্য-বিনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার উপদ্রব হয়। আর শনির দৃষ্টি থাকিলে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি ও চৌরভয় হইয়া থাকে। ৬১। গ্রহণের আরম্ভ-সময়ে বা মোক্ষসময়ে দর্শনাদি দ্বারা যে সমস্ত অশুভ ফল কীর্ত্তিত হইল, সে সমস্তই বৃহস্পতির দৃষ্টিতে, জলরাশি দ্বারা প্রবৃদ্ধ অগ্নির ন্যায় শান্ত হইয়া থাকে। ৬২। বায়ু, উল্কাপাত, ধূলিবর্ষণ, ভূমিকম্প, অন্ধকার ও বজ্রপাত রূপ নিমিত্ত দ্বারা প্রায়ই ছয়মাস পরে গ্রহণ হইয়া থাকে। ৬৩। মঙ্গলের গ্রহণ হইলে অবন্তীদেশ, কাবেরী ও নর্ম্মদার তটস্থ দেশ এবং গর্ব্বিত নরপতি সকলের বিনাশ হয়। ৬৪। বুধগ্রহ রাহু দ্বারা গ্রস্ত হইলে অন্তর্ব্বেদী, সরযূ, নেপাল, পূর্ব্ব সাগর ও শোণ প্রভৃতি দেশের স্ত্রী, রাজা, যোদ্ধা, পণ্ডিত ও বালকগণের বিনাশ হয়। ৬৫। বৃহস্পতি গ্রহণ দ্বারা উপগত হইলে বিদ্বান্, রাজমন্ত্রী, হস্তী ও অশ্ব সকলের বিনাশ হয় এবং সিন্ধুনদীর নিকটস্থ বা উত্তর-দিগাশ্রিত ব্যক্তিগণের বিনাশ হয়। ৬৬। শুক্রের গ্রহণ হইলে, দাসেরক, কৈকয়, যৌধেয়, আর্য্যাবর্ত্ত, শিবি প্রভৃতি দেশ, স্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পীড়া হয়। ৬৭। শনিগ্রহ রাহুগ্রস্ত হইলে মরুভব, পুষ্কর, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশীয় লোকগণ, পদাতিক, অর্ব্বুদাদি অন্ত্য জাতি এবং গোমন্ত ও পারিযাত্র পর্ব্বতস্থ ব্যক্তিগণ শীঘ্রই বিনাশিত হয়। [illegible] রাহু যদ্যপি কার্ত্তিক মাসে [illegible] হয়, তবে অনলোপজীবী ব্যক্তিগণ এবং মগধ, প্রাচ্যাধিপ, কোশল, কল্মাষ,

শূরসেন ও কাশী প্রভৃতি দেশবাসী প্রাণিগণ পীড়িত হয়। আর এইরূপ ক্ষত্রিয়-তাপদাতা রাহু দৃষ্ট হইলে অমাত্য ও ভৃত্যবর্গের সহিত কলিঙ্গ-রাজের বিনাশ হয় এবং, মঙ্গল ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৬৯। অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণ হইলে কাশ্মীর, কোশল, পুণ্ড প্রভৃতি দেশ, পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ মৃগ ও যাবতীয় সোমপায়ীদিগের বিনাশ হয় এবং সুবৃষ্টি, মঙ্গল ও সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৭০। পৌষমাসে গ্রহণ হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের উপরোধ হয় আর সৈন্ধব, কুকুর ও বিদেহ-দেশস্থ ব্যক্তিদিগের ধ্বংস হয় এবং দুর্ভিক্ষ হয়। ৭১। মাঘ-মাসে গ্রহণ হইলে বশিষ্ঠগোত্রজাত মাতৃ-পিতৃভক্ত ব্যক্তিগণ, স্বাধ্যায় ও স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ, অত্যুচ্চ হস্তিগণ এবং বঙ্গ, অঙ্গ ও কাশী প্রভৃতি দেশজাত মনুষ্যগণের দুঃখ হয়, কিন্তু কর্ষক (চাষী) দিগের অভিলষিত বৃষ্টি হইয়া থাকে। ৭২। ফাল্গুনমাসে গ্রহণ হইলে বঙ্গ, অশ্মক, অবন্তী ও মেকল প্রভৃতি দেশীয় লোকগণের পীড়া হয় এবং নর্ত্তকী, শস্যশালিনী সুন্দরী রমণী, ধনুর্দ্ধারী ক্ষত্রিয় এবং তপস্বী-দিগের পীড়া হয়। ৭৩। চৈত্রমাসে গ্রহণ হইলে চিত্রকর, লেখক, পানাসক্ত, রূপোপজীবী (বেশ্যাপ্রভৃতি) ও নিগমজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) ব্যক্তি, সুবর্ণাদি পণ্য দ্রব্য এবং পৌণ্ড, উড্র, অশ্মক ও কেকয় প্রভৃতি দেশীয় জনগণ অত্যন্ত তাপিত হয় এবং সুবৃষ্টি হয়। ৭৪। বৈশাখ মাসে গ্রহণ হইলে কার্পাস, তিল ও মুদ্গ শস্যের বিনাশ হয়; ইক্ষাকু, যৌধেয়, শক ও কলিঙ্গ দেশ উপদ্রুত হয়; কিন্তু ইহাতে সুভিক্ষ হয়। ৭৫। জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রহণ হইলে রাজপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, শস্য, বৃষ্টি, মহাগণ অর্থাৎ মহাসমুদ্র, সুন্দর ব্যক্তি, সাম্বদেশীয় জনগণ ও নিষাদ-সমূহের বিনাশ হয়। ৭৬। আষাঢ় মাসে গ্রহণ হইলে কূপ, বপ্র, নদী-প্রবাহ, ফলমূলাজীবী ব্যক্তি ও গান্ধার কাশ্মীর পুলিন্দ চীন আদি দেশ বিনষ্ট হন এবং দেবরাজ মণ্ডলবর্ষী হন। ৭৭। শ্রাবণ মাসে গ্রহণ হইলে কাশ্মীর, পুলিন্দ, চীন, যবন, কুরুক্ষেত্র, গান্ধার ও মধ্যদেশ বিনষ্ট হয়। আর কম্বোজ, একশফ, শারদ ও পূর্ব্বোক্ত দেশ ভিন্ন অন্যদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রচুর অন্নে আহ্লাদিত হইয়া সমগ্র

পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে। ৭৮। ভাদ্র মাসে গ্রহণ হইলে কলিঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, সুরাষ্ট্র, ম্লেচ্ছ, সুবীর, দরদ ও শক দেশ বিনষ্ট হয়, স্ত্রীদিগের গর্ভনাশ হয় এবং সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৭৯। আশ্বিন মাসে গ্রহণ হইলে কাম্বোজ, চীন, যবন শস্যাপহারক, বাহ্লীক ও সিন্ধুনদের তটস্থ দেশবাসী ব্যক্তি সকল এবং আনর্ত্ত ও পৌণ্ড্র-দেশবাসী চিকিৎসকগণ আর কিরাতগণ বিনষ্ট হয় এবং অত্যন্ত সুভিক্ষ হয়। ৮০। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণজন্য মোক্ষ দশ প্রকার হয়; যথা,—(১।২) দ্বিবিধ হনুভেদ, (৩।৪) দ্বিবিধ কুক্ষিভেদ, (৫।৬) দ্বিবিধ পায়ুভেদ, (৭) সংছর্দ্দন, (৮) জরণ, (৯) মধ্যবিদারণ এবং (১০) অন্তবিদারণ। ৮১। চন্দ্রগ্রহণে মোক্ষ যদ্যপি অগ্নিকোণে হয়, তবে তাহাকে দক্ষিণ-হনুভেদ নামক মোক্ষ বলে; ইহাতে শস্যনাশ, মুখরোগ, রাজপীড়া ও সুবৃষ্টি হয়। ৮২। পূর্ব্বোত্তর-কোণে মোক্ষ হইলে বাম-হনুভেদ মোক্ষ হয়; ইহাতে রাজা ও রাজপুত্রের ভয়, মুখরোগ, শস্ত্রভয় এবং সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৮৩। দক্ষিণপার্শ্বে মোক্ষ হইলে দক্ষিণ-কুক্ষিভেদ নামক মোক্ষ হয়; তাহাতে রাজপুত্রের পীড়া ও দক্ষিণ শত্রুগণের অভিযোগ হয়।৮৪। রাহু যদি উত্তরপথে সংস্থিত হয়, তবে বাম-কুক্ষিভেদ মোক্ষ হয়; ইহাতে স্ত্রীলোকের গর্ভবিপত্তি ও মধ্যমরূপ শস্য হয়। ৮৫। নৈঋ্ত-কোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে দক্ষিণ-পায়ুভেদ বলে, আর বায়ুকোণে মোক্ষ হইলে তাহাকে বাম-পায়ুভেদ বলে; এই দ্বিবিধ মুক্তিতেই সামান্যরূপ গুহ্যপীড়া ও সুবৃষ্টি হয়; আর বাম-পায়ুভেদে রাজ্ঞীর ক্ষয় হয়। ৮৬। রাহু যদি গ্রাহ্য-মণ্ডলে পূর্ব্বভাগে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকেই অপসৃত হয়, তবে তাহাকে সংছর্দ্দন নামক মোক্ষ বলে; ইহাতে জগতের মঙ্গল ও শস্যসুখ হইয়া থাকে। ৮৭। যাহাতে পূর্ব্বদিকে গ্রহণারম্ভ হইয়া পশ্চিমদিকে মোক্ষ হয়, তাহাকে জরণ নামক মোক্ষ বলে। জরণ নামক মোক্ষ হইলে নরগণ ক্ষুধা ও শস্ত্রভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া কোথায় শরণ প্রাপ্ত হইবে? ৮৮। মধ্যস্থল প্রথমে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মধ্যবিদারণ নামক মোক্ষ বলে; ইহা প্রাণিগণের মানসিক কোপকারক ও সুভিক্ষপ্রদ হইলেও সুচারু

বৃষ্টিপ্রদ নহে। ৮৯। অন্তবিদারণ নামক মুক্তিতে গ্রাহ্য-মণ্ডলের শেষ সীমায় নির্ম্মলতা ও মধ্যস্থলে অন্ধকারাধিক্য থাকে; ইহাতে মধ্য দেশের বিনাশ ও শারদীয় শস্যক্ষয় হইয়া থাকে। ৯০। এইরূপ সমস্ত মোক্ষই সূর্য্য গ্রহণে কথনীয়, কিন্তু চন্দ্রের যে স্থলে পূর্ব্বদিকের উক্তি আছে, সূর্য্য বিষয়ে সেই স্থলে পশ্চিমদিকের কল্পনা করিতে হইবে। ৯১। গ্রহণের মুক্তিকালের পর যদি সপ্তাহমধ্যে পাংশুনিপাত হয়, তবে দুর্ভিক্ষ হইবে। নীহারপাত হইলে রোগভয় এবং ভূমিকম্প হইলে শ্রেষ্ঠ নরপতির বিনাশ হইবে। ৯২। গ্রহণের পর সাতদিনের মধ্যে যদি উল্কাপাত হয়, তবে মন্ত্রিবিনাশ ঘটে। নানা বর্ণের মেঘোদয় হইলে অত্যন্ত ভয় হয়। (ভয়ঙ্কর) মেঘগর্জ্জন হইলে গর্ভবিনাশ এবং বিদ্যুৎ হইলে রাজা ও দংষ্ট্রী জীবের পীড়া হয়। ৯৩। পরিবেষ হইলে রোগভয়, দিগ্দাহে রাজভয় ও অগ্নিভয় এবং প্রবল রুক্ষ বায়ুবহন হইলে চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ৯৪। নির্ঘাত, ইন্দ্রচাপ বা দণ্ড দর্শন হইলে ক্ষুদ্ভয় ও শক্রচক্র দ্বারা ভয় হইবে। গ্রহযুদ্ধ বা কেতুদর্শন হইলে রাজসংগ্রাম হইবে। ৯৫। গ্রহণের পর সপ্তাহমধ্যে যদি সুন্দররূপে বৃষ্টিপাত হয়, তবে সুভিক্ষ হয় এবং গ্রহণজন্য যাবতীয় অশুভ বিনষ্ট হয়। ৯৬। চন্দ্রগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে যদি পক্ষান্তে সূর্য্যগ্রহণ হয়, তবে প্রজাদিগের অনীতি ও দম্পতীর পরস্পর শত্রুতা জন্মে। ৯৭। সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইলে যদি পঞ্চদশদিবসে পুনরায় চন্দ্রগ্রহণ হয়, তবে ব্রাহ্মণগণ অনেক যজ্ঞের ফল ভোগ করিতে পারেন না; কিন্তু প্রজাগণ আহ্লাদিত থাকে। ৯৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভৌমচার।

মঙ্গলগ্রহ যে নক্ষত্রে উদিত হয়, সেই উদয়-নক্ষত্রের সপ্তম, অষ্টম বা নবম নক্ষত্রে মঙ্গলগ্রহ যদি বক্রী হয়, তবে সেই বক্রকে 'উষ্ণ' বলে। এই উষ্ণবক্রে উদয় কালে অগ্ন্যাজীবী ব্যক্তিগণের পীড়া হয়। ১। উদয়-নক্ষত্রের দশম, একাদশ অথবা দ্বাদশ নক্ষত্র হইতে মঙ্গল যদি বক্রিত হয়, তবে সেই বক্রকে 'অশ্রুমুখ' বক্র বলে। ইহার উদয় সময়ে সমস্ত রস দূষিত হয় এবং রোগ ও অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২। ঐরূপ যে নক্ষত্রে মঙ্গল অস্তমিত হয়, সেই অস্তমন-নক্ষত্রের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ নক্ষত্রে যদি মঙ্গলের বিপাক অর্থাৎ বক্র হয়, তাহা হইলে ঐ বক্রের নাম 'ব্যাল'। ইহাতে দংষ্ট্রী, ব্যাল ও মৃগ হইতে পীড়া হয় এবং সুভিক্ষ হয়। ৩। অস্তমন-নক্ষত্রের পঞ্চদশ বা ষোড়শ নক্ষত্র হইতে মঙ্গলের বক্র হইলে, 'রুধিরানন' নামক বক্র হয়। সেই সময়ে লোকের মুখরোগ ও ভয় হয় এবং সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৪। অস্তমন-নক্ষত্রের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ নক্ষত্র হইতে মঙ্গলের অনুবক্র হইলে 'অসিমুষল' নামক বক্র হয়। ইহাতে দস্যুভয়, শস্ত্রভয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৫। মঙ্গলগ্রহ যদ্যপি পূর্ব্বফল্গুনী বা উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে উদিত হইয়া উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী হইয়া রোহিণী নক্ষত্রে অস্তমিত হয়, তবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই তিন লোকেই পীড়া হয়। ৬। মঙ্গল শ্রবণা নক্ষত্রে উদিত হইয়া যদি পুষ্যা নক্ষত্রে বক্রী হয়, তবে মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় জাতির পীড়া হয়। অন্য নক্ষত্রে উদিত হইলে সেই নক্ষত্র যে দিগ্বর্ত্তী, সেই দিকের লোকসমূহ বিনাশিত হয়। ৭। মঘানক্ষত্রের মধ্য দিয়া মঙ্গলের যাতায়াত হইলে পাণ্ড্য নরপতির বিনাশ, শস্ত্রভয় এবং অবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৮। মঙ্গল মঘানক্ষত্রকে ভেদ করিয়া যদি বিশাখা নক্ষত্রকে

ভেদ করে, তবে দুর্ভিক্ষ হয় এবং রোহিণীকে ভেদ করিয়া গমন করিলে অত্যন্ত মরক হয়। ৯। মহীতনয় মঙ্গল যদ্যপি রোহিণী নক্ষত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বিচরণ করে, তবে মহার্ঘ্যতা ও বৃষ্টিবিনাশ করিয়া থাকে। আর যদি ধূমাচ্ছন্নের ন্যায় বা শিখাবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে পরিযাত্রস্থ লোক সকলকে বিনাশিত করে। ১০। রোহিণী, শ্রবণা, মূলা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের বিচরণ হইলে, মেঘসমূহের উপঘাত হয়। ১১। শ্রবণা, মঘা, পুনর্ব্বসু, মূলা, হস্তা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী, বিশাখা এবং রোহিণী নক্ষত্রে মঙ্গলের বিচরণ বা উদয় প্রশস্ত। ১২। বৃহৎ অথচ নির্ম্মল-মূর্ত্তি, কিংশুক বা অশোক পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পরিষ্কৃত-মনোহর-কিরণবিশিষ্ট এবং প্রতপ্ত-তাম্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মঙ্গলগ্রহ যদি উত্তরপথে (উত্তর ক্রান্তিতে) বিচরণ করে, তবে রাজাদিগের শুভ এবং প্রজাদিগেরও সুখ হইয়া থাকে। ১৩।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

বুধচার।

চন্দ্রতনয় বুধগ্রহ উৎপাতশূন্য হইয়া কখনই উদিত হন না। বুধের উদয়কালে ধান্যাদি-মূল্যের হ্রাস বা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল, অগ্নি বা ঝড় হইয়া থাকে। ১। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকে মর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২। বুধগ্রহ আর্দ্রা অবধি মঘা পর্য্যন্ত যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শস্ত্রপাত, ক্ষুধা, ভয়, রোগ, অনাবৃষ্টি এবং সন্তাপ দ্বারা প্রজাগণ পীড়িত হইবে। ৩। হস্তা অবধি জ্যেষ্ঠা পর্য্যন্ত ছয়টী নক্ষত্রে চন্দ্রপুত্র বিচরণ করিলে গোরু সকলের পীড়া, তৈলাদি রস

সকলের মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে পৃথিবী পূর্ণ হয়। ৪। উত্তরফল্গুনী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ এবং ভরণী নক্ষত্র বুধ দ্বারা নিহত হইলে প্রাণীদিগের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। ৫। চন্দ্রতনয় যদ্যপি অশ্বিনী, শতভিষা, মূলা এবং রেবতী নক্ষত্রকে উপমর্দ্দিত করে, তবে পণ্য, বৈদ্য, নৌকাজীবী, জলজপদার্থ এবং অশ্ব সকলের উপঘাত হয়। ৬। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, এই তিনটী নক্ষত্রের কোন একটী নক্ষত্রকে অভিমর্দ্দিত করিয়া বুধগ্রহ বিচরণ করিলে, জগন্মধ্যে ক্ষুধা, শস্ত্র, তস্কর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়। ৭। পরাশর মুনি প্রণীত জ্যোতিষীয় তন্ত্রশাস্ত্রে নক্ষত্র দ্বারা বুধগ্রহের সাত প্রকার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—১ প্রাকৃত, ২ বিমিশ্র, ৩ সংক্ষিপ্ত, ৪ তীক্ষ্ণ, ৫ যোগান্ত, ৬ ঘোর, ৭ পাপ। ৮। স্বাতী, ভরণী, রোহিণী এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রে বুধ থাকিলে ঐ গতিকে প্রাকৃত গতি বলে। মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘা ও অশ্লেষানক্ষত্রস্থ বুধের গতিকে মিশ্রা বলে। ৯। পুষ্যা, পুনর্ব্বসু, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীতে সংক্ষিপ্তা এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, অশ্বিনী ও রেবতীতে বুধগতিকে তীক্ষ্ণা বলে। ১০। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে যে বুধের গতি হয়, তাহাকে যোগান্তিকা বলে; আর শ্রবণা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাতে যে গতি হয়, তাহাকে ঘোরা বলে। ১১। যখন বুধ হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে থাকে, তখন তাহার গতির নাম পাপা। এইরূপে পরাশর মুনি উদয় ও অস্ত দিবস দ্বারা বুধের গতিলক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। ১২। প্রাকৃত গতি ৪০ দিন, মিশ্রা ৩০ দিন, সংক্ষিপ্তা ২২দিন, তীক্ষ্ণা ১৮দিন, যোগান্তা ৯দিন, ঘোরা ১৫ দিন এবং পাপা গতি ১১দিন হইয়া থাকে। ১৩। যে সময়ে বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তখন আরোগ্য, বৃষ্টি, শস্যবৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংক্ষিপ্তা এবং মিশ্রা গতিতে মিশ্র ফল হয়, আর অন্যগুলিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে। ১৪। দেবলের মতে বুধের গতি চারি প্রকার; যথা,—ঋজ্বী, অতিবক্রা, বক্রা ও বিকলা। এই গতি সকলের

যথাক্রমে বিদ্যমান কাল ৩০ দিন, ২৪ দিন, ১২ দিন এবং ৬ দিন মাত্র। ১৫। ঋজ্বী গতি প্রজাদিগের হিতকারিণী, অতিবক্রা গতি অর্থনাশিনী আর বক্রা গতিতে শস্ত্রভয় এবং বিকলাতে ভয় ও রোগ হয়। ১৬। পৌষ, আষাঢ়, শ্রাবণ, বৈশাখ বা মাঘ মাসে যদি বুধগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে জগতের ভয় হয়; কিন্তু অস্তমিত হইলে শুভ হয়। ১৭। চন্দ্রতনয় বুধগ্রহ কার্ত্তিক বা আশ্বিন মাসে নয়নগোচর হইলে শস্ত্র, চৌর, অগ্নি, রোগ, জল এবং ক্ষুধার ভয় হয়। ১৮। বুধের চার বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞাতা পণ্ডিতগণ বলেন যে, বুধের অস্তমন কালে যে সকল নগর রুদ্ধ হয়, বুধের উদয়কালে আবার সেই নগর সকল মুক্ত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, পশ্চিমদিকে বুধ উদিত হইলে সেই পুর সকলে লাভ হয়। ১৯। চন্দ্রপুত্র বুধের বর্ণ যখন স্বর্ণের ন্যায় বা শুকপক্ষীর তুল্য অথবা শস্যকমণির সমান হয়, এবং বুধ যখন স্নিগ্ধমূর্ত্তি ও বৃহৎকায় হয়, তখন সকলেরই মঙ্গল হয়; অন্যথা হইলে অশুভই হইয়া থাকে। ২০।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

বৃহস্পতিচার।

দেবপতি-মন্ত্রী অর্থাৎ বৃহস্পতি যে মাসে যে নক্ষত্রে উদিত* হইবেন, সেই নক্ষত্রের অনুসারে মাসের নামের ন্যায় সেই বৎসরটী অভিহিত হইবে। ১। (বারটী মাস আছে বলিয়া এইরূপে মোট বারটী বর্ষ হইবে, তন্মধ্যে) কৃত্তিকানক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দুইটী দুইটী নক্ষত্রে

---

* প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য জ্যোতিস্তত্ত্বে বরাহসংহিতার এই বচনটী তুলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে উদয় ও অস্ত সম্বন্ধে বৎসরের নামকরণ হইবে, এইরূপ পাঠান্তর আছে। যথা;—"নক্ষত্রেণ সহোদয়মস্তং বা যাতি যেন

কার্ত্তিকাদি বর্ষ হইবে; কিন্তু ঐ দ্বাদশটী বর্ষের মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষটী তিনটী তিনটী নক্ষত্রে হইবে। যেমন কৃত্তিকা বা রোহিণীনক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় হইলে কার্ত্তিক নামক বর্ষ হইবে। ২। (১) কার্ত্তিক নামক বর্ষ হইলে শকটাজীবী, অগ্ন্যাজীবী লোক সকল ও গোরুগণের পীড়া হয়, লোকগণের উপর ব্যাধি ও শস্ত্রের প্রকোপ হয় এবং রক্ত ও পীতবর্ণ পুষ্প সকলের বৃদ্ধি হয়। ৩। (২) সৌম্য নামক বর্ষ হইলে অনাবৃষ্টি হয়, আর মৃগ, ইঁদুর, শলভ ও পক্ষী প্রভৃতি অণ্ডজ জন্তু দ্বারা শস্যহানি হয়, মানবগণের ব্যাধিভয় হয় এবং মিত্রগণের সঙ্গেও রাজাদিগের শত্রুতা জন্মে। ৪। (৩) পৌষ নামক বর্ষে জগতের শুভ হয়, রাজগণ পরস্পরের প্রতি নিবৃত্ত-বৈর হন, ধান্যের মূল্য দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয় এবং পৌষ্টিক কার্য্যের বৃদ্ধি হয়। ৫। (৪) মাঘ নামক বর্ষে পিতৃগণের পূজাবৃদ্ধি, সর্ব্বপ্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, সুবৃষ্টি, ধান্যের সুমূল্য, সুসম্পৎ ও মিত্র লাভ হয়। ৬। (৫) ফাল্গুন-সংজ্ঞক বর্ষে কোন কোন স্থানে মঙ্গল ও শস্যবৃদ্ধি, স্ত্রীগণের দৌর্ভাগ্য, তস্করের প্রবলতা এবং রাজাদিগের উগ্রতা হয়। ৭। (৬) চৈত্র নামক বর্ষে সামান্য বৃষ্টি, প্রিয় অন্নের শুভ, রাজাদিগের মৃদুতা, কোশধান্যের বৃদ্ধি এবং রূপবান্ ব্যক্তিগণের পীড়া হয়। ৮। (৭) বৈশাখ বৎসরে রাজা ও প্রজা উভয়েই ধর্ম্মতৎপর, ভয়শূন্য ও আহ্লাদিত হয় এবং যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্তি ও সমস্ত শস্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ৯। (৮) জ্যৈষ্ঠ নামক বৎসরে রাজগণ, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত জাতি, কুল, ধন ও শ্রেণী মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণ্য হন এবং কঙ্গু ও শমী জাতীয় ভিন্ন সকল প্রকার ধান্যই পীড়িত হয়। ১০।

সুরমন্ত্রী" ইতি। এইস্থানে বিশেষ এই,—"যদি বর্ষদ্বয়ঘটক নক্ষত্রের কোনটীতে অস্ত ও অন্যতরটীতে বৃহস্পতি উদিত হন, তথন উভয় বর্ষের নামেই সেই বর্ষটী হইবে। যেমন রোহিণীতে অস্ত হইয়া বৃহস্পতি যদি মৃগশিরাতে উদিত হন, তথন কার্ত্তিকোত্তর-মার্গশীর্ষ নামক বৎসর হইবে। যথা স্মৃতিঃ—"অত্র বর্ষদ্বয়-ঘটকয়োর্নক্ষত্রয়োরেকতরস্মিন্নস্তং গতো গুরুরন্যতরস্মিন্নুদেতি তত্র কা গতিরিতি চেৎ কার্ত্তিকোত্তরং মার্গশীর্ষং ততঃ পৌষমিত্যাদিক্রমাদ্ গতিরিতি।"

(৯) আষাঢ় সংজ্ঞক বৎসরে সমস্ত শস্যেরই জন্ম হয়, কিন্তু কোন-স্থানে অনাবৃষ্টি হয়, যোগক্ষেম (অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধের রক্ষা) মধ্যম এবং রাজগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। ১১। (১০) শ্রাবণ নামক বর্ষে শস্য সকল মঙ্গলে মঙ্গলে পরিপক্ক হয়, কিন্তু সামান্য-পাষণ্ড ব্যক্তিগণ ও তদ্ভক্ত মানবগণ অত্যন্ত পীড়িত হয়। ১২। (১১) ভাদ্রপদ সংজ্ঞক বৎসরে লতাজাতীয় পূর্ব্বশস্য সকল নিষ্পত্তি প্রাপ্ত হয়, অন্য শস্য হয় না এবং কোথাও সুভিক্ষ হয়, আর কোথাও বা ভয় হয়। ১৩। (১২) আশ্বযুজ অর্থাৎ আশ্বিন নামক বৎসরে অত্যন্ত জলপাত হয়, প্রজাগণ প্রমুদিত হয়, প্রাণিগণের প্রাণ সকল সুখে থাকে এবং সকলের অন্নবাহুল্য হইয়া থাকে। ১৪। বৃহস্পতি যখন নক্ষত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করেন, তখন সকলের পক্ষে আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও মঙ্গল হয়; দক্ষিণদিকে অবস্থান করিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য এবং মধ্যভাগে বিচরণ করিলে, মধ্যমরূপ ফল হইয়া থাকে।১৫। বৃহস্পতি একবৎসরে যদি দুটী নক্ষত্রে বিচরণ করেন, তবে শুভকারক; আড়াইটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে মধ্যফলী এবং যদি সংবৎসরে তদধিক নক্ষত্রে কখন বিচরণ করেন, তবে শস্য সকলের বিনাশক হন। ১৬। বৃহস্পতি অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে অগ্নিভয় হয়। বৃহস্পতির বর্ণ পীত হইলে ব্যাধি, শ্যামবর্ণে যুদ্ধাগম, হরিতবর্ণে চৌরজনিত পীড়া, রক্তবর্ণে শস্ত্রভয় এবং ধূমাভ হইলে অনাবৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি দিবাভাগে দৃষ্ট হইলে মনুষ্যের বিনাশ হয়; আর সুন্দর তারার ন্যায় বিপুল অথচ নির্ম্মলরূপে রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে প্রজাগণ সুখী হইয়া থাকে। ১৭। ১৮। কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র, বৎসরের দেহ; পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র, বৎসরের নাভি; অশ্লেষা হৃদয় এবং মঘা নক্ষত্র বৎসরের কুসুম; ইহারা শুদ্ধ হইলে শুভ ফল হয়। (বৃহস্পতির অবস্থান কালে) বৎসরের দেহ-নক্ষত্র যদি পাপগ্রহ দ্বারা পীড়িত হয়, তবে অগ্নি ও বায়ুজনিত ভয় হয়, নাভি-নক্ষত্র পীড়িত হইলে ক্ষুধাজন্য ভয় হয়, পুষ্প-নক্ষত্রে মূল ও ফলক্ষয় এবং হৃদয়-নক্ষত্র পাপগ্রহ দ্বারা

পীড়িত হইলে নিশ্চয়ই শস্যনাশ হইয়া থাকে। ১৯। শকাদিত্য (শালিবাহন) রাজার সময় হইতে যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের অঙ্ককে ১১ একাদশ দ্বারা গুণিত করিবে। পরে ঐ গুণফলকে আবার ৪ চারি দ্বারা গুণ করিবে। পরে ঐ গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ আটহাজার পাঁচশত উননব্বই যোগ দিবে। এই যোগজফলকে ৩৭৫০ সাঁইত্রিশ শত পঞ্চাশ দ্বারা ভাগ করিবে *। পরে অন্যস্থানস্থ শকবৎসরের অঙ্কের সহিত ঐ ভাগফল যোগ দিবে। এই যোগফলকে ৬০ ষাইট দ্বারা ভাগ করিবে (অবশিষ্ট দ্বারা প্রভবাদি

* এই ভাগের লব্ধটী বৎসর এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২ দ্বারা গুণ করিয়া ৩৭৫০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধটী মাস; আর অবশিষ্টকে ৩০ ত্রিশ দিয়া গুণ করিবে, গুণফলকে পূর্ব্বোক্ত ভাজক ৩৭৫০ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধটী দিন; আবার অবশিষ্টকে ৬০ দিয়া গুণ করত ঐ ভাজক ৩৭৫০ দিয়া ভাগ করিলে দণ্ড লব্ধ হইবে আর লব্ধশেষকে পুনরায় ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ৩৭৫০ দিয়া ভাগ করিলে তাহাতে পলাদি লব্ধ হইবে। এইরূপে যতক্ষণ না মিলিয়া যায়, ততক্ষণ ৬০ গুণ ও ঐ ভাজক দিয়া ভাগ করিবে। এই সমস্ত যথানিয়মে সংস্থাপন করিয়া পরে অন্যস্থানস্থ অঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে।

$$\left\{\frac{(\text{শক} \times ১১ \times ৪) + ৮৫৮৯}{৩৭৫০} + \text{শক}\right\} \div ৬০ = \text{বার্হস্পত্য বর্ষাদি ফল।}$$

প্রক্রিয়া যথা—শক ১৮১৩ সৌরবর্ষে—

$$\left\{\frac{(১৮১৩ \times ১১ \times ৪) + ৮৫৮৯}{৩৭৫০} + \text{শক}\right\} \div ৬০ = \text{বার্হস্পত্য বর্ষাদি ফল।}$$

১৮১৩ × ১১ × ৪ = ৭৯৭৭২। ৭৯৭৭২ + ৮৫৮৯ = ৮৮৩৬১। ৮৮৩৬১ ÷ ৩৭৫০ = বর্ষাদি ২৩। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬। ১৮১৩ + ২৩। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬ = ১৮৩৬। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬। ১৮৩৬। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬ ÷ ৬০ = ৩০ (অবশিষ্ট—বার্হস্পত্য বর্ষ) অবশিষ্ট ৩৬। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬; ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে, ৭ (লব্ধ ভাগফল—যুগ) ইহাতে জানা গেল যে, প্রভবাদি ৬০ বৎসরের ৩৬ নং বর্ষ গত হইয়া ৩৭ নং বর্ষের ৬ মাস ২২ দিন ২৯ দণ্ড ২১ পল ৩৬ বিপল গত হইয়াছে। আর পঞ্চলব্ধফল ৭ আছে, ইহাতে বিষ্ণু প্রভৃতি যুগের ৭ নং যুগ গত হইয়া ৮ নং যুগ বর্ত্তমান এবং এই যুগের ১। ৬। ২২। ২৯। ২১। ৩৬ বর্ষাদি গত হইয়াছে। ইহা ১৮১৩ শকের ১ লা বৈশাখের গণনা।

বৎসর জানা যাইবে) এবং অবশিষ্টকে ৫ পাঁচ দ্বারা ভাগ করিবে। এই ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, সেই লব্ধাঙ্ক-সংখ্যায় নারায়ণ (*বিষ্ণু*) *প্রভৃতি যুগ এবং অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা সেই যুগানুবর্ত্তী তত সংখ্যক বৎসর চলিতেছে, জানিতে পারিবে।* ২০। ২১। উক্ত বৎসরসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে (ষাইটের বেশী হইলে ৬০ বাদ দিয়া কেবল বৎসরাঙ্ককে) ৯ দিয়া গুণ করিবে। পরে আবার ঐ বৎসর-সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিবে। ভাগফল ঐ নবগুণিত অঙ্কে যোগ করত ৪ চারি দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎসংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিদ্যমান আছেন, জানিতে হইবে। কিন্তু গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে *। অর্থাৎ ১ লব্ধ লইলে বুঝিতে হইবে যে, ২৫ নক্ষত্র অর্থাৎ পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। ২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ইত্যাদি। ২২। প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরে সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী যুগ হয়; সুতরাং পাঁচ পাঁচ বৎসরে এক একটী যুগ। এই দ্বাদশটী যুগের যথাক্রমে অধিপতি,—বিষ্ণু, ২ সুরেজ্য, ৩ বলভিৎ, ৪ অগ্নি, ৫ ত্বষ্টা, ৬ উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, ৭ পিতৃগণ, ৮ বিশ্ব, ৯ সোম, ১০ শক্রানিল, ১১ অশ্বি ও ১২ ভগ। এই যুগাধিপতিদের নামানুসারেই এই যুগগণের নাম হয়; যথা,—নারায়ণ, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, অগ্নি ইত্যাদি। ২৩। এই যুগ

---

* (ষষ্ট্যব্দ × ৯ + (ষষ্ট্যব্দ ÷ ১২)) / ৪ = বৃহস্পতির ভুজ্যমান নক্ষত্র।

প্রক্রিয়া যথা,—

৩৬। ৬। ২২। ৩১। ২১। ৩৬। বার্হস্পত্য ষষ্ট্যব্দাদি।

(৩৬ × ৯ + (৩৬ ÷ ১২)) / ৪ =

৩৬ + ৯ = ৩২৪। ৩৬ ÷ ১২ = ৩। ৩২৪ + ৩ = ৩২৭। ৩২৭ ÷ ৪ = ৮১$\frac{৩}{৪}$।

২৭ নক্ষত্রে ভচক্র বলিয়া ২৭ ÷ ৮১ অবশিষ্ট ০ সুতরাং জানা গেল যে, ঐ সময় বৃহস্পতি ২৪ নক্ষত্রে বর্ত্তমান। এবং লব্ধ ৮১ হইয়া ৩ অবশিষ্ট ছিল, এজন্য ২৪ নক্ষত্রের তৃতীয় পাদে উত্তীর্ণ হইয়া চতুর্থ চরণে বর্ত্তমান। ইঁহা স্থূল; কখন কখন ইহাতে সামান্য অন্তর লক্ষিত হইবে। ইহার সূক্ষ্মতা পঞ্চসিদ্ধান্তিকাতে দ্রষ্টব্য। বিস্তৃতিভয়ে লিখিলাম না।

সকলের অন্তর্ব্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরে আবার পাঁচটী করিয়া সংজ্ঞান্তর-বিশিষ্ট পাঁচটী বৎসর আছে। * (ইহা ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত নহে) তাহাদিগের নামান্তর ও তদধিপতিদিগের নামান্তর যথা;— ১ সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ ইদ্বৎসর। অধিপতি—১ অগ্নি, ২ সূর্য্য, ৩ চন্দ্র, ৪ প্রজাপতি, ৫ মহাদেব। ২৪। এই যে সংবৎসরাদি পাঁচটী বর্ষের কথা বলা হইল, ইহার প্রথম বর্ষে বৃষ্টি হয়, দ্বিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে বৃষ্টি হয়, তৃতীয় বর্ষে প্রচুর বৃষ্টি হয়, চতুর্থের শেষে বৃষ্টি এবং পঞ্চম বর্ষে সামান্য বৃষ্টি হয়। ২৫। পূর্ব্বে যে বারটী যুগের কথা বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম যে চারিটী যুগ, যাহাদিগের অধিপতি বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি ও অনল; এই চারিটী যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তৎপরবর্ত্তী অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী চারিটী যুগ মধ্যম এবং অন্ত্য চারিটী যুগ অধম-ফলদ জানিবে। ২৬। বৃহস্পতি যে সময়ে ধনিষ্ঠানক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘ মাসে উদিত হইবেন, তখনই ষষ্টিসংবৎসরের প্রথম প্রভব নামক বর্ষ আরম্ভ হইবে। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতকারক। ২৭। প্রভব নামক বর্ষ প্রবৃত্ত হইলে, যদিচ কোন স্থানে অনাবৃষ্টি, কোন স্থানে বায়ু বা অগ্নির কোপ, কোন স্থানে ঈতিভয় এবং কোন স্থানে বা শ্লেষ্মজন্য পীড়া হইয়া থাকে, তথাপি এই বৎসরে প্রাণিগণের বিশেষ দুঃখ হয় না। ২৮। দ্বিতীয় বর্ষের নাম বিভব; তৃতীয়—শুক্ল; চতুর্থ—প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্রজাপতি। এই বৎসর সকল উত্তরোত্তর শুভপ্রদ। এই বৎসর সকলে রাজগণ পৃথিবীকে এরূপ ভাবে শাসন করেন যে, তাঁহাদিগের শাসনের গুণে পৃথিবী শালি, ইক্ষু ও যবাদি শস্য সকলের নিষ্পাদনকারিণী এবং ভয়শূন্য,

* বরাহমিহিরের মতে যুগারম্ভ হইতেই এই বৎসরারম্ভ হয়। প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ হইতেই এই বৎসর আরম্ভ হয়। তাঁহার মতে এই সকল বৎসরে আবার তিল প্রভৃতি দান করিতে হয়;— "সংবৎসরে তথা দানং তিলস্য তু মহাফলম্" ইত্যাদি মলমাসতত্ত্ব। বল্লাল সেন-প্রণীত দানসাগর গ্রন্থেও এই মত।

শত্রুতাবিহীন ও আহ্লাদিত লোকযুক্ত এবং কলিদোষবিমুক্ত হইয়া থাকে। ২৯। ৩০। দ্বিতীয় যুগে (বৃহস্পতিযুগে) যে পাঁচটী বৎসর, তাহাদিগের নাম,—অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা ও ধাতা। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী বৎসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অপর দুইটী সমভাবাপন্ন। ৩১। অঙ্গিরা আদি তিনটী বর্ষে দেবতাগণ উত্তমরূপ সুবৃষ্টি করেন এবং লোকগণ নিরাতঙ্ক ও নির্ভয় হয়। অন্ত্য দুইটী বৎসরে যদিচ সমভাবে সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু রোগ ও সমর উপস্থিত হয়। ৩২। বৃহস্পতির বিচরণ-বশে ঐন্দ্র নামক যে তৃতীয় যুগ প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রথম বর্ষের নাম ঈশ্বর, ২য় বহুধান্য, ৩য় প্রমাথী, ৪র্থ বিক্রম ও ৫ম বর্ষের নাম বৃষ। ৩৩। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ শুভপ্রদ; এমন কি, প্রজাদিগের সম্বন্ধে যেন সত্যযুগের অনুকরণ করে। প্রমাথী বর্ষ অত্যন্ত পাপ-দায়ক। বিক্রম ও বৃষ নামক বর্ষদ্বয় সুভিক্ষপ্রদ বটে, কিন্তু রোগ ও ভয়কারক। ৩৪। চতুর্থ (হুতাশ নামক) যুগের প্রথম বর্ষ, যাহার নাম চিত্রভানু; ইহা উৎকৃষ্ট ফলদাতা। দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু; ইহা মধ্যফলী অর্থাৎ রোগপ্রদ, কিন্তু মৃত্যুকারক নহে। তৃতীয় বর্ষের নাম তারণ (কোন মতে দারুণ); ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। চতুর্থ বৎসরের নাম পার্থিব; ইহাতে শস্যবৃদ্ধিজন্য আহ্লাদ হয়। আর পঞ্চম বর্ষের নাম ব্যয়; এই বর্ষে প্রাণিগণ কামোদ্দীপ্ত ও উৎসবাকুল হইয়া শোভা পায়। ৩৫। ৩৬। ত্বাষ্ট্র নামক পঞ্চম যুগের প্রথম অব্দের নাম সর্ব্বজিৎ, ২য়—সর্ব্বধারী, ৩য়—বিরোধী, ৪র্থ—বিকৃত, ৫ম—খর। এই পাঁচটীর মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষটী মঙ্গলকারক, এবং অবশিষ্ট গুলি ভয়ের কারণ। ৩৭। (প্রোষ্ঠপদ নামক ষষ্ঠ যুগে) ১ম বৎসরের নাম নন্দন, ২য় বিজয়, ৩য় জয়, ৪র্থ মন্মথ, ৫ম দুর্ম্মুখ। এই পাঁচটী বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি তিনটী মনোহর; মন্মথ বৎসরটী সমফলী; ও পঞ্চম বৎসর অত্যন্ত অধম। ৩৮। বৃহস্পতির গতিবশে সপ্তম (পিতৃ) যুগের ১ম বর্ষ হেমলম্ব, ২য় বিলম্বী, ৩য় বিকারী, ৪র্থ শর্ব্বরী, ৫ম প্লব। ইহার প্রথম বর্ষে ঈতিভয় ও ঝঞ্ঝাবিশিষ্ট বারিবর্ষণ হয়। তৎপরে দ্বিতীয় বর্ষে শস্য ও বৃষ্টি অল্প ত্য হয়। তৃতীয় বর্ষে অতিশয় উদ্বেগ ও অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রাপ্ত

হয়। চতুর্থ বর্ষে দুর্ভিক্ষভয় এবং প্লববর্ষে অত্যন্ত সুবৃষ্টি ও শুভ হয়। ৩৯। ৪০। বৈশ্বযুগে প্রথম বর্ষের নাম শোভকৃৎ, ২য় শুভকৃৎ, ৩য় ক্রোধী, ৪র্থ বিশ্বাবসু, ৫ম পরাভব। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর *প্রজাদিগের প্রীতিকারক। তৃতীয় বৎসর বহুদোষপ্রদ এবং অবশিষ্ট* দুইটী সংবৎসরই সমফলী; কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়। ৪১. ৪২। নবম (সৌম্য) যুগে প্রথম সংবৎসরের নাম প্লবঙ্গ, দ্বিতীয় কীলক, তৃতীয় সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ, পঞ্চম রোধকৃৎ; তন্মধ্যে কীলক ও সৌম্য বৎসর অত্যন্ত শুভপ্রদ। ৪৩। প্লবঙ্গ বৎসরে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট হয়। সাধারণ বৎসরে সামান্য বৃষ্টি ও ঈতিভয় হয়। আর পঞ্চম বর্ষ, যাহার নাম রোধকৃৎ, ইহাতে সুন্দর বৃষ্টি ও শস্যসম্পত্তি হইয়া থাকে। ৪৪। শক্রাগ্নিদৈবত যে দশম যুগ, তাহাতে যে প্রথম বৎসর হইবে, তাহার নাম পরিধাবী, ২য় প্রমাদী, ৩য় আনন্দ, ৪র্থ রাক্ষস, ৫ম অনল। তন্মধ্যে পরিধাবী নামক বৎসরে মধ্যদেশনাশ, রাজার হানি, সামান্য বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হয়। প্রমাদী বৎসরে লোকগণ অত্যন্ত অলস হয়, বিপ্লব ঘটে, এবং রক্তবর্ণ পুষ্পের বীজনাশ হয়। আনন্দবর্ষ আনন্দপ্রদ, আর রাক্ষস ও অনল বৎসরে ক্ষয় হয়। কিন্তু বিশেষ এই যে, রাক্ষসবর্ষে গ্রীষ্মকালীন ধান্য জন্মিয়া থাকে আর অনল বর্ষ অগ্নিকোপ-দাতা ও নরকপ্রদ। ৪৫—৪৭। একাদশ (অশ্বি) যুগে ১ পিঙ্গল, ২ কালযুক্ত, ৩ সিদ্ধার্থ, ৪ রৌদ্র এবং ৫ দুর্ম্মতি এই সংজ্ঞাবিশিষ্ট পাঁচটী বৎসর হয়। ইহার প্রথম বর্ষে অত্যন্ত বৃষ্টি, চৌরভয়, শ্বাস ও হনু-দেশের কম্পকারী কাস হয়। কালযুক্ত বর্ষ অত্যন্ত দোষকারী সিদ্ধার্থ বৎসরে অনেক গুণ হয়। রৌদ্র বৎসর অতিরৌদ্র ও ক্ষয়কারী এবং দুর্ম্মতি বৎসর মধ্যমরূপ বৃষ্টিকারী হইয়া থাকে। ৪৮। ৪৯। ভগাধিদৈবত দ্বাদশ যুগের প্রথমবর্ষ দুন্দুভি নামক; ইহা অত্যন্ত শস্যবৃদ্ধি-কারক। তৎপরে দ্বিতীয় বর্ষ উদ্গারী নামক (মতান্তরে রুধিরোদ্গারী; ইহাতে রাজার ক্ষয় ও অসমান বৃষ্টি হয়। তৃতীয় বর্ষের নাম রক্তাক্ষ; এই বৎসরে দংষ্ট্রিজন্তু ভয়ও

রোগ হয়। চতুর্থ অব্দের নাম ক্রোধ, ইহা ক্রোধকারী এবং বিরোধ দ্বারা রাষ্ট্রকে শূন্য করে। আর এই দ্বাদশযুগের শেষ বৎসরের নাম ক্ষয়; ইহা ক্ষয়কারক, ব্রাহ্মণদিগের ভীতিপ্রদ, কৃষীবলের বৃদ্ধিকারী এবং পরধনাপহারী বৈশ্য ও শূদ্রদিগের উপচয়কারী। এইরূপে সংক্ষেপে ষষ্টি সংবৎসরের সমস্ত বিষয়ই কীর্ত্তিত হইল। ৫০—৫২। অমরগুরু বৃহস্পতি যদি নির্ম্মল কিরণপটল দ্বারা সংশ্লিষ্ট, পৃথুমূর্ত্তি, কুমুদ, কুন্দপুষ্প বা স্ফটিকের ন্যায় আভাযুক্ত হন এবং কোন গ্রহ দ্বারা যদ্যপি আহত না হন আর সৎপথবর্ত্তী হন, তবে মানবগণের হিতকর হইয়া থাকেন। ৫৩।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায়।

শুক্রচার।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—অশ্বিনী আদি তিনটী তিনটী নক্ষত্রে এক একটী বীথি * হয়। এই বীথি সকল নয়ভাগে বিভক্ত; যথা,—১ নাগ, ২ গজ, ৩ ঐরাবত, ৪ বৃষভ, ৫ গো, ৬ জরদ্গব, ৭ মৃগ, ৮ অজ এবং ৯ দহন। ১। কাহারও মতে স্বাতী, ভরণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে নাগ বীথি হয়। গজ, ঐরাবত ও বৃষভ নামক যে তিনটী বীথি, ইহা রোহিণী হইতে উত্তরফল্গুনী পর্য্যন্ত তিন তিনটী নক্ষত্রে হইয়া থাকে। আর অশ্বিনী, রেবতী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে গো-বীথি হইয়া থাকে। ২। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা নক্ষত্রে জরদ্গবী বীথি; অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে মৃগবীথি; হস্তা, বিশাখা ও চিত্রা নক্ষত্রে অজা বীথি এবং পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে দহনা বীথি হইয়া থাকে। ৩। (এইরূপে ২৭ সাতাশটী নক্ষত্রে নয়টী বীথি হইলে, প্রত্যেক

* গত্যনুসারে পথবিশেষের নাম বীথি।

বীথিই তিনবার হয়, সুতরাং) উক্ত বীথি সকলের মধ্যে তিনটী তিনটী বীথি রবিমার্গের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মার্গে অবস্থিত। তাহাদিগের আবার এক একটী যথাক্রমে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ পথে বিদ্যমান। যেমন নাগবীথি তিনটী; তাহার প্রথমটী উত্তরমার্গস্থা, দ্বিতীয়টী মধ্যপথস্থা এবং তৃতীয়টী দক্ষিণমার্গাবস্থিতা। ৪। কোন কোন মহাত্মা বলেন যে, নক্ষত্র সকলের নক্ষত্রমার্গবর্ত্তী যোগতারাগণ* উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভাগে যেরূপে অবস্থিত; বীথিমার্গ সকলও সেইরূপেই অবস্থিত। ৫। কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ভরণী হইতে উত্তরমার্গ, পূর্ব্বফল্গুনী হইতে মধ্যম-মার্গ এবং পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে দক্ষিণমার্গ আরম্ভ হইয়া থাকে। ৬। (যাহা হউক) জ্যোতিষ—আগম শাস্ত্র, অর্থাৎ হৈহাতেবদ। সন্দেহপূর্ব্বক কোন বিষয়ের মীমাংসা করা আমার (মাদৃশ লোকের) সাধ্যাতীত; সুতরাং (ঋষিদিগের কাহারও মতে দোষদান বা কাহারও মতের পোষ-কতা না করিয়া) অনেকের মতই প্রকটন করিব। ৭। শুক্রাচার্য্য যে সময়ে উত্তরবীথিতে অবস্থিত হইয়া উদিত বা অস্তমিত হইবেন, তখন সুভিক্ষ ও মঙ্গল হইবে। মধ্যবীথিতে হইলে মধ্যম ফল এবং দক্ষিণ-বীথিতে হইলে কষ্টকর ফল হইবে। ৮। আর্দ্রানক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগশিরা পর্য্যন্ত যে নয়টী বীথি হইবে, তাহাতে শুক্রের উদয় বা অস্তমন হইলে যথাক্রমে অত্যুত্তম, উত্তম, ঊন; সম, মধ্য, ন্যূন; অধম, কষ্ট ও কষ্টতম ফল উৎপন্ন হয়। ৯। ভরণী অবধি চারিটী নক্ষত্রে যে মণ্ডল অর্থাৎ বীথি হইবে, তাহার প্রথম বীথিতে শুক্রের উদয় বা অস্তমন হইলে সুভিক্ষ হয়; কিন্তু অঙ্গ, বঙ্গ, মহিষ, বাহ্লিক ও কলিঙ্গদেশে ভয় হয়। ১০। এই প্রথম মণ্ডলে উদিত শুক্রা-চার্য্যের উপর যদি কোন গ্রহ আরোহণ করে, তবে ভদ্রাশ্ব, শূরসেন, যৌধেয়ক ও কোটিবর্ষ দেশের রাজগণ বিনষ্ট হন। ১১। আর্দ্রা অবধি যে চারিটী নক্ষত্র, তাহাকে দ্বিতীয় মণ্ডল বলে। (ইহাতে শুক্রোদয় বা শুক্রাস্ত হইলে) ইহা অপরিমিত জল ও শস্যসম্পত্তির নিমিত্ত হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অশুভ হয়, বিশেষতঃ যাহারা

* কোন্ নক্ষত্রের কত যোগতারা, তাহা নক্ষত্রগুণাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ক্রূরচেষ্ট, তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি। ১২। দ্বিতীয়-মণ্ডলস্থ শুক্রকে অন্য গ্রহ আক্রমণ করিলে, ম্লেচ্ছ, আটবিক, অশ্বজীবী, গোমন্ত, গোনর্দ্দ, নীচ, শূদ্র এবং বিদেহ-দেশবাসীদিগকে অনীতি স্পর্শ করে। ১৩। মঘা অবধি চিত্রা পর্য্যন্ত পাঁচটী নক্ষত্রে পরিভ্রমণ করিতে করিতে শুক্রাচার্য্য যদি উদিত হন, তবে শস্য সকল বিনষ্ট হয়। আর ক্ষুধা ও চৌরভয় এবং নীচোন্নতি ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। ১৪। এই মঘাদি তৃতীয় মণ্ডলস্থ দৈত্যগুরু, যদি অন্য কোন গ্রহের দ্বারা অবষ্টব্ধ হন, তবে আবিক, শবর,শূদ্র, পুণ্ড্র , পশ্চিম-সীমান্ত, শূলিক, বনবাসী, দ্রবিড় সামুদ্রক ব্যক্তিগণ বিনষ্ট হয়। ১৫। স্বাতী, বিশাখা ও অনুরাধা নক্ষত্রে চতুর্থ মণ্ডল হয়। ইহাতে শুক্রাচার্য্য পরিভ্রমণ করিলে অভয় হয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষে সুভিক্ষ হয়; কিন্তু মিত্রভেদ ঘটিয়া থাকে। ১৬। চতুর্থ এইমণ্ডল আক্রান্ত হইলে কিরাতরাজের মৃত্যু হয়, আর ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ এবং প্রত্যন্ত ও অবন্তি দেশবাসী, পুলিন্দ, তঙ্গণ ও শূরসেনবাসী লোকগণ পোষিত হয়। ১৭। জ্যেষ্ঠা অবধি শ্রবণা পর্য্যন্ত যে পাঁচটী নক্ষত্র, তাহাতে পঞ্চম মণ্ডল হয়, ইহাতে ক্ষুধা, চৌর ও রোগজন্য বাধা হয়। ভৃগুপুত্র ইহাতে আরোহণ করিলে কাশ্মীর, অশ্মক, মৎস্য, চারুদেবী ও অবন্তী-দেশীয় ব্যক্তি, আভীরজাতি, বিএবংঅম্বড়, ত্রিগর্ত্ত, সৌরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীরদেশীয় ব্যক্তিগণ ,ঠৈর্ভ্র কাশ্মীররাজের বিনাশ হয়। ১৮। ১৯। ধনিষ্ঠা অবধি অশ্বিনী পর্য্যন্ত যে ছয়টী নক্ষত্র, তাহাকে ষষ্ঠ মণ্ডল কহে। ইহা শুভকারক। ইহাতে লোক সকল,—বহুতর ধন, ধান্য এবং গো-সমূহ দ্বারা অত্যন্ত সুখী হয়, কিন্তু কোন কোন স্থানে সভয় হয়। ইহাতে শুক্রের আরোহণ হইলে শূলিক, গান্ধার ও আবন্ত্য লোক সকল প্রপীড়িত হয়; বিদেহ-নরপতির বিনাশ এবং প্রত্যন্তদেশীয় যবন,শক ও দাশদিগের পরিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ২০। ২১। যে ছয়টী মণ্ডল বলা হইল, তন্মধ্যে স্বাতীনক্ষত্রাদি ও জ্যৈষ্ঠানক্ষত্রাদি যে দুইটী মণ্ডল হয়, এই মণ্ডল দুইটী পশ্চিমদিকে হইলে শুভকারক। আর মঘানক্ষত্রাদি যে একটী মণ্ডল, ইহা পূর্ব্বদিকে হইলে অত্যন্ত

শুভপ্রদ। অবশিষ্ট মণ্ডলগুলি যথোক্ত ফলপ্রদ। ২২। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য দৃষ্ট হইলে ভয় হয়। সমস্ত দিন দেখা যাইলে ক্ষুধা ও রোগকারক; অর্দ্ধদিবস দৃষ্ট হইলে বা চন্দ্রের সহিত দৃষ্ট হইলে রাজাদিগের সৈন্য ও নগরের ভেদ হয়। ২৩। কৃত্তিকা নক্ষত্র ভেদ করিয়া শুক্রাচার্য্য গমন করিলে, কূলাতিক্রান্ত-জলরাশিবাহিনী নদী সকল দ্বারা পৃথিবীর উচ্চ-নীচস্থান সকল অপ্রকাশিত হইয়া সমভাব ধারণ করে, অর্থাৎ অত্যন্ত বন্যা হয়। ২৪। শুক্রাচার্য্য দ্বারা রোহিণী নক্ষত্রের শকট * ভিন্ন হইলে (পাপী লোকগণ যেমন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাপালিক ব্রত ধারণ করে, তদ্রূপ) পৃথিবী কেশ ও অস্থিখণ্ড দ্বারা নানাবর্ণতা ধারণ করিয়া যেন পাপ করণানন্তর কাপাল ব্রত ধারণ করে অর্থাৎ অত্যন্ত মরক হয়। ২৫। উশনা, মৃগশিরা নক্ষত্রে উপগত হইলে জল ও শস্যের বিনাশ হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে গমন করিলে কোশল ও কালিঙ্গদেশের বিনাশ হয়; কিন্তু ভূরি বৃষ্টি হইয়া থাকে। ২৬। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে শুক্রাচার্য্য গমন করিলে, অশ্মক ও বিদর্ভদেশীয় ব্যক্তিগণের নিকট অত্যন্ত অনীতি উপস্থিত হয়। পুষ্যানক্ষত্রে গমন করিলে অনেক বৃষ্টি হয়; কিন্তু বিদ্যাধর সকলের বিমর্দ্দ ঘটিয়া থাকে। ২৭। শুক্রাচার্য্য অশ্লেষানক্ষত্রে বিচরণ করিলে সর্পভয় ও অত্যন্ত পীড়া হয়; মঘানক্ষত্র ভেদ করিলে হস্তিপকদিগকে দুষ্ট করে এবং অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। ২৮। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র শুক্র দ্বারা ভিন্ন হইলে শবর ও পুলিন্দগণ বিনষ্ট হয় এবং ভূরিবৃষ্টি হয়। উত্তরফল্গুনী ভিন্ন হইলে বৃষ্টি হয় এবং কুরুজাঙ্গল ও পাঞ্চালদেশ বিনষ্ট হয়। ২৯। শুক্র দ্বারা যদি হস্তানক্ষত্র ভিন্ন হয়, তবে কৌরব ও চিত্রকরদিগের পীড়া এবং অনাবৃষ্টি হয়। চিত্রানক্ষত্র শুক্র কর্ত্তৃক ভিন্ন হইলে কূপকারক ও অণ্ডজদিগের পীড়া এবং শোভনা বৃষ্টি হয়। ৩০। স্বাতীনক্ষত্রে ভার্গব উপগত হইলে বৃষ্টি হয় এবং দূত, বণিক্ ও নাবিকদিগকে অত্যন্ত অনীতি স্পর্শ করে। বিশাখাতে উপগত হইলে সুবৃষ্টি ও বণিক্‌দিগের ভয়

---

* "বৃষে সপ্তদশে ভাগে যস্য যাম্যোহংশকদ্বয়াৎ। বিক্ষেপোহভ্যধিকো ভিন্দ্যাদ্ রোহিণ্যাঃ শকটন্তু সঃ ॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত, নক্ষত্র-গ্রহযুত্যধিকার।

ঘটিয়া থাকে। ৩১। অনুরাধাতে ক্ষত্রিয়বধ, জ্যেষ্ঠাতে প্রধান ক্ষত্রিয়ের সন্তাপ, মূলাতে প্রধান বৈদ্যের ব্যাঘাত এবং যতদিন এই তিনটী নক্ষত্রে শুক্র থাকেন, ততদিন অনাবৃষ্টি হয়। ৩২। পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রে শুক্রের গমন হইলে জলজ প্রাণীর পীড়া, উত্তরাষাঢ়াতে ব্যাধি, শ্রবণাতে কর্ণপীড়া এবং ধনিষ্ঠাতে পাষণ্ডীদিগের ভয় হয়। ৩৩। শত-ভিষানক্ষত্রে শুক্রের গমন হইলে শৌণ্ডিকদিগের পীড়া ও পূর্ব্বভাদ্র-পদে দ্যূতজীবী, কুরু ও পাঞ্চালদিগের পীড়া হয় এবং বৃষ্টি হয়। ৩৪। উত্তরভাদ্রপদে ফল ও মূল সকল, রেবতীতে পদাতিক, অশ্বিনীতে অশ্বপালক এবং ভরণীতে কিরাত ও যবনদিগের তাপ হয়। ৩৫। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী বা অষ্টমী তিথিতে যদি শুক্রাচার্য্য উদিত বা অস্তমিত হন, তবে পৃথিবী যেন জলময়ী বলিয়া লক্ষিত হয়। ৩৬। গুরু এবং শুক্র যদি পূর্ব্ব পশ্চিমে পরস্পর সপ্তম-রাশিগত হন, তবে রোগ ও ভয় দ্বারা প্রজাগণ অত্যন্ত পীড়িত হয় এবং বৃষ্টিবিঘাত হইয়া থাকে। ৩৭। বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল ও শনি, এই গ্রহ সকল যদি শুক্রের অগ্রপথানুবর্ত্তী হয়, তবে মনুষ্য, নাগ ও বিদ্যাধরদিগের যুদ্ধ হয় এবং বায়ু দ্বারা বিনাশ হয়। আর বন্ধুগণ পরস্পর মিত্রভাবে অবস্থিত হয় না, দ্বিজাতিগণ ক্রিয়াতে সম্যক্ রত হন না এবং বাসব সামান্যও জল দান করেন না, কিন্তু বজ্রপাত দ্বারা পর্ব্বত সকলের মস্তক ভেদ করিতে থাকেন। ৩৮। ৩৯। শনৈশ্চর যখন ভার্গবের অগ্রগামী হইবে, তখন ম্লেচ্ছজাতি, বিড়াল, কুঞ্জর, খর, মহিষী, কৃষ্ণধান্য, শূকর, পুলিন্দজাতি, শূদ্রগণ ও দক্ষিণ দেশ,—চক্ষু ও বায়ুজনিত রোগ দ্বারা বিনাশিত হয়। ৪০। শুক্রের অগ্রপথে মঙ্গলের গমন হইলে অগ্নি, শস্ত্র, ক্ষুধা, অবৃষ্টি ও তস্কর দ্বারা প্রজা সকল বিনষ্ট হয়; উত্তরাপথ প্রকাশিতমস্তস হয় এবং অগ্নি, বিদ্যুৎ ও ধূলি দ্বারা দিক্ সকল পীড়িত হয়। ৪১। ভার্গবের অগ্রপথে বৃহস্পতির অবস্থান হইলে সমস্ত মিষ্ট পদার্থ; ব্রাহ্মণ, গোরু ও দেবতাদিগের আলয় এবং পূর্ব্বদিক্ বিনাশিত হয়। আর সেই সময়ে মেঘ সকল করকা বর্ষণ করে, লোক সকলের গলদেশে পীড়া হয়, এবং শারদ শস্য সকল

উৎপন্ন হইয়া থাকে। ৪২। শুক্রের উদয় বা অস্তকালে শুক্রের অগ্রপথে যখন বুধ অবস্থান করে, তখন বৃষ্টি ও রোগ হয়, কিন্তু তন্মধ্যে পিত্তজ ও কামলারোগ অধিক হয়; গ্রীষ্মঋতুজাত দ্রব্য সকল অধিক জন্মায়; সন্ন্যাসী, আগ্নিহোত্রিক, ভিষক্, রঙ্গোপজীবী, অশ্ব, বৈশ্য, গোরু, বাহনগণের সহিত রাজা, তবর্ণ পদার্থ ও পশ্চিমদিক্ বিনষ্ট হয়। ৪৩। দৈত্যগুরু যখন অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইবেন, তখন অগ্নিভয়; রক্তবর্ণ হইলে শস্ত্রকোপ এবং কনকনিকষের ন্যায় গৌরবর্ণ হইলে ব্যাধি হইয়া থাকে। যদি শুক্রাচার্য্য হরিত-কপিলবর্ণ হন, তবে শ্বাস ও কাসের প্রকোপ হয় এবং ভস্মের ন্যায় রূক্ষ বা অসিতাভ হইলে আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হয় না। ৪৪। দৈত্যরাজ-গুরু ভার্গব যখন দধি, কুমুদ বা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, স্পষ্টরূপে বিকশৎকান্তি, সতনু, উত্তমগতিশালী, অবিকৃত ও জয়যুক্ত হয়, তখন প্রাণিগণের সুখ পক্ষে যেন সত্যযুগের অনুকরণ উপস্থিত হয়। ৪৫।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

শনৈশ্চরচার।

সূর্য্যপুত্র শনৈশ্চর যদি শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, আর্দ্রা, ভরণী বা পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে অবস্থিত হইয়া স্নিগ্ধবর্ণ হয়, তবে পৃথিবী প্রচুর জল দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। ১। অশ্লেষা, শতভিষা বা জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শনৈশ্চর বিচরণ করিলে সুমঙ্গল হয়, কিন্তু অত্যন্ত বৃষ্টি হয় না। মূলানক্ষত্রে বিচরণ করিলে ক্ষুধা, শস্ত্রভয় ও অনাবৃষ্টি হয়। এই সামান্যতঃ ফল কথিত হইল, অতঃপর প্রত্যেক নক্ষত্রে শনৈশ্চর বিচরণ করিলে যে ফল হয়, তাহাও কীর্ত্তিত হইতেছে। ২। শনৈশ্চর অশ্বিনীনক্ষত্রে বিচরণ করিলে অশ্ব, অশ্বসাদী, কবি, বৈদ্য ও অমাত্যদিগের হানি হয়। ভরণীনক্ষত্রে বিচরণ করিলে নর্ত্তক,

বাদক, গায়ক ও ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্যক্তিগণের হানি হয়। ৩। কৃত্তিকানক্ষত্রে শনৈশ্চরের অবস্থান হইলে অগ্ন্যুপজীবী ব্যক্তি ও রাজাদিগের পীড়া হয়। রোহিণীনক্ষত্রে শনির অবস্থান হইলে কোশল, মদ্র, কাশী ও পাঞ্চালদেশ এবং শকট দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী ব্যক্তিগণের পীড়া হয়। ৪। মৃগশিরানক্ষত্রে শনৈশ্চরের অবস্থান হইলে বৎসদেশ, যাজক, যজমান, আর্য্যব্যক্তি ও মধ্যদেশীয় লোকগণের পীড়া হয়। আর্দ্রানক্ষত্রে শনি থাকিলে রামঠদেশ, তৈলিক, রজকপীহ অত্যন্তও চৌরগণ ড়িত য়। ৫। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে শনি থাকিলে পঞ্চনদ, প্রত্যন্ত, সুরাষ্ট্র, সিন্ধু ও সৌবীরদেশের অত্যন্ত পীড়া হয়। পুষ্যানক্ষত্রে শনির অবস্থিতিতে ঘাণ্টিক (ঘণ্টাবাদক), ঘোষিক (শ্রাবক), যবন, বণিক্, খল ও পুষ্প সকলের পীড়া হয়। ৬। অশ্লেষানক্ষত্রে শনি থাকিলে পদ্ম ও সর্পের; মঘানক্ষত্রে থাকিলে বাহ্লীক, চীন, গান্ধার, শূলিক, পারত, বৈশ্য, ধনাগার ও বণিক্‌দিগের বিঘ্ন হয়। ৭। পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে শনির অবস্থানে রসবিক্রয়ী ব্যক্তি, বেশ্যা, কন্যা এবং মহারাষ্ট্র-দেশের বিঘ্ন হয়। উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে শনি থাকিলে রাজা, গুড়, লবণ, ভিক্ষু, জল ও তক্ষশিলা নগরীর বিঘ্ন হয়। ৮। হস্তানক্ষত্রে শনি থাকিলে নাপিত, চাক্রিক (চক্রশিল্পী), চৌর, চিকিৎসক, সূচিক (শিল্পী), দ্বিপগ্রাহ (যাহারা হাতী ধরে), বন্ধকী, কৌশলী ও মালাকাদগেররি পীড়া হয়। ৯। শনি যদি চিত্রানক্ষত্রে অবস্থান করে, তবে স্ত্রলোীক, লেখক, চিত্রজ্ঞ ও চিত্রভাণ্ডের বিঘ্ন হয়। স্বাতীনক্ষত্রে শনি থাকিলে মাগধ, চর, দূত, সারথি, নৌকাগামী ওশ নট প্রভৃতির পীড়া হয়। ১০। বিখানক্ষত্রে শনির বিচরণকালে ত্রিগর্ত্ত, চীন ও কুলূতদেশীয় কুঙ্কুম, লাক্ষা, শস্য, মঞ্জিষ্ঠা এবং কুসুম্ভের ক্ষয় হয়। ১১। অনুরাধানক্ষত্রে শনি থাকিলে কুলূত, তঙ্গচণ, খস ও কাশ্মীরদেশীয় ঘাণ্টিক, মন্ত্রী, রাজক্র এবং চরগণের উপতাপ হয় আর মিত্রগণের বিচ্ছেদ ঘটে। ১২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে শনি থাকিলে রাজপুরোহিত, রাজসৎকৃত শূর ও গণকুলশ্রেণীর (সন্ন্যাসীর মঠ) পীড়া হয়। মূলানক্ষত্রে শনির অবস্থান হইলে কাশী, কোশল

ও পাঞ্চালদেশীয় ফল, ওষধী এবং যোদ্ধাদিগের বিঘ্ন হয়। ১৩। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে শনির অবস্থানকালে অঙ্গ, বঙ্গ, কোশল, গিরিব্রজ, মগধ, পুণ্ড্র, মিথিলা এবং তাম্রলিপ্তী দেশে যাহারা বাস করে, তাহারা উপতাপিত হয়। ১৪। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শনির বিচরণ সময়ে উজ্জয়িনী, পারিযাত্রিক ও কুন্তিভোজদেশীয় লোকগণ এবং যবন ও শবর জাতীয় লোকগণ উপতাপিত হয়। ১৫। শ্রবণানক্ষত্রে শনি থাকিলে রাজার অধিকৃত ব্রাহ্মণ, শ্রেষ্ঠ ভিষক্, পুরোহিত এবং কলিঙ্গদেশীয় লোকগণের অত্যন্ত উপতাপ হয়। ধনিষ্ঠানক্ষত্রে শনি থাকিলে মগধেশ্বরের জয় ও ধনাধিকারীর বৃদ্ধি হয়। ১৬। শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির বিচরণ কালে চিকিৎসক, কবি, শৌণ্ডিক, পণ্যাজীবী ও নীতিকুশল ব্যক্তিগণের বিঘ্ন হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির বিচরণ হইলে নটী, যানকর, স্ত্রী ও সুবর্ণের বিঘ্ন হয়। ১৭। শনৈশ্চর যখন রেবতীনক্ষত্রে বিচরণ করে, তখন রাজভৃত (রাজপোষিত), ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রিত ব্যক্তিবর্গ, শারদীয় শস্য, শবরজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং বৃহ যবনগণ নিপীড়িত হয়। ১৮। বৃহস্পতি যে সময়ে বিশাখানক্ষত্রে থাকেন, সেই সময়ে শনি যদি কৃত্তিকাতে অবস্থান করে, তবে প্রজাদিগের অত্যন্ত অনীতি হয়। আর উভয়েই যদি এক নক্ষত্রে থাকে, তবে নগর সকলের ভেদ হয়। ১৯। শনৈশ্চরের বর্ণ যদি নানারঙে রঞ্জিত বগুলিয়া বোধ হয় তবে অণ্ডজ প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়; পীতবর্ণ হইলে ক্ষুধা ও ভয় হয়; রক্তবর্ণ হইলে শস্ত্রভয় এবং ভস্মের ন্যায় বর্ণ হইলে অত্যন্ত শক্রুতা উপস্থিত হয়। ২০। শমুনিগণ বলিয়া থাকেন, —নৈশ্চর যদি বৈদূর্য্যমণির ন্যায় কান্তিশালী ও নির্ম্মল হয়, তবে প্রজাদিগের অত্যন্ত শুভ হয়। বাণপুষ্প বা অতসী-কুসুমের ন্যায় কান্তিশালী হইলে প্রশস্ত। শ্বেত, রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও নানাবর্ণ এই এই পাঁচ বর্ণের মধ্যে যে প্রকার বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া শনি যখন প্রতীত হইবে, তখন তত্তুল্য বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও বর্ণসঙ্কর জাতীয় ব্যক্তি সকলের বিনাশ হইবে। ২১।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায়।

কেতুচার।

গর্গাচার্য্য, পরাশর, অসিত ও দেবল মুনি এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণ কেতুচার বিষয়ে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসমস্ত অবলোকন করিয়া এই বিনিশ্চিত কেতুচার কথিত হইতেছে। ১। কেতুদিগের উদয় বা অস্তমন গণিত দ্বারা জানিবার কোন উপায় নাই; যেহেতু দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম ভেদে কেতু সকল তিন প্রকার। ২। খদ্যোত, পিশাচালয়, মসি ও রত্ন প্রভৃতি ভিন্ন যে সকল পদার্থ অগ্নির ন্যায় (সতে) নহে, সেই পদার্থজন্ক সকলে যে অগ্নির ন্যায় রূপ হওয়া, তাহাকেই কেতুরূপ বলে। ৩। ধ্বজ, শস্ত্র, গৃহ, বৃক্ষ, অশ্ব ও হস্তী প্রভৃতিতে যে কেতুরূপের দর্শন হয়, তাহা আন্তরীক্ষ কেতু। আর নক্ষত্র সকলে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাকে দিব্য কেতু বলে এবং তদ্‌ভিন্ন সমস্তই ভৌম কেতু। ৪। কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—কেতুর সংখ্যা ১০১ একশত এক; কেহ বলেন,—এক সহস্র এবং নারদ মুনি বলেন যে, কেতুর সংখ্যা মোট একটী, কিন্তু উহা বহুরূপী। ৫। কেতুগণ একই হউক, বা অনেকই হউক; তদ্দ্বারা কিছুই আসে যায় না; কিন্তু ইহাদিগের উদয়, অস্তমন, অবস্থান, স্পর্শ এবং ঈষৎ ধূম্রতা কপ্রভৃতি বর্ণভেদে যে সল ফল হয়, তাহাই সর্ব্বতোভাবে বলা উচিত। ৬। এই কেতু যতদিন অবলোকিত হইবে, তত মাস ইহার ফলপাকের সময়। যত মাস দৃষ্ট হইবে, তত বৎসর ইহার ফলপাকের কাল। কিন্তু পঞ্চচত্বারিংশৎ দিবসের পর ফল হইতে আরম্ভ হইবে, অর্থাৎ উদয় হইতে অস্তমন পর্য্যন্ত যতদিন উহা দৃষ্ট হইবে, তাহার পর ৪৫ দিন বিলম্বে ফল হইতে আরম্ভ হইবে। ৭। যে কেতু হ্রস্ব, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, সরল, রুচির ও শুক্লবর্ণ হইয়া উদিত বা অবলোকিত হইবে, তাহা অত্যন্ত সুভিক্ষ ও সুখপ্রদ হইবে। ৮। ইহার বিপরীত-রূপধারী কেতুগণ শুভপ্রদ হয় না, প্রত্যুত ধূমকেতু নামে অভিহিত হয়।

বিশেষত ইন্দ্রধনুর ন্যায় নানা বর্ণসম্পন্ন অথবা দুই কি তিন শিখা-বিশিষ্ট কেতু সকল অত্যন্ত অশুভ-কারক। ৯। হার, মণি বা স্বর্ণের ন্যায় রূপধারী এবং শিখাবিশিষ্ট যে কেতু সকল পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে দৃষ্ট হয়, তাহারা রবিজ অর্থাৎ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন কেতু; ইহারা কিরণ নামে অভিহিত হয় এবং ইহাদের সংখ্যা পঞ্চবিংশতি (২৫)। এই কেতু উদিত হইলে রাজাদিগের বিরোধ হয়। ১০। শুকপক্ষী, অগ্নি, বন্ধুজীব পুষ্প, লাক্ষা বা রক্তের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট যে কেতু সকল অগ্নিকোণে দৃষ্ট হয়, ইহারা অনলোৎপন্ন ও পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক (২৫+২৫=৫০)। এই কেতুর উদয় হইলে অগ্নিভয় হয়। ১১। যে পঞ্চবিংশতি-সংখ্যক (৫০+ কেতু২৫=৭৫) বক্রশিখ, রূক্ষ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া দক্ষিণ দিকে অবলোকিত হয়, তাহারা যমোৎপন্ন; ইহারা উদিত হইলে মরক হয়। ১২। দর্পণবৃত্তের ন্যায় আকারধারী, শিখাশূন্য, কিরণান্বিত অথচ সজল তৈলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট যে দ্বাবিংশতি-সংখ্যক (৭৫+২২=৯৭) কেতু ঈশান দিকে দৃষ্ট হয়, তাহারা পৃথিবীজাত। এই কেতু উদিত হইলে ক্ষুধাজন্য ভয় হয়। ১৩। চন্দ্রকিরণ, রজত, হিম, কুমুদ বা কুন্দপুষ্পের সবর্ণ যে তিনটী (৯৭+৩=১০০) কেতু আছে, তাহারা চন্দ্রজ ও উত্তর দিকে দৃষ্ট হয়; এই কেতুর উদয় হইলে সুভিক্ষ হয়। ১৪। আর ব্রহ্মদণ্ড নামে যুগান্তকারী ব্রহ্মজ একটী কেতু আছে (১০০+১=১০১); ইহা ত্রিশিখ ও বর্ণত্রয়-সমান্বিত ইহা যে কোন্ দিকে দৃষ্ট হইবে, তাহার কোন নিয়ম নাই। ১৫। এইরূপে তকশএ একটী কেতুর বিষয় উল্লিখিত হইল। এক্ষণে স্পষ্ট লক্ষণ দ্বারা একোন নবশত কেতুর বিষয় কথিত হইতেছে। ১৬। শুক্রতনয় নামে যে চতুরশীতি-সংখ্যক (৮৪) কেতু আছে, তাঁহারা উত্তর এবং ঈশান দিকে দৃষ্ট হয়। ইহারা বৃহৎ শুক্লবর্ণ তারকাকার, স্নিগ্ধ ও তীব্রফলযুক্ত। ১৭। শনৈশ্চরজাত যে ষষ্টিসংখ্যক (৮৪+৬০=১৪৪) কেতু আছে, ইহারা প্রভান্বিত, দ্বিশিখ ও কনক-সংজ্ঞক। ইহারা সকল দিকেই দৃষ্ট হয়; আর এই কেতু উদিত হইলে অতি কষ্ট হয়। ১৮। শিখাশূন্য, স্নিগ্ধ, শুক্লবর্ণ

একতারকাকার, দক্ষিণ-দিক্-আশ্রিত, পঞ্চষষ্টি-সংখ্যক (১৪৪ + ৬৫ = ২০৯) বিকচ নামক যে কেতু আছে, ইহারা বৃহস্পতিজাত। এই কেতুর উদয় হইলে, পৃথিবীর লোকে পাপী হয়। ১৯। যে কেতুগণ নাতিব্যক্ত, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, শুক্লবর্ণ, অনিয়তদিগাশ্রয়ী ও তস্কর নামক; তাহারা বুধগ্রহজাত। ইহারা একপঞ্চাশৎ-সংখ্যক (২০৯ + ৫১ = ২৬০) ও অত্যন্ত পাপফল ২০। রক্ত বা অগ্নিরাশির অনুরূপ, ত্রিশিখ-তারকাকার, ষষ্টিসংখ্যক (২৬০ + ৬০ = ৩২০), উত্তরদিক্স্থিত ও কৌঙ্কুম নামক যে কুজাত্মজ কেতু আছে, তাহারাও পাপফল-দাতা।২১। তামসকীলক নামক ত্রয়স্ত্রিংশৎসংখ্যক (৩২০ + ৩৩ = ৩৫৩) রাহুজাত যে কেতু আছে, যাহারা চন্দ্রসূর্য্যগত হইয়া দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের ফল, সূর্য্যচারে কথিত হইয়াছে। ২২। জ্বালামালা দ্বারা আকুলদেহ, অগ্নি-বিশ্বরূপ নামক যে একশত = কুড়িটী (৩৫৩ + ১২০৪৭৩) কেতু আছে, তাহারা তীব্র অনলভয়দায়ক। ২৩। যে কেতু সকল শ্যামারুণবর্ণ, চামরের ন্যায় বিকীর্ণকিরণ ও পরুষ; যাহারা বায়ুজাত ও সপ্তসপ্ততি-সংখ্যক (৪৭৩ + ৭৭ = ৫৫০); তাহারা উদিত হইলে পাপভয় হয়। ২৪। তারাপুঞ্জের ন্যায় আকারধারী যে প্রজাপতিজাত আটটী (৫৫০ × ৮ = ৫৫৮) কেতু আছে, তাহাদিগের নাম গণক। চতুষ্কোণাকৃতি ব্রহ্মসন্তান নামে যে কেতু আছে, তাহাদিগের সংখ্যা দুইশত চারি (৫৫৮ + ২০৪ = ৭৬২)। ২৫। গুল্ম অর্থাৎ লতাগুচ্ছসংস্থিত দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক (৭৬২ + ৩২ = ৭৯৪) কঙ্ক নামক যে কেতু আছে, তাহারা বরুণোৎপন্ন, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং তীব্রফলকান্বিত। ২৬। কবন্ধের ন্যায় আকার-ধারী ষন্নবতিসংখ্যক (৭৯৪ + ৯৬ = ৮৯০) কবন্ধ নামক যে কেতু আছে, তাহারা কালতনয়। এই কেতু সকল ভয়ঙ্কর, ভয়প্রদ ও বিরূপ-তারা-বিশিষ্ট। ২৭। বিপুল একতারকাকার যে নয়টী (৮৯০ + ৯ = ৮৯৯) কেতু আছে, তাহারা বিদিক্সমুৎপন্ন। এইরূপে (পূর্ব্বের ১০১ ও বর্ত্তমান ৮৯৯ মোট ১০০০) এক সহস্র কেতুর বিষয় কথিত হইল। এক্ষণে ইহাদিগের বিশেষ কথিত হইতেছে। ২৮। যে সকল কেতু পশ্চিমদিকে উদিত হয় অথচ উত্তরদিকে আয়ত, বৃহৎ ও স্নিগ্ধমূর্ত্তি,

ইহাদিগকে বসাকেতু কহে। এই কেতু উদিত হইলে মরক ও উত্তম সুভিক্ষ হয়। ২৯। পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত, রূক্ষ অথচ স্নিগ্ধ যে কেতু সকল পূর্ব্বদিকে উদিত হয়, তাহারা শস্ত্র নামে অভিহিত হয়, এই কেতু উদিত হইলে ক্ষুধাভয়, ডমর (বিপ্লব) ও মরক হয়। ৩০। অমাবস্যার দিন আকাশের পূর্ব্বার্দ্ধে সহস্ররশ্মি ও সহস্র-শিখাবিশিষ্ট যে কেতু দৃষ্ট হয়, তাহার নাম কপালকেতু; ইহাতে ক্ষুধা, মরক, অনাবৃষ্টি ও রোগভয় হয়। ৩১। আকাশের পূর্ব্ব-দক্ষিণ মার্গে শূলাগ্রাকার, কপিশরূক্ষ, তাম্রবর্ণ কিরণযুক্ত হইয়া যে কেতু আকাশের ত্রিভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে রৌদ্রকেতু বলে; ইহার ফল কপালকেতুর তুল্য। ৩২। যে ধূমকেতু পশ্চিমদিকে উদিত হয় ও দক্ষিণদিকে একাঙ্গুলি উচ্ছ্রিত শিখা দ্বারা হয়, সংযুক্ত অথচ উত্তর দিকে ক্রমশ দীর্ঘ হইতে থাকে, তাহাকে চলকেতু কহে। এই চলকেতু এইরূপে ক্রমশ দীর্ঘ হইয়া যদি উত্তরধ্রুব, সপ্তর্ষিমণ্ডল বা অভিজিৎ নক্ষত্রকে স্পর্শ করত ক্রমে ক্রমে আকাশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া দক্ষিণদিকে অস্তমিত হয়, তবে প্রয়াগের নিকট হইতে অবন্তী পর্য্যন্ত পুষ্করদেশ ও উত্তরে দেবিকা নদী পর্য্যন্ত বৃহৎ মধ্যদেশ বিনাশিত হয় এবং কোন কোন সময়ে রোগ বা দুর্ভিক্ষ দ্বারা অন্যান্য দেশ সকলও বিনাশিত হয়। ইহার ফলপাক দশ মাস কাল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—অষ্টাদশ মাসে ইহার ফল হয়। ৩৩—৩৬। রাত্রি দুই প্রহরের সময় আকাশের পূর্ব্বভাগে দক্ষিণাগ্র যে কেতু দৃষ্ট হয়, তাহা শ্বেতকেতু। আর 'ক' নামক যে কেতু আছে, যাহার আকার যুগের ন্যায়, যুগবিপর্য্যয় সময়ে তাহারা সপ্তদিন মাত্র দৃষ্ট হয়। ৩৭। ইহারা উভয়েই স্নিগ্ধ এবং সুভিক্ষ ও মঙ্গলকারক। আর 'ক' নামক ধূমকেতু যদি অধিক দিন দৃশ্য হয়, তবে দশ বর্ষকাল নিয়ত শস্ত্রপ্রকোপ-জনিত উপতাপ জন্মাইয়া থাকে। ৩৮। শ্বেত নামক কেতু যদি জটার ন্যায় আকারবিশিষ্ট, রূক্ষ, কপিশবর্ণ ও আকাশের ত্রিভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়া নিবৃত্ত হয়, তবে প্রজাগণ ত্রিভাগশেষ হয়। ৩৯। যে কেতু ঈষৎ ধূম্রবর্ণ শিখা দ্বারা কৃত্তিকানক্ষত্র স্পর্শ করিয়া দৃষ্ট হয়, তাহাকে

রশ্মিকেতু বলে; ইহার ফল শ্বেত নামক কেতুর ন্যায়। ৪০। ধ্রুব নামক এক প্রকার কেতু আছে, ইহার আকার, বর্ণ, প্রমাণ বা গতির স্থিরতা নাই; ইহা দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম—ত্রিবিধই হইয়া থাকে; ইহা স্নিগ্ধ ও অনিয়ত-ফলদাতা। ৪১। এই ধ্রুবকেতু বিনাশশালী রাজাদিগের সেনাঙ্গে, বিনাশী দেশের বৃক্ষ সকলে বা বিনাশশালী গৃহীদিগের উপস্কর সকলে প্রায়ই দৃষ্ট হয়। ৪২। যে কেতুর কান্তি কুমুদের ন্যায় ও শিখা পূর্ব্বদিক্-বিলম্বিনী, যাহা এক রাত্রি পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়, তাহাকে কুমুদকেতু বলে; ইহা দশ বর্ষ কাল নিয়ত সুভিক্ষদাতা। ৪৩। যে কেতু সূক্ষ্ম তারার ন্যায় আকৃতি-মান্ ও পশ্চিমদিকে এক প্রহর কাল দৃষ্ট হয়, তাহা মণিকেতু; স্তনের উপর চাপ দিলে যেরূপে দুগ্ধধারা নির্গত হয়, ইহার শিখাও তদ্রূপ এবং সরল ও শুক্লবর্ণ।৪৪। ইহা উদিত হইলে সাড়ে চারি মাস সুভিক্ষ হয়। কিন্তু প্রায়ই ক্ষুদ্র জন্তুদিগের উপর ইহার প্রাদুর্ভাব। ৪৫। যে কেতু অন্য দিকে উন্নত শিখা দ্বারা পশ্চাদ্ভাগে স্নিগ্ধ হয়, তাহাকে জলকেতু বলে। জলকেতু উদিত হইলে নয় মাস সুভিক্ষ হয় ও প্রাণিগণ শান্তিলাভ করে। ৪৬। সিংহের লাঙ্গুলের ন্যায় প্রকৃষ্টরূপ দক্ষিণাবর্ত্ত একটী শিখা দ্বারা উপলক্ষিত যে একটী স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম তারা পূর্ব্বদিকে এক রাত্রি দৃশ্য হয়, তাহা ভবকেতু। ৪৭। এই ভবকেতু যত মুহূর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হইবে, তত মাস কাল অতুল সুভিক্ষ হইবে। কিন্তু উহা রূক্ষ হইলে প্রাণান্তিক রোগ হয়। ৪৮। পূর্ব্বের ন্যায় আকৃতিশালী অথচ মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ যে কেতু পশ্চিমদিকে এক রাত্রি দৃশ্য হয়, তাহার নাম পদ্মকেতু। ইহাতে সাত বর্ষকাল সহর্ষ সুভিক্ষ হইয়া থাকে। ৪৯। যে কেতু সব্যশিখ, অরুণবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইয়া নিশীথকালে পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়, তাহা আবর্ত্ত। যত ক্ষণ ইহা দৃষ্ট হয়, তত মাস সুভিক্ষ হয়। ৫০। যে কেতু ধূম্র ও তাম্রবর্ণ শিখা-বিশিষ্ট, ভয়ঙ্কর ও আকাশের তিন ভাগ পর্য্যন্ত আক্রমণ করতঃ শূলা-গ্রের ন্যায় আকৃতিমান্ হইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে দৃষ্ট হয়, তাহাকে সংবর্ত্তকেতু বলে। ৫১। এই কেতু যত মুহূর্ত্ত দৃষ্ট হয়, তত বৎসর

কাল শস্ত্রপাতে রাজারা পীড়িত হয়, আর উদয়কালে যে নক্ষত্র বর্ত্তমান থাকে, সেই নক্ষত্রে যাহার জন্ম, সেই ব্যক্তিও পীড়িত হয়। ৫২। যে যে নক্ষত্র কেতু দ্বারা আধূমিত বা স্পৃষ্ট হইলে যে যে রাজার শুভ হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল নক্ষত্র আধূমিত বা স্পৃষ্ট হইলে যে যে রাজার বধ হইবে, তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে। ৫৩। কেতু দ্বারা অশ্বিনীনক্ষত্র আধূমিত অথবা স্পৃষ্ট হইলে অশ্মকদেশের নরপতির বিনাশ হয়। ভরণীতে কিরাতপতি, কৃত্তিকায় কলিঙ্গরাজ, রোহিণীতে শূরসেনপতি, মৃগশিরায় উশীনররাজ, আর্দ্রাতে মৎস্যরাজ, পুনর্ব্বসুতে অশ্মকনাথ, পুষ্যানক্ষত্রে মগধপতি, অশ্লেষায় অসিকেশ্বর, মঘানক্ষত্রে অঙ্গরাজ, পূর্ব্বফল্গুনীতে পাণ্ড্য নরপতি, উত্তরফল্গুনীতে উজ্জয়নীস্বামী, হস্তায় দণ্ডকাধিপতি, চিত্রাতে কুরুক্ষেত্ররাজ, স্বাতীনক্ষত্রে কাশ্মীর ও কাম্বোজ-রাজ, বিশাখাতে ইক্ষ্বাকু ও রলকপতি, অনুরাধানক্ষত্রে পুণ্ড্র দেশের রাজা এবং জ্যেষ্ঠানক্ষত্র পীড়িত হইলে সার্ব্বভৌম নরপতি নিহত হয়। ৫৪—৫৮। কেতু দ্বারা মূলানক্ষত্র আধূমিত অথবা স্পৃষ্ট হইলে অন্ধ্র ও মদ্রকরাজ নিহত হয়। পূর্ব্বাষাঢ়াতে কাশীপতি, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে যোধরাজ, অর্জ্জুনায়নরাজ, শিবিনরপতি এবং চৈদ্যরাজ বিনাশিত হয়। আর শ্রবণাবধি ছয়টী নক্ষত্র পীড়িত হইলে যথাক্রমে কেকয়, পাঞ্চনদ, সিংহল, বঙ্গ, নৈমিষারণ্য এবং কিরাতদেশের অধিপতির নিধন হয়। ৫৯। ৬০। কেতুর শিখা উল্কা দ্বারা তাড়িত হইলে শুভ হয়। আর সর্ব্বতোভাবে বৃষ্টিযুক্ত হইলে অত্যন্ত মঙ্গল হয়। কিন্তু ইহাতেই চোল, অবগাণ, সিত, হূণ ও চীনদেশের অমঙ্গল হয়।৬১। কেতুর শিখা সকল, যে সকল দেশ হইতে অভিস্থত বা নম্র হয়, কিংবা যে সকল দেশ হইতে কোন নক্ষত্রকে স্পর্শ করে, তদুক্ত (তন্নক্ষত্রাক্রান্ত) দেশ সকল যেন দিব্য প্রভাবেই বিনষ্ট হয়; সুতরাং গরুড় যেমন সর্পের ফণা ভোগ করিয়া সুখী হয়, নরপতিগণ সেই দেশ সকল আক্রমণ করিলে, তদ্রূপ সুখী হইয়া থাকেন। ৬২।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

অগস্ত্যচার।

সূর্য্যদেবের পথরোধের নিমিত্ত বর্দ্ধিতশিখর বিন্ধ্যাচলকে যিনি স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, দেবতাদিগের শক্র এবং মুনিকুক্ষি-ভেদনকারী বাতাপি নামক অসুরকে যিনি জীর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন এবং তপস্যারূপ সমুদ্র দ্বারা যিনি দক্ষিণ দিক্‌কে বিভূষিত করিয়াছিলেন;—মুকুট ও রত্নধারী দেবতাদিগকে যেন প্রত্যাদিষ্ট করিবার নিমিত্তই যৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে হঠাৎ জলরাশি বিনাশিত হওয়ায়, মকর সকলের নখর দ্বারা উৎখাত-শিখর জলান্তর্ব্বর্ত্তী শৈল দ্বারা এবং উৎকৃষ্ট মণি ও রত্ন সকল হইতে নিঃসৃত-পতনশীল-মুক্তামিশ্রিত জলরাশি দ্বারা জলনিধি অধিকতর রুচিরীকৃত হইয়াছিল;—সরিৎপতি সমুদ্র, যৎকর্ত্তৃক হৃতজল হইয়াও বৃক্ষহীন পর্ব্বত, মণি, রত্ন, বিদ্রুম এবং তত্রত্য বিনির্গত সর্প দ্বারা শোভিত হইয়াও অধিকতর বিরাজিত হইয়াছিল;—প্রস্ফুরণশালী তিমি ও জলহস্তী দ্বারা কুটিলগামী মহোদধি সমুদ্র যৎকর্ত্তৃক পীতসলিল অতএব আপদের আস্পদ হইয়াও স্বর্গীয় শোভা প্রাপিত হইয়াছিল এবং তৎকালে জলরাশি অপহৃত হইলেও সঞ্চরণশীল তিমিজ, শুক্তিজ ও শঙ্খ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সরিৎপতি,—শরৎকালে তরঙ্গবিশিষ্ট, শুভ্রবর্ণ উৎপল ও হংসশোভিত পুষ্করিণীর শোভা ধারণ করিতেছিল;—যে আকাশে তিমিরূপ শ্বেতবর্ণ মেঘ, মণিরূপ তারা, স্ফটিকরূপ চন্দ্র এবং ফণিগণের ফণাস্থিত মণি সকলের রশ্মিরূপ ধূমকেতু বিরাজিত হইয়াছিল, সেই নির্জ্জল শরৎকালের শোভাবিশিষ্ট সমুদ্ররূপ আকাশের যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন;—জলরাশির নির্ম্মলতাকারী সেই অগস্ত্য মুনির বিচরণ-বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। ১—৬। সূর্য্যের রথপদ্ধতি বিনষ্ট করিবার জন্য বিন্ধ্যপর্ব্বত

ক্রমশই প্রবৃদ্ধ হইতেছিলেন; তৎকালে, তদীয় শৃঙ্গ-সমূহ বৃদ্ধি-চেষ্টায় স্পন্দিত হওয়াতে শৃঙ্গবাসী বিদ্যাধরগণ ভয়চকিত এবং পতনোন্মুখ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের স্কন্ধাবস্থিত সুন্দরীগণ ব্যগ্রভাবে গগনক্রোড়ে দেহযষ্টি এলাইয়া দিয়াছিল, তৎকালে তাহাদিগের ক্রোড়দেশ ও দেহাবলম্বিত বস্ত্র সকল উড্ডীয়মান পতাকাবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল, সুতরাং সেই উন্নত ধ্বজায়মান বিদ্যাধরগণ বিন্ধ্যপর্ব্বতের শোভা-সম্পাদন করিতেছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কন্দর-নির্ঝর মধ্যে মৃগেন্দ্রগণ বাস করিতেছিল; মৃগেন্দ্রগণের মস্তকে বাণকুসুম-গ্রথিত শিরোমাল্যের ন্যায় মদজল-বিমিশ্র-গজকুম্ভ-রুধির-স্বাদ-গন্ধের অনুগামী ভ্রমরাবলী শোভা পাইতেছিল। অতি বৃহৎ হস্তী সকল কর্ত্তৃক প্রফুল্ল বৃক্ষ সকল আকৃষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত ত্রাসবিভ্রান্ত মত্তভ্রমর-পঙ্‌ক্তির গভীর সঙ্গীত-ধ্বনিবিশিষ্ট এবং তরক্ষু, ঋক্ষ, ব্যাঘ্র ও শাখামৃগ কর্ত্তৃক অধ্যাসিত শৈলকূট (ক্ষুদ্র শৃঙ্গ) দ্বারা বিন্ধ্য-পর্ব্বত যেন আকাশতল উল্লিখন করিতেছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের বন সকল দেবতাগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। জলপায়ী, অন্নত্যাগী, মূলভোজী ও অনিলাহারী বহুতর ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সমধ্যাসিত এবং মদনাসক্তা রমণীর ন্যায় রেবা (নর্ম্মদা) নদী কর্ত্তৃক নির্জ্জনে আলিঙ্গিত, সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতকে যিনি স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই উদয়-বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। ৭। যেরূপ কুলোকের সমাগমরূপ মল দ্বারা প্রদূষিত-হৃদয় সাধু-সন্দর্শনে স্বভাবতই নির্ম্মল হয়, সেইরূপ বর্ষাকালীন মৃত্তিকার সমাযোগ বশত পঙ্কিল জল সকল অগস্ত্য মুনির উদয়ে স্বভাবতই নির্ম্মল হইয়া থাকে। ৮। যেরূপ সুন্দরী রমণীর হাস্যকালে তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত অতএব রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্যভাগে শুভ্রবর্ণ দন্তপংক্তি বিরাজিত হয়, অগস্ত্যোদয়ে তদ্রূপ পার্শ্বদ্বয়ে অধিষ্ঠিত রক্তবর্ণ-চক্রবাক-দ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত শব্দায়মান হংসাবলী দ্বারা নদী সকল পরিশোভিত হয়। ৯। অগস্ত্য মুনির উদয় হইলে নদী সকল নীলপদ্মের নিকটস্থিত শুভ্রপদ্ম-বিশিষ্ট এবং তদুপরি ভ্রাম্যমাণ ভ্রমর-পংক্তি দ্বারা পরিশোভিত হওয়ায় যেন ভ্রূ-বিক্ষেপের সহিত

কটাক্ষ-বিক্ষেপকারিণী কামবশবর্ত্তিনী বিদগ্ধ-রমণীর ন্যায় শোভিত হয়। ১০। তরঙ্গরূপ বলয়ধারিণী দীর্ঘিকারূপ কামিনী, রাত্রিকালে মেঘাপগম হেতু পরিবর্দ্ধিত চন্দ্রবিভূতি দর্শন করিবার নিমিত্তই যেন অন্তর্গত-ভ্রমরবিশিষ্ট কুমুদরূপ কৃষ্ণতারকান্ত সুপক্ষ্ম লোচন উন্মীলিত করে। ১১। নানা প্রকার মনোহর পদ্ম, হংস, চক্রবাক ও কারণ্ডব প্রভৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ তড়াগরূপ হস্ত-বিশিষ্টা পৃথিবী যেন প্রভূত রত্ন, পুষ্প ও ফল দ্বারা অগস্ত্য মুনিকে অর্ঘ্য প্রদান করে। ১২। ইন্দ্রাজ্ঞায় উৎসৃষ্ট জল সকল মেঘ-পরিবেষ্টিত-মূর্ত্তি সর্পগণের ফণাজনিত বিষরূপ অগ্নি দ্বারা দুষ্ট হইলেও অগস্ত্য মুনির দর্শনে শুভপ্রদ হইয়া থাকে। ১৩। যাঁহাকে স্মরণ করিলেই পাপরাশি দূরীভূত হয়, সেই বরুণাত্মজ অগস্ত্যের স্তুতি করিলে যে, কি ফল হয়, তাহা আর কি বলিব? যাহা হউক, মুনিগণ এই অগস্ত্যের অর্ঘ্যবিধি যেরূপ কহিয়াছেন, নরপতির হিতজনক সেই ব্যবস্থা এক্ষণে কথিত হইতেছে। ১৪। পণ্ডিতগণ গণিতের নিয়মানুসারে অগস্ত্যোদয় গণিত করিয়া সকল দেশে আদেশ করিবেন। যখন সূর্য্যের স্পষ্ট (Longitude) কন্যারাশির ৭ সাত অংশ কম অর্থাৎ ৪। ২৩ চারি রাশি ২৩ তেইশ অংশ হইবে। (ইহা প্রায় ভদ্রমাসের ২২। ২৩। ২৪। দিবসেই হয়) তখন উজ্জয়িনী নগরীতে অগস্ত্য মুনির উদয় হইবে *। ১৫। সূর্য্যদেবের কিরণ-পটল দ্বারা রাত্রির অন্ধকার ঈষৎ বিনাশিত হইলে (ভোর-বেলায়) দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত-দিগ্বিভাগ ("এই দক্ষিণ দিক্, এই দিকে ভগবান্ অগস্ত্যের অর্ঘ্য প্রদান করুন" এইরূপ দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া) নরপতি দক্ষিণ দিকে যথাকাল-সম্ভূত অর্থাৎ শরৎকালীন সুগন্ধি পুষ্প,

---

* "অশীতিভাগৈর্যাম্যায়ামগস্ত্যো মিথুনান্তগঃ।" মিথুনরাশির শেষ-সীমায় এবং ৮০ অংশ দক্ষিণবিক্ষেপে যে একটী তারা দৃষ্ট হয়, তাহাই অগস্ত্য নক্ষত্র।

"স্বাত্যগস্ত্যমৃগব্যাধচিত্রাজ্যেষ্ঠাঃ পুনর্ব্বসুঃ। অভিজিদ্ ব্রহ্মহৃদয়ং ত্রয়োদশভিরংশকৈঃ।" স্বাতী, অগস্ত্য, মৃগব্যাধ, চিত্রা, জ্যেষ্ঠা, পুনর্ব্বসু, অভিজিৎ ও ব্রহ্মহৃদয় নামক নক্ষত্র সকল ১৩ অংশ কালাংশে উদিত বা অস্তমিত হয়।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

ফল, সাগরজাত রত্ন, সুবর্ণ, বস্ত্র, ধেনু, বৃষ, পরমান্নযুক্ত ভক্ষ্য, দধি, অক্ষত, সুগন্ধি ধূপ এবং চন্দনাদি দ্বারা বিরচিত অর্ঘ্য পৃথিবীর উপর প্রদান করিবেন। ১৬। ১৭। নরপতি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এইরূপ অর্ঘ্য ধারণ করেন, তবে নীরোগ হইয়া সমস্ত শত্রুপক্ষে বিজয়ী হন। আর যদি ঐরূপ অর্ঘ্য যথাক্রমে সাত বৎসর প্রদান করেন, তবে সমুদ্র-রসনা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করিবেন। ১৮। ব্রাহ্মণগণ যথালব্ধ বস্তু দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিলে বেদচতুষ্টয়ে অধিকারী হন এবং সুন্দরী রমণী ও পুত্র লাভ করেন। বৈশ্যগণও যদি যথালব্ধ বস্তু দ্বারা অগস্ত্যার্ঘ্য প্রদান করেন, তবে গোরু ও অধিক ধন প্রাপ্ত হন। শূদ্রগণ অর্ঘ্যদান করিলে রোগক্ষয় ও ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯। অগস্ত্য নক্ষত্র যদি পরুষ অর্থাৎ রূক্ষ দৃষ্ট হন, তবে রোগ হয়। কপিলবর্ণ হইলে অনাবৃষ্টি, ধূম্রবর্ণে গোরু সকলের অশুভ, স্ফুরণ অর্থাৎ কম্পনশালী হইলে ভয়, মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় বর্ণবান্ হইলে ক্ষুধা ও যুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম হইলে নগররোধ হইয়া থাকে। ২০। অগস্ত্য নক্ষত্র যদি শাতকুম্ভ * অর্থাৎ রৌপ্যের ন্যায় বা স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ হইয়া কিরণ দ্বারা পৃথিবীকে তর্পিত করেন, তবে পৃথিবী প্রচুর অন্নশালিনী এবং ভয় ও রোগশূন্য জনগণ দ্বারা পরিপূর্ণা হয়। ২১। অগস্ত্য যদি উল্কা বা কেতু দ্বারা আহত হয়, তবে ক্ষুধাভয় ও মরক হয়। যখন সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে গমন করেন, তখন অগস্ত্যনক্ষত্র সকল দেশেই দৃষ্ট হন, আর রোহিণীতে সূর্য্য গমন করিলে সকল দেশেই অস্তমিত হন। ২২।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

* "শাতকুম্ভশব্দঃ সুবর্ণ-রৌপ্যয়োর্দ্বয়োরপি বাচকঃ, অত্র তু রূপ্যবাচকঃ" ইতি ভট্টোৎপল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সপ্তর্ষি-চার।

সিতোৎপল-মাল্যধারিণী কামিনীতুল্য উত্তরদিক্, যে সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা একাবলী-মাল্যভূষিতা সহাস্য-বদনা এবং সনাথা বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং ধ্রুবনক্ষত্ররূপ নায়কের উপদেশে, ইতস্তত ভ্রমণশালী যে সপ্তঋষিগণের সহিত উত্তরদিক্ যেন পুনঃপুনঃ নৃত্য করিতে থাকে; বৃদ্ধ-গর্গমতানুসারে তাঁহাদের গতির বিষয় বলিব। ১২। নৃপতি যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করেন, তখন মঘানক্ষত্রে মুনিগণ ছিলেন, শকাব্দার অঙ্কের সহিত ২৫২৬ যোগ করিলে, যুধিষ্ঠিরের সময় জানা যায় । ৩। এক একটী নক্ষত্রে তাঁহারা শত বর্ষ করিয়া বিচরণ করেন। ইঁহারা উত্তর-পূর্ব্বদিকে সর্ব্বদা সাধ্বী অরুন্ধতীর সহিত উদিত হন। ৪। পূর্ব্বভাগে ভগবান্ মরীচি, মরীচির পশ্চিমদিকে বসিষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গিরা, তদনন্তর অত্রি, তন্নিকটবর্ত্তী পুলস্ত্য, পুলহ ও ভগবান্ ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে সাধ্বী অরুন্ধতী, মুনিবর বসিষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া আছেন*। ৫। ৬। উল্কা, অশনি বা ধূমাদি দ্বারা হত, বিবর্ণ, জ্যোতির্ব্বিহীন ও হ্রস্ব হইলে তাঁহারা স্ব স্ব বর্গকে নাশ করেন এবং বিপুল ও স্নিগ্ধ হইলে স্বীয় স্বীয় বর্গের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। ৭। মরীচি কোনরূপে পীড়িত হইলে গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, মন্ত্রৌষধি, সিদ্ধ, যক্ষ, নাগ ও বিদ্যাধরগণের পীড়াকর হন। ৮। বসিষ্ঠ অভিহত হইলে শক, যবন, দরদ, পারত, কাম্বোজ ও বনবাসী তাপসগণকে বিনাশ করেন; কিন্তু কিরণশালী হইলে উপচয় করেন। ৯। অঙ্গিরা উপহত হইলে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ সকল বিনষ্ট হয়। অত্রির ব্যাঘাত হইলে কান্তারজাত, জলজাত, জলনিধি ও সরিৎ সকল বিনষ্ট হয়। ১০। পুলস্ত্যের বিঘ্নে রক্ষঃ, পিশাচ, দানব, দৈত্য,

---

* শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীধরস্বামীর মতের সহিত এই সপ্তর্ষিমণ্ডল-সংস্থানের ভেদ আছে।

ভুজঙ্গগণ; পুলহের ব্যাঘাতে মূল ও ফল এবং ক্রতু মুনির বিঘ্ন হইলে যাজ্ঞিকগণের বিঘ্ন হইয়া থাকে। ১১।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

কূর্ম্মবিভাগ।

তিনটী তিনটী নক্ষত্রে এক একটী বর্গ হয়। এইরূপে নয়টী বর্গ। এই বর্গ সকল কৃত্তিকা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ হয়। ভারতবর্ষের মধ্য হইতে প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব্বাদি দেশ সকল ইহা দ্বারা বিভাজিত হইয়াছে। ১। মধ্যদেশ,—ভদ্র, অরিমেদ, মাণ্ডব্য, সাল্ব, নীপ, উজ্জিহান, সঙ্খ্যাত, মরু, বৎসঘোষ, যামুন, সারস্বত, মৎস্য, মাধ্যমিক, মাথুব, উপজ্যোতিষ, ধর্ম্মারণ্য, শূরসেন, সৌরগ্রীব, উদ্দেহিক, পাণ্ডুগুড়, অশ্বত্থ, পাঞ্চাল, সাকেত, কঙ্ক, কুরু, কালকোটি, কুকুর, পারিযাত্রনগ, ঔদুম্বর, কাপিষ্ঠল, এবং হস্তিনাদেশ ৩।৪।৫ নক্ষত্রে অবস্থিত।২—৪। অনন্তর পূর্ব্বে,—অঞ্জন, বৃষভধ্বজ, পদ্ম, মাল্যবদ্গিরি, ব্যাঘ্রমুখ, সুহ্ম, কর্ব্বট, চান্দ্রপুর, শূর্পকর্ণ, খস, মগধ, শিবিরগিরি, মিথিলা, সমতট, উড্র, অশ্ববদন, দন্তুরক, প্রাগ্-জ্যোতিষ, লৌহিত্য, ক্ষীরোদ-সমুদ্র, পুরুষাদ, উদয়গিরি, ভদ্রগৌড়ক, পৌণ্ড্র, উৎকল, কাশী, মেকল, অম্বষ্ঠ, একপদ, তাম্রলিপ্তিক, কোশলক এবং বর্দ্ধমান—এই দেশ সকল ৬। ৭। ৮ নক্ষত্রে অবস্থিত। ৫—৭। অগ্নিকোণে,—কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, উপবঙ্গ, জঠর, অঙ্গ, শৌলিক, বিদর্ভ, বৎস, অন্ধ্র, চৌলিক, ঊর্দ্ধকণ্ঠ, বৃষ, নালীকের, চর্ম্মদ্বীপ, বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট, ত্রিপুরী, শ্মশ্রুধর, হেমকুট্য, ব্যালগ্রীব, মহাগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যা, কণ্টকস্থল, নিষাদরাষ্ট্র, পুরিক, দশার্ণ, নগ্নপর্ণ এবং শবর—এই সকল দেশ অশ্লেষাদি নক্ষত্রত্রয়ে (৯। ১০। ১১) অবস্থিত।৮—১০। অনন্তর দক্ষিণে,—লঙ্কা, কালাজিন, সৌরিকীর্ণ, তালিকট, গিরিনগর, মলয়,

দর্দ্দুর মহেন্দ্র, মালিন্দ্য, মরুকচ্ছ, কঙ্কট, টঙ্কণ, বনবাসী, শিবিক, ফণিকার, কোঙ্কণ, আভীর, আকর, বেণ, আবন্তক, দশপুর, গোনর্দ্দ, কেরল, কর্ণাট, মহাটবী, চিত্রকূট, নাসিক্য, কোল্লগিরি, চোল, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, জটাধর, কাবেরী, রিষ্যমূক, বৈদূর্য্য-শঙ্খ-মুক্তাকর দেশ, অত্র্যাশ্রম, বারিচর, ধর্ম্মপুর দ্বীপ, গণরাজ্য, কৃষ্ণবেল্লুর, পিশিক, শূর্পাদ্রি, কুসুমনগ, তুম্ববন, কার্ম্মণেয়ক, দক্ষিণ সমুদ্র, তাপসাশ্রম, ঋষিক, কাঞ্চী, মরুচী পত্তন, চের্য্য, আর্য্যক, সিংহল, ঋষভ, বলদেব পত্তন, দণ্ডকাবন, তিমিঙ্গিলাশন, ভদ্র, কচ্ছ, কুঞ্জরদরী এবং তাম্রপর্ণী প্রভৃতি দেশ ১২। ১৩। ১৪ নক্ষত্রে অবস্থিত।১১—১৬। নৈঋর্ত কোণে,—পহ্লব, কাম্বোজ, সিন্ধু, সৌবীর, বড়বামুখ,অবর, অম্বষ্ঠ, কপিল, নারীমুখ, আনর্ত্ত, ফেণগিরি, যবন, মাকর, কর্ণ-প্রাবেয়, পারশব, শূদ্র, বর্ব্বর, কিরাতখণ্ড, ক্রব্যাদ, আভীর, চঞ্চুক, হেমগিরি, সিন্ধুকালক, রৈবতক, সুরাষ্ট্র, বাদর ও দ্রবিড় প্রভৃতি দেশ এবং সমুদ্র স্বাতি আদি নক্ষত্রত্রয়ে (১৫। ১৬। ১৭) অবস্থিত।১৭—১৯। পশ্চিমদিকে,—মণিমান, মেঘবান,বনৌঘ,ক্ষুরার্পণ, অস্তগিরি, অপরান্তক, শান্তিক, হৈহয়, প্রশস্তাদ্রি, বোক্কাণ, পঞ্চনদ, রামঠ, পারত, তারক্ষিতি, জৃঙ্গ, বৈশ্য, কনক, শক এবং যাহারা নির্ম্মর্য্যাদ পশ্চিমদিগ্বাসী মেচ্ছ, তাহারা ১৮। ১৯। ২০ নক্ষত্রে অবস্থিত। ২০। ২১। পশ্চিমোত্তর দিকে,—মাণ্ডব্য, তুষার, তাল, হল, মদ্র, অশ্মক, কুলূত, লহড়, স্ত্রীরাজ্য, নৃসিংহবন, খস্থ, বেণুমতী, ফল্গুলুকা, গুরুহা, মরুকুৎস, চর্ম্মরঙ্গ, একবিলোচন শূলিক, দীর্ঘগ্রীব ও অস্যকেশ—এই সকল দেশ ২১।২২। ২৩। নক্ষত্রে বিদ্যমান।২২। ২৩উত্তর দিকে,—কৈলাস, হিমবান,বসুমান্ ধনুষ্মান্, ক্রৌঞ্চ ও মেরুগিরি, উত্তরকুরু, ক্ষুদ্রমীন, কৈকয়, বসাতি, যামুন, ভোগপ্রস্থ, আর্জ্জুনায়ন, অগ্নীধ্র, আদর্শ, অন্তর্দ্বীপী, ত্রিগর্ত্ত, তুরগানন, অশ্বমুখ, কেশধর, চিপিট-নাসিক, দাসেরক, বাটধান, শরধান, তক্ষশিল, পুষ্কলাবত, কৈলাবত, কণ্ঠধান, অম্বর, মদ্রক, মালব, পৌরব, কচ্ছার, দন্তপিঙ্গলক, মান, হল, হূণ, কোহল, শীতক, মাণ্ডব্য, ভূতপুর, গান্ধার, যশোবতি, হেমতাল, রাজন্য, খচর, গব্য, যৌধেয়, দাসমেয়, শ্যামাক ও ক্ষেমধূর্ত্ত প্রভৃতি দেশ ২৪। ২৫। ২৬ নক্ষত্রে অবস্থিত। ২৪—২৮।

ঈশানকোণে,—মেরুক, নষ্টরাজ্য, পশুপাল, কীর, কাশ্মীর, অভিসার, দরদ, তঙ্গণ, কুলুত, সৈরিন্ধ, বনরাষ্ট্র, ব্রহ্মপুর, দার্ব্বড়ামর, বনরাজ্য, কিরাত, চীন, কৌণিন্দ, ভল্লাপ, লোলজট, সুরকুনঠ, খস, ঘোষ, কুচিক, একচরণ, অনুবিশ্ব, সুবর্ণভূ, বসুবন, দিবিষ্ঠ, পৌরব, চীরনিবসন, ত্রিনেত্র, ভুঞ্জ্যাদ্রি এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেশ সকল ২৭।১।২ নক্ষত্রে অবস্থিত। ২৯—৩১। আগ্নেয়াদি বর্গ সকল পাপগ্রহাদি দ্বারা পীড়িত হইলে যথাক্রমে পাঞ্চাল, মাগধিক, কালিঙ্গ, আবন্ত্য, আনর্ত্ত, সিন্ধুসৌবীর, হারহৌব, মদ্র এবং কৌণিন্দ দেশীয় রাজা সকল বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ৩২। ৩৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

নক্ষত্রব্যূহ।

সিতকুসুম, অগ্নিহোত্রী, মন্ত্রজ্ঞ, সূত্রভাষ্যজ্ঞ, আকরিক, নাপিত, দ্বিজ, কুম্ভকার, পুরোহিত এবং অব্দজ্ঞ (বর্ষফলজ্ঞ), কৃত্তিকানক্ষত্রের অধীন। ১। সুব্রত, পণ্য, ভূপতি, ধনী, যোগী, শাকটিক, গো, বৃষ, জলচর, কৃষক, পর্ব্বত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্পন্নগণ রোহিণীর অধিকৃত। ২। সুরভি বস্ত্র, পদ্ম, কুসুম, ফল, রত্ন, বনচর, বিহঙ্গ, মৃগ, যজ্ঞে সোমরসপায়ী, গন্ধর্ব্ব, কামুক ও পত্রবাহকগণ মৃগশিরার আয়ত্ত। ৩। আর্দ্রানক্ষত্রের বশে—বধ, বন্ধ, মিথ্যা, পরদারহরণ, শাঠ্য ও ভেদরতগণ, তুষ-ধান্য দ্বারা তীক্ষ্ণ মন্ত্রে উচ্চাটন-মারণাদি অভিচার ও বেতাল-কর্ম্মজ্ঞগণ বর্ত্তমান। ৪। পুনর্ব্বসুতে—উত্তম ধান্য, সত্য, ঔদার্য্য, শৌচ, কুলরূপ বুদ্ধি, যশ, অর্থযুক্ত-সেবা নিযুক্ত-শিল্পজন-সমন্বিত বণিক্‌গণ অবস্থিত। ৫। যব, গোধূম, সকল প্রকার শালী, ইক্ষুবণ, মন্ত্রজ্ঞগণ, মূপ্রতি সকল, জলোপজীবিগণ ও যজ্ঞক্রিয়াসক্ত সাধুগণ পুষ্যানক্ষত্রে

আছেন। ৬। অশ্লেষার অধিকারে—কৃত্রিম কন্দ, মূল, ফল, কীট, পন্নগ (সর্প), বিষ, তুষ-ধান্য, পরধন-হরণ-রত ব্যক্তি ও ভিষক্ সকল আছে। ৭। মঘানক্ষত্রের বশে—শস্যাগার ও গৃহ সকল, ধন-ধান্য-সম্পন্ন পর্ব্বতনিবাসী পিতৃভক্ত বণিক্, শূরগণ, ক্রব্যাদ ও স্ত্রী-দ্বেষকারী মনুষ্যগণ আছে। ৮। নট, যুবতী, সুভগ গায়ক, শিল্পী, পণ্য সকল, কার্পাস, লবণ, মধু, তৈল এবং কুমারকগণ—পূর্ব্বফল্গুনীর আয়ত্ত। ৯। উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রের বশে—মৃদুত্ব, শৌচ, বিনয়, নাস্তিক্য, দান ও শাস্ত্ররত ব্যক্তি, নরেন্দ্র, সুন্দর ধান্য ও ধর্ম্মে অনুরক্ত মহাধনগণ অবস্থিত। ১০। তস্কর, কুঞ্জর, রথী, অমাত্য, শিল্পী, পণ্য সকল, তুষ-ধান্য, বেদবিৎ ও জ্যোতির্ম্ময় বণিক্‌গণ হস্তা নক্ষত্রের বশীভূত। ১১। চিত্রার বশে—ভূষণ, মণি, অঙ্গরাগ, লেখ্য, গন্ধর্ব্বব্যবহার, গন্ধযুক্তি বিষয়ে বিজ্ঞগণ, গণন-নিপুণ ও তন্তুবায়গণ বর্ত্তমান। ১২। স্বাতীতে—খগ, মৃগ, তুরগ, ধান্য, বাতবহুল স্থান, পণ্য-কুশল বণিক্‌গণ ও অস্থির-সৌহৃদ্য লঘুপ্রকৃতি তাপসগণ বাস করেন। ১৩। বিশাখা-নক্ষত্রে—রক্তপুষ্প-ফলযুক্ত শাখিগণ, তিল, মুদ্গ (মুগ), কার্পাস, মাষ (কলাই), চণক (ছোলা), পুরন্দর ও হুতাশনের ভক্তগণ আছেন। ১৪। অনুরাধাতে—শৌর্য্যসম্পন্ন, গণনায়ক, সাধু ও গোষ্ঠী-যানরত যে সকল সাধুগণ, তাঁহারা বর্ত্তমান এবং শরৎসমুৎপন্ন যাবতীয় দ্রব্য আছে। ১৫। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের—কুল-বিত্ত-যশঃসম্পন্ন পরস্বাপহারী অতিশূরগণ, বিজয়েচ্ছু রাজগণ এবং সেনাগণ-নায়ক সকল অধিকৃত। ১৬। মূলাতে—ঔষধ, বৈদ্য, গণমুখ্যগণ, কুসুম, মূল, ফল, পত্র ও বীজ সকল আর ফল মূল দ্বারা জীবিকাধারী এবং অতি ধনযুক্তগণ বিদ্যমান। ১৭। পূর্ব্বাষাঢ়াতে—মৃদু, জলপথগামী ও সত্য-শৌচ-ধনযুক্ত নরগণ, সেতুকর, বারিকর, সেবক, ফল কুসুম সর্ব্বস্ব এবং পদ্ম সকল আছে। ১৮। অমাত্য, মল্লযোদ্ধা, হস্তী, তুরগ ও দেবতাভক্তগণ এবং ভোগান্বিত তেজোযুক্ত স্থাবর যোধগণ উত্তরাষাঢ়ায় আছেন। ১৯। শ্রবণার বশে—মায়াপটু, নিত্যোদ্যুক্ত, কর্ম্মক্ষম, উৎসাহযুক্ত, ধর্ম্ম-পরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত ও সত্যবাদিগণ আছেন। ২০। ধনিষ্ঠাতে—মানোন্মুক্ত,

ক্লীব, চঞ্চল-সৌহৃদ্য, স্ত্রীদ্বেষী, দানরত, বহুধন-সম্পন্ন ও শান্তিপর নরগণ বর্ত্তমান।২১। শতভিষাতে—পাশিক, মৎস্যবন্ধ, জলজ, জলচর-জীবিগণ, শৌকরিক, রজক, শৌণ্ডিক এবং শাকুনিকগণ অবস্থিত।২২। পূর্ব্বভাদ্রপদে—তস্কর, পশুপালক, হিংস্রক, নাশ নীচ ও শঠ-চেষ্টাবিশিষ্ট, ধর্ম্মব্রত-বিরহিত, মল্লযুদ্ধ-কুশল মনুষ্যগণ বাস করেন।২৩। উত্তরভাদ্র-পদ নক্ষত্রে—যজ্ঞ দান ও তপোযুক্ত মহাবিভবশালী আশ্রমী নৃপতিগণ, বিপ্রগণ, পাষণ্ড এবং শ্রেষ্ঠ ধান্য সকল অবস্থিত।২৪। রেবতীর অধিকারে—সলিলজাত ফল, কুসুম, লবণ, মণি, শঙ্খ, মুক্তা, পদ্ম, সকল প্রকার সুগন্ধি পুষ্প, গন্ধদ্রব্য, বণিক্‌গণ ও নৌকার কর্ণধারগণ আছেন।২৫। অশ্বিনীতে—অশ্বহরগণ, সেনাপতি, বৈদ্য, সেবক, অশ্ব, অশ্বারোহী, তুরগরক্ষক, বণিক্ ও রূপবান্ ব্যক্তিগণ আছেন।২৬। ভরণীর বশে—তুষ-ধান্য, রক্তমাংসাশী, ক্রূর, বধ-বন্ধ-তাড়নাসক্ত ও সত্ত্বগুণ-বিহীন লোকগণ অবস্থিত।২৭। পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ এবং কৃত্তিকা নক্ষত্র ব্রাহ্মণের অধিকারী। উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও পুষ্যানক্ষত্র ক্ষত্রিয়ের; রেবতী, অনুরাধা, মঘা ও রোহিণী নক্ষত্র কৃষকদিগের এবং পুনর্ব্বসু, হস্তা, অভিজিৎ ও অশ্বিনী নক্ষত্র বণিক্‌দিগের অধিকারী নক্ষত্র বলিয়া কথিত। মূলা, আর্দ্রা, স্বাতী ও শতভিষা উগ্রজাতির প্রভু।২৮।২৯। মৃগ-শিরা, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্র সেবকগণের স্বামী। অশ্লেষা, বিশাখা, শ্রবণা ও ভরণী চণ্ডাল-জাতির অধিপতি রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।৩০। যে সকল নক্ষত্র—রবি ও শনি দ্বারা ভুক্ত, মঙ্গলের ভেদন বা বক্র দ্বারা দূষিত, গ্রহণগত কিংবা উল্কা দ্বারা হত, অথবা সূর্য্যকিরণ দ্বারা নিয়ত পীড়িত হয়, তাহারা উপহত অথবা প্রকৃতি-বিপ-র্য্যয়গত কিংবা পরিবর্গ দূষণ বা বিপর্য্যয়গত বলিয়া কথিত হয়।৩১।৩২।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায়।

গ্রহভক্তি।

নর্ম্মদার পূর্ব্বার্দ্ধ, শোণ, উড্র, বঙ্গ, সুহ্ম, কলিঙ্গ, বাহ্লিক, শক, যবন, মগধ, শবর, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, চীন, কাম্বোজ, মেকল, কিরাত, বিটক, পর্ব্বতের মধ্যজ ও বহির্ভাগজ পুলিন্দ, দ্রবিড়ের পূর্ব্বার্দ্ধ, যমুনার দক্ষিণ কূল, চম্পা, উদুম্বর, কৌশাম্বী, চেদি, বিন্ধ্যাটবী, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, গোলাঙ্গুল, শ্রীপর্ব্বত, বর্দ্ধমান ও ইক্ষুমতী, এই সমস্ত দেশ আর তস্কর, পারত, কান্তার, গোপ, বীজ, তুষ, ধান্য, কটুক বৃক্ষ, কনক, অগ্নি, বিষ, সমরশূর, ঔষধ, বৈদ্য, চতুষ্পদ, কৃষিকর, নৃপ, হিংস্র, পদাতিক, চোর, কৃষ্ণ-সর্প এবং যশঃ-সংযুক্ত, তীক্ষ্ণ আরণ্য-দ্রব্যগণের অধিপতি—সূর্য্য। ১—৫। গিরি, সলিল, দুর্গ, কোশল, মরুকচ্ছ, সমুদ্র, রোমক, তুষার, বনবাসী, তঙ্গণ, হল, স্ত্রীরাজ্য, মহার্ণবদ্বীপ, মধুররস, কুসুম, ফল, সলিল, লবণ, মণি, শঙ্খ, মৌক্তিক, পদ্ম, শালি, যব, ওষধি, গোধূম, সোমপ, রাজার বশবর্ত্তী বিপ্রগণ, সিত সুভগ তুরগ, রতিকরী যুবতী, চমূনাথ, ভোজ্য, বস্ত্র, শৃঙ্গী-পশু, নিশাচর, কর্ষক ও যজ্ঞবিদ্‌গণের অধিপতি—চন্দ্র। ৬—৮। শোণ, নর্ম্মদা ও ভীমরথার পশ্চিমার্দ্ধস্থ রাজ্য সকল,—নির্ব্বিন্ধ্যা, বেত্রবতী, গোদাবরী, শিপ্রা, বেণ্বা, মন্দাকিনী, পয়োষ্ণী, মহানদী, সিন্ধু, মালতী, পারা প্রভৃতি নদী,—উত্তরপাণ্ড্য, মহেন্দ্রাদ্রি, বিন্ধ্য, মলয়-নিকটস্থ, চোল, দ্রবিড়, বিদেহ, অন্ধ্র, অশ্মক, ভাসাপুর, কোঙ্কণ, সমন্ত্রিষিক, কুন্তল, কেরল, দণ্ডক, কান্তিপুর, ম্লেচ্ছ, সঙ্করজ, নাসিক্য, ভোগ-বর্দ্ধন, বিরাট, বিন্ধ্যাদ্রি-পার্শ্বস্থ দেশ সকল,—যাহারা তাপী ও গোমতী নদীর সুমিষ্ট জল পান করে, তাহারা;—নগর-বাসিগণ, কৃষিকর, পারত, হুতাশনাজীবী, শস্ত্রাজীবী, অরণ্যচারী, দুর্গ, ক্ষুদ্রনগর, ঘাতক, গর্ব্বিত, নরপতি, কুমার, হস্তী, দাম্ভিক, বালক, অভিঘাত-পশুপালক, রক্ত ফল ও কুসুম, বিদ্রুম, চমূপালক, গুড়,

মদ্য, তীক্ষ্ণ, কোশ-ভবন, আগ্নিহোত্রিক, ধাতুর আকর, জৈনভিক্ষু, চৌর, শঠ, দীর্ঘবৈর এবং বহুভোজিগণের অধিপতি—মঙ্গল। ৯—১৫। লৌহিত্য ও সিন্ধুনদ, সরয়ূ, গম্ভীরিকা, রথাহ্বা, গঙ্গা ও কৌশিকী আদি সরিৎ সকল,—কাম্বোজ, বৈদেহ, মথুরার পূর্ব্বার্দ্ধ, হিমালয়, গোমন্ত ও চিত্রকূটস্থ রাজ্য সকল,—সৌরাষ্ট্র, সেতু, জলমার্গ, পণ্য, বিল ও পর্ব্বতস্থ জীবগণ,—কূপ, যন্ত্র, গান, লেখনীয় দ্রব্য, মণি, অঙ্গরাগ ও গন্ধযুক্তিবিৎ পণ্ডিত,—আলেখ্য শব্দ ও গণিতজ্ঞ, প্রসাধক, আয়ুষ্করশাস্ত্র ও শিল্পজ্ঞ ব্যক্তি, চরপুরুষ, কুহক-জীবক, শিশু, কবি, শঠ, সূচক, অভিচাররত, দূত, নপুংসক, হাস্যজ্ঞ, ভূততন্ত্র ও ইন্দ্রজালজ্ঞ, রক্ষক, নট, নর্ত্তক, ঘৃত, তৈল, স্নেহবীজ, তিক্ত, ব্রতচারী, রসায়নকুশল ব্যক্তি এবং বেসর (অশ্বতর), এই সকলের অধিপতি—বুধ। ১৬—২০। সিন্ধুনদের পূর্ব্বভাগ, মথুরার পশ্চাদর্দ্ধ, ভরত, সৌবীর, স্রুঘ্নের উত্তরদিক্, বিপাশা ও শতদ্রু নদী, রামঠ, সাল্ব, ত্রৈগর্ত্ত, পৌরব, অম্বষ্ঠ, পারত, বাটধান, যৌধেয়, সারস্বত, আর্জ্জুনায়ন এবং মৎস্যদেশের অর্দ্ধভাগস্থ গ্রাম ও রাজ্য সকল,—হস্তী, অশ্ব, পুরোহিত, রাজা, মন্ত্রী, মাঙ্গল্য ও পৌষ্টিক সম্বন্ধে আসক্ত জন,—কারুণ্য, সত্য, শৌচ, ব্রত, বিদ্যা, দান ও ধর্ম্মযুক্ত জনগণ,—পৌর, মহাধন, শব্দার্থ ও বেদবিৎ, অভিচার ও নীতিজ্ঞ, ছত্র ধ্বজ চামর প্রভৃতি নরেশ্বরের উপকরণ, শৈলজ, মাংসী, তগর, কুড়, পারদ, সৈন্ধব, লতাজাত দ্রব্য, মধুর রস ও মধূচ্ছিষ্ট (মোম) এবং চোরক সকলের অধিপতি—বৃহস্পতি। ২১—২৫। তক্ষশিল, মার্ত্তিকাবত, বহুগিরি, গান্ধার, পুষ্কলাবত, প্রস্থল, মালব, কৈকয়, দাশার্ণ, উশীনর ও শিবি দেশ,—যাহারা বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা সরিতের জলপান করে তাহারা,—রথ, রজত, আকর, কুঞ্জর, তুরগ, মাহুত, ধনযুক্ত, সুরভি কুসুম, অনুলেপন, মণি-বজ্রাদি বিভূষণ, পদ্ম, শয্যা, উত্তম নবীন-যুবতী, কামোপকরণ, শোধিতান্ন ও মধুর-দ্রব্য-ভোজনকারী ব্যক্তি, উদ্যান, সলিল, কামুক, যশঃ সুখ ঔদার্য্য ও রূপ-সম্পন্ন, বিদ্বান্, অমাত্য, বণিক্, কুম্ভকার, চিত্রাণ্ডজ, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী), কৌশেয়, পট্ট, কম্বল, পত্র, ঔর্ণিক, লোধ্রপত্র, চোচ,

জাতীফল, অগুরু, বচ, পিপ্পলী এবং চন্দন, এই সমস্ত--ভৃগুর অধীন। ২৬—৩০। আনর্ত্ত, অর্ব্বুদ, পুষ্কর, সৌরাষ্ট্র, আভীর, শূদ্র, রৈবতক, যে দেশে সরস্বতী নদী অদৃশ্য, পশ্চিমদেশ, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বিদিশা, বেদস্মৃতী, মহীতটজ দ্রব্য সকল, খল, মলিন, নীচ, তৈলিক, বিহীন-সত্ত্ব, উপহত-পুংস্ত্ব (নষ্টপুরুষত্ব), বন্ধক, শাকুনিক (ব্যাধ), অশুচি, কৈবর্ত্ত, বিরূপ, বৃদ্ধ, শৌকরিক, গণপূজ্য, স্খলিতব্রত, শবর, পুলিন্দ, দরিদ্র, কটু, তিক্ত, রসায়ন, বিধবা যোষিৎ, ভুজগ, তস্কর, মহিষী, খর, কবভ, চণক, বাতুল ও নিষ্পাব (কড়ঙ্গর) দ্রব্য সকল শনির অধীন। ৩১—৩৪। পর্ব্বতের শিখর, কন্দর ও দরীস্থিত ম্লেচ্ছ-জাতি সকল, শূদ্রগণ, গোমায়ুভক্ষ্য, শূলিক, বোক্কাণ, অশ্বমুখ, বিকলাঙ্গ, কুলাঙ্গার, হিংস্র, কৃতঘ্ন, চৌর, সত্য শৌচ ও দানবর্জ্জিত, খরচর, মল্লযুদ্ধবিৎ, তীব্ররোষযুক্ত, নীচ, উপহত, দাম্ভিক, রাক্ষস, নিদ্রাবহুল ও ধর্ম্মহীন জন্তু সকল, মাষকলাই এবং তিল—রাহুর আয়ত্ত। ৩৫—৩৭। গিরি-দুর্গ, পহ্লব, শ্বেতহূণ, চোল, অবগাণ, মরু, চীন, প্রত্যন্তদেশ, ধনী, মহেচ্ছ-ব্যবসায়ী, পরাক্রমযুক্ত, পরদাররত, বিবাদরত, পররন্ধ্র-কুতূহলী, মদগর্ব্বিত, মূর্খ এবং অধার্ম্মিক বিজয়েচ্ছুগণ কেতুর অধীন বলিয়া বিখ্যাত। ৩৮। ৩৯। যে গ্রহ প্রকৃতিস্থ, মহান্, স্নিগ্ধাংশু এবং নির্ঘাত উল্কা রজঃ বা গ্রহমর্দ্দন দ্বারা হত নহেন,—স্বভবনগত, স্বোচ্চ-প্রাপ্ত ও শুভগ্রহবীক্ষিত হইয়া উদিত হন,—তিনি যাহাদের প্রভু বলিয়া কথিত, তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন। ৪০। উক্ত বিপরীত লক্ষণ দ্বারা গ্রহগণ কর্ত্তৃক স্বাধিকৃত দ্রব্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং তৎ-কালে আক্রমণভীরু, গদাতুর জনগণ ও নরপতি সকল দুঃখিত হয়। ৪১। যদি নৃপগণের রিপুকৃত, স্বপুত্রকৃত কিংবা অমাত্যকৃত ভয় না ঘটে, অথবা পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি না হয়, তবে নিয়মবশে অপূর্ব্ব-পুর, পর্ব্বত ও নদী সকলে গমন করা উচিত। ৪২।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায়।

গ্রহযুদ্ধ।

ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে সময়ে যেরূপ ভবিষ্যৎ গ্রহ-যুদ্ধের বিষয় আদেশ করেন, আমি করণগ্রন্থে (পঞ্চসিদ্ধান্তিকা) সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে তাহা প্রণয়ন করিয়াছি। ১। উপর্য্যুপরিভাবে আত্মমার্গ-সংস্থিত গ্রহ-গণের যে অতিদূর হইতে দর্শন বিষয়ে সমতা, তাহাকে পণ্ডিতগণ গ্রহযুদ্ধ বলেন। ২। পরাশরাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক আসন্ন-ক্রমযোগ হেতু ভেদ, উল্লেখ, অংশুমর্দ্দন ও অপসব্য নামে চারি প্রকার গ্রহযুদ্ধ উক্ত হইয়াছে। ৩। ভেদ যুদ্ধে বৃষ্টিবিনাশ এবং সুহৃদ্ ও কুলীনগণের ভেদ হয়। উল্লেখ-যুদ্ধে শস্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও প্রিয়ান্নত্ব (দুর্ভিক্ষ) হয়। ৪। অংশুমর্দ্দন-যুদ্ধে রাজগণের যুদ্ধ এবং শস্ত্র, রোগ, ক্ষুৎপীড়ন ও অবমর্দ্দন ঘটে। অপসব্য-যুদ্ধে নৃপতিগণের যুদ্ধ হইয়া থাকে। ৫। সূর্য্য আক্রন্দ,—মধ্যাহ্নে; পূর্ব্বাহ্নে পৌর; অপরাহ্নে যায়ী। বুধ, গুরু ও শনি ইহাঁরা সর্ব্বদা পৌর; শীতাংশু নিত্য আক্রন্দ। ৬। কেতু, কুজ, রাহু ও শুক্র ইহাঁরা যায়ী। এই গ্রহ সকল হত হইলে আক্রন্দ, যায়ী ও পৌরদিগকে যথাক্রমে নিহত করে, জয়ী হইলে স্ববর্গকে জয় প্রদান করে। ৭। পৌরগ্রহ কর্ত্তৃক পৌরগ্রহ হত হইলে, পুরবাসিগণ,—পৌর ও নৃপগণকে বিনাশ করে। এইরূপ যায়ী ও আক্রন্দ গ্রহ, কিংবা পৌর ও যায়ী গ্রহ পরস্পর হত হইলে স্বীয় স্বীয় অধিকৃতদিগকে বিনষ্ট করে। ৮। যে গ্রহ দক্ষিণদিকৃস্থ, রূক্ষ, কম্পিত, অপ্রাপ্ত হইয়া সমাক্রূপে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী, ক্ষুদ্র, অন্য গ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত, বিকৃত, নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ বোধ হইবে, সেই গ্রহ পরাজিত হইবে। আর উহার বিপরীত লক্ষণ-সম্পন্ন গ্রহ জয়ী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু বিপুলমণ্ডল, স্নিগ্ধ ও দ্যুতি-মান্ হইয়া দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হইলেও তাহাকে জয়যুক্ত বলা যায়*। ৯। ১০।

---

* এই লক্ষণটী কেবল শুক্রের পক্ষে। কারণ গ্রহযুদ্ধ-প্রকরণে আছে যে,

গ্রহযুদ্ধ কালে দুইটী গ্রহই যদি রশ্মিযুক্ত, বিপুলমণ্ডল ও স্নিগ্ধ হয়, তবে তাহাকে 'অন্যোন্যপ্রীতি' বলে। এইরূপ হইলে পৃথিবীতে রাজগণেরও যুদ্ধকালে সমতা হইবে। ইহার বিপরীত হইলে আত্মপক্ষ বিনাশ হইবে।১১। যদি যুদ্ধ বা সমাগম,* লক্ষণ দ্বারা অব্যক্ত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রাজগণের ফলও অব্যক্ত বলিয়া উল্লেখ্য। ১২। গুরুকর্তৃক মঙ্গল জিত হইলে বাহ্লীক, যায়ী ও অগ্নিজীবিগণ এবং বুধ কর্তৃক জিত হইলে শূরসেন, কলিঙ্গ ও সাল্বদেশ পীড়িত হয়।১৩। শনি কর্তৃক মঙ্গল বিজিত হইলে পৌরগণ জয় লাভ করে, প্রজাগণ অবসন্ন বা বিনষ্ট হয়; এবং শুক্রকর্তৃক জিত হইলে, কোষ্ঠাগার, ম্লেচ্ছ ও ক্ষত্রিয়েরা তাপ প্রাপ্ত হয় ১৪। মঙ্গল কর্তৃক বুধ হত হইলে বৃক্ষ, সরিৎ, তাপস, অশ্মক-নরেন্দ্র এবং উত্তরদিকৃস্থ যজ্ঞ-দীক্ষিতগণ সন্তাপ প্রাপ্ত হন। ১৫। গুরু কর্তৃক বুধ জিত হইলে ম্লেচ্ছ, শূদ্র, চৌর, অর্থযুক্ত পৌর-জন, ত্রৈগর্ত্ত ও পার্ব্বতীয় জনগণ পীড়িত হয় এবং মহী কম্পিত হয়। ১৬। শনি কর্তৃক বুধ ধ্বস্ত হইলে নাবিক, যোদ্ধা, জলজ, ধনী ও গর্ভিণীগণ এবং শুক্র কর্তৃক বুধ জিত হইলে অগ্নিকোপ, শস্য, মেঘ ও যাযিগণ বিধ্বস্ত হয়। ১৭। শুক্র কর্তৃক গুরু আহত হইলে কুলূত, গান্ধার, কৈকয়, মদ্র, সাল্ব, বৎস ও বঙ্গগণ এবং গোসমূহ ও শস্য সকল বিনষ্ট হয়। ১৮। মঙ্গল কর্তৃক গুরু হত হইলে মধ্যদেশ, নরেশ্বরগণ ও গোসমূহ; শনি কর্তৃক হত হইলে আর্জ্জুনায়ন, বসাতি, যৌধেয়, শিবি ও বিপ্রগণ আর বুধ কর্তৃক বৃহস্পতি জিত হইলে ম্লেচ্ছ, সত্য ও শস্ত্রাজীবিগণ এবং মধ্যদেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গ্রহভক্তিমতে ফল নিরূপণ কর্ত্তব্য। ১৯। ২০।

শুক্র ভিন্ন কোন গ্রহই জয়ী হইয়া দক্ষিণদিগ্বর্ত্তী হয় না। আর ইহাও জানা উচিত যে, শুক্র দক্ষিণদিকেই থাকুক বা উত্তরেই থাকুক, প্রায়ই যুদ্ধে জয়ী হইবে। "উদক্স্থো দক্ষিণস্থো বা ভার্গবঃ প্রায়শো জয়ী"। সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রহযুত্যধিকার।

* গ্রহদিগের পরস্পর মিলনকে যুদ্ধ, সমাগম ও অস্তমন বলে। মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহের সহিত মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহের মিলনকে যুদ্ধ, চন্দ্রের সহিত যোগকে সমাগম এবং সূর্য্যের সহিত যোগকে অস্তমন বলে।

বৃহস্পতি কর্ত্তৃক শুক্র হত হইলে শ্রেষ্ঠ যায়ী বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিরোধ হয় এবং ইন্দ্র জলবর্ষণ করেন না। ২১। কোশল, কলিঙ্গ, বঙ্গ, বৎস, মৎস্য ও মধ্যদেশস্থগণ, শূরসেনগণ ও নপুংসক সকল মহাপীড়া ভোগ করে। ২২। কুজ কর্ত্তৃক ভৃগুতনয় বিজিত হইলে বলমুখ্যগণের বধ ও নৃপতিগণের যুদ্ধ হয়। বুধ কর্ত্তৃক শুক্র বিজিত হইলে পার্ব্বতীয় দেশ সকলে কষ্ট হয় এবং দুগ্ধহানি ও অল্পবৃষ্টি হয়। ২৩। শনি কর্ত্তৃক শুক্র বিজিত হইলে গণশ্রেষ্ঠ, শস্ত্রাজীবী, ক্ষত্রগণ ও জলজ সকল নিপীড়িত হয় এবং অন্য সামান্য গ্রহভক্তি-ফল ঘটে। ২৪। শুক্র কর্ত্তৃক শনিগ্রহ নিহত হইলে মহার্ঘ্যতা, সর্প পক্ষী ও মানিগণের পীড়া এবং মঙ্গল কর্ত্তৃক নিহত হইলে টঙ্কণ, অন্ধ্র, উড্র, কাশী ও বাহ্লীক দেশীয়গণের পীড়া হয়। ২৫। বুধ কর্ত্তৃক শনি পরাভূত হইলে অঙ্গদেশ, বণিক্, বিহঙ্গ, পশু ও সর্পগণ সন্তপ্ত হয় এবং গুরু কর্ত্তৃক হত হইলে স্ত্রীলোক, মহিষ ও শক জাতীয় ব্যক্তি-গণ সন্তপ্ত হয়। ২৬। মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই গ্রহদিগের পরস্পর হননে এই বিশেষ ফল কথিত হইল। অন্যান্য স্থলে অর্থাৎ সামান্য নক্ষত্রাদির সহিত যে গ্রহদিগের যুদ্ধাদি হইবে, "গ্রহভক্তি" নামক পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার যে ফল কথিত হইয়াছে, তাহা তদনুসারে বলিতে হইবে। পরন্তু গ্রহগণ অনেক স্থলে হত হইয়া স্বীয় স্বীয় বিভক্ত পদার্থ সকলকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। ২৭।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়।

চন্দ্রগ্রহসমাগম।

যদি শশাঙ্ক নক্ষত্রগণের কিংবা গ্রহগণের যথাসম্ভব উত্তরে গমন করেন, তাহা হইলে, সেই চন্দ্রকে 'প্রদক্ষিণ' কহে। উহা মনুষ্যগণের শুভকর। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণে গমন মনুষ্যগণের শুভপ্রদ নহে। ১। চন্দ্রমা যদি কুজ-গ্রহের উত্তরে যান, তবে পার্ব্বতীয় বলশালিগণের জয় হয়, যায়িগণের সহিত ক্ষত্রিয়গণ প্রমুদিত হন এবং পৃথিবী বহুশস্য-সমন্বিতা ও প্রসন্না হয়। ২। শশাঙ্ক বুধের উত্তরে গত হইলে, পৌরজয়-হেতু, সুভিক্ষকর, শস্য-বর্দ্ধক, জনাহ্লাদক এবং নরপতিগণের কোশসঞ্চয়কারী হইয়া থাকেন। ৩। শশাঙ্ক বৃহস্পতির উত্তরগত হইলে, পৌর, ক্ষত্রিয়, দ্বিজ, পণ্ডিত ও মধ্যম দেশের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় এবং সুভিক্ষ ও প্রজাগণ সন্তুষ্ট হয়। ৪। শশী যদি শুক্রের উত্তরে গমন করেন, তাহা হইলে, কোশ, গজ ও অশ্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যায়ী ও ধনুর্দ্ধরগণের বিজয় হয় এবং উত্তম শস্য সম্পত্তি লাভ হয়। ৫। যদি শশী শনির দক্ষিণে গমন করেন, তবে পৌর রাজগণের জয় হয় এবং শক, বাহ্লিক, সিন্ধু, পহ্লব ও যবনগণ আনন্দিত হন। ৬। হিমরশ্মি চন্দ্র যে গ্রহ-নক্ষত্রগণের উত্তরে গমন করেন, তাহা নিরুপদ্রব হইয়া নি দ্রব্য, পৌর বা গ্রহভক্তিমত দেশস্থগণকে পোষণ করেন; কিন্তু দক্ষিণে গমন করিলে তাহাদিগকে হনন করেন। ৭। শশী, গ্রহের উত্তরস্থ হইলে যে ফল, তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে; দক্ষিণস্থ হইলে সমস্তই তাহার বিপরীত ফল। গ্রহ বা নক্ষত্রগণের সহিত শশীর মিলন এই কীর্ত্তিত হইল। গ্রহ বা নক্ষত্রগণের সহিত চন্দ্রের যুদ্ধ কখনই হয় না। ৮।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশ অধ্যায়।

গ্রহ-বর্ষফল।

সূর্য্য বর্ষাধিপতি, মাসাধিপতি বা দিনাধিপতি হইলে, সর্ব্বত্র পৃথিবী অল্পশস্য-সম্পন্না ও বন সকল বিভক্ষয়িষু-দংষ্ট্রি-সমাবৃত হয়; নদীগণ প্রচুর পরিমাণে বারি ক্ষরণ করে না; পীড়ায় ঔষধ অত্যন্ত বলান্বিত হয় না; শীতকালেও সূর্য্য তীক্ষ্ণ আতপ প্রদান করেন; পর্ব্বত তুল্য মেঘ সকল অধিক বর্ষণ করে না; আকাশে নক্ষত্রগণ ও চন্দ্র দীপ্তি-হীন হয়; গো সকল ও তাপসকুল বিষাদিত হয়; হস্তী, অশ্ব, পদাতিকরূপ সহনীয় বলযুক্ত নৃপতিগণ বহু বাণ, ধনু, অসি ও মুষল-সমন্বিত হইয়া, অনুচরগণের সঙ্গে যুদ্ধে দেশ সকলের ধ্বংস সাধন করিয়া বিচরণ করেন। ১—৩। চন্দ্র বর্ষাধিপ হইলে, প্রচলিত-পর্ব্বত-সদৃশ, কৃষ্ণসর্প অঞ্জন ভ্রমর ও মহিষের ন্যায় কৃষ্ণদ্যুতি মেঘবৃন্দ নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করে, উৎকণ্ঠাসূচক গুরু-শব্দের দ্বারা অখিল দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করে এবং অমল জল দ্বারা পৃথিবীকে পূর্ণ করে; সরোবর সকল পদ্ম, কুমুদ ও উৎপল-সমন্বিত হয়; উপবন সকল প্রফুল্ল দ্রুমবিশিষ্ট এবং ভ্রমর-নাদিত হয়; গবীসমূহ প্রচুর-পয়স্বিনী হয়; নয়নাভিরামা রমণীগণ আসক্তি দ্বারা অবিরত পুরুষগণকে রমণ করায়; গোধূম, শালি, যব, ধান্যশ্রেষ্ঠ ও ইক্ষুসমন্বিতা, নগরসমূহ-যুক্তা, সমৃদ্ধা, চৈত্য-অঙ্কিতা এবং যজ্ঞ ও হোমের পবিত্র-শব্দসংযুক্তা হইয়া পৃথিবী নরপতিগণ কর্ত্তৃক পালিত হন। ৪—৬। মঙ্গল বর্ষাধিপতি হইলে বায়ু দ্বারা উদ্ধত অতি প্রচণ্ড বহ্নি,—গ্রাম বন এবং নগর দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক হন; পৃথিবীতে মর্ত্ত্যগণ, দস্যুগণ দ্বারা হত, নিঃস্ব ও বিগতপশু হইয়া, হা হা করত বিচরণ করে; মেঘকুল শূন্যে অভ্যুন্নত ও সংহতমূর্ত্তি হইয়াও, কুত্রাপি প্রচুর জল বর্ষণ করে না; পক্বপ্রায় শস্য শোষ প্রাপ্ত হয় এবং কোনরূপে নিষ্পন্ন হইলেও অবিনয় হেতু অপর ব্যক্তিগণ তাহা হরণ করে। মঙ্গলের

সংবৎসরে ভূপগণ সম্যক্‌রূপে অভিপালনাসক্ত-চিত্ত হন না, পিত্তোৎপন্ন রোগের প্রাচুর্য্য হয়, ভুজঙ্গগণের প্রকোপ হয় এবং এই প্রকারে প্রজাগণ বিপন্নশস্য ও উপহত হয়। ৭—৯। বুধ বর্ষাধিপ হইলে, মায়া, ইন্দ্রজাল ও কুহককারী নাগরগণ আর গান্ধর্ব্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্যাগণের বৃদ্ধি হয়; নৃপতিগণ প্রীতিকামনায় অদ্ভুতদর্শন ও তুষ্টিকর দ্রব্য সকল পরস্পরকে দান করিতে ইচ্ছা করেন; জগতে বার্ত্তা ও ত্রয়ী শাস্ত্র অবিকল ও সত্য থাকে; মনুর ন্যায় দণ্ডনীতি সম্যক্ রূপে বিরাজিত হয়; কেহ শাস্ত্রজ্ঞানে অভিনিবিষ্টবুদ্ধি, কেহ কেহ আন্বীক্ষিকী শাস্ত্র দ্বারা পরম পদ লাভে চেষ্টিত হয়। বুধগ্রহ স্বকীয় বর্ষে অথবা মাসে এইরূপে পৃথিবীতে হাস্যজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, যুক্তিজ্ঞ, সেতু জল ও পর্ব্বত-বাসিগণের তৃপ্তি এবং পৃথিবীতে ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। ১০—১২। বৃহস্পতি বর্ষাধিপতি হইলে, যজ্ঞে উচ্চারিত, বিপুল, আকাশগামী বেদধ্বনি, যজ্ঞধ্বংসকারিগণের মন বিদীর্ণ করিয়া, দ্বিজোত্তমগণের ও যজ্ঞাংশভাগিগণের হৃদয়ানন্দকর হইয়া ভ্রমণ করে; উত্তম শস্যবতী ও অনেক হস্তী, অশ্ব, চতুরঙ্গ সেনা, মহাধন, গোকুল ও ধন-সমন্বিতা ক্ষিতি ভূপতিগণ কর্ত্তৃক অভিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, যেন স্বর্গবাসিগণের ন্যায় স্পর্দ্ধা বিশিষ্ট জনগণে বিরাজ করেন; গগনোন্নত জল দ্বারা অভিতৃপ্তিকর বিবিধবর্ণ পয়োদগণ কর্ত্তৃক পৃথিবী আচ্ছাদিত হয়। এই সুররাজগুরু বৃহস্পতির শুভবর্ষে এইরূপ পৃথিবী বহুশস্যা ও ঋদ্ধিযুক্তা হইয়া থাকে। ১৩—১৫। শুক্র বর্ষাধিপ হইলে, ধরাধর-সদৃশ ধারাধর কর্ত্তৃক ত্যক্ত বারি দ্বারা পরিপূর্ণবপ্রা পৃথিবী, সুন্দর সরোরুহে আচ্ছাদিত-জল তড়াগ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া, অভিনব অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃতা উজ্জ্বলাঙ্গী নারীর ন্যায় শোভা পায় এবং শালি ও ইক্ষু জন্মায়; শত্রুপক্ষক্ষয়কারী ও বিঘোষিত জয়-শব্দ দ্বারা শব্দিত-দিঙ্মণ্ডল ভূপতিগণ শিষ্টজনের সন্তোষ দ্বারা দুষ্ট জনের বিনাশ করিয়া, নগর ও আকর সহিত সমৃদ্ধা পৃথিবী পালন করেন; বসন্ত ঋতুতে মানবগণ কামিনীগণের সহিত পুনঃপুনঃ মধুপান করিয়া বেণু-বীণার সহিত পুনঃপুনঃ

শ্রবণ-সুখকর গান করিয়া থাকে এবং অতিথি, সুহৃদ্ ও স্বজনগণের সহিত অন্নভোজন করিয়া থাকে—শুক্রের অব্দে এইরূপ মদনের জয় উদ্ঘোষিত হয়। ১৬—১৮। শনি বর্ষাধিপ হইলে, দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণ ও বহু সংগ্রাম দ্বারা রাজ্য সকল আকুল ও অনেক পশু-ধন-বর্জ্জিত হয়; নরগণ বন্ধুজন-বিয়োগে অতিশয় রোদনপর এবং ক্ষুধা ও সংক্রামক ব্যাধি কর্ত্তৃক অতীব আকুল হয়, অন্তরীক্ষ, বায়ু কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত মেঘে বর্জ্জিত হয়; ধরাতলে একটী আরুগ্ন-পল্লবও থাকে না; আকাশে সূর্য্য ও চন্দ্রকিরণ অতিরজোবদ্ধ হয়; জলাশয় জলহীন এবং সরিৎ সকল কৃশাঙ্গ হয়; শস্য সকল কোথাও জলাভাবে বিনষ্ট হয়, কোথাও বা জলসিক্ত ভূমিতে পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দিবাকরপুত্র শনির প্রবৃত্ত বর্ষে বৃত্রশত্রু ইন্দ্র মন্দ শস্যপ্রদ জল অভিবর্ষণ করিয়া থাকেন।১৯—২১। যে গ্রহ ক্ষুদ্র, অপটু-কিরণ, নীচগামী বা অন্য কর্ত্তৃক বিজিত হন, তিনি সকল ফলদাতা ও পুষ্টিদাতা হইতে পারেন না। অশুভ গ্রহ বর্ষাধিপতি ও মাসাধিপতি হইলে, তাহার মাসজাত ফলের বৃদ্ধি হয়; অন্যথা হইলে শুভফলও যাপ্য হইয়া থাকে। ২২।

একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

গ্রহশৃঙ্গাটক।

যেদিকে তারা-গ্রহ সকলকে রবিতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়, সেই দিক্স্থ দেশবাসিগণের অস্ত্রকোপ, ক্ষুধা ও আতঙ্ক দ্বারা ভয় হয়। ১। গ্রহসংস্থান যখন চক্র, ধনু, শৃঙ্গাটক (চতুষ্পথ), দণ্ড, পুর, প্রাস বজ্র তুল্য দৃষ্ট হয়, তখন লোকের ক্ষুধা ও অবৃষ্টি এবং নৃপতিগণের সমর উপস্থিত হয়। ২। দিনকর দিনান্তগত হইলে, যে দেশীয় আকাশাংশে গ্রহমালা দর্শন করা যায়, তথায় অন্যরাজার অধিকার হয়

এবং মহান্ পরচক্রাপদ্রব হইয়া থাকে। ৩। গ্রহগণ যে নক্ষত্রে সমাগত হন, সেই নক্ষত্রের আয়ত্ত জনগণকে হনন করেন। পরস্পর বর্জ্জিত-বিভেদন এবং নির্ম্মল-কিরণ হইলে, তত্রস্থ জনবৃন্দের মঙ্গলকর হন। ৪। গ্রহগণের সংবর্ত্ত, সমাগম, সম্মোহ, সমাজ, সন্নিপাত ও কোশ নামক যোগ হইয়া থাকে। এই সকলের স-ফল লক্ষণ অভিহিত হইতেছে। ৫। এক নক্ষত্রে পৌর-গ্রহগণের সহিত যায়ি-গ্রহগণের চারিটী বা পাঁচটীর মিলন হইলে, তাহাকে সংবর্ত্ত বলে। রাহু কেতুর সংযোগ হইলে, উহা সম্মোহ নামে আখ্যাত হয়। ৬। পৌরের সহিত পৌরের বা যায়িগণের সহিত যায়ীর সংযোগ হইলে সমাজ নামে প্রসিদ্ধ। শনি ও গুরুর সঙ্গমে যদি অন্যগ্রহ আগমন করেন, তাহা হইলে, কোশাখ্যা প্রাপ্ত হইবে। ৭। যদি পশ্চিমে একটী ও পূর্ব্বে অপরটী উদিত হয়, তবে তাহাকে সন্নিপাত কহে। সমাগমে অর্থাৎ চন্দ্রের মিলনে গ্রহগণ অবিকৃততনু, স্নিগ্ধ, বিপুল এবং ধন্য হয়। ৮। সংবর্ত্ত ও সমাগমের ফল সমতা; সম্মোহ ও কোশে প্রজাগণের ভয়; সমাজ-সংজ্ঞে উত্তম সমতা এবং সন্নিপাতে বৈরপ্রকোপ হইয়া থাকে। ৯।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়।

গর্ভলক্ষণ।

অন্নই জগতের প্রাণ এবং অন্ন প্রাবৃট্কালের আয়ত্ত; এই হেতু ইহা দ্বারা প্রযত্ন-সহকারে বর্ষাকাল পরীক্ষণীয়। ১। আমি,—গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ ও বাৎস্য প্রভৃতি মুনিগণকর্ত্তৃক বিরচিত ও নিবদ্ধ বর্ষার লক্ষণ সকল দেখিয়া, এই গর্ভলক্ষণ প্রণয়ন করিলাম। ২। যে দৈববিৎ ব্যক্তি অহর্নিশ গর্ভলক্ষণে আকৃষ্টমনা হইয়া অবহিত-চিত্ত

হন, মুনির ন্যায় তাঁহার বাক্য অম্বুনির্দ্দেশে মিথ্যা হয় না.৩। ইহা হইতে কোন্ শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র আছে, যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র জানিয়া বিধ্বংসী কলিকালেও লোকগণ ত্রিকালদর্শী হয়।৪। কেহ কেহ বলেন,—কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতিক্রম করিয়া গর্ভ দিবস হয়। তাহা অসাধু। এজন্য গর্গাদি বহু ঋষিগণের মত প্রকাশ করিতেছি।৫। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে যে দিবস চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়ায় সঙ্গত হয়, সেইদিন হইতে গর্ভ সকলের লক্ষণ জ্ঞাতব্য।৬। চন্দ্র যে নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে, মেঘের গর্ভ হয়, চন্দ্র-বশে ১৯৫ দিনে সেই গর্ভ প্রসবকাল প্রাপ্ত হইবে।৭। সিতপক্ষজাত গর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষসম্ভব গর্ভ শুক্লপক্ষে, দিবাজাত গর্ভ রাত্রিকালে, রাত্রিপ্রভব গর্ভ দিবাভাগে এবং সন্ধ্যাজাত গর্ভ বিপরীত সন্ধ্যাকালে প্রসবকাল পায়।৮। মৃগশীর্ষাদিজাত গর্ভ সকল এবং পৌষ-শুক্লজাত গর্ভ মন্দফল-যুক্ত ; পৌষ কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা শ্রাবণের শুক্লপক্ষ নির্দ্দেশ করিবে।৯। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষে প্রসবকাল প্রাপ্ত হয়। মাঘের কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষ নির্দ্দিষ্ট হয়।১০। ফাল্গুন শুক্লপক্ষজাত গর্ভ সকল ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে বিনির্দ্দেশ্য। ফাল্গুনের কৃষ্ণপক্ষজাত যে গর্ভ, তাহা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে প্রসূত হয়।১১। চৈত্রের সিতপক্ষজাত গর্ভ সকল আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষে বারি দান করে ও চৈত্রের অসিতপক্ষ-সম্ভূত গর্ভ সকল কার্ত্তিক-শুক্লপক্ষে অভিবর্ষণ করে।১২। পূর্ব্বদিকের মেঘ পশ্চাদুত্থিত হয় ও পশ্চিমের মেঘ পূর্ব্বদিকে উদিত হয়। শেষ দিক্‌সকলে বায়ুরও এইরূপ বিপর্য্যয় হইয়া থাকে।১৩। ঈশানকোণ ও পূর্ব্বদিকের বায়ুতে আকাশ,—বিমল, আনন্দকর, মৃদু জল বর্ষণ করে ; চন্দ্র ও সূর্য্য স্নিগ্ধ ও বহুল শুক্ল মণ্ডলে পরিবৃত হয়।১৪। স্থূল, বহুল, স্নিগ্ধ-মেঘ-যুক্ত বা ঘনসূচী, ক্ষুরক ও লোহিতবর্ণ মেঘযুক্ত অথবা কাকাণ্ড এবং ময়ূরচন্দ্রক-সন্নিভ আকাশ হইলে, নক্ষত্র ও-চন্দ্র বিমলজ্যোতি-যুক্ত হয়।১৫। ইন্দ্রধনু ও গম্ভীর-গর্জ্জন-যুক্ত, সূর্য্যাভিমুখ, বিদ্যুৎপ্রকাশক, উত্তর ঈশান ও পূর্ব্বদিকস্থিত মেঘ হইলে এবং পক্ষী ও মৃগকুল শান্ত শব্দ করিলে, সন্ধ্যাকাল রম্য হয়।১৬।

যদি প্রদক্ষিণচর বিপুল গ্রহগণ উপদ্রবহীন ও স্নিগ্ধকিরণ-সম্পন্ন হয়,—তরুগণ ব্যাধিতাঙ্কুরহীন এবং নর ও চতুষ্পদগণ হৃষ্ট হয়,—তবে গর্ভ সকলের পুষ্টিকর হয়, কিন্তু ইহা স্ব ঋতু ও স্বভাব জনিত গর্ভবিবৃদ্ধি বিষয়ে অভিহিত হইয়াছে। ১৭। ১৮। অগ্রহায়ণ ও পৌষে মেঘ সকল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ও সমণ্ডল হইলে, অগ্রহায়ণ মাসে অতিশীত এবং পৌষে অত্যন্ত হিমপাত হইলে গর্ভ পুষ্ট হয় না। ১৯। মাঘে যদি প্রবল বায়ু, চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ তুষার তুল্য কলুষিত এবং অতি শীত হয়, তাহা হইলে মেঘযুক্ত ভানুর অস্ত ও উদয় শ্লাঘ্য। ২০। ফাল্গুন মাসে যদি পবন রূক্ষ ও প্রচণ্ড হয়, মেঘসঞ্চয় স্নিগ্ধ হয়, পরিবেষ অসম্পূর্ণ হয়, সূর্য্য অগ্নির ন্যায় পিঙ্গল ও তাম্রবর্ণ হয়, তবে শুভ হয়। ২১। চৈত্রে গর্ভ সকল যদি পবন, মেঘ ও বৃষ্টিযুক্ত এবং পরিবেষযুক্ত হয়, তবে শুভ। বৈশাখে যদি মেঘ, বায়ু, জল ও শব্দিত বিদ্যুৎযুক্ত হয়, তবে গর্ভ দ্বারা হিত সাধিত হয়। ২২। মুক্তা বা রৌপ্যসন্নিভ বা তমাল, নীলোৎ-পল ও অঞ্জনের দ্যুতিবিশিষ্ট কিংবা জলচর প্রাণিগণের ন্যায় আকার-সম্পন্ন মেঘ সকল প্রভূত জল দান করে, আর গর্ভ সূর্য্যের তীব্র কিরণে অভিতাপিত ও মন্দ-মারুত-সমন্বিত হইলে, মেঘগণ প্রসবকালে যেন রুষিত হইয়া জলধারা বর্ষণ করে। ২৩। ২৪। অশনি, উল্কা, পাংশুপাত, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, গন্ধর্ব্বনগর, কীলক, কেতু, গ্রহযুদ্ধ, নির্ঘাত, রুধিরাদি-বৃষ্টি-বিকৃতি, পরিঘ, ইন্দ্রধনু, রাহু-দর্শন, এই সকল উৎপাত দ্বারা ও অন্য ত্রিবিধ উৎপাত দ্বারা গর্ভ নষ্ট হয়। ২৫। ২৬। ঋতু-স্বভাব-জনিত যে সামান্য লক্ষণ দ্বারা যে গর্ভ সকলের বৃদ্ধি হয়, তাহার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা তাহাদের বিপর্য্যয় হয়। ২৭। সকল ঋতুতেই পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া এবং রোহিণী নক্ষত্রে বর্দ্ধিত গর্ভ বহু জল প্রদান করে। ২৮। শতভিষা, অশ্লেষা, আর্দ্রা, স্বাতি ও মঘা সংযুক্ত গর্ভ শুভপ্রদ এবং বহু দিবস পোষণ করে; ত্রিবিধ উৎপাত দ্বারা হত হইলে, হনন করে। ২৯। চন্দ্র যখন ঐ পাঁচটী নক্ষত্রের কোন একটীতে অবস্থান করেন, তখন অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ছয় মাসে যথাক্রমে ৮, ৬, ১৬, ২৪, ২০

এবং ৩ দিন উপর্য্যুপরি বর্ষণ হইয়া থাকে।৩০। ক্রূরগ্রহ-সংযুক্ত হইলে গর্ভ সকল করকা, অশনি এবং মৎস্য বৃষ্টি করিয়া থাকে এবং চন্দ্র *কিংবা সূর্য্য শুভগ্রহ-সংযুক্ত বা শুভগ্রহ-বীক্ষিত হইলে, গর্ভ বহু-বৃষ্টিকর* হয়।৩১। গর্ভসময়ে অকারণ যদি অতিবৃষ্টি হয়, তবে গর্ভের অভাব হয়। দ্রোণাষ্টাংশেরও অধিক বর্ষণ করিলে, গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়।৩২। পুষ্টগর্ভ যদি গ্রহোপঘাতাদি দ্বারা বৃষ্ট না হয়, তবে প্রসবকালে আত্মীয় গর্ভ সময়ে করকামিশ্র জল দান করে। ৩৩। যেমন পয়স্বিনী-গণের বহুকালধৃত দুগ্ধ কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অনেক দিন অতীত হইলে জল কঠিনত্ব প্রাপ্ত হয়।৩৪। যে গর্ভ পঞ্চ প্রকার নিমিত্ত দ্বারা পুষ্ট হয়, সেই গর্ভ শতযোজন ব্যাপিয়া বর্ষণ করে। সেই নিমিত্তের এক একটীর অভাবে শত যোজনের অর্দ্ধার্দ্ধ হানি-ভাবে বৃষ্টি হয়।৩৫। অর্থাৎ চতুর্নিমিত্তক গর্ভ ৫০ যোজন, ত্রিনিমিত্তক ২৫ যোজন, দ্বিনিমিত্তক ১২॥ যোজন ও এক-নিমিত্তক গর্ভ ৬। যোজন ব্যাপিয়া বৃষ্টি করে। পঞ্চনিমিত্তক গর্ভ ১ দ্রোণ পরিমিত জল বর্ষণ করে; পবননিমিত্তক ৩ আঢ়ক এবং বিদ্যুন্নিমিত্তক ৬ আঢ়ক।৩৬। যে গর্ভ,—পবন, সলিল, বিদ্যুৎ, গর্জ্জিত ও মেঘরূপ পঞ্চনিমিত্তযুক্ত, তাহা বহুজল-প্রদ হয়। যদি গর্ভকালে অতি বারি বর্ষণ করে, তাহা হইলে, প্রসব কাল অতিক্রম করিয়া জলকণা বর্ষণ করিতে থাকে।৩৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

গর্ভধারণা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টম্যাদি চারিদিন বায়ু দ্বারা গর্ভ-ধারণা-জ্ঞান করিবার দিবস। উহা মৃদু-শুভ-বায়ুযুক্ত হইলে বা স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্নাকাশ হইলে প্রশস্ত।১। তাহাতে স্বাতি আদি নক্ষত্র-

চতুষ্টয়ে বৃষ্টি হইলে, ক্রমে শ্রাবণাদি মাস সকলে পরিস্রুত হইবে বলিয়া খ্যাত; ইহাই ধারণা। ২। যদি ঐ দিন সকল একরূপ হয়, *তাহা হইলে, শুভ; কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলে, মঙ্গলপ্রদ হয়* না, প্রত্যুত তস্করভয়প্রদ হয়। বসিষ্ঠ-রচিত শ্লোক এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে; যথা,—"বিদ্যুৎ, জলকণা, পাংশু-প্রসারিত বায়ু ও পরিচ্ছন্ন চন্দ্র-সূর্য্যযুক্ত ধারণা সকল শুভপ্রদ হয়। যখন শ্রেষ্ঠ বিদ্যুৎ সকল শুভদিকের প্রতি উপস্থিত হয়, বিচক্ষণগণ তখন সকল শস্যের বৃদ্ধি হইবে বলিয়া থাকেন। বালকগণ খেলা করিতে করিতে যদি জল বা পাংশু বর্ষণ করে, কিংবা পক্ষিগণের সুস্বর কলনাদ এবং পাংশুজলাদিতে ক্রীড়া ঘটে, তবে শুভ হয়। চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল সকল স্নিগ্ধ এবং অত্যন্ত দূষিত না হইলে, তৎকালীন বৃষ্টিই সর্ব্বশস্যের অভিবর্দ্ধনের স্বরূপ। মেঘ সকল স্নিগ্ধ, সংহত এবং প্রদক্ষিণগতি-ক্রিয়াশীল হইলে, তখন সর্ব্বশস্যের ও অর্থের সাধনকারিণী মহতী বৃষ্টি হয়।" ৩— ৮।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

প্রবর্ষণ।

জ্যৈষ্ঠী-পূর্ণিমা সম্যক্ অতীত হইলে যদি পূর্ব্বাষাঢ়াদি নক্ষত্রে বৃষ্টি হয়, তবে জলের পরিমাণ এবং শুভাশুভ বিজ্ঞগণের কথনীয়। ১। হস্তপরিমিত-পরিধি বিস্তৃত কুণ্ড ধারণ করিয়া, অম্বুপ্রমাণ নির্দ্দেশ করিতে হয়। উক্ত পাত্রের পরিমাণ পঞ্চাশৎ পল। ইহা জলপূর্ণ হইলে পতিত জলের পরিমাণ এক আঢ়ক। ২। যাহাতে পৃথিবী মুদ্রিতা কিংবা তৃণাগ্রে বিন্দু সকল জাত হয়, সেই বৃষ্টি দ্বারা জলের প্রথম পরিমাণ কথিত হয়। ৩। কেহ কেহ বলেন,—যতদূর দেখা যায়, ততদূরই অভিবৃষ্ট; কেহ বা উক্ত লক্ষণে দশযোজন মণ্ডল অভিবৃষ্ট বলেন;

কিন্তু গর্গ, বসিষ্ঠ ও পরাশরমতে দ্বাদশ যোজন পরে বৃষ্টি যায় না। ৪। যে সকল নক্ষত্রে অভিবৃষ্ট হয়, প্রায় সেই সকল নক্ষত্রেই বর্ষণ করে। কিন্তু যদি পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে মূলা পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকলে বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে, সর্ব্ব নক্ষত্রে অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৫। যদ্যপি নিরুপদ্রব চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া, মৃগশিরা, হস্তা, চিত্রা, রেবতী ও ধনিষ্ঠাতে থাকেন, তাহা হইলে ১৬ ষোড়শ দ্রোণ; শতভিষা, জ্যেষ্ঠা ও স্বাতিতে ৪ চারি দ্রোণ; কৃত্তিকাগণে ১০ দশ; শ্রবণা, মঘা, অনুরাধা, ভরণী ও মূলাতে ১৪ চতুর্দ্দশ; ফল্গুনীতে ২৫ পঁচিশ; পুনর্ব্বসুতে ২০ বিংশতি; বিশাখা ও উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ২০ বিংশতি; অশ্লেষা নক্ষত্রে ১৩ ত্রয়োদশ; উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী ও রোহিণীতে ২৫ পঁচিশ; পূর্ব্বভাদ্রপদ, পুষ্যা ও অশ্বিনীনক্ষত্রে ১২ দ্বাদশ এবং আর্দ্রায় ১৮ অষ্টাদশ দ্রোণ পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়। ৬—৯। নক্ষত্র সকল যদি সূর্য্য, শনি বা কেতু কর্ত্তৃক পীড়িত হয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক ত্রিবিধ অদ্ভুত দ্বারা আহত হয়, তবে শুভ হয় না, বৃষ্টিও হয় না; কিন্তু শুভসহিত ও নিরুপদ্রব হইলে, শুভ হয়। ১০।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

রোহিণী-যোগ।

সুমেরু-পর্ব্বতের শৃঙ্গজাত বৃক্ষগণের পুষ্পোপরি আসক্ত ষট্‌পদ-পঙ্‌ক্তির গুঞ্জনশব্দে, নানাবিধ বিহগকুলের কলনাদে এবং সুর-যুবতীগণের মৃদু-গম্ভীর গীত-স্বরে পরিপূর্ণ পর্ব্বত-চূড়াস্থিত সুরনিলয় উপবনে বৃহস্পতি নারদকে যে রোহিণীযোগ বলিয়াছিলেন এবং গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, ময় প্রভৃতি ঋষিগণ শিষ্যমণ্ডলীকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অবলোকন করিয়া এই স্বল্প গ্রন্থে সেই রোহিণী এবং চন্দ্রের সম্প্রয়োগের

অর্থ সকল যথাযথ বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ১—৩। আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষে রোহিণীকে চন্দ্রোপগত দর্শন করিয়া, দৈবজ্ঞ জগতের ইষ্ট কিংবা অনিষ্ট, শাস্ত্রোপদেশানুসারে, বলিতে পারেন। ৪। অনাগত অবস্থাতেই তাঁহাদের যোগ যেরূপে বক্তব্য, করণে (পঞ্চসিদ্ধান্তিকা) সেই ধিষ্ণ্যযোগ আমাকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে; চন্দ্রের প্রমাণ, দ্যুতি, বর্ণ, মার্গ ও উৎপাত দ্বারা ফলই বক্তব্য। ৫। গ্রহসংস্থানজ্ঞগণ নগরের পূর্ব্বোত্তর দিকে কোনস্থলে হুতাশ-তৎপর হইয়া, তিন দিবস বাস করিবেন এবং নক্ষত্রগণ-সমন্বিত গ্রহগণকে সমালিখিত করিয়া ধূপ, পুষ্প ও বলি দ্বারা পূজা করিবেন। ৬। চতুর্দ্দিকে তরুপ্রবালচ্ছাদিত, সরত্ন-জল ও ওষধি-সমন্বিত, অকাল-মূল-পূর্ণ সুপূজিত কলশ দ্বারা অলঙ্কৃত কুশবিস্তৃত যজ্ঞস্থলে দ্বিজ উপবেশন করিবেন। ৭। মহাব্রত ও আলভ্য মন্ত্র দ্বারা সকল প্রকার বীজ কুম্ভে প্রক্ষেপ করিয়া, স্বর্ণ ও দর্ভযুক্ত জল দ্বারা প্লাবিত করিবেন এবং মারুত, বারুণ ও সৌম্য মন্ত্রে হোম করিবেন। ৮। শশাঙ্ক যোগগত হইলে, দণ্ডপ্রমাণ ত্রিগুণোন্নত অসিত পতাকা ধারণ করিবেন। প্রথমে দিক্ নির্ণয় করিয়া সেই পতাকা দ্বারা কতক্ষণে কোন্‌দিকে বায়ু বহিতেছে, তাহা জ্ঞান করিবেন। ৯। এক প্রহর একদিকে বায়ু বহিলে ১৫ দিন বর্ষা হইবে। অনন্তর এইরূপ বায়ুবহন কাল দ্বারা দিবসের অংশ নির্ণয় করিবেন। (শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক এই চারি মাসের আট পক্ষের এক একটী পক্ষ এক এক অংশ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়।) বায়ু বাম দিকে গমন করিলে, সদাই শুভপ্রদ হয় আর যদি একটী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে অর্থাৎ ১ দিকেই গমন করে, তাহা হইলে সেই বায়ু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বলবান্ হয়। ১০। এই যোগ গত হইলে কুম্ভধৃত যে বীজ সকলের যে অংশ অঙ্কুরিত হয়, তাহার সেই অংশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে; অন্য অংশ নহে। ১১। চন্দ্র রোহিণী-সঙ্গত হইলে, যদি দিক্ সকল শান্ত ও পক্ষি-কুল বা মৃগগণ দ্বারা মনোহর শব্দিত হয়, আকাশ নির্ম্মল ও বায়ু অনিন্দিত হয়, তবে ভূমির উৎকর্ষ সাধিত হয়। অনন্তর মেঘ ও মারুত-ফল সকল যথাক্রমে বলিতেছি। ১২। আকাশের কোথাও

শ্বেত-কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও শ্বেতবর্ণ, কোথাও কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও বলিত-জঠর-পৃষ্ঠমাত্রদৃশ্য, স্ফুরিত-বিদ্যুৎ ও শব্দযুক্ত ভুজগাকার বিশাল মেঘ কর্তৃক আবৃত হইলে; বিকসিত-কমলের ন্যায় নির্ম্মল অরুণ-কিরণরঞ্জিতোপকণ্ঠ, মধুকর-কুঙ্কুম-কিংশুকবৎ নির্ম্মল বিচিত্র মেঘ দ্বারা রঞ্জিতের ন্যায় আকাশ শোভিত হইলে; কৃষ্ণমেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত কিংবা স্ফুরিত বিদ্যুৎ এবং ইন্দ্রধনু দ্বারা চিত্রিত আকাশ যেন হস্তী ও মহিষ-কুলের দ্বারা আকুলীকৃত দাবানলযুক্ত বনের ন্যায় প্রতীত হইলে; কিংবা অঞ্জন-শৈলের প্রস্তর সকলের প্রতিরূপধর মেঘ দ্বারা গগন আবৃত হইলে; অথবা হিম, মৌক্তিক, শঙ্খ ও শশাঙ্ক-করের দ্যুতিহরণকারী জলদগণ কর্তৃক নভোমণ্ডল আবৃত হইলে; কিংবা বিদ্যুৎরূপ হৈমকক্ষা-সম্পন্ন, বলাকারূপ অগ্রদন্তযুক্ত, জলরূপ মদ-ক্ষরণশীল, প্রান্তরূপ কর-চালনকারী, বিচিত্র ইন্দ্রচাপরূপ উন্নত ধ্বজা দ্বারা শোভিত ও তমাল বা ভ্রমরসদৃশ নীলবর্ণ হস্তিরূপ জলদ দ্বারা গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইলে; যদি সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত নভস্তলে স্থিত, নীলপদ্মশ্যাম মেঘবৃন্দ পীতাম্বর-বেষ্টিত হরির কান্তি হরণ করে এবং ময়ূর, চাতক ও ভেকগণের শব্দ-সহিত যদি গম্ভীর মেঘশব্দ বিমিশ্রিত হয়, তাহা হইলে দিগন্ত-বিলম্বী আকাশব্যাপী জলদগণ পৃথিবীতে ভূরি জলবর্ষণ করে। ১৩—১৯। কথিতানুরূপ জলধর সকল দিবসত্রয় বা দিবসদ্বয় অবরুদ্ধ করিয়াছে—যদি আকাশ এইরূপ হয়, তাহা হইলে, সুভিক্ষ হইবে, জনগণ প্রসন্ন হইবে এবং পৃথিবী প্রচুর জলশালিনী হইবে। ২০। রূক্ষ, অল্প, পবন কর্তৃক বিক্ষিপ্তদেহ, উষ্ট্র কাক প্রেত কিংবা বানর-সদৃশ আকৃতিধারী, কিংবা অন্য নিন্দিত প্রাণীর অনুরূপমূর্ত্তি নীরব মেঘ যদি উদিত হয়, তবে শুভ হয় না এবং বৃষ্টিও হয় না। ২১। অথবা আকাশ মেঘশূন্য হইলে, যদি সূর্য্য প্রখরকিরণ হয়, তাহা হইলে, জলবর্ষণ হইবে এবং, যদি রাত্রিকালে আকাশ নির্ম্মল-নক্ষত্রসমন্বিত হইয়া কুমুদশোভিত সরোবরের ন্যায় প্রফুল্ল হয়, তাহা হইলে, সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। ২২। পূর্ব্বদিগ্‌জাত মেঘে শস্যনিষ্পত্তি, আগ্নেয়কোণ-সম্ভূত মেঘে অগ্নিকোপ, দক্ষিণদিগুদ্ভূতে শস্যক্ষয়, নৈঋতজাতে দুর্ম্মূল্যতা এবং

পশ্চিমসঞ্জাত মেঘে সুন্দর বৃষ্টি হয়। ২৩। বায়ুকোণোত্থিত মেঘে বায়ু ও বৃষ্টি হয়। উত্তরদিক্‌সঞ্জাত মেঘে কদাচিৎ পুষ্টবৃষ্টি এবং ঈশান-কোণোত্থ মেঘে শ্রেষ্ঠ শস্য সকল হয়। চতুর্দ্দিকের বায়ুতেও এইরূপ ফল ধারণ করে। ২৪। রোহিণীযোগের দিবসে যদি উল্কানিপাত, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, দিগ্দাহ, নির্ঘাত, পৃথিবী-প্রকম্পন এবং মৃগ ও পক্ষিকুলের কোলাহল শব্দ হয়, তবে জলধরের লক্ষণতুল্য ফল গ্রাহ্য হয়। ২৫। রোহিণীযোগের দিন বৃষ্টিপাতকালে উদগাদি চারিদিকে চারিটী কুম্ভ শ্রাবণাদি মাসচতুষ্টয়ের নামাঙ্কিত করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে স্থাপন করিলে, যে যে কুম্ভ জলপূর্ণ হইবে, সেই শ্রাবণাদি মাস যথাক্রমে জলদাতা হইবে, ঐ কুম্ভ যদি স্রুত হয়, তবে অবৃষ্টি এবং হ্রাস হইলে, অল্প জল হয়। ২৬। ঐরূপ অন্য কুম্ভ সকল নৃপনাম-চিহ্নিত এবং দেশ-নামাঙ্কিত করিয়া প্রদক্ষিণভাবে স্থাপন করিলে, যে যেটী ভগ্ন, স্রুত, ন্যূনজল ও পূর্ণ থাকিবে, তাহাদের তদনুরূপ ভাগ্য নির্ণয় করিবে। ২৭। চন্দ্র দূরগত কিংবা নিকটগত যেরূপ হইয়াই অবস্থিত হউন, দক্ষিণপথে যদি রোহিণীযুক্ত হন, তাহা হইলে, সর্ব্বপ্রকারে জগতের কষ্টপ্রদ হন। ২৮। যখন চন্দ্র রোহিণীর উত্তরদিক্‌স্থ নক্ষত্র স্পর্শ করিয়া যান, তখন বহুল উপসর্গ এবং সুবৃষ্টি হইয়া থাকে ও যোগস্পর্শ না করিয়া, উত্তরদিক্‌স্থ নক্ষত্রে গত হইলে, বিপুল বৃষ্টি এবং মঙ্গল করেন। ২৯। চন্দ্রমা রোহিণী-শকটমধ্যে অবস্থিত হইলে, জনগণ শরণ-বর্জ্জিত, ক্ষুধাতুর-বালকযুক্ত এবং সূর্য্যতপ্ত-পিঠরস্থ-জল-পানকারী হইয়া কাল-ক্ষেপ করে। ৩০। চন্দ্র প্রথমে উদিত হইলেই, তৎপশ্চাতেই রোহিণী যদি উদিত হন, তাহা হইলে, শুভ হয় এবং মদনবিহ্বলা প্রমদাগণ কামিবশে সংস্থিত হয়। ৩১। চন্দ্র যদি প্রিয়া বনিতার পশ্চাৎ কামুক-জনের ন্যায় রোহিণীর পশ্চাৎ অনুগমন করেন, তাহা হইলে, মনুষ্যগণ মন্মথ-বাণতাড়িত হইয়া, প্রমদাগণের বশবর্ত্তী হয়। ৩২। অগ্নিকোণে যদি চন্দ্রমা অবস্থান করেন, তাহা হইলে, মহান্ উপসর্গ উপস্থিত হয়; নৈঋতকোণে থাকিলে শস্য সকল ঈতি দ্বারা সম্যক্‌রূপে উপদ্রব-গ্রস্ত হইয়া, নিধন প্রাপ্ত হয়। পশ্চিম ও বায়ুকোণে চন্দ্র অবস্থান

করিলে, শস্যের মধ্যবৃদ্ধি এবং ঈশানকোণে গমন করিলে, অনেক গুণ ও শস্যের মূল্য-বৃদ্ধ্যাদি হয়। ৩৩। যদি চন্দ্র যোগতারকাকে তাড়না করেন বা শরীর দ্বারা আবরণ করেন, তবে যথাক্রমে দারুণ ভয় এবং অঙ্গনাকৃত নৃপ বধ হয়। ৩৪। যদি চন্দ্র-প্রবেশ সময়ে, অগ্রে বৃষ কিংবা কৃষ্ণপশু সম্মুখে যায়, তাহা হইলে, ভূরিবৃষ্টি হয়; শুক্লপশু যাইলে, মধ্যম বর্ষণ হয়। কিন্তু পশু নানাবর্ণযুক্ত হইলে, জল-সন্তাপর মেঘ দ্বারা জলবর্ষণ হয় না। ৩৫। যদি মেঘাবৃত আকাশে চন্দ্রমাকে রোহিণীসংযুক্ত না দেখা যায়, তবে মহৎ রোগভয় উপস্থিত হয় এবং পৃথিবীতে বহুজল ও শস্য হইয়া থাকে। ৩৬।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

স্বাতিযোগ।

চন্দ্রের সহিত রোহিণীযোগ ফল যেরূপ, স্বাতি এবং আষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগফলও সেইরূপ। আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে এই সমস্ত সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করিবে, ইহাতে যে বিশেষ আছে, তাহাই বলিতেছি। ১। স্বাতিনক্ষত্রে নিশার প্রথম অংশে বৃষ্টি হইলে, সর্ব্বপ্রকার শস্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; দ্বিতীয়ভাগে তিল, মুগ ও মাষকলাই এবং তৃতীয়ভাগে গ্রীষ্মকালীন শস্য হয়; কিন্তু শারদীয় শস্য জন্মে না। ২। দিবসের প্রথম ভাগে বৃষ্টি হইলে, সুবৃষ্টি হয়; দ্বিতীয় ভাগে হইলে কীট ও সর্প হইয়া থাকে; মধ্য ও অপর ভাগে বৃষ্টি হইলে, সুবৃষ্টি এবং অহর্নিশ বৃষ্টি হইলে, সে বৎসর প্রচুর বৃষ্টি হয়। ৩। চিত্রার উত্তরের তারা অপাংবৎস * নামে কীর্ত্তিত হয়। তন্নিকটবর্ত্তী চন্দ্রের সহিত

---

* "অপাংবৎসস্তু চিত্রায়ামুত্তরেঽংশৈস্তু পঞ্চভিঃ" চিত্রানক্ষত্রের ৫ অংশ উত্তর বিক্ষেপে অর্থাৎ ৩ অংশ স্ফুটোত্তর বিক্ষেপে যে একটী বড় তারা দৃষ্ট হয়, তাহাই অপাংবৎস। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত নক্ষত্রগ্রহযুত্যধিকার।)

স্বাতির যোগ হইলে, মঙ্গল হয়। ৪। যদি মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে স্বাতিযোগে হিম পতিত হয়, চণ্ডবেগে বায়ু বহন হয়, সজল জলধর অজস্র গর্জন করে অথবা আকাশ যদি বিদ্যুন্মালাকুল এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকার জ্যোতিবিহীন হয়, তাহা হইলে তাহা প্রাবৃট্কাল বলিয়া বিজ্ঞাত। ইহাতে জনপদ আনন্দিত ও সর্ব্বশস্য-সমন্বিত হয়। ৫। ফাল্গুন, চৈত্র কিংবা বৈশাখের কৃষ্ণপক্ষেও ঐরূপ; কিন্তু আষাঢ় মাসে স্বাতিযোগ বিশেষরূপে জানিবে। ৬।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

আষাঢ়ীযোগ।

চন্দ্র উত্তরাষাঢ়া-গত হইলে, সমতুলিত এবং অধিবাসিত বীজ সকল পরদিবস যদি আধিক্য প্রাপ্ত হয়, তবে তাহার বৃদ্ধি হয়; কিন্তু যদি হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শস্য ভাল জন্মায় না। ইহাতে তুলা-অভিমন্ত্রের (আমন্ত্রণের) মন্ত্র পঠিত হইবে। ১। সত্যাত্মিকা দেবী সরস্বতী মন্ত্রযোগে এইরূপে স্তোতব্য,—"হে দেবি সরস্বতি! আপনি সত্য বিষয়ে সত্যব্রতা, সুতরাং যাহা সত্য, তাহা আপনি দেখাইয়া দেন। ২। এই সংসারে যে সত্যবলে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কগণ পূর্ব্বে উদিত হন ও পশ্চিমে অস্ত গমন করেন, সর্ব্ববেদে যে সত্য আছে, ব্রহ্মবাদীতে যে সত্য আছে ও ত্রিলোকে যে সত্য আছে, সেই সত্য এস্থলে প্রদর্শন করুন; যেহেতু আপনি ব্রহ্মার দুহিতা আদিত্যা নামে বিখ্যাতা, আপনি গোত্রে কাশ্যপী এবং নামে তুলা বলিয়া বিখ্যাতা"। ৩—৫। শণনির্ম্মিত চারিটী সূত্রে সন্নিবদ্ধ ষড়ঙ্গুল ক্ষৌমবস্ত্রই শিক্যযন্ত্র। তাহার চারিপার্শ্বের সূত্রগুলির পরিমাণ দশাঙ্গুল। এইরূপ দুইটী শিক্যের মধ্যস্থলে ছয়

অঙ্গুলি পরিমিত সূত্রনির্ম্মিত কক্ষা রাখিতে হইবে, (যে সূত্র ধরিয়া ওজন করে, তাহার নাম কক্ষা)। ৬। দক্ষিণদিক্‌স্থিত শিক্যে কাঞ্চন সন্নিবেশ্য; উত্তরের শিক্যে শেষদ্রব্য ও জল সন্নিবেশ করা কর্ত্তব্য। কূপ, সরোবর বা নদীর জল দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পাদন করিলে যথাক্রমে হীন, মধ্যম ও উত্তম বৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যদি কূপজল পূর্ব্বদিন অপেক্ষা পর দিনে অধিক ভারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে না। যদি বৃষ্টির জল অধিক ভারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে, মধ্যমরূপ বৃষ্টি হইবে এবং সরিৎ বা হ্রদের জল অধিক ভারবিশিষ্ট হইলে জলবর্ষণ যথেষ্ট হইয়া থাকে। ৭। দন্ত দ্বারা নাগগণ, লোম দ্বারা গো অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ, স্বর্ণ দ্বারা নৃপতিগণ, সিক্‌থক অর্থাৎ একগ্রাস অন্ন দ্বারা দ্বিজাতিগণ যেরূপ তুষ্ট হন, দেশ, বর্ষ, মাস ও দিঙ্মণ্ডল এবং আত্ম-রূপে স্থিত হইলে অবশিষ্ট দ্রব্য সকল জল দ্বারা সেইরূপ তুষ্ট হয়। স্বর্ণনির্ম্মিত তুলাদণ্ডই প্রধান, রজতনির্ম্মিত মধ্যম, ইহার অভাবে খদির-কাষ্ঠ দ্বারা তুলাদণ্ড কর্ত্তব্য; কিংবা যে শরের দ্বারা পুরুষগণ বিদ্ধ হয়, সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ও বিতস্তিপ্রমাণ তুলাদণ্ড হইবে। ৮। ৯। তুল্যের সহিত তুলিত করিতে হইলে, হীনের উচ্চতা ও অভ্যধিকের বৃদ্ধি (নীচতা) হয়; এই তুলাকোশ-রহস্য কথিত হইল। মনুষ্যগণ রোহিণী যোগেও ইহা ধারণ করিয়া থাকেন। ১০। স্বাতি, রোহিণী ও আষাঢ়া নক্ষত্রে পাপগ্রহ যোগ অপ্রশস্ত; কিন্তু যে বৎসর অধিমাস * দুইটী হইবে, অর্থাৎ আষাঢ়মাস মলমাস হইবে, সেই বৎসর উক্ত যোগদ্বয়ই গ্রাহ্য হইবে। ১১। অসংশয় হইয়া বলিতে পারা যায় যে, তিনটী যোগই ফলে সদৃশ, কিন্তু ইহার বিপর্য্যয় হইলে, রোহিণী-জনিত যে ফল, তাহাই অভ্যধিক বলিয়া কথিত হয়। ১২। যদি বায়ু পূর্ব্ব হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে শস্যনিষ্পত্তি হয়। অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হইলে অগ্নিকোপ হয়। ঐরূপ যদি দক্ষিণাদি প্রদক্ষিণক্রমে দিক্‌ সকল হইতে বায়ু বহে, তবে যথাক্রমে

* যে চান্দ্রমাসে রবিসংক্রমণ হয় না, তাহাকে অধিমাস বা মলমাস বলে। "অসংক্রান্তিমাসোঽধিমাসঃ স্ফুটং স্যাৎ।" (সিদ্ধান্তশিরোমণি।)

উত্তমবৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবৃষ্টি, পুষ্টবৃষ্টি এবং শুভবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। ১৩। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণ-চতুর্থীতে এবং পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে পর্জ্জন্য যদি বর্ষণ করে, তাহা হইলে, বর্ষা প্রশস্ত—নচেৎ নহে। ১৪। আষাঢ়ী পৌর্ণমাসীতে সূর্য্যের অস্তগমন কালে, যদি ঈশানকোণে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে, পৃথিবীতে উত্তম শস্য-সম্পত্তি হইবে। ১৫।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

বাতচক্র।

আষাঢ়ী যোগের দিন সূর্য্য যখন অস্তগত হন, তখন আকাশ হইতে পূর্ব্ব-বায়ু পূর্ব্ব-সমুদ্রের তরঙ্গ শিখরে প্রস্ফালন করিয়া আঘূর্ণিত এবং চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণরূপ জটার অভিঘাত দ্বারা বদ্ধ হয়। তখন সমস্ত পৃথিবী একান্তস্থিত নীল মেঘপটল-সম্পন্না ও সংবর্দ্ধিত শারদীয় ফলশস্য বিশিষ্টা হইয়া যাবতীয় বাসন্তিক শস্য দ্বারা মণ্ডিততলা হয়। ১। ভগবান্ সূর্য্য অস্ত গমন করিলে, যখন মলয়পর্ব্বতের শিখরে আস্ফালনপটু আগ্নেয়-বায়ু বহন করে, তখন পৃথিবী নিত্যোদ্দীপ্তা ও জ্বলন-শিখা দ্বারা তলদেশ আলিঙ্গিত হওয়ায় স্বীয় গাত্রের উত্তাপ-জনিত উচ্ছ্বাস দ্বারা ভস্ম সকল বমন করেন। ২। এই যোগে যখন সুনিষ্ঠুর দক্ষিণ-বায়ু শব্দ করিতে করিতে, তোলীপত্রলতায় বিতানিত তরুগণ সহ বানরগণকে নৃত্য করাইতে থাকে, তখন সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ দ্বারা সমুন্নত, গজবৎ তালাঙ্কুশ দ্বারা ঘট্টিত মেঘ সকল কীনাশগণের (যমের) ন্যায় মন্দ বারিকণিকা বর্ষণ করিতে থাকে। ৩। ভানুর অস্তগমন কালে, যখন নৈঋ্‌ত-বায়ু সূক্ষ্মেলালতা (ছোট এলাচ) ও লবঙ্গবৃক্ষ-নিচয়কে সাগর-তটে বিঘূর্ণিত করে, তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত মানুষের অস্থিখণ্ড ও তৃণগুচ্ছ-ভার দ্বারা আচ্ছাদিতা পৃথিবীকে উন্মত্তা

প্রেতবধূর ন্যায় উগ্রা ও চপলা দেখায়। ৪। সূর্য্যের অস্ত সময়ে যখন বায়ু রেণূৎক্ষেপ দ্বারা প্রবিকট-জটাযুক্ত ও গর্ব্ব হেতু চঞ্চল হইয়া পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হয়, তখন পৃথিবী শস্যযুক্তা ও প্রধান নৃপতিগণের সমর-ভূমি হইয়া, স্থানে স্থানে বসা মাংস রুধির দ্বারা অবিরত আচ্ছন্ন হয়। ৫। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সূর্য্যের অস্তকাল উপস্থিত হইলে, যদি মেঘশত্রু বায়ব্য-বায়ু গরুড়ের অনুকরণকারী হইয়া গমন করে, তখন পৃথিবী বারিধারা দ্বারা প্রফুল্লিতা, মণ্ডূকশব্দে শব্দিতা ও শস্যশোভা-ধারিণী হইয়া, বহুল সুখ লাভ প্রযুক্ত ভাগ্যসেনার ন্যায় দৃষ্ট হয়। ৬। গ্রীষ্মাবসানে সূর্য্যের কিরণ মেরুর তলগ্রস্ত হইলে, যখন বাত্যামোদী উত্তর-বায়ু কদম্ব-পুষ্পের গন্ধে সুগন্ধ হইয়া প্রবাহিত হয়, তখন মেঘ সকল বিদ্যুদ্‌ভ্রমণ ও সমস্ত দীপ্তিধারণে মত্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় চন্দ্রকিরণ-বিহীনা পৃথিবীকে জল দ্বারা পূর্ণ করে। ৭। যদি প্রচণ্ডধ্বনি, পুন্নাগ-অগুরু ও পরিজাত-সুগন্ধ ঐশান-বায়ু শীতল ও সুরগণের সেবনীয় হয়, তবে পৃথিবী জলরূপ যৌবন দ্বারা চিরপূর্ণা ও সুপক্ক-শস্য-সঙ্কুলা হয় এবং শত্রু-বশকারী ধর্ম্মিষ্ঠ রাজগণ বর্ণগণকে রক্ষা করেন। ৮।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সদ্যোবৃষ্টিলক্ষণ।

বর্ষাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে, তৎকালে চন্দ্র যদি সলিলনিলয় রাশিকে অর্থাৎ কর্কট, কুম্ভ, মীন, কন্যা এবং মকরের অন্ত্যার্দ্ধ রাশিকে আশ্রয় করিয়া, যদি লগ্নগত কিংবা শুক্লপক্ষে কেন্দ্রগত হন, শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তবে প্রচুর জল বর্ষণ করেন। পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে, অল্পজল দান করেন ও দীর্ঘকাল বর্ষণ করেন না। শুক্রও

চন্দ্রের ন্যায় ফলদাতা।১। যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা আর্দ্রদ্রব্য বা জল কিংবা তৎসংজ্ঞক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন, অথবা যদি জলের নিকটবর্ত্তী বা জল-সম্বন্ধী কোন কর্ম্মে রত হন এবং জিজ্ঞাসাকালে জল বা জলবাচক শব্দ শ্রুত হয়, তবে তখন অচিরাৎ জল হইবে, নিঃসংশয়ে প্রশ্নকর্ত্তাকে বলিতে পারেন।২। বর্ষাকালে যেদিন উদয়-পর্ব্বতে সংস্থিত সূর্য্য অতি দীপ্তি দ্বারা দৃষ্টিসন্তাপক, দ্রবীভূত কনকসদৃশ বা বৈদূর্য্যের ন্যায় স্নিগ্ধকান্তিবিশিষ্ট হইবেন, সেই দিবসে জলবর্ষণ হইবে। আর যদি আকাশের উন্নত-স্থান-গত হইয়া তীক্ষ্ণ কিরণে তাপ প্রদান করেন, তবে তখন বারিবর্ষণ হইবে।৩। বিরস জল, গো-নেত্র-সদৃশ গগন, বিমল দিক্ সকল, লবণের জলরূপে বিকৃতি, কাকাণ্ড-সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট মেঘোদয়, নিশ্চল, পবন, মৎস্যগণের পুনঃপুনঃ লম্ফন এবং মণ্ডুকগণের বারংবার ধ্বনি, এই সমস্তই জলাগমের হেতু।৪। মার্জ্জারগণ নখ দ্বারা পৃথিবী বিলেখন করিলে, লোহার মলোদ্ভবে কাঁচা-মাংসবৎ গন্ধ অনুভূত হইলে এবং শিশুগণ পথিমধ্যে সেতুবন্ধ করিলে, অচিরাৎ জললাভের লক্ষণ প্রকাশ করে।৫। পর্ব্বত সকল যদি অঞ্জনপুঞ্জ সদৃশ কিংবা বাষ্প-নিরুদ্ধকন্দর হয় এবং চন্দ্রের পরিবেষ কুক্কুট-লোচন সদৃশ হয়, তাহা হইলে বৃষ্টি হইবে।৬। উপপ্লব ব্যতিরেকে পিপীলিকার ডিম্বব্যাপ্তি, সর্পগণের স্ত্রীসঙ্গ, ভুজঙ্গ-গণের বৃক্ষাধিরোহণ এবং গো-সমূহের লম্ফন—বৃষ্টির নিমিত্তস্বরূপ।৭। যদি কৃকলাসগণ তরুশিখরে উত্থিত হইয়া, গগনতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এবং গোবৃন্দ ঊর্দ্ধ নেত্রে সূর্য্য নিরীক্ষণ করে, তবে অচিরেই বারি পতিত হয়।৮। যদি পশুগণ গৃহ হইতে বহির্নির্গমনে ইচ্ছা না করে এবং শ্রবণ ও খুর কাঁপাইতে থাকে আর কুক্কুরগণও যদি উক্ত পশুদিগের ন্যায় ঐরূপ কার্য্য করে, তখন জল পতিত হইবে, ইহা নির্দ্দেশ করিবে।৯। যখন গৃহপটলে কুক্কুরগণ অবস্থিতি করে কিংবা নিয়ত ঊর্দ্ধোমুখ হয় এবং যখন দিবাভাগে ঈশানকোণে তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তখন অতিবারি বর্ষণে পৃথিবী একাকার হইবে।১০। যখন চন্দ্র,— শুক বা কপোত-লোচন সদৃশ ও মধুসন্নিভ হন এবং যখন আকাশে

প্রতিচন্দ্র বিরাজিত থাকেন, তখন আকাশ হইতে অচিরে বারি পতিত হয়। ১১। রাত্রিতে যদি বিদ্যুতের শব্দ হয়, দিবাভাগে রুধির সদৃশ বা দণ্ডবৎ বিদ্যুৎ হয় এবং পবন অগ্রে শীতল হয়, তাহা হইলে, তখন জলাগম হইয়া থাকে। ১২। লতাগণের নব পল্লব সকল যদি গগন-তলোন্মুখ হয়, বিহঙ্গমগণ জল কিংবা পাংশু দ্বারা স্নান করে এবং যদি সরীসৃপগণ তৃণের অগ্রভাগে বিচরণ করে, তাহা হইলে শীঘ্র জলপাত হইবে। ১৩। যখন সন্ধ্যাকালীন আকাশে মেঘ সকল ময়ূর, শুক, নীলকণ্ঠ বা চাতক পক্ষীর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট কিংবা জবা-কুসুম ও পদ্মের দ্যুতি-হরণকারী হয় এবং জলের তরঙ্গ, পর্ব্বত, কুম্ভীর, কচ্ছপ, বরাহ বা মীনসদৃশ প্রভূত-জলসঞ্চয়ী হয়, তখন অচিরে জলবর্ষণ হইবে। ১৪। শেষ-সীমায় সুধা ও শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, মধ্যে অঞ্জন ও অলির ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, জলকণা-ক্ষরণকারী ও সোপানবিচ্ছেদী পূর্ব্বদিক্‌সঞ্জাত যে মেঘসমূহ পশ্চিমদিকে গমন করে এবং পশ্চিমদিক্-জাত যে মেঘ সকল পূর্ব্বে গমন করে, সেই জলদগণ অচিরেই পৃথিবীতে প্রভূত পরিমাণে বারি বর্ষণ করে। ১৫। সূর্য্যের উদয় কিংবা অস্ত-কালে যদি ইন্দ্রধনু, পরিঘ, প্রতিসূর্য্য, দণ্ডাকৃতি ইন্দ্রধনু বা বিদ্যুতের পরিবেষ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে, শীঘ্রই প্রচুর জলবর্ষণ হইবে। ১৬। সূর্য্যের উদয়াস্ত সময়ে যদি গগন তিত্তির পক্ষীর পক্ষসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া কলরব করে, তাহা হইলে, মেঘগণ অচিরেই দিবরাত্রি জলবর্ষণ করে। ১৭। যদি সহস্রাংশু সূর্য্যের অস্তকালে, অস্তাচলের করের ন্যায় উন্নত ও অমোঘ কিরণ সকল বিরাজিত থাকে এবং যদি অম্বুদগণ পৃথিবীর নিকটে শব্দ করে, তবে তাহাকে বৃষ্টির মহৎ লক্ষণ বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ১৮। বর্ষাকালে চন্দ্র যদি শুভ গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া, শুক্র হইতে সপ্তম রাশিগত কিংবা শনি হইতে নবম, পঞ্চম বা সপ্তম রাশিগত হন, তবে তাহা জলাগমের কারণ হইয়া থাকে। ১৯। গ্রহগণের উদয়াস্ত কালে মণ্ডল-সংক্রমণ ও সমাগম হইলে এবং পক্ষক্ষয়, অয়নান্তে ও সূর্য্য আর্দ্রাগত হইলে, নিয়ম বশে প্রায় বৃষ্টি হয়। ২০। বুধ-শুক্রের

সমাগমে, বুধ-বৃহস্পতি বা বৃহস্পতি ও শুক্রসঙ্গমে জল পতিত হয়। সদ্‌গ্রহ-কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা মিলিত না হইলে শনি ও মঙ্গলের সংযোগে পবন ও অগ্নি-জনিত ভয় হয়। ২১। যখন সূর্য্যাবলম্বী গ্রহগণ সূর্য্যের পূর্ব্বে অথবা পশ্চাতে থাকে, তখন তাহারা পৃথিবীকে একার্ণবার ন্যায় করিয়া থাকে। ২২।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

কুসুমলতা।

বনস্পতিগণের ফল ও কুসুমের সম্প্রবৃদ্ধি দর্শনে দ্রব্যের সুলভত্ব এবং শস্য সকলের নিষ্পত্তি উপলব্ধি করা যায়। ১। শাল দ্বারা শ্বেতশালি, রক্তাশোক দ্বারা রক্তশালি, ক্ষীরিকা দ্বারা পাণ্ডুক, নীলাশোক দ্বারা সূকরক, ন্যগ্রোধ দ্বারা যবক ও তিন্দুকবৃদ্ধি দ্বারা ষষ্টিক ধান্য জ্ঞান হইয়া থাকে এবং অশ্বত্থ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শস্যের নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। ২। ৩। জম্বু দ্বারা তিল ও মাষকলাই, শিরীষবৃদ্ধি দ্বারা কঙ্গু-নিষ্পত্তি, মধূক দ্বারা গোধূম এবং সপ্তপর্ণ দ্বারা যবের বৃদ্ধি জ্ঞান হয়। ৪। অতিমুক্তক ও কুন্দ দ্বারা কার্পাস, অসন দ্বারা সর্ষপ, বদরী দ্বারা কুলত্থ, এবং চিরবিল্ব দ্বারা মুদ্গ নির্দ্দিষ্ট হয়। ৫। বেতস, অতসী বা পলাশ-কুসুম দ্বারা কোদ্রবের, তিলক দ্বারা শঙ্খ, মৌক্তিক ও রজত সকলের এবং ইঙ্গুদী দ্বারা শণের উৎপত্তি জানিতে পারা যায়। ৬। হস্তিকর্ণ দ্বারা হস্তিসমূহ, অশ্বকর্ণ দ্বারা অশ্ব সকল, পাটলা দ্বারা গো-সমূহ এবং কদলী দ্বারা আজাবিক নির্ণীত হয়। ৭। চম্পক-কুসুম দ্বারা স্বর্ণ, বন্ধুজীব দ্বারা বিদ্রুম-সম্পত্তি, কুরুবক-বৃদ্ধি দ্বারা বজ্র, নন্দিকাবর্ত্ত দ্বারা বৈদূর্য্য, সিন্ধুবার দ্বারা মৌক্তিক, কুসুম্ভ দ্বারা কুঙ্কুম, রক্তোৎপল দ্বারা রাজা ও নীলোৎপল দ্বারা মন্ত্রী উক্ত হয়। ৮। ৯। সুবর্ণপুষ্প

দ্বারা বণিক্, পদ্ম দ্বারা বিপ্র, কুমুদ দ্বারা পুরোহিত, সুগন্ধদ্রব্য দ্বারা সেনাপতি, অর্ক দ্বারা স্বর্ণ, আম্র দ্বারা ক্ষেম, ভল্লাতক দ্বারা ভয়, পীলু দ্বারা আরোগ্য, খদির ও শমী দ্বারা দুর্ভিক্ষ, অর্জ্জুন দ্বারা শুভকরী বৃষ্টি, নিম্ব ও নাগকুসুম দ্বারা সুভিক্ষ, কপিত্থ দ্বারা মারুত, নিচুল দ্বারা অবৃষ্টিভয়, কুটজ দ্বারা ব্যাধিভয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে। ১০—১২। দূর্ব্বা ও কুশকুসুম দ্বারা ইক্ষু, কোবিদার দ্বারা বহ্নি, শ্যামা-লতার অভিবৃদ্ধি দ্বারা বন্ধকীর বৃদ্ধি জ্ঞান হয়। ১৩। যে দেশে বৃক্ষ, গুল্ম ও লতার পত্র সকল স্নিগ্ধ ও নিশ্ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেশে শুভকরী বৃষ্টি হইবে—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যে দেশে বৃক্ষপত্র সকল রুক্ষ এবং ছিদ্রযুক্ত অর্থাৎ ফাঁক ফাঁক, তথায় অল্প জল বর্ষণ হইযা থাকে। ১৪।

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায়।

সন্ধ্যালক্ষণ।

প্রতিদিন সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তগমন সময় হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশে নক্ষত্র অস্পষ্ট থাকে, ততক্ষণ সন্ধ্যাকাল। মৃগ, শকুন, পবন, পরিবেষ, পরিধি, পরিঘ, মেঘ, বৃক্ষ, ইন্দ্রধনু, গন্ধর্ব্বনগর, রবিকর, দণ্ড, রজঃ, স্নেহ ও বর্ণ এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা ইহাতে ফল কথিত হইতেছে। ১।২। বারংবার উচ্চ ভৈরব শব্দায়মান মৃগ, গ্রামনাশের বিষয় প্রকাশ করে। রবিদীপ্ত দক্ষিণদিকে মহাস্বন মৃগ, সৈন্যনাশক। ৩। শান্তদিকের দক্ষিণে হইলে সংগ্রাম, বামে সেনাসমাগম হয়। সন্ধ্যাকালে মৃগচক্র বা পবন মিশ্র-দিক্গত হইলে, বৃষ্টি হইবে। ৪। পূর্ব্বে দীপ্তমৃগ ও পক্ষিগণের রাবে শব্দায়মানা সন্ধ্যা দেশনাশ প্রকাশ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-দিক্স্থিত, দীপ্তদিকে উন্মুখ মৃগপক্ষিগণ কর্ত্তৃক শব্দায়মানা

হইলে তাহা শত্রুগণ কর্তৃক পুরগ্রহণের কারণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ।৫। গৃহ, তরু, তোরণ, মথন ও পাংশু-সহিত লোষ্ট্র বিক্ষেপী পবন, প্রবলবেগে ও ভৈরব রুক্ষশব্দে পক্ষিগণকে পাতিত করিলে, সন্ধ্যা অশুভকরী হয়।৬। সন্ধ্যাকালে মন্দপবন প্রবাহে বৃক্ষ সকল সঞ্চালিত-পলাশ এবং মধুর স্বরে শান্তদিকে বিহঙ্গ ও মৃগনাদ হইলে, সন্ধ্যা পূজিতা হয়। ৭। সন্ধ্যাকালে দণ্ড, তড়িৎ, মৎস্য, মণ্ডল, পরিবেষ, ইন্দ্রধনু, ঐরাবত ও রবিকিরণ সকল স্নিগ্ধ হইলে শীঘ্র বৃষ্টি হয়। ৮। যাহা বিচ্ছিন্ন, বিষম, বিধ্বস্ত, বিকৃত, কুটিল, বামভাগে পরিবৃত্ত, তনু, হ্রস্ব, বিকল ও কলুষ, সেই কিরণ সকল, বিগ্রহ ও অবৃষ্টিদায়ক। ৯। তমোহীন আকাশে সূর্য্যের কিরণ সকল নির্ম্মল, প্রসন্ন, ঋজু, দীর্ঘ ও প্রদক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, জগতের মঙ্গলের কারণ হয়।১০। দিবাকরের কিরণ সকল দিনের আদি, মধ্য ও অস্তগামী হইয়া স্নিগ্ধ, অব্যুচ্ছিন্ন, ঋজু এবং শুক্ল হইলে, বৃষ্টিকর হয়; আর, তাহারা অমোঘ নামে খ্যাত। ১১। উহারা কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গল, কপিল, লোহিত-হরিত, নানাবর্ণ হইয়া আকাশ-ব্যাপী হইলে বৃষ্টির হেতু স্বরূপ; কিন্তু সপ্তাহ কাল অল্প ভয়প্রদ। ১২। উহারা তাম্রবর্ণ হইলে, বলপতির মৃত্যু হয়; পীতারুণ সদৃশ বর্ণে তাহার ব্যসন, হরিদ্বর্ণে পশু ও শস্যনাশ, ধূম্রবর্ণে গো-নাশ, মাঞ্জিষ্ঠাভায় শস্ত্রাগ্নি-সম্ভ্রম, পিঙ্গলে সপবন-বৃষ্টি, ভস্ম সদৃশে অবৃষ্টি এবং শবল ও কল্মাষ বর্ণে বৃষ্টির ক্ষীণভাব হয়। ১৩। ১৪। সন্ধ্যাকালীন রজঃ, বন্ধুকপুষ্প ও অঞ্জনচূর্ণ সন্নিভ হইয়া, যখন দিবাকরের অভিমুখে গত হয়, তখন লোক সকল শত প্রকার রোগ দ্বারা নিপীড়িত হয়। উহা শুক্ল হইলে লোকের বিবৃদ্ধি ও শান্তির হেতুস্বরূপ। ১৫। সূর্য্যকিরণ, জল এবং বায়ুর সংঘাত দণ্ডবৎ স্থিত হইলে, তাহাই দণ্ড হয়, উহা বিদিক্‌স্থিত হইলে, নৃপগণের এবং দিক্‌স্থিত হইলে, দ্বিজাতিগণের অশুভকর হয়। ১৬। দিনের পূর্ব্ব এবং মধ্যসন্ধিতে দণ্ড দৃষ্ট হইলে, শস্ত্রভয় ও আতঙ্ককর। আর শুক্লাদিবর্ণ হইলে বিপ্রাদিগণকে এবং যাহার অভিমুখে স্থিত সেই দিক্‌কে হনন করিয়া থাকে। ১৭। আকাশমধ্যে সূর্য্যাচ্ছাদনকারী দধি-সদৃশাগ্র নীলমেঘকে অভ্রতরু বলে। উহা এবং পীতবর্ণে রঞ্জিত মেঘ

যদি ঘনমূল অর্থাৎ তাহার নিম্ন মেঘযুক্ত হয়, তবে ভূরি পরিমাণে বারি বর্ষণ করে। ১৮। সমুদ্গত মেঘবৃক্ষ অনুলোমগত হইলে, যায়ী নৃপগণের বধ এবং ক্ষুদ্রতরু-প্রতিরূপ হইলে, যুবরাজ ও অমাত্যের মৃত্যু হয়। ১৯। কুবলয়, বৈদূর্য্য ও পদ্মকেশর সদৃশ আভাযুক্ত এবং প্রভঞ্জন-উন্মুক্ত সন্ধ্যা যদি সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিতা হয়, তবে বৃষ্টি করিয়া থাকে।২০। অশুভা-কৃতি-মেঘ, গন্ধর্ব্বনগরী, হিম, পাংশু ও ধূমযুক্তা সন্ধ্যা, বর্ষাকালে অবগ্রহ করে এবং অন্য ঋতুতে শস্ত্রকোপকরী হয়।২১। শিশিরাদি ঋতুতে সন্ধ্যার স্বভাবজাত বর্ণ—শোণ, পীত, সিত, চিত্র, পদ্ম ও রুধির সদৃশ হয়' স্বঋতুতে স্ববর্ণ হইলে কল্যাণ এবং অন্য হইলে, বিকৃতি হয়। ২২। আয়ুধভৃৎ নররূপধারী সূর্য্যগামী ছিন্ন মেঘ সকল পরভয়ের কারণ। সিত আকাশ সূর্য্যাক্রান্ত হইলে শুক্লবর্ণ পুরলাভ; ভেদনে নাশ হয়। ২৩। সংহতমেঘে যদি বামদিক্ হইতে সূর্য্যের আবরণ হয়, অথবা উশীরগুল্ম সদৃশ অদীপ্ত দিক্‌সম্ভূত ঘনদ্বারা সূর্য্যাবরণ হয়, তবে বৃষ্টিকর হইবে।২৪। সূর্য্যের উদয়কালে যদি শুক্লবর্ণ পরিঘ উঠে, তবে রাজার বিপদ হয়, রক্তবর্ণে সৈন্যগণের কোপ হয় এবং কনকরূপধারীতে বলবৃদ্ধি হয়।২৫। রবির উভয় পার্শ্বগত পরিধিদ্বয় সশরীর হইলে, বহুজল হয়; পরিধি সকল সমস্ত দিক্‌কে পরিবেষ্টন করিলে, বারির কণাও পতিত হয় না। ২৬। সন্ধ্যার মেঘ সকল ধ্বজ, ছত্র, পর্ব্বত, হস্তী ও অশ্বরূপ ধারণ করিলে, জয়ের কারণ এবং রক্তসন্নিভ হইলে, রণের কারণ হয়। ২৭। পলাল-ধূমসঞ্চয়ের ন্যায় অরুক্ষ-মূর্ত্তিধারী মেঘ সকল রাজগণের বল বিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।২৮। মেঘ সকল সন্ধ্যাকালে তীক্ষ্ণসূর্য্য-প্রকাশক, দ্রুমোপম ও বিলম্বী হইলে মঙ্গল হয় এবং ঐ সময়ে নগর তুল্য মেঘ হইলে শুভ হয়। ২৯। দীপ্ত-দিঙ্মুখ হইয়া বিহঙ্গ, শিবা ও মৃগ কর্ত্তৃক শব্দিতা এবং দণ্ড, রজঃ ও পরিঘ-যুক্তা বা প্রত্যহ অর্কবিকার-যুতা সন্ধ্যা,—দেশ, নরেশ্বর ও সুভিক্ষনাশের কারণ স্বরূপ। ৩০। পূর্ব্বসন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ ফল দান করে, রাত্রি বা সায়ংসন্ধ্যা তিনদিনে। আর সেই দিনে ফল না হয়, তবে পরিবেষ, রজঃ ও পরিঘ সপ্তাহমধ্যে ফল প্রদান করে। ঐরূপ সূর্য্যকর, ইন্দ্রধনু, বিদ্যুৎ, প্রতিসূর্য্য, মেঘ ও

বায়ু অষ্টাহ মধ্যে এবং পক্ষী ও মৃগ সকল সপ্তাহ মধ্যে ফলপাক করিয়া থাকে। ৩১। সন্ধ্যা দীপ্তি দ্বারা এক যোজন ও বিদ্যুদালোক দীপ্তি দ্বারা ছয় যোজন প্রকাশ করিয়া থাকে। মেঘের গর্জ্জন পাঁচ যোজন গমন করে এবং উল্কানিপাতে যোজনের ইয়ত্তা নাই। ৩২। প্রত্যর্কসংজ্ঞ যে পরিধি, তাহার দীপ্তি তিন যোজন, পরিঘের দীপ্তি পাঁচ যোজন, পরিবেষ-চক্রের দীপ্তি পাঁচ বা ছয় যোজন পর্য্যন্ত দেখা যায় এবং ইন্দ্রধনু দশ যোজন আলোকিত করে। ৩৩।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

দিগ্দাহলক্ষণ।

দিগ্দাহ পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে রাজভয়ের কারণ ও হুতাশবর্ণ দৃষ্ট হইলে দেশনাশের কারণ হয় এবং যে দক্ষিণবায়ু অরুণবর্ণ হয়, তাহা শস্য নষ্ট করে। ১। যে দিগ্দাহ অতীব দীপ্তি প্রকাশ করে এবং সূর্য্যের ন্যায় ছায়াকে (অন্তর্গত জ্যোতিকে) প্রকাশিত করে, সেই রুধিরানুরূপ দাহ রাজার মহাভয় ও শস্ত্রপ্রকোপ প্রকাশ করে। ২। পূর্ব্বদিকে দিগ্দাহ হইলে নৃপ ও ক্ষত্রিয়গণের পীড়া হয়। অগ্নিকোণে শিল্পী ও কুমারগণের পীড়া এবং দক্ষিণে উগ্রপুরুষ, বৈশ্য, দূতগণ ও পুনর্ভূ প্রমদাগণের পীড়া হয়। ৩। পশ্চিমে শূদ্র ও কৃষিজীবিগণ, বায়ুকোণে তুরঙ্গ সহিত চোরগণ, উত্তরদিকে বিপ্রগণ এবং ঈশানকোণে পাষণ্ডী ও বণিক্গণ পীড়িত হন। ৪। যদি আকাশ প্রসন্ন হয়, নক্ষত্র সকল নির্ম্মল হয় এবং প্রদক্ষিণভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে স্বর্ণবর্ণ দিগ্দাহ লোকের ও রাজার হিতের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ৫।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ভূমিকম্প লক্ষণ।

এক সাম্প্রদায়িকগণ ভূমিকম্পকে জলমধ্যনিবাসী বৃহৎ প্রাণিকৃত বলেন; কেহ কেহ বলেন,—ভূভার-ধারণ-ক্লিষ্ট দিগ্‌গজগণের বিশ্রামই ইহার কারণ। ১। অপর কেহ কেহ বলেন,—বায়ু কর্ত্তৃক বায়ু নিহত ও পৃথিবীতে পতিত হইয়া শব্দের সহিত ভূমিকম্প সম্পাদন করে। অন্য কেহ—ইহাকে অদৃষ্টকারিত বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্যগণ বলেন,—পূর্ব্বকালে পৃথিবী, প্রপতনশীল এবং উৎপতনশীল পর্ব্বতগণের উড্ডয়ন ও পতন দ্বারা কম্পিতা হইয়া অমরসভায় পিতামহকে সলজ্জভাবে বলিয়াছিলেন,—"ভগবন্! আপনি আমার নাম রাখিয়াছেন—অচলা; কিন্তু এক্ষণে সচল অচলগণ কর্ত্তৃক আমি সচলা (সকম্পা) হইতেছি, সুতরাং আমি এ কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম নহি।" ২—৪। পৃথিবীর এইরূপ গদ্গদ বাক্য শ্রবণ ও স্ফুরিতাধর ঈষদ্বিনত অশ্রুসমন্বিত-নেত্র মুখ সন্দর্শন করিয়া পিতামহ বলিলেন,—"হে ইন্দ্র! ধরিত্রীর শোক হরণ কর এবং শৈলপক্ষ-ভঙ্গের জন্য বজ্র নিক্ষেপ কর।" ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া বসুমতীকে বলিলেন,—"ভয় নাই। কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ দিবারাত্রির প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগে সৎ ও অসৎ ফলজ্ঞাপনার্থ তোমাকে কম্পিত করিবেন" ।৫—৭। প্রথমে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মৃগশিরা ও অশ্বিনী; ইহা বায়ব্য-মণ্ডল। সপ্তাহ মধ্যে ইহার ফল হয়। ৮। ইহাতে ধূমাকুলীকৃত আকাশে পার্থিব রজঃ ক্ষেপণ করত দ্রুমগণকে ভঙ্গ করিতে করিতে নভস্বান্ বিচরণ করে এবং সূর্য্য অপটু কর দ্বারা প্রকাশিত হন। ৯। বায়ব্য ভূকম্পে শস্য, জল ও বনৌষধীবর্গের ক্ষয় হয় এবং বণিক্‌গণের শ্বয়থু (শোথ), শ্বাস, উন্মাদ, জ্বর ও কাসজাত পীড়া হয়। ১০। সুন্দর-পুরুষ, অস্ত্রধারী, বৈদ্যগণ, স্ত্রী, কবি

এবং গান্ধর্ব্ব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ আর সৌরাষ্ট্র, কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মৎস্যদেশ পীড়িত হয়। ১১। পুষ্যা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্য-সংজ্ঞক নক্ষত্রে হৌতভুজ-বর্গ হয়। ইহার এই প্রকার রূপ,—সাত দিবস তারকা ও উল্কা-পাতাবৃত আকাশ যেন দিগ্দাহযুক্ত ও ঈষৎ দীপ্তের ন্যায় হয় এবং সপ্তশিখ অগ্নি মরুৎসহায় হইয়া বিচরণ করেন। ১২। ১৩। এই আগ্নেয়-বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয়-শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, জ্বর, বিসর্পিকা ও পাণ্ডুরোগ হইয়া থাকে। আর দীপ্ততেজা ও প্রচণ্ড অশ্মক, অঙ্গ, বাহ্লীক, তঙ্গণ, কলিঙ্গ, বঙ্গ ও দ্রবিড় দেশ এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হয়। ১৪। ১৫। অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, বৈশ্ব ও মৈত্র নক্ষত্রে সুরপতিবর্গ। ইহার স্বরূপ এইরূপ,—চলিত-অচল-সদৃশ রূপধারী, গম্ভীর শব্দকারী, বিদ্যুৎযুক্ত, বন্যমহিষ অলিকুল এবং সর্পের সদৃশ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সকল জল বিসর্জ্জন করে। ঐন্দ্রবর্গে ভূমিকম্প হইলে শ্রুতি-কুল-জাতিখ্যাত অবনিপাল ও গণপতিদিগের বিধ্বংস হয এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদনরোগ ও ছর্দ্দি-প্রকোপ হয়।১৬—১৮। কাশী, যুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, অভিসার, হল, মদ্র, অর্ব্বুদ, সুবাস্তু ও মালব দেশে পীড়া হয় এবং অভিলষিত বৃষ্টি হয়। ১৯। পৌষ্ণ, আপ্য, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মূলা, অহিব্রধ্ন ও বারুণ নক্ষত্রে বারুণ-বর্গ হয়। ইহার স্বরূপ এই প্রকার,—নীলোৎপল, অলি ও অঞ্জন প্রতিফলিত দ্যুতিশালী, বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক উদ্ভাসিত-দেহ, বহুল জলদগণ মধুর শব্দ করিতে করিতে অঙ্কুশধারে বর্ষণ করে।২০।২১। এই বারুণ-মণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে, তাহা অর্ণব ও সরিদাশ্রিতগণ-নাশক, বৃষ্টিপ্রদ, দ্বেষহীন এবং গোনর্দ্দ, চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহ-বাসিগণকে নষ্ট করে।২২। ভূমিকম্পের ফলপাক-কাল ছয়মাসের মধ্যে। নির্ঘাতের ফলপাক দুই মাসে হয়। এই সকল মণ্ডল মধ্যে অন্যান্য উৎপাত হইলে তাহাও ঐ দুই মাসের মধ্যেই ফল প্রদান করিবে। ২৩। উল্কা, গন্ধর্ব্বপুর, রজঃ, নির্ঘাত, ভূকম্প, দিগ্দাহ, প্রচণ্ড বায়ু ও সূর্য্য চন্দ্রের গ্রহণ,—নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতি-জন্য কথিত হয়। ২৪।

নিরভ্রে বৃষ্টি, বৈকৃত, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ-শিখা, সবাত বৃষ্টি, ধূম্র, বন্যপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ, রাত্রিতে ইন্দ্রধনু দর্শন, সন্ধ্যার বিকার, পরিবেষখণ্ড, নদী সকলের বিপরীত গতি, আকাশে তূর্য্যনাদ এবং প্রকৃতির বিপরীত অন্যান্য যাহা হয়, উক্ত বর্গ দ্বারাই তাহার ফল কথিত হয়।২৫।২৬। ঐন্দ্র-মণ্ডল যদি বায়ব্য-মণ্ডলকে নিহত করে বা বায়ব্য-মণ্ডল ঐন্দ্রবর্গকে বিনষ্ট করে; এইরূপ যদি বারুণ ও আগ্নেয় মণ্ডল পরস্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্র-জাত কম্প কহে।২৭। আগ্নেয় ও বায়ব্য মণ্ডলের পরস্পর অভিঘাত হইলে বিখ্যাত রাজার মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে এবং জনগণও ক্ষুৎভয়, মরক ও অবৃষ্টি দ্বারা উপতাপিত হয়। বারুণ ও পৌরন্দর মণ্ডলদ্বয়ের অভিঘাতে সুভিক্ষ, কল্যাণ, বৃষ্টি ও প্রীতি হয়, গো-সমূহ অতি প্রচুর দুগ্ধসম্পন্ন হয় এবং ভূপালগণ নিবৃত্তবৈর হইয়া থাকেন।২৮।২৯। যে অদ্ভুতে কাল উক্ত হয় নাই, তথায় অনিল-বর্গ চারি পক্ষে, অগ্নি-বর্গ তিন পক্ষে, দেবরাজ-বর্গ সপ্তাহ পরে এবং বরুণ-বর্গ সদ্যঃ ফলিয়া থাকে।৩০। পবন-বর্গ দুই শত যোজন, অনল-বর্গ একশত দশ যোজন, বারুণ-বর্গ একশত অশীতি যোজন এবং ঐন্দ্রবর্গ কিঞ্চিদধিক ষষ্টিযোজন বিচালিত করে।৩১। ভূমিকম্পের পর তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তম দিনে কিংবা মাসে বা পক্ষে অথবা ত্রিপক্ষে যদি পুনর্ব্বার ভূমিকম্প হয়, তাহা হইলে, প্রধান রাজার বিনাশ হয়।৩২।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

উল্কালক্ষণ।

স্বর্গমধ্যে ভুক্ত-শুভফল ব্যক্তিগণের পতনকালে যে রূপ হয়, তাহাই উল্কা। ইহা ধিষ্ণ্যা, উল্কা,অশনি, বিদ্যুৎ ও তারা এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত। ১। উল্কা ১৫ দিনে, সেইরূপ ধিষ্ণ্যা ও অশনি ত্রিপক্ষে ৪৫ দিনে এবং তারা ও বিদ্যুৎ ছয় দিবসে ফল বিপাচন করে। ২। তারা একপাদ-ফলকরী, ধিষ্ণ্যা অর্দ্ধফল-দাত্রী এবং বিদ্যুৎ, উল্কা ও অশনি এই তিনটী সম্পূর্ণ ফলকারিণী বলিয়া প্রকীর্ত্তিতা হয়। ৩। অশনির আকার চক্রবৎ, ইহা মহাশব্দ সহকারে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে মনুষ্য, গজ, অশ্ব, মৃগ, প্রস্তর, গৃহ, বৃক্ষ এবং পশুর উপরে পতিত হয়। ৪। তটতটস্বনা বিদ্যুৎ সহসা প্রাণিগণের ত্রাস উৎপাদন করিতে করিতে কুটিলবিশালা ও জ্বলিতা হইয়া জীব ও ইন্ধন রাশিতে নিপতিত হয়। ৫। কৃশা, অল্পপুচ্ছা ও জ্বলিতাঙ্গারসদৃশী ধিষ্ণ্যা দশ ধনুর কিঞ্চিদধিক স্থান পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই ধিষ্ণ্যা পরিমাণে দ্বিহস্তমিত। ৬। তারা তাম্র-পদ্মতন্তুরূপা বা শুক্লা একহস্ত-মিতদীর্ঘা, আকর্ষমাণার ন্যায় আকাশে তির্য্যক্‌ভাবে বা অধঊর্দ্ধ ভাবে গমন করে। ৭। প্রতনুপুচ্ছা বিশালা উল্কা পতিত হইতে হইতে বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইহার পুচ্ছভাগ হ্রস্ব হইতে থাকে। ইহা দৈর্ঘ্যে পুরুষপ্রমাণ এবং ইহার বহু ভেদ হইয়া থাকে। ৮। ইহা কখন প্রেত, প্রহরণ, খর, করভ, নক্র, কপি, দংষ্ট্রী, লাঙ্গুল ও মৃগের ন্যায় আকার বিশিষ্ট হয়, কখন বা গোধা, সর্প ও ধূম্ররূপা হয়। আবার কখন দ্বিশরস্কা হইয়া থাকে। তাহারা পাপময়ী।৯। আর কখন বা ধ্বজ, ঝষ, হস্তী, গিরি, কমল, ইন্দু, তুরগ, সন্তপ্ত রজত ও হংসসদৃশ, কখন বা শ্রীবৎস, বজ্র, শঙ্খ ও স্বস্তিক রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এইরূপ সকল কল্যাণ ও সুভিক্ষকর। ১০। কিন্তু নানারূপিণী উল্কা সকল আকাশপথে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে

আকাশ মধ্য হইতে নিপতিত হয়। ইহারা রাজা ও রাজ্য নাশের কারণ এবং লোকের বিভ্রম সূচনা করে। ১১। চন্দ্র ও সূর্য্যকে সংস্পর্শ করিয়া তাহা হইতে বিসৃত কিংবা ভূমিকম্প-সমন্বিত হইলে পরচক্রাগম, নৃপবধ, দুর্ভিক্ষ, অবৃষ্টি ও ভয়জনক হয়। ১২। সূর্য্য ও চন্দ্রের অপসব্যে উল্কার অবস্থান বনবাসীদিগের বিনাশ-কর এবং দিবাকর-নিঃসৃতা উল্কা সম্মুখে হইলে গমনকারীর শুভপ্রদ হয়। ১৩। শুক্ল রক্ত পীত ও কৃষ্ণবর্ণ উল্কা যথাক্রমে দ্বিজাদি বর্ণ-বিনাশিনী এবং উহার মস্তক, বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পুচ্ছে ঐ সকল বর্ণ সংস্থিত হইলেও যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নাশ করে। ১৪। প্রদক্ষিণ ক্রমে উত্তর-আদি দিকে উল্কা রূক্ষভাবে পতিত হইলে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগকে বিনাশ করে। ঋজু, স্নিগ্ধা, অখণ্ডা, বা নীচোপগতা হইলে তাঁহাদের বৃদ্ধির কারণ হয়। ১৫। শ্যাম, অরুণ, নীল, রক্ত, দহন, অসিত ও ভস্মসদৃশী, রূক্ষা, সন্ধ্যাজাতা, দিনজাতা, বক্রা ও দলিতা উল্কার পাত পরাগম-ভয়ের কারণ হয়। ১৬। উল্কা দ্বারা নক্ষত্রঘাত ও গ্রহঘাত হইলে গ্রহভক্তিক তত্তৎ বস্তুর ক্ষয়ের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। উদয় কিংবা অস্তকালে উল্কা চন্দ্র সূর্য্যকে হনন করিলে, বনবাসীদিগের বধের কারণ হয়। ১৭। ভাগ্য, আদিত্য, ধনিষ্ঠা ও মূলানক্ষত্র উল্কাহত হইলে, যুবতীগণের পীড়া হয় এবং পুষ্যা, অনিল বা বিষ্ণুদেব নক্ষত্র উল্কাহত হইলে, বিপ্র ও ক্ষত্রিয়গণের পীড়া হইয়া থাকে। ১৮। ধ্রুব ও সৌম্য নক্ষত্র উল্কা পীড়িত হইলে, নৃপগণের, উগ্রগণ ও তীক্ষ্ণগণ উল্কাহত হইলে চৌরগণের, ক্ষিপ্রগণ বা মিশ্রগণ উল্কাহত হইলে কলাবিদ্গণের পীড়া হইয়া থাকে। ১৯। উল্কা দেবপ্রতিমায় পতিত হইলে রাজা ও রাজ্যের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ইন্দ্রধ্বজে পতিত হইলে রাজগণের এবং গৃহে পতিত হইলে গৃহস্বামিগণের পীড়া উৎপাদন করে। ২০। দিগধিপতি গ্রহের উল্কোপঘাতে তদ্দিগ্বর্ত্তী দেশবাসিগণের, খলের উপঘাতে কৃষিরতগণের এবং চৈত্যতরুতে সম্পাতিত হইলে সাধুগণের পীড়া হইয়া থাকে। ২১।

উল্কা পুরদ্বারে পতিত হইলে পুরক্ষয় ও ইন্দ্রকীলে পতিত হইলে জনক্ষয় অভিহিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মায়তনে পড়িলে বিপ্রগণকে ও গোষ্ঠে পড়িলে বহুগোসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে হনন করিয়া থাকে। ২২। যদি উল্কানিপাত সময় ক্ষেড়, আস্ফোটিত, বাদিত, গীত ও উন্নত রোদনশব্দ হয়, তাহা হইলে নৃপসমন্বিত রাজ্যের ভয় হয়। ২৩। যাহার অনুষঙ্গ দণ্ডাকৃতি হইয়া আকাশে অনেকক্ষণ অবস্থান করে, সেই উল্কা নৃপতিগণের ভয়ের কারণ হয় এবং আকাশে অবস্থিতা হইয়া ধৃত তন্তুর ন্যায় প্রবাহিতা কিংবা মহেন্দ্র-ধ্বজতুল্যরূপ-সম্পন্না হইলে নৃপভয়ের উৎপাদিকা হয়। ২৪। বিপরীতগামিনী উল্কা শ্রেষ্ঠিগণকে, বক্রগামিণী উল্কা নৃপাঙ্গনাগণকে, অধোমুখী উল্কা নৃপগণকে এবং ঊর্দ্ধগামিনী উল্কা ব্রাহ্মণগণকে বিনাশ করে। ২৫। ময়ূরপুচ্ছরূপিণী উল্কা লোক-সংক্ষয়-কারিকা এবং সর্পবৎ প্রসর্পিণী উল্কা, স্ত্রীলোকদিগের অনিষ্টপ্রদা হয়। ২৬। মণ্ডলরূপা উল্কা নগরকে এবং ছত্ররূপা উল্কা পুরোহিতকে বিনাশ করে আর বংশগুল্মবৎস্থিতা উল্কা রাজ্যদোষ-কারিণী হয়। ২৭। ব্যাল (কৃষ্ণসর্প) ও শূকর সদৃশী বা বিস্ফুলিঙ্গমালিনী অথবা খণ্ডাকারা কিংবা শব্দসম্পন্না হইয়া গমন করিলে পাপপ্রদা হয়। ২৮। ইন্দ্রধনু-সদৃশী হইলে রাজ্যনাশ এবং আকাশে বিলীনা হইলে জলদগণকে বিনষ্ট করে আর বায়ুর প্রতিকূলদিকে কুটিলভাবে গমন করিয়া বিনিবৃত্ত হইলে শুভপ্রদা হয় না। ২৯। উল্কা যে দিক্ হইতে আসিয়া পুর কিংবা বল সকলকে অভিভূত করে, সেই দিক্ হইতেই রাজার ভয় হইয়া থাকে। আর যে দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া পতিত হয়, রাজা সেই দিকে গমন করিলে অচিরাৎ শত্রুদিগকে জয় করিতে সমর্থ হন। ৩০।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

পরিবেষলক্ষণ।

সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণপটল পবনোপরি প্রতিফলিত ও বায়ু দ্বারা মণ্ডলীভূত হইলে স্বল্পমেঘ আকাশে নানাবর্ণ-আকৃতিবিশিষ্ট পরিবেষ হইয়া থাকে। ১। রক্ত, নীল, পাণ্ডুর, কাপোত, ধূম্র, শবল (নানাবর্ণ যুক্ত) হরিদ্বর্ণ ও শুক্লবর্ণ পরিবেষ সকল যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ২। ধনদাতা কুবের, মেচক (কৃষ্ণ) বর্ণ পরিবেষ করেন এবং পরস্পর-গুণাশ্রয় হেতু যাহা মুহুর্মুহু প্রবিলীন হয়, সেই অল্পফলপ্রদ পরিবেষ বায়ুকৃত। ৩। যে পরিবেষ চাষপক্ষী, শিখী, রৌপ্য, তৈল, ক্ষীর ও জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অকালসম্ভূত, অবিকলবৃত্ত ও স্নিগ্ধ, তাহা সুভিক্ষ ও কল্যাণকর। ৪। যাহা সকল গগনানুচারী, অনেক আভাবিশিষ্ট, রক্তসন্নিভ, রূক্ষ এবং অসমগ্র শকট, শরাসন ও শৃঙ্গাটক-সদৃশ অবস্থিত, তাহা পাপকর হয়। ৫। পরিবেষ ময়ূর-গ্রীবা-সদৃশ হইলে অতি-বৃষ্টি, বহুবর্ণ হইলে নৃপবধ, ধূম্রবর্ণ হইলে ভয়, ইন্দ্রধনু সদৃশ বা অশোক-কুসুম সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ হয়। ৬। যে ঋতুতে পরিবেষ একবর্ণ-যোগে বহুল, স্নিগ্ধ, ক্ষুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে বা সূর্য্যকিরণ পীতবর্ণ হইবে, সেই সময় সদ্যঃ বৃষ্টি হইয়া থাকে। ৭। দীপ্তদিগাশ্রিত বিহঙ্গ ও মৃগকুল কর্ত্তৃক শব্দিত, মলিন ও সন্ধ্যাত্রয়ে উত্থিত, অতি মহান্ পরিবেষ ভয়ঙ্কর হয়; কিন্তু উহা যদি উল্কা ও বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক হত হয়, তবে শস্ত্র দ্বারা রাজার মৃত্যু ঘটে। ৮। প্রতিদিন অহর্নিশ সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেষ রক্তবর্ণ হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। আর যে ব্যক্তির লগ্ন, অস্ত ও দশম রাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবিষ্ট হয়, তাহারও মৃত্যু হয়। ৯। দ্বিমণ্ডল পরিবেষ, সেনাপতির ভয়-

কর, কিন্তু অত্যন্ত শস্ত্রকোপকর নহে। ত্রিমণ্ডল বা তদধিক মণ্ডল-বান্ পরিবেষে শস্ত্রকোপ, যুবরাজভয় এবং নগররোধ হইয়া থাকে। ১০। কোন গ্রহ, চন্দ্র বা নক্ষত্র যদি পরিবেষ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তবে তিন দিবসে বৃষ্টি বা একমাসে বিগ্রহ ঘটে। আর হোরা ও লগ্নাধিপতি বা জন্ম নক্ষত্রের পরিবেষ ঘটিলে রাজার অশুভ হয়। ১১। শনি পরিবেষ-মণ্ডলগত হইলে ক্ষুদ্র ধান্য নষ্ট করেন এবং স্থাবর ও কৃষিকারিগণের হননকারী হইয়া বাতবৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকেন। ১২। মঙ্গল পরিবেষগত হইলে কুমার, সেনাপতি ও সৈন্যগণের বিদ্রব এবং অগ্নি ও শস্ত্রজাত ভয় হইয়া থাকে। বৃহস্পতি পরিবেষগত হইলে পুরোহিত, অমাত্য ও নৃপগণের পীড়া হয়। ১৩। বুধ পরিবেষগত হইলে মন্ত্রী, স্থাবর ও লেখকদিগের পরিবৃদ্ধি এবং সুবৃষ্টি হয়। শুক্র পরিবিষ্ট হইলে যাযী, ক্ষত্রিয় ও রাজগণের পীড়া এবং দুর্ভিক্ষ হয়। ১৪। কেতু পরিবেষগত হইলে ক্ষুধা, অনল, মৃত্যু, রাজা এবং শস্ত্র হইতে ভয় উৎপন্ন হয়। রাহু পরিবিষ্ট হইলে গর্ভভয় এবং ব্যাধি ও নৃপভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ১৫। এক পরিবেষের অভ্যন্তরে গ্রহদ্বয়ের অবস্থান হইলে যুদ্ধ হয়। রবি, চন্দ্র ও শনি, তিন গ্রহই পরিবিষ্ট হইলে ক্ষুধা ও অবৃষ্টিজনিত ভয়ের বিষয় হইয়া থাকে। ১৬। গ্রহচতুষ্টয় পরিবেষগত হইলে অমাত্য ও পুরোহিত সহিত রাজা মৃত্যুর বশীভূত হন। পঞ্চাদি গ্রহ মণ্ডলগত হইলে জগৎ যেন প্রলয়ান্বিত হয়। ১৭। তারগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ অথবা নক্ষত্রগণ যদি পৃথক্‌রূপে পরিবেষগত হয় অথচ উদিত না হয়, তবে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। ১৮। প্রতিপদাদি চতুর্থী পর্য্যন্ত তিথিতে পরিবেষ হইলে ক্রমশঃ বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশ হয়। পঞ্চমী অবধি সপ্তমী পর্য্যন্ত তিথিতে শ্রেণী, পুর ও কোষের অশুভকারী হয়। ১৯। অষ্টমীতে পরিবেষ হইলে যুবরাজের এবং তৎপরস্থ তিথিত্রয়ে পরিবেষ হইলে রাজার দোষ হয়। দ্বাদশীতে পরিবেষ হইলে পুররোধ হয় এবং ত্রয়োদশীতে হইলে শস্ত্রক্ষোভ হয়। ২০।

চতুর্দ্দশীতে পরিবেষ উত্থিত হইলে রাজ্ঞীর পীড়া হয় এবং পঞ্চদশীতে নরাধিপতির পীড়া হইয়া থাকে। ২১। পরিবেষের অভ্যন্তরে যদি রেখা দৃষ্ট হয়, তবে নগরবাসীদিগের পীড়া হয়। পরিবেষের বহির্ভাগে রেখা থাকিলে যায়িগণের পীড়া হয় এবং পরিবেষের মধ্যভাগে থাকিলে আক্রন্দাগারদিগের পীড়া হয়। ২২। গ্রহভক্তি বা কূর্ম্মবিভাগ অনুসারে দেশবিভাগ করিলে যে দেশের ভাগে পরিবেষের বর্ণ রক্ত, শ্যাম বা রূক্ষ হইবে, সেই দেশের পরাজয় হইবে। স্নিগ্ধ, শ্বেতবর্ণ বা দীপ্তিশালী পরিবেষ যাহাদিগের ভাগে পতিত হইবে, তাহাদিগের জয় হইবে। ২৩।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ইন্দ্রায়ুধলক্ষণ।

বিবিধ বর্ণযুক্ত সূর্য্যের কিরণ, পবন দ্বারা বিঘট্টিত হইলে মেঘযুক্ত আকাশে যে ধনুঃসংস্থান দৃষ্ট হয়, তাহাই ইন্দ্রধনুঃ। ১। কোন কোন আচার্য্যগণ বলেন,—অনন্ত নামক কুলনাগের নিশ্বাস হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। রাজগণ এই ইন্দ্রধনুর অভিমুখে যুদ্ধার্থ গমন করিলে, তাঁহাদিগের পরাজয় হয়। ২। তাহা অচ্ছিন্ন, অবনিগাঢ়, জ্যোতির্ম্ময়, স্নিগ্ধ, বিবিধবর্ণযুক্ত, দুইবার উদিত ও অনুলোম হইলে প্রশস্ত হয় এবং ভূরি বারি বর্ষণ করে। ৩। ঈশান, অগ্নি, নৈঋ্ঋত ও বায়ু, এই কোণচতুষ্টয়ে যদি ইন্দ্রধনু উদ্ভূত হয়, তবে সেই স্থানের রাজার বিনাশ হয় এবং ইন্দ্রধনু বিগত-মেঘজাত হইলে মরককারী হয়। পাটল, পীত ও নীল বর্ণযুক্ত হইলে শস্ত্র, অগ্নি ও ক্ষুধাকৃত দোষ সকল হইয়া থাকে। ৪। ইন্দ্রধনু জল মধ্যে হইলে অনাবৃষ্টি; পৃথিবীতে হইলে শস্যহানি; বৃক্ষে হইলে ব্যাধি; বল্মীকে হইলে

শস্ত্রভয় এবং রাত্রিতে হইলে সচিব-বধের কারণ হয়। ৫। ইন্দ্রধনু অনাবৃষ্টি কালে পূর্ব্বদিকে হইলে জল বর্ষণ এবং বৃষ্টি কালে পূর্ব্বদিকে হইলে বৃষ্টি নিবারণ করে। পশ্চিমে ইন্দ্রধনু হইলে সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইয়া থাকে। ৬। পূর্ব্বদিকে রাত্রিকালে ইন্দ্রধনু হইলে ভূপগণকে পীড়িত করে। দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরদিক্-সঞ্জাত ইন্দ্রধনু সেনাপতি, নায়ক ও মন্ত্রীকে নিহনন করে। ৭। ইন্দ্রধনু রাত্রিকালে শ্বেতবর্ণাদি অর্থাৎ শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে, যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে বিনষ্ট করে; কিন্তু যে দিকে হইবে, সেই দিক্‌স্থ রাজাদিগেরই বিনাশ হইবে। ৮।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট ত্রিংশ অধ্যায়।

গন্ধর্ব্বনগরলক্ষণ।

গন্ধর্ব্বনগর যদি উত্তরাদি দিকে অর্থাৎ উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে হয়, তবে যথাক্রমে পুরোহিত, রাজা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও যুবরাজের বিঘ্ন হয়। শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশের কারণ হয়। ১। ঈশান, অগ্নি ও বায়ুকোণস্থিত হইলে হীনজাতির বিনাশ হয়। উত্তরদিকে হইলে নাগর ও নৃপতিগণের জয়প্রদ হয়। শান্তদিকে তোরণ-সমন্বিত গন্ধর্ব্বনগর দৃষ্ট হইলে, নৃপতি-বিজয়ের কারণ হয়। ২। গন্ধর্ব্বনগর সর্ব্বদা সর্ব্বদিক্ হইতে উত্থিত হইলে নৃপতি ও রাজ্য সকলের ভয়প্রদ হয় এবং ধূম, অনল ও ইন্দ্রধনুতুল্য হইলে, চৌর ও অরণ্যবাসিগণকে হনন করে। ৩। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ গন্ধর্ব্বনগর উত্থিত হইলে অশনিপাত ও ঝঞ্ঝা হইয়া থাকে ও দীপ্ত হইলে রাজার মৃত্যু, বামদিকে হইলে অরিভয় এবং দক্ষিণভাগে স্থিত

হইলে জয় হইয়া থাকে। ৪। যখন অনেক-বর্ণাকৃতি পতাকা, ধ্বজ ও তোরণান্বিত গন্ধর্ব্বপুর আকাশে প্রকাশিত হয়, তখন পৃথিবী, রণে হস্তী, মনুষ্য ও অশ্বের বহুরক্ত পান করে। ৫।

ষট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

প্রতিসূর্য্যলক্ষণ।

যে ঋতুতে সূর্য্যের যে প্রকার বর্ণ হয়, সেই ঋতুতে প্রতিসূর্য্যের বর্ণও তদ্রূপ বা স্নিগ্ধ হইলে, বৈদূর্য্যসদৃশ, স্বচ্ছ ও শুক্লবর্ণযুক্ত হইলে ক্ষেম ও সুভিক্ষকর হয়। ১। পীতবর্ণ হইলে ব্যাধি উৎপাদন করে, অশোক-পুষ্পের ন্যায় রূপ ধারণ করিলে শস্ত্রপ্রকোপের কারণ হয় এবং প্রতিসূর্য্যের মালা অর্থাৎ অনেকগুলি প্রতিসূর্য্য উদিত হইলে দস্যুভয়, আতঙ্ক ও নৃপ-বিনাশ হইয়া থাকে। ২। উত্তরে প্রতিসূর্য্য হইলে জল বর্ষণ হয়, দক্ষিণে স্থিত হইলে বায়ুপ্রবাহকারী এবং উভয় দিক্স্থিত হইলে সলিলভয় হয়। উপরিস্থিত হইলে রাজাকে ও অধঃস্থিত হইলে জনগণকে হনন করিয়া থাকে। ৩।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রজোলক্ষণ।

নিবিড়-অন্ধকার-পুঞ্জতুল্য ধূলিরাশি যখন সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিবে এবং তাহাতে পর্ব্বত, পুর বা বৃক্ষরাজি কিছুই বিভাবিত হইবে না, তখন নিশ্চয় জানিবে, রাজার বিনাশ হইবে। ১। অগ্রে

যে দিকে ধূমচয় উত্থিত হয় বা যে দিকে উহা নষ্ট হয়, সপ্তাহ পর্য্যন্ত তথায় ভয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ২। রজোরাশিরূপ মেঘসমূহ শ্বেতবর্ণ হইলে মন্ত্রী ও জনপদগণের পীড়া হয়, শস্ত্র সকল অচিরে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় এবং সিদ্ধি অতি সঙ্কুলা হয়। ৩। সূর্য্যোদয় সময়ে যদি রজঃ একদিন কিংবা দুই দিন গগন আচ্ছাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে অত্যুগ্র ভয়ের বিষয় কথিত হয়। ৪। একরাত্রি অনবরত রজঃসমূহ বহন করিলে প্রধান নৃপ নিহনন-কারী আর অবশিষ্ট বিচক্ষণ নরেন্দ্রগণের কল্যাণের কারণ হয়। ৫। যে দেশে বহুনীহার ব্যাপিয়া বহুল নিবিড় রজঃ প্রসারিত হয়, সেই দেশে পরচক্রাগমন সম্যক্‌রূপে বোদ্ধব্য। ৬। তিন বা চারি রাত্রি ব্যাপিয়া রজঃ পতিত হইলে অন্ন ও রস-বিনাশের কারণ হয়। পঞ্চ রাত্রি ব্যাপিয়া রজঃ পতিত হইলে রাজগণের সৈন্যক্ষোভ হয়। ৭। রজঃ, কেতুপ্রভৃতির উদয় হইতে, বিমুক্ত হইলে, তীব্রভয় প্রদান করিয়া থাকে। আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শিশির ভিন্ন অন্য ঋতুতে হইলে অবিকল ফল হইয়া থাকে। ৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

নির্ঘাতলক্ষণ।

পবনকর্তৃক পবন অভিহত হইয়া গগন হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলে তাহাই নির্ঘাত হয়। সেই নির্ঘাত দীপ্তদিক্‌স্থিত বিহগগণ কর্তৃক শব্দিত হইলে পাপকর হয়। ১। সূর্য্যোদয়কালে নির্ঘাত হইলে অধিকরণিক অর্থাৎ বিচারক, নৃপ, ধনী, যোদ্ধা, অঙ্গনা, বণিক্ ও বেশ্যাগণ এবং প্রহরাংশ পর্য্যন্ত সময়ে হইলে আজাবিক, শূদ্র ও পৌরগণকে নিহত করিয়া থাকে। ২। মধ্যাহ্নমধ্যে হইলে রাজোপসেবী

ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণগণকে পীড়িত করে। তৃতীয় প্রহরে নির্ঘাত হইলে বৈশ্য ও জলদাতৃগণকে এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে চৌরগণকে পীড়িত করে। ৩। সূর্য্যাস্তে হইলে নীচদিগকে এবং রাত্রির প্রথম যামে হইলে শস্য সকল নষ্ট করে। রাত্রিব দ্বিতীয় যামে হইলে পিশাচগণকে নিপীড়িত করে। ৪। বাত্রির তৃতীয় যামে হইলে হস্তী ও অশ্বদিগকে এবং চতুর্থ যামে নির্ঘাত হইলে পদাতিকগণকে হনন করিয়া থাকে আর যে দিক্ হইতে ভৈরব-জর্জ্জর-শব্দ পূর্ব্বক নির্ঘাতোৎপাত হয়, সেই দিক্ নিহত হইয়া থাকে। ৫।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ অধ্যায়।

শস্যজাতক।

বৃশ্চিক বা বৃষ রাশিতে সূর্য্যের প্রবেশকালে গ্রীষ্ম ও শরৎকালজাত শস্য সকলের সম্বন্ধে যে শুভাশুভ যোগ সকল বাদরায়ণ মুনি কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে, তাহা এই ;—ভানুর বৃশ্চিক-রাশিতে প্রবেশকালে তৎকেন্দ্রস্থান সকল অর্থাৎ বিছা, কুম্ভ, বৃষ ও সিংহ রাশি শুভগ্রহকর্ত্তৃক আক্রান্ত কিংবা বলবান্ শুভগ্রহ কর্ত্তৃক নিরীক্ষিত হইলে গ্রীষ্মজাত শস্যের বিবৃদ্ধি হয়। ১।২। সূর্য্য যখন অষ্টম রাশিগত (বৃশ্চিকগত) হইবেন, তখন যদি কুম্ভে বৃহস্পতি ও সিংহে চন্দ্র অথবা সিংহে বৃহস্পতি ও কুম্ভে চন্দ্র থাকে, তবে গ্রীষ্মজাত শস্যের নিষ্পত্তি হয়। ৩। শুক্র কিংবা বুধ যদি সূর্য্যের দ্বিতীয় রাশিগত হয়, অথবা একেবারেই সূর্য্যের দ্বাদশ-গত হয়, তবে ঐরূপ শস্য নিষ্পন্ন হইবে। আর তাঁহাতে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি থাকে, তবে উহা উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হইবে। ৪। বৃশ্চিক-রাশিগত সূর্য্যের দুই দিকে যদি দুইটী শুভগ্রহ থাকে এবং তৎসপ্তমে চন্দ্র ও বৃহস্পতি থাকে, তবে উহা

অত্যন্ত সম্পন্ন হয়। সূর্য্য বৃশ্চিকের অন্ত্যাদিস্থিত হইলে দ্বিতীয় গুরুতে অর্দ্ধ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে শুক্র, চন্দ্র ও বুধগ্রহ যদি বৃশ্চিক-গত সূর্য্য হইতে দ্বিতীয়, চতুর্থ অথবা একাদশ রাশিগত হয়, তবে শস্যের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ লাভ হয়; এবং কর্ম্মস্থিত বৃহস্পতিতে গো উৎকৃষ্ট সম্পত্তি হয়। ৬। সূর্য্য যখন বৃশ্চিক-রাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ে যদি কুম্ভে বৃহস্পতি, বৃষে চন্দ্রমাঃ এবং মঙ্গল ও শনি যদি মকর-রাশিতে থাকে, তবে উত্তমরূপে শস্য-নিষ্পত্তি হয়, কিন্তু পরে পরচক্র ও রোগের ভয় হইয়া থাকে। ৭। বৃশ্চিক-রাশিগত সূর্য্য পাপগ্রহদ্বয়ের মধ্যস্থিত হইলে শস্য বিনাশ করিয়া থাকেন। পাপগ্রহ ঐ সময়ে বৃষরাশি-স্থিত হইলে জাতমাত্র শস্য সকলকে বিনাশ করে। ৮। উহার অর্থস্থানে স্থিত ক্রূরগ্রহ শুক্রগ্রহ কর্ত্তৃক অনিরীক্ষিত হইলে প্রথম জাত শস্য সকলকে নাশ করে; কিন্তু পরে উপ্ত বীজ সকলকে বিকসিত ও নিষ্পন্ন করে। ৯। বৃশ্চিক-রাশিস্থিত সূর্য্যের সপ্তম লগ্নস্থিত কিংবা কেন্দ্রস্থিত ক্রূরগ্রহদ্বয় শস্যের বিপত্তি করে; কিন্তু শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে সর্ব্বত্র শস্য বিপত্তি করিতে পারে না। ১০। ক্রূরগ্রহদ্বয় যখন বৃশ্চিক-সংস্থিত সূর্য্য হইতে সপ্তম ও ষষ্ঠ গত হয়, তখন শস্যগণের নিষ্পত্তি এবং মূল্য-পরিহানি হয়। ১১। রবি বৃষরাশিতে প্রবেশ করিলে শরৎ-সমুত্থিত শস্য সকলের নাশের বা মঙ্গলের কারণও এইরূপে পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিবেন। ১২। মেষাদি রাশিত্রয়াবস্থিত সূর্য্য শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা বীক্ষিত হইলে গ্রীষ্মজাত ধান্য সমর্থ ও অভয়োপযোগী হয়। ১৩। ধনু, মৃগ ও কুম্ভ-সংস্থিত সূর্য্য শরৎকালজাত ধান্যেরও সেইরূপ করিয়া থাকেন এবং সংগ্রহ কালে ক্রূরগ্রহ-দৃষ্টির শান্তি-যজ্ঞ করিলে ইহার বিপর্য্যয় হয়, ইহাই জ্ঞাতব্য। ১৪।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়

দ্রব্যনিশ্চয়।

যে যে রাশি যে সকল দ্রব্যের অধিপতি বলিয়া মুনিগণকর্ত্তৃক সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, শুভ ও অশুভ জ্ঞাপনার্থে আগম হইতে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি। ১। মেষরাশি—বস্ত্র, মেষকম্বল, ছাগকম্বল, মসূর, গোধূম, শালবৃক্ষ, যব, স্থলসম্ভূত ওষধী এবং স্বর্ণ—এই সকলের অধিপতি বলিয়া কীর্ত্তিত। ২। বৃষরাশি—বস্ত্র, কুসুম, গোধূম, শালিধান্য, যব, মহিষ ও গো সকলের অধিপতি। ধান্য, শরজ্জাত দ্রব্য, লতা, শালূক এবং কার্পাস—মিথুনের অধীন।৩। কর্কটে—কোদ্রব, কদলী, দূর্ব্বা, ফল, মূল, পত্র ও ত্বক্ সকল এবং সিংহে—তুষ, ধান্য, রস, গুড় ও সিংহাদির ত্বক্ সকল বেদিতব্য। ৪। কন্যারাশিতে অতসী, কলায়, কুলত্থ, গোধূম, মুদ্গ ও নিষ্পাব (আগড়া) সকল এবং তুলারাশিতে মাষ, গোধূম, সর্ষপ এবং যব সকল বিদ্যমান। ৫। ইক্ষু, শিক্যস্থ দ্রব্য, লৌহ ও আজাবিক সকল বৃশ্চিকে এবং অশ্ব, লবণ, অম্বর, অস্ত্র, তিল, ধান্য ও মূল সকল ধনুরাশিতে অবস্থিত। ৬। মকরে—তরু গুল্মাদি এবং শিক্যস্থদ্রব্য, ইক্ষু, স্বর্ণ ও কৃষ্ণলৌহ সকল অধিষ্ঠিত। আর কুম্ভে—সলিলজাত ফল, পুষ্প, রত্ন, চিত্র ও রূপ সকল বর্ত্তমান। ৭। কপাল-সম্ভব রত্ন, অম্বূদ্ভূত বজ্র, অনেকরূপযুক্ত স্নেহ দ্রব্য সকল এবং মৎস্যসমূহ—মীনরাশির অধীন। ৮। যে রাশির দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম বা একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকিবেন, অথবা দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম, দশম বা একাদশ স্থানে বুধ থাকিবেন, সেই রাশিতে যে সকল দ্রব্য উক্ত হইল, তাহার বৃদ্ধি হইবে। ঐরূপ শুক্র যে রাশির ষষ্ঠ বা সপ্তম গত হইবেন, তৎস্থ দ্রব্যের হানি এবং অভিন্ন রাশিগত হইলে বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। আর ক্রূরগ্রহ উপচয়গত অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গত হইলে শুভপ্রদ এবং তদ্ভিন্ন অন্য

রাশিস্থিত হইলে হানিকর হয়। ৯। ১০। বলবান্ ক্রূরগণ যে রাশির পীড়া-স্থানে অর্থাৎ উপচয় ভিন্ন স্থানে সংস্থিত হয়, সেই রাশির অধিকৃত দ্রব্য সকলের মহামূল্যত্ব ও দুর্লভত্ব হইয়া থাকে। ১১। বলবান্ শুভগ্রহগণ যে সকল রাশির ইষ্ট স্থানে অর্থাৎ উপচয় স্থানে অবস্থিত হন, সেই রাশি সকলের অধীন দ্রব্যসমূহের বৃদ্ধি, সামর্থ্য ও সুলভত্ব হয়। ১২। গোচর-পীড়াতেও রাশি সকল, বলবান্ শুভগ্রহগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পীড়া করে না এবং ক্রূরগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তাহার বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। ১৩।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

অর্ঘকাণ্ড।

প্রতিমাসে রাশি সকলে সূর্য্য গমন করিলে, অমাবস্যা কিংবা পূর্ণিমাতে পরিবেষ, গ্রহণ, পরিধি, অতিবৃষ্টি, উল্কা ও দণ্ডরূপ উৎপাত সকল দর্শন করিয়া, ক্রমশঃ অর্ঘবিশেষ সকল বলিতে হয় ও অন্য তিথিতে যে উৎপাত সকল হয়, সেই সকল উৎপাত রাজগণের বিপ্লবভয়ের কারণ। ১। ২। সূর্য্য মেষরাশিতে উপগত হইলে, গ্রীষ্ম-জাত ধান্যের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বৃষরাশিতে বনজাত ফল ও মূলের সংগ্রহ কর্ত্তব্য। চতুর্থ মাসে তাহাতে লাভ হয়। ৩। সূর্য্য মিথুন-রাশিস্থিত হইলে, সর্ব্বপ্রকার রস ও ধান্য সকলের সম্যক্‌রূপে সংগ্রহ করিয়া ষষ্ঠ মাসে বিক্রয় করিলে; বিপুল লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৪। সূর্য্য কর্কটস্থিত হইলে মধু, গন্ধ, তৈল, ঘৃত ও শর্করা রক্ষা করিলে, দ্বিতীয় মাসে দ্বিগুণ লাভ হয়; কিন্তু অধিক হইলে (সময় অতিক্রান্ত হইলে) হীন লাভ এবং ছেদ হয়। ৫। সূর্য্য সিংহ-রাশিতে স্থিত হইলে স্বর্ণ, মণি, চর্ম্ম, বর্ম্ম, শস্ত্র, মুক্তা ও রজত সকল

সংগ্রহ করিয়া, পঞ্চম মাসে বিক্রয় করিলে, বিক্রেতার লাভ হয়; ইহার অন্যথা হইলে, ছেদ হইয়া থাকে। ৬। সূর্য্য কন্যারাশি-গত হইলে চামর, খর, হস্তিশাবক ও অশ্ব ক্রয় করিয়া, ষষ্ঠ মাসে বিক্রয় করিলে, দ্বিগুণ লাভ প্রাপ্তি হয়। ৭। তুলারাশিতে সূর্য্য থাকিলে তান্তব, ভাণ্ড, মণি, কম্বল, কাচ ও পীত কুসুম সকল এবং ধান্য সকল সংগ্রহ করিলে, ছয় মাসের পর দ্বিগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হয়। ৮। সূর্য্য বৃশ্চিক-সংস্থিত হইলে ফল, কন্দ, মূল ও বিবিধ রত্ন সকল গ্রহণপূর্ব্বক বর্ষদ্বয় রক্ষিত করিলে, দ্বিগুণ লাভ প্রদান করে। ৯। ধনুঃ-রাশিগত হইলে কুঙ্কুম, শঙ্খ, প্রবাল, কাচ এবং মুক্তাফল সকল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তখন হইতে অর্দ্ধবর্ষ অতীত হইলে, মূল্য দ্বিগুণত্ব প্রাপ্ত হয়। ১০। সূর্য্য—মকর ও কুম্ভ-গত হইলে লৌহ, ভাণ্ড ও ধান্য সকল গ্রহণ করিবে। পরে লাভার্থী এক মাস রাখিয়া বিক্রয় করিলে, দ্বিগুণ লাভ প্রাপ্ত হইবে। ১১। সূর্য্য মৎস্যরাশিতে উপগত হইলে মূল, ফল, কন্দ, ভাণ্ড ও রত্ন সকল গ্রহণপূর্ব্বক অর্দ্ধ বৎসর কাল রক্ষা করিলে, ইষ্ট লাভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১২। যে যে রাশিতে চন্দ্র কিংবা সূর্য্য উপগত হইয়া অধিমিত্র গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, সেই সেই রাশিতেই উহা লাভকর বলিয়া আদিষ্ট হইয়াছে। ১৩। সূর্য্য ও চন্দ্র সম্পূর্ণ বা শুভগ্রহগণ কর্ত্তৃক যুক্ত কিংবা বীক্ষিত হইলে, সদ্য অর্ঘপ্রবৃদ্ধিকর বলিয়া উক্ত হয়। সূর্য্য অশুভগ্রহ-সংযুক্ত কিংবা তৎকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হইলে বিঘ্ন হয়। এইরূপে প্রতিগৃহগত ভাব সকল জানিয়া, সৎ ও অসৎ ফল নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। ১৪।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

ইন্দ্রধ্বজসম্পৎ।

অমরগণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন,—"হে ভগবন্! আমরা অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম নহি। অতএব হে শরণ্য! প্রতিযুদ্ধ করিবার জন্য, আমরা আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম"।১। ভগবান ব্রহ্মা দেবতাগণকে বলিলেন,—"ভগবান কেশব ক্ষীরোদ-সমুদ্রে আছেন; তিনি তোমাদিগকে এক কেতু দিবেন, তাহা দেখিলে, দৈত্যগণ যুদ্ধস্থানে আর অবস্থান করিতে সক্ষম হইবে না"।২। সেই ইন্দ্রসমন্বিত সুরগণ, এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, ক্ষীরোদ-সাগরে গমন করতঃ শ্রীবৎসাঙ্কিতাঙ্গ, কৌস্তুভমণির কিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত বক্ষঃস্থল, অচিন্ত্য, অনুপম, সনকাদিগণের অগ্রজ, স্রষ্টা, অক্ষরধাম, অনাদি, পরমাত্মা, শ্রীপতি বিষ্ণুর স্তব করিয়াছিলেন।৩।৪। দেব নারায়ণ সেই দেবগণ কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, দেবদিগকে সুর ও অসুর-বধূদিগের মুখরূপ কমলবনের সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ এক ধ্বজ দান করিয়া, তুষ্ট করিলেন।৫। ইন্দ্র সেই [illegible] দেবযানের বিদ্যুত্তেজোজ্বলিত [illegible] রত্নচিত্র রথে স্থাপন করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।৬। কিঙ্কিণী মঞ্জরী দ্বারা ভূষিত, মালা, ছত্র, ঘণ্টা ও পিটক সমন্বিত এবং অলঙ্কৃত সেই ধ্বজ দ্বারা ইন্দ্র শত্রুসৈন্যগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিলেন।৭। অমরপতি ইন্দ্র, চেদিপতি উপরিচর বসুকে এই বেণুময়ী যষ্টি দিয়াছিলেন, সেই নরেন্দ্র সেই যষ্টিকে বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন।৮। এই উৎসবে প্রীত হইয়া, ইন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"যে নরপতিগণ এই বসুর ন্যায় উৎসব করিবেন, তাঁহারা বসুর ন্যায় বসুমান হইয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবেন এবং তাঁহাদের প্রজা সকল সন্তুষ্ট, ভয়রোগ-বিবর্জ্জিত ও প্রভূতান্নযুক্ত হইবে আর এই ধ্বজও জগতে নিমিত্ত দ্বারা সৎ ও অসৎ ফল সকল প্রকাশ

করিবে"।৯।১০।পূর্ব্বে ইন্দ্রের আজ্ঞা দ্বারা বলবৃদ্ধি ও জয়প্রার্থী নরপতিগণ কর্তৃক তাহার পূজা যেরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে, শাস্ত্রানুসারে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে।১১। তাহার বিধান এই;—শুভ করণ, দিবস ও নক্ষত্র এবং মঙ্গল মুহূর্ত্ত প্রস্থান-কালোচিত* হইলে, দৈবজ্ঞ ও সূত্রধার বনে গমন করিবেন।১২। উদ্যান, দেবতালয়, পিতৃবন, বল্মীক, পথ ও চিতিজ এবং কুব্জ, ঊর্দ্ধশুষ্ক, কণ্টকযুক্ত, লতাবন্দাক-সংযুক্ত, বহুবিহগালয়-কোটব বা পবন ও অনল দ্বারা পীড়িত যে সকল বৃক্ষ অথবা যে সকল বৃক্ষ স্ত্রীসংজ্ঞা প্রাপ্ত, তাহারা শক্রকেতুর শুভকব নহে।১৩।১৪। অর্জ্জুন, অশ্বকর্ণ, প্রিয়ক, ধব ও উড়ুম্বর, এই পঞ্চ বৃক্ষ শ্রেষ্ঠ এবং ইহাদেব অন্যতম,—অভাবে অপব বৃক্ষ প্রশস্ত। ১৫। গৌব বা অসিত ক্ষিতিজাত বৃক্ষকে অগ্রে যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ রাত্রিকালে বিজনে উপস্থিত হইয়া, স্পর্শ কবত এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"এই বৃক্ষে যে সকল ভূত অবস্থান করেন, তাঁহাদেব শুভ হউক, তাঁহাদিগকে নমস্কাব কবি। এই উপহার গ্রহণ কবিয়া, তাঁহাবা অন্যত্র বাস করুন। হে নগোত্তম! দেবরাজের ধ্বজের জন্য রাজা তোমাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তোমার শুভ হউক; এই পূজা প্রতিগ্রহ কব।" ১৬—১৮। অনন্তর প্রভাত সময়ে উত্তব-পূর্ব্বমুখ হইয়া, বৃক্ষ ছেদন কবিলে, পরশুর জর্জ্জর শব্দ অশুভ; মনোহব ঘনশব্দ শুভ।১৯। বৃক্ষেব পতন যদি অবিধ্বস্ত, অনাকুঞ্চিত, অন্য তরুতে অবিলগ্ন ও পূর্ব্ব-উত্তব দিক্‌স্থিত হয়, তবে নৃপগণের জয়প্রদ হয; ইহা ভিন্ন পতিত বৃক্ষ বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে।২০। চতুরঙ্গুল পবিমাণে আটখানি কাষ্ঠ যষ্টির মূল হইতে অগ্রে ছেদন করিয়া, জলে নিক্ষেপ করিবে; পরে বৃক্ষকে উঠাইয়া শকট কিংবা মনুষ্যগণ দ্বারা পুরদ্বারে আনয়ন করিবে। ২১। আনয়নকালে শকটের অর (চাকার পাখী) ভঙ্গ হইলে, বলভেদ হয়। নেমীর (চাকার প্রান্ত) ভঙ্গে বলনাশ জানাইয়া থাকে।

---

* যাহা যাত্রাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

অক্ষ (চাকার ধুরা) ভঙ্গে অর্থক্ষয় ও অর্ণি (চাকার প্রান্তস্থ খিল) ভঙ্গে সূত্রধরের ক্ষয় হয়। ২২। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সুবেশধারী নগরবাসী, দৈবজ্ঞ, সচিব, কঞ্চকী, বিপ্র প্রভৃতি কর্তৃক পরিবৃত রাজা অক্ষতবস্ত্রাচ্ছাদিত এবং মাল্য-গন্ধ-ধূপযুক্ত ইন্দ্রের যষ্টিকে তূর্য্যরবের সহিত পৌরগণকর্তৃক পুরমধ্যে প্রবেশ করাইবেন। ২৩। ২৪। সেই পুর তখন মনোহর পতাকা, তোরণ ও বনমালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে, তথায় লোকগণ আহ্লাদিত হইবে, সম্যক্‌রূপে মার্জ্জিত ও অর্চ্চিত চতুষ্পথযুক্ত ও সুন্দরবেশধারী-গণিকা দ্বারা পরিবৃত হইবে। ২৫। নগরের পণ্যগৃহ সকল অভ্যর্চ্চিত হইবে, চতুর্দ্দিকে পুণ্যাহ-বাচন ও বেদধ্বনি হইতে থাকিবে এবং নগরের চতুষ্পথ নট নর্ত্তক সঙ্গীতবিদ্‌গণ কর্তৃক আকীর্ণ হইবে। ২৬। তাহাতে শ্বেতপতাকা সকল বিজয়ের কারণ, পীত পতাকা সকল রোগপ্রদ, বিবিধ বর্ণযুক্ত পতাকা সকল জয়প্রদ এবং পতাকা সকল রক্তবর্ণ হইলে, শস্ত্রপ্রকোপের কারণ হইয়া থাকে। ২৭। নগরমধ্যে যষ্টিকে প্রবেশ করাইবার সময়, যদি হস্তী প্রভৃতি কর্তৃক উহা নিপতিত হয়, তবে ভয়ের কারণ হয়। তখন বালকেরা যদি হস্ততলের শব্দ করে বা কোন প্রাণীর যুদ্ধ ঘটে, তবে সংগ্রাম হইবে। ২৮। পুনর্ব্বার সূত্রধর যষ্টিকে বিধিবৎ তক্ষণ করিয়া, যন্ত্রে আরোপণ করিবে। রাজা একাদশীতে জাগরণ করিয়া থাকিবেন। ২৯। শুক্ল বস্ত্র ও উষ্ণীষধারী পুরোহিত ঐন্দ্র ও বৈষ্ণবমন্ত্রে অগ্নিতে হোম করিবেন। সাংবৎসর (দৈবজ্ঞ) নিমিত্ত সকলকে জ্ঞান করিবেন। ৩০। অভিলষিত দ্রব্যবৎ আকারধারী, সুরভি, স্নিগ্ধ, ঘন ও শিখাবিশিষ্ট অনল শুভকর ;—ইহা ভিন্ন অন্য অনল বাঞ্ছিত ফলদ নহে ; ইহা সবিস্তর যাত্রাধ্যায়ে অভিহিত হইবে। ৩১। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি-দান-মন্ত্রের অবসান সময়ে, হুতভুক্ অগ্নি স্বয়ং উজ্জ্বলশিখ, স্নিগ্ধ ও দক্ষিণ দিক্ হইতে বেষ্টনকারী হইলে, গঙ্গা-যমুনার জলরূপ সুন্দর হারধারিণী ও সমুদ্ররূপ-মেখলা-ভূষণান্বিতা পৃথিবী রাজার বশবর্ত্তিনী হয়। ৩২। স্বর্ণ, অশোক, কুরুণ্টক, পদ্ম, বৈদূর্য্য বা নীলোৎপল সদৃশ অগ্নি হইলে, অন্ধকার সকল রত্নজ্যোতি দ্বারা হত হইয়া, রাজার

ভবনাভ্যন্তরে অবকাশ লাভ করে না। ৩৩। অগ্নি যদি অর্ণব, মেঘ, হস্তী বা দুন্দুভির ন্যায় স্বনযুক্ত হয়, তবে রাজার যুদ্ধযাত্রাকালে দিক্ সকল মন্দান্ধ হস্তীর ঘটা দ্বারা বিঘট্টিত ও তিমিরোপম হয়। ৩৪। ধ্বজ, অগ্নি, কুম্ভ, অশ্ব ও হস্তিগণের অনুরূপ হইলে উদয়াস্ত গিরিধারিণী, হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বতরূপ পয়োধরবতী ধরা নৃপগণের বশীভূতা হয়। ৩৫। অগ্নি হস্তিমদ, মহী, পদ্ম, লাজ, ঘৃত বা মধুর ন্যায় সুগন্ধ হইলে, প্রণত নৃপগণের শিরোমণির প্রভা দ্বারা পৃথিবী প্রথমে চুম্বিতা (ব্যাপ্তা) হয়। ৩৬। ইন্দ্রধ্বজের উত্থান সময়ে অগ্নির স্বরূপ দ্বারা যে সকল শুভাশুভ কীর্ত্তিত হইল, যজ্ঞ, গ্রহশান্তি, যাত্রা ও বিবাহকালে তাহা চিহ্নমাত্র। ৩৭। গুড় পিষ্টক পায়সাদি ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্চ্চনা করিয়া দ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রে কিংবা অন্য তিথিতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগে ধ্বজকে উত্তোলন করিবে। ধ্বজোপরি সাত কিংবা পাঁচটী শক্রকুমারী করিতে হয়, ইহা মনু বলিয়াছেন। ধ্বজটী যতদূর উচ্চ, তাহার দেড়পাদ নন্দ ও উপনন্দকে করিবে। ষোড়শভাগের কিঞ্চিদধিক জয় ও বিজয় নামক দুইটী বসুন্ধর করিবে এবং মধ্যস্থলে অষ্টাংশাধিক ইন্দ্রমাতা হইবেন। পূর্ব্বে বিবুধগণ আহ্লাদিত হইয়া ইন্দ্রধ্বজের যে সকল ভূষণ দিয়াছিলেন, ইহাতে সেই ভূষণ সকল ও পিটক সকল যথাক্রমে দান করিবে। ৩৮—৪১। বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক রক্তাশোক সদৃশ চতুষ্কোণ প্রথম অলঙ্কার প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয়,—ব্রহ্মা ও মহেশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত নানাবর্ণ-ধারিণী কাঞ্চী; তৃতীয়,—ইন্দ্রদত্ত অষ্টকোণ নীল-রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট ভূষণ এবং চতুর্থ,—যমদত্ত কান্তিবিশিষ্ট অসিত ময়ূরক। ৪২। ৪৩। তৎপরে বরুণ মঞ্জিষ্ঠার ন্যায় আভাবিশিষ্ট জলোর্ম্মি সদৃশ ষট্‌কোণ পঞ্চম অলঙ্কার এবং বায়ু ময়ূরসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট জলদসদৃশ নীল কেয়ূররূপ ষষ্ঠ অলঙ্কার প্রদান করেন। ৪৪। কার্ত্তিকেয় বহুচিত্র পীত কেয়ূর সপ্তম অলঙ্কার ধ্বজকে দান করিয়াছেন। হব্যভুক্ অনল-জ্বালাসদৃশ অষ্টম অলঙ্কার দান করিয়াছেন। ৪৫। চন্দ্র বৈদূর্য্যসদৃশ গ্রীবা-ধারণযোগ্য নবম অলঙ্কার এবং ত্বষ্টা সূর্য্য রথচক্রসদৃশ প্রভাযুক্ত দশম অলঙ্কার দান

করিয়াছেন। ৪৬। বিশ্বদেবগণ সরোজসদৃশ, উদ্বংশ নামক একাদশ অলঙ্কার, মুনিগণ নীলোৎপলসদৃশ নিবংশ নামক দ্বাদশ অলঙ্কার এবং বৃহস্পতি ও শুক্র কেতুর উপরি কিঞ্চিৎ অধ-উর্দ্ধ নির্গত বিশাল অলক্তকসদৃশ ত্রয়োদশ অলঙ্কার কেতুর মস্তকে দিয়াছেন। ৪৭। ৪৮। ধ্বজের জন্য যে যে দেবকর্ত্তৃক যে যে অলঙ্কার বিনির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেই অলঙ্কারের অধিপতি সেই সেই দেবতা, ইহা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক বিজ্ঞাতব্য। ৪৯। প্রথম পিটকের পরিধি ধ্বজপরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ। পরের পরিধি সকল প্রথম হইতে যথাক্রমে প্রথমের অষ্টাংশ করিয়া হীন। ৫০। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি চতুর্থ দিবসে মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রধ্বজের পূরণ করিবেন এবং মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞ আগমগীত এই মন্ত্র সকল পাঠ করিবেন,—"মহাদেব, সূর্য্য, যম, ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, অগ্নি, বরুণ, মহর্ষিগণ, দিক্ সকল, অপ্সরোগণ, শুক্র, অঙ্গিরা, কার্ত্তিকেয়, বায়ু ও গণদেবতাগণ কর্ত্তৃক তেজস্কর বস্তুরূপ উদার ভূষণ দ্বারা যেরূপে আপনি সমর্চ্চিত হইয়াছেন, হে দেব! এক্ষণে সন্তোষমনা হইয়া, সেই শুভ আভরণ সকল গ্রহণ করুন। হে দেব। তুমি জন্মবিরহিত, বিকৃতিবর্জ্জিত, নিত্য ও একরূপ। তুমিই অনাদি পুরুষ ও বরাহ, তুমিই যম, তুমিই সংহারকারী, তুমিই অগ্নি, তুমিই সহস্রমস্তক, তুমিই শতমন্যু ইন্দ্র এবং তুমিই একমাত্র পূজ্য। কবি, সপ্তজিহ্ব, ত্রাতা, সুরপতি, অবিতা, বৃত্রঘ্ন, শক্র ও সুষেণ নামক তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমাদের বীর সকল উপরে অবস্থান করুক"। ৫১—৫৫। ইন্দ্রধ্বজের প্রপূরণ, উচ্ছ্রায়ণ, প্রবেশ, স্নান, মাল্যদানবিধি ও বিসর্জ্জনকালে নরপতি উপবাস করিয়া এই শুভমন্ত্র সকল পাঠ করিবেন। ৫৬। ছত্র, ধ্বজ, আদর্শ, ফল, অর্দ্ধচন্দ্র, বিচিত্রমালা, কদলী, ইক্ষুদণ্ড, ব্যাল (কৃষ্ণসর্প), সিংহ, পিটক, গবাক্ষ ও দিক্‌পাল সকলকে ইহার চতুর্দ্দিকে অঙ্কিত করিবে। ৫৭। দণ্ডায়মান প্রশংসিত, অচ্ছিন্ন রজ্জুযুক্ত, কুমারিকা সংযুক্ত, দৃঢ় অর্গল পাদ ও তোরণযুক্ত সহস্র-চক্ষু ইন্দ্রের চিহ্নস্বরূপ সেই ধ্বজকে রাজা উত্থাপন করিবেন। ৫৮। মঙ্গল, আশীর্ব্বাদ, প্রণাম, পটহ মৃদঙ্গ শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির মধুর শব্দ এবং

পুনঃপুনঃ পঠনশীল ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক বেদবিহিত বাক্য দ্বারা অবিরত জনগণের শব্দযুক্ত ও শুভশব্দযুক্ত কেতুকে উত্থাপিত করিবে। ৫৯। ফল, দধি, ঘৃত, লাজ, মধু ও পুষ্প সকল অগ্রহস্তে ধারণ করিয়া, মস্তক দ্বারা প্রণিপাত করিতে করিতে স্তবপাঠকারী পৌরগণকর্ত্তৃক দেবরাজের কেতু ধৃত হইলে, শক্রবধের জন্য, তদীয় অরিনগরের অগ্রভাগকে প্রজাপতি নত করাইয়া থাকেন। ৬০। যে ধ্বজ অতিদ্রুত-বিলম্বিত ও প্রকম্পন-রহিত হইবে, তাহার মাল্য, পিটক প্রভৃতি ভূষণ পতিত না হইলে, তাহার উত্থান ইষ্টকর হয়; ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার অশুভকর। নরপতির পুরোহিত শান্তি দ্বারা তাহার প্রশমন করিবেন। ৬১। মাংসাশী পক্ষী, পেচক, কপোতক, কাক ও কঙ্ক সকল কেতুস্থিত হইলে, রাজার অত্যন্ত অশান্তি ভয় হয়; চাষ পক্ষী কেতুস্থিত হইলে, যুবরাজের ভয় কথিত হয় এবং শ্যেন পক্ষী পতিত হইলে চক্ষুর্ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬২। ধ্বজ ছত্রভঙ্গ হইয়া, পতিত হইলে নৃপগণের মৃত্যু প্রকাশ করে। যদি মধুকরেরা উহাতে মধু নিলীন করে, তাহা হইলে তস্করের বৃদ্ধি হয়। উল্কা সকল ধ্বজে পতিত হইলে পুরোহিতকে এবং অশনিপাতে রাজার মহিষীকে হত হইতে হয়। ৬৩। পতাকা পতিতা হইলে রাজ্ঞীবিনাশ এবং পিটকের পতনে অবৃষ্টি হইয়া থাকে। মধ্য অগ্র ও মূলে কেতু ভঙ্গ হইলে, যথাক্রমে মন্ত্রী রাজা এবং পৌরগণকে বিনাশ করে। ৬৪। উহা ধূমাবৃত হইলে অগ্নিভয়, অন্ধকারে আবৃত হইলে মোহ এবং ভগ্ন পতিত ব্যাল দ্বারা আবৃত হইলে অমাত্যগণের অভাব হইয়া থাকে; উত্তরাদি দিকে পতিত হইলে, দ্বিজাদিগণের গ্লানি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং কুমারীগণের ভঙ্গ হইলে অসতীবধ হয়। ৬৫। রজ্জুর উৎসঙ্গ ছেদনে বালকগণের পীড়া এবং মাতৃকার ছেদনে রাজমাতার পীড়া হইয়া থাকে। বালকগণ বা চারগণ যাহা যাহা করিবে, সেইরূপ (অশুভ কার্য্য হইলে) পাপকর কিংবা (শুভ কার্য্যে) শুভকর হয়। ৬৬। উত্থিত ও অর্চ্চিত ধ্বজকে সম্যক্‌রূপে চারিদিন পূজা করিয়া, রাজা পঞ্চম দিনে প্রকৃতিগণের সহিত ইন্দ্রচিহ্নকে বিসর্জ্জন করিবেন, তাহা হইলে উহা স্ববলবৃদ্ধির কারণ

হইবে। ৬৭। উপরিচর বসু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, পরে নৃপতিগণ কর্ত্তৃক সন্তত কৃত এই বিধি যে রাজা অনুমত হইয়া করিবেন, তিনি রিপুগণ-কৃত ভয় প্রাপ্ত হইবেন না। ৬৮।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

নীরাজন।

জলধর যাঁহার নেত্রপত্র; চন্দ্র সূর্য্য যাঁহার নয়নযুগল, সেই ভগবান্ কমলনাভ চক্ষুরুন্মীলন করিলে অর্থাৎ জাগরিত হইলে তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের নীরাজন করিবে। ১। কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও অষ্টমীতে কিংবা আশ্বিন মাসে নীরাজন-সংজ্ঞিতা শান্তি করিবে। ২। নগরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে প্রশস্ত ভূমিতে প্রশস্ত-দারুময় ষোড়শ হস্ত উন্নত, দশ হস্ত বিস্তৃত একটী তোরণ করিবে। ৩। সর্জ্জ, উডুম্বরশাখা ও ককুভ বৃক্ষময় কুশবহুল শান্তি-নিকেতন হইবে। উহার দ্বারে বংশবিনির্ম্মিত মৎস্য, ধ্বজ ও চক্র বিন্যাস করিবে। ৪। শান্তিগৃহ ও অন্যান্য সকলের পুষ্টির জন্য অশ্বগণের গলদেশে প্রতিসরা মন্ত্র দ্বারা ভল্লাতক, শালিধান্য, কুড় ও সিদ্ধার্থ বন্ধন করিবে। ৫। রবি, বরুণ, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় মন্ত্র দ্বারা শান্তিগৃহে সপ্তাহ কাল তুরঙ্গগণের শান্তি করিবে। ৬। সেই অশ্বগণ পুণ্যাহ, শঙ্খ, তূর্য্যধ্বনি ও গীতধ্বনি দ্বারা বিমুক্তভয় এবং অভ্যর্চ্চিত হইলে পরুষ-বাক্যে বা অন্য প্রকারে তাড়নীয় হইবে না। ৭। অষ্টম দিন প্রাপ্ত হইলে, কুশ ও চীর দ্বারা আবৃত আত্রেয়াগ্নিকে তোরণের দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরাভিমুখে বেদীর উপরে স্থাপন করিবে। ৮। চন্দন, কুষ্ঠ, সমঙ্গা, হরিতাল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, বচ, দন্তী, অমৃত, অঞ্জন, হরিদ্রা, সুবর্ণ, পুষ্প, অগ্নিমন্থ, কটম্ভরা, ত্রায়মাণা, সহদেবী, শ্বেতবর্ণ পূর্ণকোষ নাগকুসুম, স্বগুপ্তা, শতাবরী ও সোমরাজী, এই সকল দ্রব্যসম্ভারে

কলশ সকল পূর্ণ করিয়া, প্রচুর মধু পায়স যাবক প্রভৃতি নানা প্রকার ভক্ষ্য সহিত বলি উপহার দিবে। ৯—১১। খদির, পলাশ, উদুম্বর, কাশ্মরী বা অশ্বত্থ দ্বারা যজ্ঞীয় কাষ্ঠ করিবে। স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দ্বারা স্রুক্ নির্ম্মাণ করা ভূতিপ্রার্থীদিগের কর্ত্তব্য। ১২। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবস্থিত পূর্ব্বাভিমুখ শ্রীমান্ রাজা অশ্ববৈদ্য ও দৈবজ্ঞগণ সহিত অনল সমীপে উপবেশন করিবেন। ১৩। গ্রহযজ্ঞবিধি, মহেন্দ্রকেতু এবং যাত্রার বিষয়ে, বেদী, পুরোহিত ও অনলের লক্ষণ যাহা অভিহিত হইয়াছে, এখানে তাহাই অবধারণীয়।১৪। লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ হস্তীকে স্নাত, দীক্ষিত এবং অক্ষত, শ্বেতবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, মাল্য ও ধূপ দ্বারা অভ্যর্চ্চিত করিয়া বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে করিতে, বাদ্যযন্ত্র শঙ্খ ও পুণ্যাহনিস্বন দ্বারা দিগন্ত পূরণ করিতে করিতে আশ্রম-তোরণ-মূলের সমীপে সমানয়ন করিবে। ১৫। ১৬। যদি আনীত অশ্ব দক্ষিণ-চরণ সমুৎক্ষেপণ পূর্ব্বক অবস্থান করে, তবে সেই নরেন্দ্র অচিরে বিনা যত্নে শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হন; কিন্তু অশ্ব ভীত হইলে রাজার অশুভ হয়। হস্তী ও ও অশ্বগণের পরিশেষ চেষ্টিত, যাহা যাত্রাধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা এই স্থলেও যথাযুক্তি বিচন্তনীয়। ১৭। ১৮। পুরোহিত অভিমন্ত্রণ করিয়া, অশ্বকে খাদ্য পিণ্ডদান করিলে, অশ্ব যদি তাহা আঘ্রাণ কিংবা আহার করে, তবে জয়প্রদ হয়; কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে, অশুভ কথিত হইয়াছে। ১৯। উদুম্বরের শাখা কলশজলে প্লাবিত করিয়া, নৃপ ও নাগ সমন্বিত সেনা ও অশ্বগণকে শান্তিপৌষ্টিক মন্ত্র দ্বারা পুরোহিত-ব্রাহ্মণ স্পর্শ করিবেন এবং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধির জন্য, আভিচারিক মন্ত্র দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ শান্তি করিয়া, পুরোহিত মৃণ্ময় শত্রুপ্রতিকৃতি নির্ম্মাণপূর্ব্বক শূল দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেন। ২০। ২১। পুরোহিত অভিমন্ত্রণ করিয়া, অশ্বকে খলীন প্রদান করিবেন, তৎপরে রাজা আরোহণ করিয়া, নীরাজিত ও বল সমন্বিত হইয়া, উত্তর-পূর্ব্বদিকে গমন করিবেন। ২২। তিনি—মৃদঙ্গ-শঙ্খধ্বনি ও মদক্ষরণশীল হৃষ্ট হস্তীর মদগন্ধে সুগন্ধীকৃত মারুত সেবনে হৃষ্ট হইয়া, শিরোমণি-সমূহের চঞ্চলপ্রভাচয় দ্বারা মেঘাবসানে সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত মূর্ত্তি

ধারণ করিয়া, শোধিত-গন্ধযুক্ত পবনের পশ্চাদ্বাহী পতনশীল শ্বেত চামর দ্বারা হংসাবলী-পরিশোভিত পর্ব্বতরাজবৎ কম্পমান সুন্দর মাল্য ও অম্বরধারী হইয়া শোভিত হইবেন। ২৩। ২৪। অনেক বর্ণযুক্ত মণি ও হীরক-ভূষিত মুকুট, কুণ্ডল ও অঙ্গদে অলঙ্কৃত রাজা তৎকালে বহুরত্ন-কিরণরঞ্জিত ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া, আকাশে উৎপতনশীল তুরঙ্গম, ধরাবিদারণকারী হস্তিগণ ও শত্রু-বিজয়ী নরগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া, অমরগণ-পরিবেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিবেন। ২৫। ২৬। অথবা হীরক-মুক্তাফল-ভূষিত শ্বেতমাল্য, উষ্ণীষ, বিলেপন এবং বস্ত্র-পরিধায়ী হইয়া ছত্রধারণ ও গজপৃষ্ঠে আশ্রয় করিয়া, মেঘোপরি চন্দ্রতলে স্থিত শুক্রের ন্যায় গমন করিবেন। ২৭। তৎকালে যাঁহার সৈন্য সকল আহ্লাদিত অশ্ব, হস্তী ও নরগণে পরিবৃত, নির্ম্মল প্রহরণ সকলে দীপ্তিময়, বিকারশূন্য এবং অরিপক্ষের ভয়োদ্দীপক হয়, সেই রাজা অচিরাৎ পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হন। ২৮।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

খঞ্জনদর্শন।

খঞ্জন নামক পক্ষীর প্রথম দর্শনে যে সকল ফল মুনিগণকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে, সেই সকল এক্ষণে কথিত হইতেছে। ১। স্থূল, অভ্যুন্নতকণ্ঠ ও কৃষ্ণগল খঞ্জনকে "ভদ্র" বলে; এই খঞ্জন মঙ্গলকারক এবং মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হইলে, "সম্পূর্ণ" নামক হয়; এই খঞ্জন আশাপূরক হইয়া থাকে। ২। যাহার গলদেশ কৃষ্ণবিন্দুর অন্তে শ্বেতকুসুমবর্ণযুক্ত, তাহা "রিক্ত"; উহা নিষ্ফলকর হয় এবং পীতবর্ণ খঞ্জন "গোপীত" নামক; ইহা দৃষ্ট হইলে, ক্লেশকর হয়। ৩। মধুর

সুরভিফল ও কুসুমযুক্ত তরু, পবিত্র জলাশয়, হস্তী অশ্ব ও সর্প সকলের মস্তক, প্রাসাদ, উদ্যান, হর্ম্ম্য, গো-গোষ্ঠ, সৎসমাগম ও যজ্ঞ-উৎসবগৃহ, রাজা ও দ্বিজগণ সন্নিধান, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ছত্র, ধ্বজ ও চামরাদি, স্বর্ণ শ্বেতবস্ত্র পদ্ম উৎপল পূজিত ও উপলিপ্ত সরঃসমীপ এবং দধিপাত্র ও ধান্যকূটে খঞ্জন দৃষ্ট হইলে শ্রীবিধান করিয়া থাকে। ৪—৬। খঞ্জন পঙ্কস্থিত হইলে, স্বাদু অন্নপ্রাপ্তি; গোময়-গত হইলে দুগ্ধসম্পৎ; শাদ্বলগত হইলে বস্ত্রপ্রাপ্তি এবং শকটস্থিত হইলে দেশ-বিভ্রংশ হয়। ৭। গৃহপটলে খঞ্জন অবস্থিত হইলে অর্থনাশ, রন্ধ্রে বন্ধন ও অশুচি স্থানে দৃষ্ট হইলে রোগ হয়। কিন্তু আজাবিক প্রভৃতির পৃষ্ঠে স্থিত হইলে, শীঘ্র প্রিয়সঙ্গম আবহন করিয়া থাকে। ৮। মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, অস্থি, শ্মশান, গৃহকোণ, শর্করা, পর্ব্বত, প্রাকার, ভস্ম ও কেশে স্থিত হইলে, অশুভকর ও মরণ-ভয়-প্রদ হয়। ৯। পক্ষদ্বয়-সঞ্চালনকারী খঞ্জন শুভকর; কিন্তু নদী-সংস্থিত হইয়া জল-পানকারী হইলে, শুভকর হয়। খঞ্জন সূর্য্যোদয় কালে প্রশস্ত এবং অস্তকালে ইষ্ট ফল প্রদানে বিরত হয়। ১০। নীরাজন নিবৃত্ত হইলে, যে দিগভিমুখে গমনশীল খঞ্জন দৃষ্ট হয়, রাজা সেই দিগভিমুখে গমন করিলে, শীঘ্রই তাঁহার শত্রুগণ বশীভূত হয়। ১১। যে স্থানে খঞ্জন মৈথুন প্রাপ্ত হয়, তথায় নিধিলাভ হইয়া থাকে। যথায় বমন করে, তাহার তলে কাচ থাকে এবং যথায় বিষ্ঠাত্যাগ করে, তথায় অঙ্গার থাকে। এই কৌতুক অপনয়ন করিবার জন্য, মৃত্তিকা খনন করা কর্ত্তব্য। ১২। মৃত, বিকল, বিভিন্ন বা রোগযুক্ত খঞ্জনপক্ষী স্বীয় শরীরানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং আকাশে অভিনিলীয়মান হইলে, ধনকর ও বন্ধুসমাগম-প্রদ হয়। ১৩। নৃপতিও শুভপ্রদেশে শুভ-খঞ্জন অবলোকন করিয়া, সুরভি কুসুম ও ধূপযুক্ত, শুভ ও অভিনন্দিত অর্ঘ্য ভূমিতলে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি পাইবে। ১৪। দ্বিজ, গুরু, সাধু ও সুরগণের অর্চ্চনে রত নৃপতি, অশুভ খঞ্জন দর্শন করিয়াও, যদি সপ্তাহ কাল মাংস ভোজন না করেন, তাহা হইলে, অশুভ ফল প্রাপ্ত হন না। ১৫।

প্রথম খঞ্জন দর্শনের ফল এক বৎসর মধ্যে ঘটিবে, কিন্তু যদি এই সময়ের মধ্যে পুনরায় খঞ্জন দর্শন ঘটে, তাহা হইলে সেই দিনেই সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাহার ফল ফলে। পরন্তু পণ্ডিতগণ খঞ্জন-দর্শন সম্বন্ধে ফলাফল সকল দিক্, স্থান, মূর্ত্তি, লগ্ন, নক্ষত্র ও শান্ত-দীপ্তাদি দিক্ প্রভৃতি জানিয়া নির্ণয় করিবেন। ১৬।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

উৎপাতলক্ষণ।

মহর্ষি গর্গ যে সকল উৎপাত অত্রিকে বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। প্রকৃতির অন্যথা-ঘটনই উৎপাত,—ইহাই ইহার সঙ্ক্ষেপ।১। মনুষ্যগণের অহিতাচরণ দ্বারা পাপ-সঞ্চয় হেতু উপসর্গ হয়;—দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম উৎপাত সকল তাহার সম্যক্‌রূপে সূচনা করিয়া থাকে। ২। মনুষ্যগণের অপব্যবহার হেতু দেবতাগণ বিরক্ত হইয়া, এই সকল উৎপাতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন;—তাহার প্রতিবিধান হেতু রাজ্য মধ্যে রাজা শান্তি প্রয়োগ করিবেন। ৩। গ্রহ-নক্ষত্র সম্বন্ধীয় বিকৃতি, উল্কা, নির্ঘাত, পবন ও পরিবেষ সকল—দিব্য-উৎপাত। গন্ধর্ব্ব-পুর, ইন্দ্রধনুঃ প্রভৃতি—আন্তরীক্ষ বলিয়া উক্ত হয়। ৪। চরস্থিরাদি পদার্থজাত উৎপাত—ভৌম বলিয়া খ্যাত; তাহা শান্তি দ্বারা আহত হইলে, প্রশমিত হয়। কেহ বলেন,—আন্তরীক্ষ উৎপাত শান্তি দ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয় এবং দিব্য উৎপাত কখনই উপশমিত হয় না। ৫। কিন্তু রুদ্রায়তন ভূমিতে গোদোহন ও কোটিহোম করিলে এবং প্রভূত স্বর্ণ, অন্ন, গো ও মহী দান করিলে, দিব্য-উৎপাতও শান্ত হয়। ৬। নৃপতির স্বীয় দেহ, পুত্র, কোশ, বাহন, পুর, দারা, পুরোহিত এবং লোকসকলে অষ্টপ্রকারে পরিকল্পিত দৈব-উৎপাত পাকপ্রাপ্ত

হইয়া থাকে। ৭। শিবলিঙ্গ, দেবপ্রতিমা বা পবিত্র গৃহের যদি অনিমিত্ত ভঙ্গ, চলন, স্বেদ, অশ্রুনিপাত ও জল্পনা প্রভৃতি ঘটে, তবে নরপতি ও দেশের নাশ হয়। ৮। দেবতাগণের যাত্রাকালে যদি শকট, অক্ষ, চক্র, যুগ ও কেতুর ভঙ্গ বা পতন, সম্যক্ পরিবর্ত্তন, বিনাশ, বা মিলন হয়, তবে দেশ ও নৃপের শুভ হয় না। ৯। ঋষি, ধর্ম্ম, পিতা ও ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বিকৃতি দ্বিজগণের এবং রুদ্র ও লোকপাল হইতে জাত বিকৃতি পশুগণের অনিষ্টকারক। ১০। বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিগ্রহ হইতে জাত (তদাকৃতি) উৎপাত পুরোহিতগণের; বিষ্ণুজাত উৎপাত লোক সকলের এবং স্কন্দ ও বিশাখ-সমুত্থিত উৎপাত মাণ্ডলিক রাজগণেব অনিষ্ট করিয়া থাকে। ১১। বেদব্যাসের উৎপাতে মন্ত্রী, গণেশজে সেনাপতি এবং বিশ্বকর্ম্মা ও ধাতা হইতে উৎপন্ন হইলে, বৈকৃতগণ লোকাভাবের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ১২। দেব-কুমার, দেবকুমারী, দেববনিতা ও দেবদূত সকলে যে বৈকৃত হয়-তাহা নরপতির কুমার, কুমারিকা, স্ত্রী ও পরিজনগণের উপরি ফলিত এবং রক্ষ, পিশাচ, গুহ্যক ও নাগগণের অনিষ্টকারক হয়। অষ্টমাসে বৈকৃত সকলের ফলপাক হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। ১৩। ১৪। পুরোহিত দেববিকার জানিয়া, ত্রিরাত্র উপবাস পূর্ব্বক স্নাত ও শুচি হইয়া, স্নানীয়, কুসুম, অনুলেপন ও বস্ত্র দ্বারা প্রতিমার অভ্যর্চ্চনা করিবেন; মধুপর্ক, ভক্ষ্য ও পূজোপহার দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিবেন এবং তল্লিঙ্গ মন্ত্র দ্বারা বিধিবৎ স্থালীপাক ও হোম করিবেন। ১৫। ১৬। যে ভূপতিগণ কর্ত্তৃক এই দেববিকারে দ্বিজ ও দেবগণের সেবা, গীত, নৃত্যোৎসব এবং দক্ষিণাসমন্বিতা শান্তি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত প্রযুক্ত হয়, তাঁহাদের পক্ষে এই পাপপাক রুদ্ধ হয়। ১৭।

(ইতি লিঙ্গবৈকৃত)

যাঁহার রাজ্যে অগ্নিহীন দ্রব্য প্রদীপ্ত হয় ও ইন্ধনবান্ অগ্নি দীপ্তি প্রদান করে না, সেই রাজ্যসমন্বিত রাজার পীড়া হইবে, ইহাই জ্ঞাতব্য। ১৮। জল, মাংস এবং আর্দ্র দ্রব্য জ্বলিত হইলে, নৃপতি গণের বধ; প্রহরণ-চিহ্নে প্রচণ্ড যুদ্ধ এবং সৈন্য, গ্রাম ও পুর সকলে

অগ্নির নাশে ভয় হয়। ১৯। প্রাসাদ, ভবন, তোরণ, কেতু প্রভৃতি অনল বা বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক দগ্ধ হইলে, নিয়মবশে ষণ্মাসমধ্যে পরচক্রের আগমন হইয়া থাকে। ২০। অনগ্নি-সম্ভূত ধূম এবং দিবসজাত রজঃ ও তম মহাভয়প্রদ হয়। নিশাকালে বিগতমেঘ আকাশে নক্ষত্রনাশ বা দিবসে নক্ষত্রদর্শন দোষকর হয়। ২১। অগ্নি ভয়ঙ্কর হইলে নগর, চতুষ্পাদ, অণ্ডজ ও মনুষ্যগণের পক্ষে ভয়ঙ্কর বলিয়া কথিত হয় এবং শয্যা, অম্বর এবং কেশগত ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দ্বারা মৃত্যুই ব্যক্ত হইয়া থাকে। ২২। আয়ুধ সকলের জ্বলন বা গমনজনিত শব্দ, কিংবা কোশ হইতে নির্গমন, কম্পন অথবা যদি আয়ুধে অপর বিকৃতি সকল লক্ষিত হয়, তাহা হইলে, শীঘ্রই রাজ্য প্রচণ্ড রণসঙ্কুল হইবে। ২৩। ক্ষীরবৃক্ষজাত সমিধ্, সর্ষপ এবং ঘৃত দ্বারা অগ্নিমন্ত্রে হোম্ করিবে এবং ইহাতে ব্রাহ্মণকে স্বর্ণদান করিবে; ইহাই অগ্ন্যাদি বিকৃতির শান্তি। ২৪।

(ইতি অগ্নিবৈকৃত।)

অকস্মাৎ বৃক্ষগণের শাখাভঙ্গ হইলে, রণোদ্যম হয়। বৃক্ষগণ হাস্য করিলে দেশধ্বংস এবং রোদন করিলে, ব্যাধিবাহুল্য হইয়া থাকে। ২৫। অন্য ঋতুতে, অন্য ঋতুর পুষ্পাদি হইলে, রাষ্ট্রবিভেদ; বাল বৃক্ষ অতীব কুসুমিত হইলে, বালকবধ এবং বৃক্ষ হইতে ক্ষীরস্রাব হইলে, সর্ব্ব দ্রব্যের ক্ষয় হয়। ২৬। বৃক্ষ হইতে মদ্য নিঃসৃত হইলে, বাহন-নাশ; শোণিত নিঃসৃত হইলে সংগ্রাম; মধু নিঃসৃত হইলে রোগ; স্নেহ (তৈল) নিঃসৃত হইলে দুর্ভিক্ষভয় এবং সলিল নিঃসৃত হইলে মহৎ ভয় হয়। ২৭। অঙ্কুর শুষ্ক হইলে, বীর্য্য ও অন্নের সম্যক্‌রূপ ক্ষয়, তাহার শোষণে রোগবিহীনগণের ক্ষয় হয় এবং স্বয়ং উত্থিত হইলে, পতিতগণের দৈবজনিত ভয় হইয়া থাকে। ২৮। অন্য ঋতুতে পূজিত বৃক্ষে কুসুম ও ফল হইলে, নৃপবধের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় এবং ইহাতে জ্বালা (শিখা) অথবা ধূম থাকিলে, নৃপবধের কারণ হইবে। ২৯। বৃক্ষ চলনশীল কিংবা জল্পনাশীল হইলেও, জনগণের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় নির্দ্দিষ্ট হয়। বৃক্ষগণের বিকৃতিতে দশমাসে ফল-বিপাক

হয়।৩০। মালা, গন্ধ, ধূপ ও বস্ত্র দ্বারা বৃক্ষের পূজা করত তদুপরি ছত্র ধারণ করিবে এবং শিব গঠন করিয়া রুদ্রজপ ও "রুদ্রেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গ হোম করিবে।৩১। তরুকৃত বিকৃতিতে ভূপতি—ঘৃতযুক্ত পায়স এবং মধু দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবেন; ইহার দক্ষিণা ভূমিদান। এইরূপ বিধি মহর্ষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।৩২।

(ইতি বৃক্ষবৈকৃত।)

পদ্ম এবং যব প্রভৃতির এক নালে দুই বা তিনটীর উৎপত্তি বা যমল কুসুম ও ফল জন্মিলে, তাহার অধিপতিগণের মরণ প্রকাশ করিয়া থাকে।৩৩। যদি এক বৃক্ষে শস্য সকলের অতি বৃদ্ধি এবং নানাবিধ ফল কুসুমের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে, নিয়মবশে নিশ্চয়ই পরচক্রাগম হইবে।৩৪। যখন তিলের অর্দ্ধভাগে তৈল হয় কিংবা তিলে অতৈলতা হয়, তখন অন্নের বিরসত্ব এবং সুমহৎ ভয় উপস্থিত হয়।৩৫। বিকৃত কুসুম অথবা ফলকে গ্রাম বা পুরের বাহিরে স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য। ইহার শান্তিতে সৌম্য নামক চরু করিবে এবং পশু নির্ব্বাপণ করিবে।৩৬। শস্যে বিকৃতি দর্শন করিলে প্রথমে সেই ক্ষেত্র দ্বিজগণকে দান করিবে, পরে তাহার মধ্যে ভৌম চরু করিলে, তজ্জাত দোষ সকল আর প্রাপ্ত হইতে হয় না।৩৭।

(ইতি শস্যবৈকৃত।)

অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টিতে পরচক্রাগম ও ক্ষুদ্ভয়, ভিন্ন ঋতুজাত বৃষ্টিতে রোগ এবং বিনা মেঘে বৃষ্টি হইলে, নৃপবধ হইয়া থাকে।৩৮। শীত ও উষ্ণের ব্যতিক্রম হইলে, ঋতু সকল সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত না হইলে ষণ্মাস পর্য্যন্ত দৈবভয়, রাষ্ট্রভয় ও রোগভয় হইয়া থাকে।৩৯। অন্য ঋতুতে সপ্তাহ কাল অবিচ্ছেদ বর্ষণে, প্রধান নৃপতির মৃত্যু; রক্তবর্ষণে, শস্ত্রোদ্যোগ এবং মাংস অস্থি বসাদি-বর্ষণে, মরক হইয়া থাকে।৪০। ধান্য, হিরণ্য, ত্বক্‌, ফল ও কুসুম প্রভৃতি বৃষ্ট হইলে, ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যে নগরে অঙ্গার ও পাংশুবর্ষণ হইবে, সেই নগর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।৪১। বিনা মেঘে করকাপাত বা

বিকৃত প্রাণী বৃষ্টি হইলে অথবা অতিবৃষ্টিতে ছিদ্র (কুত্রাপি অনাবৃষ্টি) হইলে শস্য সকলের ঈতিভয় হয়। ৪২। ক্ষীর, ঘৃত, মধু বা উষ্ণ-জল-বর্ষণে দেশ-বিনাশ এবং রুধির-বর্ষণে নৃপযুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। ৪৩। যদি বিমল সূর্য্যে ছায়া দৃষ্ট না হয়, অথবা বিপরীত ছায়া দৃষ্ট হয়, তখন দেশের সুমহাভয় উপস্থিত—ইহা বিনির্দ্দেশ-যোগ্য। ৪৪। যখন দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মেঘবিহীন আকাশে, পূর্ব্ব বা পশ্চিমদিকে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তখন সুমহৎ ক্ষুদ্ভয় হইয়া থাকে। ৪৫। বৃষ্টিবিকার-কালে সূর্য্য, চন্দ্র, মেঘ ও সমীরণের যজ্ঞ করিবে। তখন ধান্য, অন্ন, গোরু ও কাঞ্চন দক্ষিণা দিলে পাপ শান্তি হইবে। ৪৬।

(ইতি বৃষ্টিবৈকৃত।)

নদীগণের নগর হইতে অপসর্পণ হইলে বা নগরস্থ অন্য অশোষ্য হ্রদাদির শোষণ হইলে অচিরে নগরকে শূন্য করে। ৪৭। নদী সকল যদি স্নেহ, রক্ত বা মাংস বহন করে, কলুষসংযুক্ত হয় বা প্রতীপগামিনী হয়, তবে ষণ্মাস মধ্যে পরচক্রের আগমন প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৮। কূপমধ্যে জ্বালা, ধূম, ক্বাথ দৃষ্ট হইলে বা রোদনধ্বনি, গীত ও জল্পনাশব্দ শ্রুত হইলে উহা লোকনাশের কারণরূপে প্রদিষ্ট হয়। ৪৯। অখাতে তোয়োৎপত্তি এবং জলের গন্ধ ও রসের বিপর্য্যয় কিংবা জলাশয়-বিকৃতি হইলে, মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। তাহাতে এইরূপ শান্তি কর্ত্তব্য,—জলবিকারে বারুণ মন্ত্রে বরুণের পূজা এবং উক্ত মন্ত্র দ্বারা জপ ও হোম কর্ত্তব্য; এইরূপে এই পাপ শান্তি প্রাপ্ত হয়। ৫১।

(ইতি জলবৈকৃত।)

স্ত্রীগণের প্রসব-বিকার হইলে বা দুই, তিন কিংবা চারিটী সন্তান প্রসূত হইলে, অথবা হীনাতিরিক্ত কালে প্রসূত হইলে, দেশ ও কুলের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় হয়। ৫২। বড়বা, উষ্ট্রী, মহিষী, গবী ও হস্তিনীর যমল সন্তান উদ্ভূত হইলে, ইহাদের মরণ হয়। ষণ্মাস পরে প্রসব-বৈকৃতের ফল হইয়া থাকে এবং ইহার শান্তিজন্য শ্লোকদ্বয় গর্গ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে,—"হিতার্থিগণ সেই নারীগণকে অপরকে দান করিবেন। দ্বিজগণকে কামনানুরূপ তৃপ্ত করিবেন এবং ইহাতে এইরূপ

শান্তি করাইবেন। চতুষ্পাদ সকলকে পরভূমিতে স্বদল হইতে পরিত্যাগ করিবেন; অন্যথা নগর, স্বামী ও স্বীয় দলকে বিনাশ করে।” ৫৩—৫৫।

(ইতি প্রসববৈকৃত।)

তির্য্যক্ জাতিগণের পরযোনিতে অভিগমন অমঙ্গলকর হয়। কিংবা ধেনুগণ বা বৃষদ্বয় যদি পরস্পর পান (স্তন্যপান) করে অথবা কুকুর যদি গোবৎসের সহিত ঐরূপ পান করে, তবে অসাধুকর হয়। ৫৬। তাহাতে তিন মাসে নিঃসংশয় পরাগমন হইয়া থাকে। তাহার প্রতিঘাতের জন্য গর্গ কর্ত্তৃক এই শ্লোকদ্বয় শান্তিকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—“তাহা ত্যাগ, নির্ব্বাসন বা দান করিলে, শীঘ্র শুভ হয়। ইহাতে ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিবে এবং জপ ও হোম করাইবে। পুরোহিত প্রাজাপত্য মন্ত্রে স্থালীপাক ও পশু দ্বারা ধাতাকে যজন করিবেন এবং বহু অন্নদক্ষিণা দান করিবেন।” ৫৭—৫৯।

(ইতি চতুষ্পাদবৈকৃত।)

যদি বাহনবিহীন যান স্বয়ং গমন করে কিংবা বাহনযুক্ত যান গমন না করে এবং চক্রের সাদভঙ্গ হয়, তবে রাষ্ট্রভয় হয়। ৬০। অভিহত না হইয়াও তূর্য্যের ধ্বনি হইলে, কিংবা তাড়িত তূর্য্যের শব্দ না হইলে, অথবা তাহাতে ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ নানাবিধ শব্দ হইলে পরাগম বা নৃপতিমরণ হয়। ৬১। যখন আকাশে গীতধ্বনি, তূর্য্যনাদ কিংবা চরস্থিরান্যত্ব (কর্কটাদি রাশির অন্যথা-ঘটন) হয়, তখন রোগ বা মৃত্যু হইয়া থাকে। তূর্য্যধ্বনি স্বরহীন হইলে, পরপরাজয় হয়। ৬২। গোরু ও লাঙ্গল যুগলের হঠাৎ সঙ্গ হইলে, দর্ব্বী, শূর্প প্রভৃতি উপস্কর সকলের বিকার হইলে ও শৃগালরবে শস্ত্র ভয় হয়। ইহার শান্তিতে মুনিবাক্য এইরূপ;—“এই বায়ব্যবিকারে রাজা শক্তু দ্বারা বায়ুর অর্চ্চনা করিবেন; প্রযত দ্বিজগণ দ্বারা “আ বায়োঃ” এই ঋক্‌পঞ্চক জপ করাইবেন; পরমান্ন ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিবেন এবং প্রযত্ন সহকারে বহু অন্ন দক্ষিণা ও হোম করাইবেন”। ৬৩—৬৫।

(ইতি বায়ব্যবৈকৃত।)

গৃহ পালিত পক্ষিগণ বনচর হইলে, বন্য পক্ষিগণ নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলে, দিবাচরগণ রাত্রিতে অথবা রাত্রিচরগণ দিবসে বিচরণ করিলে, সন্ধ্যাদ্বয়ে মৃগ ও বিহঙ্গগণ মণ্ডলাবদ্ধ হইলে, অথবা তাহারা সংহৃত হইয়া দীপ্তদিকে চীৎকার করিলে, ভয় হয়। ৬৬।৬৭। কুক্কুরগণ যদি রোদন করিতে করিতে দ্বারে অবস্থান করে, দীপ্তদিঙ্মুখ শৃগাল-গণ শব্দ করিতে থাকে, কপোত বা পেচক যদি রাজভবনে প্রবেশ করে, অথবা প্রদোষ সময়ে কুক্কুটরব হইলে, হেমন্তাদি ঋতুতে কোকিলের আলাপ হইলে বা আকাশে শ্যেনাদি পক্ষিগণের প্রতিলোম মণ্ডলে বিচরণ ঘটিলে ভয়প্রদ হয়। ৬৮। ৬৯। গৃহে, চৈত্যবৃক্ষে, তোরণে ও দ্বারে পক্ষি-সমূহের সম্পাত হইলে এবং মধু, বল্মীক ও পদ্মসম্ভূত পদার্থ নিপতিত হইলে, নাশের কারণ হয়। ৭০। কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক অস্থি ও শবের অবয়ব গৃহমধ্যে প্রবেশন, মরকের কারণ। পশুর শস্ত্রব্যবহারে নৃপতির মৃত্যু হয়। ইহাতে শান্তির জন্য মুনিবাক্য এই,—"মৃগ-পক্ষি-বিকারে দক্ষিণা সহিত হোম করিবে, পঞ্চসংখ্যক ব্রাহ্মণ দ্বারা "দেবাঃ কপোত" এই মন্ত্র জপ করাইবে এবং "সু দেবাঃ" এই মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণা দিয়া শাকুনসূক্ত জপ করিবে অথবা "মনোবেদশিরাংসি" মন্ত্র জপ করিবে"। ৭১—৭৩।

(ইতি মৃগপক্ষিবৈকৃত।)

ইন্দ্রধ্বজ, ইন্দ্রকীল, স্তম্ভ, দ্বার, কপাট, তোরণ ও কেতু সকলের ভঙ্গ বা পতন হইলে, নরপতির মরণ হইয়া থাকে। ৭৪। সন্ধ্যাদ্বয়ের দীপ্তি বা অগ্নিবর্জ্জিত কাননে ধূমোৎপত্তি অথবা ছিদ্রাভাবে ভূমির বিদারণ ও কম্পন ভয়-প্রদ হয়। ৭৫। যে দেশের রাজা—পাষণ্ড ও নাস্তিকগণের ভক্ত, সাধু-আচরণহীন, ক্রুদ্ধস্বভাব, ক্রূর, ঈর্ষাশীল ও বিগ্রহাসক্তচিত্ত হন, সেই দেশের বিনাশ হইয়া থাকে। ৭৬। যখন আয়ুধ, কাষ্ঠ, প্রস্তর হস্তে বালকগণ "প্রহার কর, হরণ কর, ছেদন কর, ভেদন কর" এইরূপ বলিতে বলিতে পরস্পর প্রহার করে, তখন আশু ভয় উপস্থিত হইবে। ৭৭। অঙ্গার গৈরিকাদি দ্বারা বিকৃত প্রেতাভিলেখন অথবা বিনাশ কালে নায়ক চিত্রিত হয়, তথায় অচির

ক্ষয় হয়। ৭৮। যে গৃহ, লূতাসূত্র-চিত্রিত অঙ্গে বহুবর্ণবিশিষ্ট, সন্ধ্যাদ্বয়ে অপূজিত, কলহযুক্ত এবং নিত্য অশুচি স্ত্রীযুক্ত হয়, তাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ৭৯। রাক্ষস দৃষ্ট হইলে, শীঘ্র চতুর্দ্দিকে মরক নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রতিঘাতের জন্য, গর্গ মুনি এইরূপ শান্তি বিধান করিয়াছিলেন;—"সুমহৎ ভোজ্য ও বলি-সমূহ প্রদানরূপ মহা-শান্তি এবং মাহেন্দ্রী মন্ত্র সকল দ্বারা মহেন্দ্রকে সম্যক্‌রূপে অর্চ্চনা করিবে"। ৮০। ৮১।

(ইতি শক্রধ্বজেন্দ্রকীলাদিবৈকৃত।)

নরপতি ও দেশের বিনাশে, কেতুর উদয়ে অথবা চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণে স্বঋতুজাত উৎপাতোৎপত্তি দোষের কারণ নহে। ৮২। যে সকল উৎপাত দোষ উৎপাদন করে না, এই ঋষিপুত্রকৃত সমাসোক্ত শ্লোকে তাহাদিগকে ঋতুস্বভাবকৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—"বজ্র, অশনি (বিদ্যুৎ বিশেষ), ভূমিকম্প, সন্ধ্যা, নির্ঘাতশব্দ, পরিবেষ, রজঃ, ধূম, অস্ত ও উদয়কালে সূর্য্যের রক্তবর্ণ ধারণ, দ্রুম হইতে অন্ন রস স্নেহ বহু পুষ্প ও ফলের উদ্ভব এবং গো ও পক্ষিগণের মদবৃদ্ধি—চৈত্র ও বৈশাখ মাসে মঙ্গলের কারণ। ৮৩—৮৫। তারা ও উল্কাপাত জনিত কলুষ, চন্দ্র ও সূর্য্যের কপিলমণ্ডল, অগ্নিবর্জ্জিত জ্বলনস্ফোটন, ধূম, রেণু এবং বায়ু দ্বারা আহুতি, রক্তপদ্মের ন্যায় লোহিতবর্ণ সন্ধ্যাকাল বা বিচলিত অর্ণবোপম আকাশ এবং সরিতের জলশোষণ; গ্রীষ্মকালে দর্শন করিলে, শুভফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ৮৬। ৮৭। ইন্দ্রধনু, পরিবেষ, বিদ্যুৎ, শুষ্কবিরোহণ, পৃথিবীর কম্পন ও উদ্বর্ত্তনজনিত বৈকৃত, শব্দ, দারণ (বিদীর্ণ হওয়া), সরোবর নদী ও কূপ সকলের বৃদ্ধি বা কূলোপরি তরণ ও জলপ্লব, পর্ব্বত ও গৃহ সকলের চলন বর্ষাকালে ভয়াবহ নহে। ৮৮। ৮৯। দিব্য স্ত্রী, 'ভূত,' গন্ধর্ব্ব, বিমান ও অদ্ভুতদর্শন, দিবা-ভাগে আকাশে গ্রহ নক্ষত্র তারাগণের দর্শন, বন ও পর্ব্বতসানুপ্রদেশে গীত-বাদ্য-যন্ত্রধ্বনি, শস্য সকলের বৃদ্ধি এবং জলের হানি হইলে, শরৎ-কালে শুভকর বলিয়া খ্যাত। ৯০। ৯১। বায়ু এবং তুষারের শীতত্ব, মৃগ ও পক্ষিগণের শব্দকরণ, রক্ষ যক্ষাদি প্রাণিগণের দর্শন, দৈববাণী,

ধূম বা অন্ধকারে আকাশ বন পর্ব্বত ও দিক্ সকলের আচ্ছাদন, উচ্চৈ সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমন, হেমন্তে শুভকর বলিয়া খ্যাত। ১২। ১৩। হিমপতন, বাতোৎপাত, বিরূপ ও অদ্ভুতদর্শন, কৃষ্ণাঞ্জনসদৃশ আকাশ, তারা ও উল্কাপাত দ্বারা বিচিত্রবর্ণ, গো অজ অশ্ব মৃগ পক্ষ, ও স্ত্রী সকলে বিচিত্রগর্ভের উদ্ভব এবং পত্র লতা ও অঙ্কুরের বিকার, শিশির ঋতুতে শুভপ্রদ হয়। ১৪। ১৫। এই ঋতুস্বভাবজাত বৈকৃত সকল স্বঋতুতে দৃষ্ট হইলে, শুভপ্রদ হয়; অন্য ঋতুতে উৎপাত সকল দৃষ্ট হইলে, তাহারা অত্যন্ত দারুণ হইয়া থাকে। ১৬। উন্মত্তগণের গীত গাথা, শিশুগণবাক্য এবং যাহা স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক কথিত, তাহার ব্যতিক্রম হয় না। ১৭। সত্যস্বরূপা অপ্রেরিতা বাক্রূপিণী এই সরস্বতী পূর্ব্বে দেব সকলে বিচরণ করিতেন; পরে মনুষ্যগণকে প্রাপ্ত হন"। ১৮। যে দৈবজ্ঞ গণিতজ্ঞানে অজ্ঞ, তিনিও যদি উৎপাত সকল উত্তমরূপে জ্ঞান করিতে পারেন, তবে বিখ্যাত ও নরেন্দ্রবল্লভ হন। এই সেই মুনিবচন-রহস্য উক্ত হইল, ইহা জানিয়া, মনুষ্য ত্রিকালদর্শী হইতে পারেন। ১৯।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ময়ূরচিত্রক।

গ্রহচার, সমাগম, যুদ্ধ ও বীথি প্রভৃতিতে প্রায়শ; দিব্য ও আন্তরীক্ষ বিষয়াশ্রয়ী শুভাশুভ ফল সকল আমাকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। ১। বরাহমিহিরের পক্ষে এই সকল বিষয়ের পুনঃপুনঃ করণ যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ তিনি সংক্ষেপকারী, ইহাই তাঁহার দোষ। কিন্তু এই ফলপ্রদ ময়ূরচিত্রক নামক শ্রেষ্ঠ অঙ্গ প্রণয়ণ করিলে ময়ূরচিত্রক-জ্ঞানী পণ্ডিতগণের নিকট কিছুমাত্র নিন্দা হইবে না। ২। পূর্ব্বে (মেঘের বিষয়ে)

যে সকল বিষয় উক্ত হইয়াছে, ইহাই ময়ূরচিত্রকের স্বরূপ; সুতরাং আমি তাহার আর উল্লেখ করিব না; কিন্তু উল্লেখ না করিলেও নিন্দা ঘুচিবে না। ৩। গ্রহগণ যদি উত্তরমার্গে গমন করেন ও জ্যোতিষ্মান্ হন, তবে ক্ষেম, সুভিক্ষ ও মঙ্গল হয়। দক্ষিণমার্গগত ও হীনজ্যোতি হইলে ক্ষুদ্ভয়, তস্করভয় ও মৃত্যুকারক হইয়া থাকেন। ৪। শুক্রগ্রহ কোষ্ঠাগারগত হইলে এবং বৃহস্পতি পুষ্যানক্ষত্রে অবস্থিত হইলে রাজগণ শত্রুশূন্য হন এবং প্রজা সকল সুখী, আহ্লাদিত ও রোগ-শূন্য হয়। ৫। যদি সূর্য্যভিন্ন গ্রহগণ কৃত্তিকা, মঘা, রোহিণী, শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্রকে পীড়িত করে, তবে অনীতি দ্বারা পশ্চিমদিক্ নিপীড়িত হয়। ৬। গ্রহগণ সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বদিকে যদি ধ্বজের ন্যায় অবস্থিত হয়, তবে পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী রাজগণের যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে। যদি আকাশের মধ্যভাগে ঐরূপ হয়, তবে মধ্যদেশের পীড়া হয়; কিন্তু গ্রহগণ রূক্ষ বা মনোহর ও কিরণান্বিত হইলে মধ্যদেশের পীড়া হয় না। ৭। গ্রহগণ যদি দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করে, তবে দক্ষিণা-পথ ও মেঘ সকলের ক্ষয় হয়। ঐ সময়ে গ্রহগণ যদি হীনতনু ও রূক্ষদেহ হয়, তবে বিগ্রহ ঘটে; কিন্তু স্থূলদেহ ও কিরণান্বিত হইলে শুভ হয়। ৮। তাহারা উত্তরমার্গে স্পষ্ট কিরণসম্পন্ন হইলে, তত্রত্য নৃপতি-গণের শান্তিকর হয় এবং হ্রস্বশরীর ও ভস্মসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট হইলে, দেশ ও নৃপতিগণের দোষকর হয়। ৯। যদি গ্রহ ও নক্ষত্রগণের তারকা সকল ধূমশিখা ও বিস্ফুলিঙ্গযুক্ত হয় বা অকারণ আলোক প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ভূপতির সহিত সমস্ত লোক ধ্বংস হয়। ১০। যখন আকাশে দুইটী চন্দ্র দীপ্তি পায়, তখন দ্বিজগণের শুভ অতীব বৃদ্ধি হয়। দুইটী সূর্য্য দৃষ্ট হইলে ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধ হয় এবং তিন চারি প্রভৃতি বহু সূর্য্যের উদয়ে জগতে প্রলয় হয়। ১১। শিখী অর্থাৎ কেতু যদি সপ্তর্ষিমণ্ডল, অভিজিৎ, ধ্রুব ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে সংস্পর্শ করে, তবে ঘনবিনাশ, কুশলকর্ম্ম-হানি এবং শোকপ্রদ হয়। যদি অশ্লেষা নক্ষত্রকে স্পর্শ করে, তবে নিশ্চিতই বৃষ্টিনাশ ও বালকা-কুল জনপদ বিদ্রুত হইয়া শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ১২। শনি

পূর্ব্বদ্বার অর্থাৎ কৃত্তিকাদি সপ্ত নক্ষত্রে বিচরণশীল হইয়া বক্রী হইলে, দুর্ভিক্ষ, উগ্রভয়, মিত্রগণের বিরোধ ও অবৃষ্টি করিয়া থাকে। ১৩। যদি শনি, কেতু কিংবা মঙ্গল রোহিণীশকট ভেদ করে, তাহা হইলে, সমস্ত জগৎ যে প্রকারে অনিষ্টসাগরে সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা আর কি বলিব? ১৪। যখন শিখী সতত উদিত হয়, কিংবা অশেষ নক্ষত্রচক্রে বিচরণ করে, তখন চরাচর জগৎ পূর্ব্বকৃত অশুভ ফল সকল অনুভব করে। ১৫। ধনুর ন্যায় আকার-বান্ চন্দ্রমা রূক্ষ ও রুধিরসদৃশ হইলে, ক্ষুধা ও ভয়োৎপাদক হয় এবং এই চন্দ্রের জ্যা যেদিকে থাকে, তথায় বলোদ্যোগ ও জয় প্রকাশ করে। চন্দ্র নিম্নশৃঙ্গ হইলে, শস্যের ও গো-সমূহের নিধন করিয়া থাকে; এবং শিখা ও ধূম বিস্তার করিলে, নৃপতি-মরণের কারণ হয়। ১৬। স্নিগ্ধ, স্থূল, সমান-শৃঙ্গবিশিষ্ট, বিশাল ও উন্নত চন্দ্র উত্তরদিকে নাগবীথিতে বিচরণ করিলে যদি অশুভগ্রহ দ্বারা বিপ্রযুক্ত ও শুক্রগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তবে লোকগণের অতীব আনন্দ বিধান করেন। ১৭। শশাঙ্ক যদি মঘা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও চিত্রা নক্ষত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষিণে যুক্ত হন, তবে শুভ ফল হয় না; যদি উত্তর দিক্‌চারী বা মধ্যগত হন, তাহা হইলে, হিতকারী হন। ১৮। সূর্য্যের উদয় বা অস্তকালে যে মেঘরেখা থাকে, তাহাই "পরিঘ" নামে খ্যাত। উহা তির্য্যক্‌-ভাবাপন্ন হইলে "পরিধি"; সূর্য্যানুরূপ বস্তু "প্রতিসূর্য্য" এবং ইন্দ্রচাপতুল্য ঋজু মেঘকে "দণ্ড" কহে। সূর্য্যের দীর্ঘ রশ্মিকে "অমোঘ" বলে; ঋজু ইন্দ্রচাপকে "রোহিত" বলে এবং ঋজু-দীর্ঘ ইন্দ্রচাপকে "ঐরাবত" বলে। ১৯। ২০। সূর্য্যের অর্দ্ধ অস্তগমন হইতে যতক্ষণ তারকা সকল প্রকাশিত না হয় এবং তেজঃপরিহানির প্রারম্ভ হইতে যে পর্য্যন্ত ভানুর অর্দ্ধোদয় হয়, তাবৎকাল সন্ধ্যা বলিয়া অভিহিত। ২১। সেই সন্ধ্যাকালে এই সকল চিহ্ন দ্বারা শুভাশুভ ফল কথনীয়। এই সমস্তই স্নিগ্ধ হইলে, সদ্য বর্ষণ এবং রূক্ষ হইলে, ভয় হইয়া থাকে। ২২। অচ্ছিন্ন পরিঘ, বিমল আকাশ, শ্যামবর্ণযুক্ত সূর্য্যের কিরণ, স্নিগ্ধ দীধিতি, শ্বেতবর্ণ সুরধনুঃ, পূর্ব্বোত্তর

দিক্‌স্থিত বিদ্যুৎ হইলে, অথবা যখন মেঘতরু দিবাকর-কর দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া স্নিগ্ধ হয়, কিংবা যদি মহান্ মেঘ অস্ত সময়ে সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহা হইলে, বৃষ্টি হয়। ২৩। যে দেশে সূর্য্য খণ্ড, বক্র, কৃষ্ণ, হ্রস্ব, কাকাদি চিহ্ন দ্বারা বিদ্ধ এবং রূক্ষ হয়, তথায় প্রায় রাজার অভাব হইয়া থাকে। ২৪। যে যুদ্ধকরণেচ্ছু রাজগণের পশ্চাৎ হইতে মাংসভুক্ পক্ষিগণের সহিত বাহিনীর সমাগম হয়, তাঁহার মহৎ বলভয় হয়; কিন্তু বিহঙ্গগণ অগ্রগামী হইলে বিজয় হইয়া থাকে। ২৫। ভানুর উদয় বা অস্তগমন কালে, ধ্বজযুক্তা গন্ধর্ব্ব-পুর-প্রতিমা যদি সূর্য্যবিম্বকে নিরোধ করে, তবে নৃপতির ভয়যুক্ত সমর প্রাপ্তি হইবে, ইহাই প্রকাশ করিবে। ২৬। স্নিগ্ধা মৃদুপবনযুক্তা সন্ধ্যা, শান্তদিগ্বর্ত্তী পক্ষী ও মৃগগণ কর্ত্তৃক শব্দিতা হইলে প্রশস্তা হয়। আর পাংশু দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্তা কিংবা রুধিরসদৃশী ও রূক্ষা হইলে, জনপদের নাশ হইবে। ২৭। মুনিগণকর্ত্তৃক যাহা বিস্তারিতরূপে কথিত হই-য়াছে, আমি তৎসমস্তই পুনরুক্তি ত্যাগ করিয়া, এই শাস্ত্রে বলিয়াছি। কোকিলকূজন শ্রবণ করিয়া, কাকে যে শব্দ করে, তাহা তাহার স্বভাব; বাস্তবিক কোকিলকে জয় করিবার জন্য নহে। ২৮।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

পুষ্যস্নান।

নরপতিই প্রজারূপ তরুর মূলস্বরূপ, তজ্জন্য প্রজার উপর উপঘাত-সংস্কার-হেতু অশুভ ও শুভ ফল হইয়া থাকে;—এই জন্য রাজার মঙ্গল-বিষয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ১। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা মহেন্দ্রের জন্য, সুরগুরুকে যে শান্তির বিষয় বলিয়াছিলেন, বৃদ্ধগর্গ তাহা প্রাপ্ত হইয়া, ভাগুরিকে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ২। দৈববিৎ ও পুরোহিতগণ-

কর্তৃক পুষ্যস্নান নৃপতির কর্ত্তব্য। ইহা অপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বপ্রকার উৎপাতের অন্তকর আর কিছুই নাই। ৩। শ্লেষ্মাতক, অক্ষ, কণ্টকী, কটু, তিক্ত ও গন্ধবিহীন বৃক্ষ আর পেচক, শকুনি প্রভৃতি অনিষ্টকর পক্ষিকর্তৃক পরিত্যক্ত; তরুণতরু, গুল্ম, বল্লী ও লতা দ্বারা প্রতানীকৃত; নিরুপহত পত্র-পল্লবদ্বারা মনোজ্ঞ এবং মধুর বহুল বৃক্ষসংযুক্ত বনপ্রদেশে পুষ্যস্নান কর্ত্তব্য। যে স্থানে কৃকবাকু, জীবজীবক, শুক, ময়ূর, শতপত্র, চাষ, হারীত, ক্রকর, কপিঞ্জল, বঞ্জুল, পারাবত এবং কুসুম-মধুপানমত্ত ভ্রমর ও পুংস্কোকিল প্রভৃতি পক্ষীর মনোহর শব্দ হইতেছে, বনসমীপস্থ এরূপ পবিত্র ক্ষেত্রাগারে এই শান্তি করিতে হয়। ৪—৭। অথবা নয়ন-মনঃপ্রীতিকর, জলচর পক্ষিগণের নখবিক্ষত নদীরূপ কামিনীর পুলিনরূপ মনোহর জঘনোপরি এই শান্তি করিবে। ৮। কিংবা বিকসিত কমলরূপ বদনসম্পন্না, কলহংসের কলনাদরূপ বাক্যবতী ও পদ্মমুকুলরূপ সম্যক্-উন্নত স্তনবিশিষ্টা নলিনীরূপ বিলাসিনীগণ যথায় বর্ত্তমান আছে, উড্ডয়নশীল হংসরূপ ছত্রবিশিষ্ট, কারণ্ডব কুরর ও সারস পক্ষিগণের ধ্বনি দ্বারা উদ্গীত, প্রফুল্ল ইন্দীবররূপ নয়নান্বিত, অতএব সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের রূপধারী পবিত্র সরোবরতীরে শান্তি বিধেয়। ৯। ১০। অথবা যথায় গোরোমন্থনজনিত ফেনলব ও গোময় সকল খুর দ্বারা ক্ষত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং অচিরপ্রসূত বৎসগণের হুঙ্কার ও লম্ফন দ্বারা উৎসবযুক্ত, তদ্রূপ গো-গোষ্ঠমধ্যে পুষ্যস্নান কর্ত্তব্য। ১১। অথবা যেখানে কুশলাগত পোত ও রত্নের সম্বাধ এবং নিবিড় নিচুল বৃক্ষ ও জলচর শ্বেত পক্ষিগণ লীন হওয়ায় যাহার উপান্ত বহুবর্ণীকৃত হইয়াছে, সেই সমুদ্রতীরে পুষ্যস্নান শান্তি অবশ্য কর্ত্তব্য। ১২। ক্ষমা কর্তৃক ক্রোধ যেরূপ জিত হয়, সেইরূপ যেস্থানে মৃগীগণ কর্তৃক সিংহ অভিভূত হয়, যথায় পক্ষী ও মৃগ-শাবকগণ নির্ভয়ে বিচরণ করে, তদ্রূপ আশ্রমে, অথবা কাঞ্চীকলাপ নূপুর ও নিবিড় নিতম্ব উদ্বহনজন্য বিঘ্নিতপদা অর্থাৎ মন্দগতিশালিনী এবং কোকিল-কূজিতবৎ মধুরভাষিণী মৃগলোচনা ললনাগণে শ্রীসম্পন্ন গৃহমধ্যে এই শান্তি করিতে হয়। ১৩। ১৪। অথবা পবিত্র দেবমন্দিরে, তীর্থে ও উদ্যানরম্য প্রদেশে

কিংবা প্রদক্ষিণ ভাবে জলবহনশালিনী পূর্ব্বোত্তরদিক্‌প্লাবিত ক্রমনিম্ন ভূমিতে পুষ্যস্নান কর্ত্তব্য। ১৫। ভস্ম, অঙ্গার, অস্থি, উষর, তুষ, কেশ, গর্ত্ত, কর্কটাবাস, শ্বাবিধ ও মুষিকগণের বিবর এবং বল্মীক যথায় বিদ্যমান নাই, যে স্থলের ভূমি ঘন, সুগন্ধ, স্নিগ্ধ, মধুর ও সম; সেই ভূমি বিজয়ের কারণ; সেনাবাসেও ইহার যথাযোগ্য যোজনা করা কর্ত্তব্য। ১৬। ১৭। দৈবজ্ঞ, অমাত্য ও যাজকগণ পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, উক্ত স্থানের পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে কিংবা ঈশানকোণে গমন করিবেন। তদনন্তর পুরোহিত প্রণত-প্রযত হইয়া লাজ, অক্ষত, দধি ও কুসুম দ্বারা বলিপ্রদান করিবেন। এ বিষয়ে আবাহনমন্ত্র মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে;—"যে সকল সুরগণ এবিষয়ে পূজাভিলাষী, যে দিক্, নাগ, ব্রাহ্মণ এবং অন্য যাহারা অংশভাগী, তাঁহারা সকলেই আগমন করুন"। ১৮—২০। তদনন্তর পুরোহিত এইরূপে সকলকে আবাহন করিয়া, এইরূপ বলিবেন,—"আপনারা আগামী কল্য শুভ পূজা প্রাপ্ত হইয়া মহীপতির সম্বন্ধে শান্তি দান করিয়া, গমন করি-করিবেন"। ২১। আবাহিত দেবগণকে পূজা করিয়া, তাঁহারা সেই শর্ব্বরী তথায় যাপন করিবেন। রাত্রিতে যে সকল স্বপ্ন দেখিবেন, তাহার শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিবেন। এ বিষয় যাত্রাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। ২২। পরদিন প্রভাতে যথোক্তগুণ দ্রব্যসম্ভার আহরণ পূর্ব্বক সেই অবনিপ্রদেশে গমন করিয়া, যাহা যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে মুনিগীত শ্লোক এই;—"বিদ্বান্ পুরোহিত তথায় মণ্ডল চিত্রিত করিয়া, তাহাতে নানারত্নাকরবতী মেদিনী অঙ্কিত করি-বেন এবং বিবিধ স্থানও কল্পনা করিবেন। আর যথাস্থানে নাগ, যক্ষ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরোগণ, মুনিগণ এবং সিদ্ধগণকে বিন্যস্ত করিবেন। নক্ষত্রগণের সহিত গ্রহগণ, মাতৃকাগণ সহিত রুদ্র, স্কন্দ, বিষ্ণু, বিশাখ ও লোকপালগণকে এবং সুরস্ত্রীদিগকেও যথাস্থানে বিন্যস্ত করিবেন। পরে তাঁহাদিগকে বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, গন্ধ ও গুণ-সমন্বিত মনোহর মাল্য, অনুলেপন, ফল, মূল, আমিষ প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য এবং সুরা, ক্ষীর ও আসব প্রভৃতি বিবিধ মনোহর পানীয় দ্বারা যথাযথ

পূজা করিবেন। ২৩—২৮। ইহাতে অভিলিখিত দেবতাগণের যেরূপ শ্রেষ্ঠ পূজা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিতেছি। গ্রহযজ্ঞে গ্রহগণের পূজায় যে বিধি উক্ত হইয়াছে, এখানে তাহাই কর্ত্তব্য। ২৯। তন্মধ্যে মাংস, সিদ্ধান্ন এবং মৎস্য প্রভৃতি দ্বারা পিশাচ, দৈত্য ও দানবগণের পূজা কর্ত্তব্য। অভ্যঞ্জন, অঞ্জন, তিল, মাংস ও সিদ্ধান্ন দ্বারা পিতৃ-গণের পূজা কর্ত্তব্য। ৩০। সাম, যজুঃ ও ঋক্‌মন্ত্রে গন্ধযুক্ত ধূপ ও মাল্য দ্বারা পিতৃগণ এবং নানাবর্ণ ও ত্রিমধু দ্বারা নাগগণের অর্চ্চনা করিবেন। ৩১। ধূপ, ঘৃতাহুতি, মাল্য, রত্ন ও স্তুতি প্রণাম দ্বারা দেবতাগণকে এবং অত্যুত্তম গন্ধযুক্ত গন্ধদ্রব্য ও মাল্য দ্বারা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণকে অর্চ্চনা করিবেন। ৩২। শেষ সকলকে সার্ব্ব-বর্ণিক বলি দ্বারা পূজা করিবেন। প্রতিসর (হারযষ্টি), বস্ত্র, পতাকা, ভূষণ ও যজ্ঞোপবীত সকলকেই অর্পণ করিবেন। ৩৩। মণ্ডলের পশ্চিমভাগে অথবা দক্ষিণদিকে বেদীর উপর বহ্নি স্থাপন করিয়া দীর্ঘ অগর্ভ দর্ভ ও দ্রব্য সমূহ প্রদান করিবেন এবং লাজ, আজ্য, অক্ষত, দধি, মধু, সিদ্ধার্থক, পুষ্পমালা, ধূপ, গোরোচনা, অঞ্জন, তিল, স্বঋতুজাত মধুর ফল ও ঘৃতসমন্বিত পায়সযুক্ত শরাব সকলকে ঐ সমস্ত দ্রব্যসমষ্টির সহিত অর্পণ করিবেন। প্রধান বেদীর পশ্চিমে যে বেদী থাকিবে, তাহাতেই পূজা কর্ত্তব্য। সেই বেদীই স্নানবেদী। ৩৪—৩৬। দৃঢ় কলস সকলের গ্রীবাদেশ শ্বেতসূত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক সক্ষীর বৃক্ষপল্লব ও ফল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া সেই বেদীর কোণ-চতুষ্টয়ে ব্যবস্থাপন করিবেন। কলস সকলকে পুষ্যস্নান-বিধানোক্ত দ্রব্য বিমিশ্র জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া, তাহাতে রত্ন সকল নিক্ষেপ করিবেন। পুষ্যস্নানের দ্রব্য সকল গর্গমুনিকর্ত্তৃক যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা এই ;—" জ্যোতিষ্মতী, ত্রায়মাণা, অভয়া, অপরাজিতা, জীবা, বিশ্বেশ্বরী, পাঠা, সমঙ্গা, বিজয়া, সহা, সহদেবী, পূর্ণকোশা, শতাবরী, অরিষ্টিকা, শিবা, ভদ্রা, অজা, ক্ষেমা, ব্রাহ্মী, সর্ব্ববীজ, কাঞ্চন, মঙ্গল্যদ্রব্য, সর্ব্ব প্রকার ওষধি, রস, রত্ন, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, বিল্ব, বিকঙ্কত, প্রশস্ত-নাম্নী ওষধী, হিরণ্য ও মঙ্গলময় দ্রব্য সকল যাহা যাহা পাওয়া

যাইবে, তৎসমস্তই পূর্ব্বোক্ত কলসগুলিতে বিন্যস্ত করিবে। ৩৭—৪২। যে বৃষ অতি বৃদ্ধ বয়সে সংহৃতায়ুঃ হইয়াছে, সেই প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষের চর্ম্ম পূর্ব্বগ্রীব করিয়া প্রথমে আস্তরণ করিবেন। ৪৩। তৎপরে যোদ্ধা বৃষের রক্তবর্ণ অক্ষত চর্ম্ম আচ্ছাদিত করিবেন। তদুপরি সিংহের এবং তৎপরে ব্যাঘ্রের চর্ম্ম তদুপরি আস্তৃত করিবেন। চন্দ্র পুষ্যানক্ষত্র এবং শুভ মুহূর্ত্ত সম্প্রাপ্ত হইলে, এই চারি প্রকার চর্ম্ম সেই বেদিতে বিস্তৃত করিবেন।৪৪।৪৫। কনক, রজত ও তাম্রের অন্যতম দ্বারা প্রস্তুত সুন্দর আসন কিংবা ক্ষীরতরু-নির্ম্মিত সুন্দর আসন ঐ চর্ম্মের উপরি বিন্যাস করিবেন। ৪৬। সেই আসনের উন্নতি ত্রিবিধ,—একহস্ত, পাদাধিক একহস্ত ও সার্দ্ধ একহস্ত হইবে। আসন সকল কথিতানুরূপ উচ্ছ্রিত হইলে, সমস্ত রাজ্যার্থী রাজগণের মাণ্ডলিকানন্তরজিৎ অর্থাৎ জয়শীল শুভপ্রদ হয়। ৪৭। সুমনা নরেশ্বর স্বর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সচিব, আপ্ত, পুরোহিত, দৈব, পৌর ও কল্যাণ নাম দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাহাতে উপবেশন করিবেন। ৪৮। বন্দিজন ও পৌরগণের হুলুধ্বনি, বিপ্রগণ কর্ত্তৃক প্রকীর্ত্তিত পুণ্যাহবাচন এবং মৃদঙ্গ, শঙ্খ ও তূর্য্য-উদ্ভূত মঙ্গলময় শব্দ দ্বারা রাজার অনিষ্ট বিনাশিত করিবে। ৪৮। পরে অচ্ছিন্ন ক্ষৌম-বসন-পরিহিত বলিদান ও পূজাকারী রাজাকে কম্বল দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচ্ছাদন করিয়া, পুরোহিত ঘৃতপূর্ণ কলস দ্বারা অভিষেক করিবেন। ৪৯। ৫০। কলসের পরিমাণ অষ্ট, অষ্টাবিংশতি কিংবা অষ্টোত্তর শত। যত বেশী কলস হইবে, ততই গুণ বৃদ্ধি পাইবে। এ বিষয়ে মুনি-কথিত মন্ত্র এই ;—"আজ্যই পরম তেজঃ, আজ্যই শ্রেষ্ঠ পাপনাশক, আজ্যই সুরগণের আহার এবং লোক সকল আজ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজন্! ভৌম, আন্তরিক্ষ ও দিব্য যে সকল পাপ আপনার উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমস্তই আজ্য-সংস্পর্শ হেতু প্রনষ্ট হউক"। ৫১—৫৩। তদনন্তর পুরোহিত রাজার গাত্র হইতে কম্বল অপনয়ন করিয়া ফল ও পুষ্পযুক্ত পুষ্যস্নান-জলে রাজাকে অভিষেক করিবেন। তদ্বিষয়ে মন্ত্র এই,—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ এবং যে সকল দেবতাগণ সিদ্ধ ও পুরাতন,

তাঁহারা তোমার অভিষেক করুন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, দেবমাতা অদিতি, স্বাহা, সিদ্ধি, সরস্বতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, শ্রী, সিনীবালী, কুহূ, দনু, সুরসা, বিনতা, কদ্রু, অন্যান্য দেবমাতৃগণ এবং দিব্য ও অপ্সরোগণ সকলে তোমার অভিষেক করুন। নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত, পক্ষ, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, সংবৎসর, দিনশ্রেষ্ঠ কলা কাষ্ঠা, ক্ষণ ও লব প্রভৃতি কালের শুভ অবয়ব সকল তোমাকে অভিষিক্ত করুন। বৈমানিক সুরগণ, সাগরগণ, মুনিগণ, সস্ত্রীক সপ্তর্ষি সকল, যাবতীয় ধ্রুব স্থান, মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা, ভৃগু, সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন, দক্ষ, জৈগীষব্য, ভগন্দর, একত, দ্বিত, ত্রিত, জাবালি, কশ্যপ, দুর্ব্বিনীত দুর্ব্বাসা, কণ্ব, কাত্যায়ন, দীর্ঘতপাঃ, মার্কণ্ডেয়, শুনঃশেফ, বিদূরথ, ঊর্ব্ব, সংবর্ত্তক, চ্যবন, অত্রি, পরাশর, দ্বৈপায়ন, যবক্রীত, অনুজ-সমন্বিত দেবরাজ, শিষ্য ও ভার্য্যা-সমন্বিত অন্যান্য বেদব্রত-পরায়ণ তপোধন মুনিগণ, পর্ব্বত সকল, তরুগণ, বল্লী সকল এবং পবিত্র দেবমন্দির সমূহ তোমার অভিষেক করুন। মহাভাগা নদী, নাগ, কিম্পুরুষগণ, বানপ্রস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী ও আকাশবাসী মহাভাগ দ্বিজগণ, প্রজাপতি, দিতি, বিশ্বমাতা গো সকল, দিব্য বাহন সকল, চরাচর লোক সকল, অগ্নিগণ, পিতৃগণ, তারা, মেঘ সকল, আকাশ, দিক্ সকল, জল এবং অন্য বহুপুণ্য-সঙ্কীর্ত্তন শুভপ্রদগণ সর্ব্বপ্রকার উৎপাত-নিবর্হণকারী জল দ্বারা তোমার অভিষেক করুন এবং তোমাকে কল্যাণ, আয়ুঃ ও আরোগ্য দান করুন"। ৫৪—৭০। রুদ্রগণ-সমন্বিত, কৌষ্মাণ্ড, মহারৌহিণ, কুবের প্রভৃতির মনোহর অথর্ব্বকল্প-বিহিত মন্ত্র, এই মন্ত্র এবং অন্য সকল সমৃদ্ধি দ্বারা অভিষেক করিবেন। "আপোহিষ্ঠা"-আদি ঋকৃত্রয় এবং "হিরণ্যবর্ণ" প্রভৃতি ঋক্‌চতুষ্টয় বস্ত্রোপরি জপ করিবেন। পরে নরাধিপতি স্নান করিয়া, সেই কার্পাস্মিক বস্ত্রযুগল পরিধান করিবেন। ৭১। ৭২। তৎপরে রাজা পুণ্যাহ বাচন ও শঙ্খশব্দ দ্বারা আচমন করত দেব, গুরু ও বিপ্রগণের পূজা করিয়া ছত্র, ধ্বজ ও আয়ুধ সকল স্বপূজায় প্রয়োগ করিবেন। ৭৩। "আয়ুষ্যঞ্চ,

বর্চ্চস্যং, রায়স্পোষাঃ” এই ঋক্ সকল অলঙ্কারোপরি জপ করিলে, রাজা নব বৈজয়িক অলঙ্কার ধারণ করিবেন। ৭৪। পরে রাজা দ্বিতীয় বেদীতে গমন করিয়া, বক্ষ্যমাণ চর্ম্মগুলি উপর্য্যুপরি দিয়া, সেই চর্ম্ম সকলের উপরি উপবেশন করিবেন। ৭৫। বৃষ, বিড়াল, রুরু, পৃষত, সিংহ এবং ব্যাঘ্রের চর্ম্ম উপর্য্যুপরি রক্ষা করিবে। ৭৬। পুরোহিত বেদীর মধ্যস্থলে শম্ভু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, নারায়ণ ও বায়ু সম্বন্ধীয় ঋক্ দ্বারা সমিধ্, তিল ও ঘৃত সকল অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবেন। ৭৭। ইন্দ্রধ্বজ অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট অগ্নি-নিমিত্ত সকল দৈবজ্ঞ বলিবেন এবং পুরোহিত শেষ সমাপ্ত করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন,—“দেবগণ! আপনারা সকলে রাজার নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হইয়া, সুবিপুল সিদ্ধি দান করিয়া, পুনর্ব্বার আগমনের জন্য গমন করুন”। ৭৮। ৭৯। অনন্তর নৃপতি দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতকে বহু ধন দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন এবং অন্য দক্ষিণার্হ শ্রোত্রিয় প্রভৃতিকে যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিবেন। ৮০। প্রজাগণকে অভয়দান করিয়া, আঘাত-স্থানগত পশুগণকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক অভ্যন্তর-দোষকারী ব্যতীত অন্যের বন্ধন মোচন করিবেন। ৮১। প্রতি পুষ্যানক্ষত্রে সুখ, যশঃ ও অর্থ বৃদ্ধিকর এই শান্তি কর্ত্তব্য। পৌষ মাসের পূর্ণিমা পুষ্যাযুক্ত না হইলে অর্দ্ধ ফলপ্রদা, ইহাতে যে শান্তি করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। ৮২। রাজ্য মধ্যে উৎপাত বা অন্য উপসর্গ ঘটিলে অথবা রাহু ও কেতুর দর্শনে কিংবা গ্রহাবমর্দ্দনে পুষ্যস্নান কর্ত্তব্য। ৮৩। এই পৃথিবীতে এরূপ উৎপাতও নাই, যাহা ইহাতে শমতা প্রাপ্ত না হয় এবং এরূপ অপর মঙ্গলও নাই, যাহা ইহাকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। ৮৪। তজ্জন্য রাজ্যাধিরোহণ-প্রার্থী, পুত্রজন্মাকাঙ্ক্ষী রাজার পক্ষে অভিষেকের এই বিধিই সর্ব্বাগ্রে প্রশস্ত। ৮৫। বৃহৎকীর্ত্তি বৃহস্পতি মহেন্দ্রের জন্য ইহা কহিয়াছেন। এই উত্তম পুষ্যস্নানবিধি আয়ুঃ, প্রজাবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য-কর। ৮৬। যে রাজা এই বিধান দ্বারা হস্তী ও অশ্বগণকে স্নান করান, তাঁহার পাপ বিমোচন ও শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ হয়। ৮৭।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

পট্টলক্ষণ।

পট্টগণের যে লক্ষণ আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃতরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতে সকলার্থ-সম্পন্ন তাহাই সংক্ষেপে প্রণয়ন করিলাম। ১। মধ্যে অষ্টাঙ্গুল বিস্তৃত পট্ট রাজগণের শুভপ্রদ ; সপ্তাঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইলে, নরেন্দ্র-মহিষীর এবং ষড়ঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইলে, যুবরাজের শুভ বিধান করে। ২। মধ্যে চতুরঙ্গুল বিস্তীর্ণ পট্ট সেনাপতির শুভপ্রদ হয় এবং দ্বি-অঙ্গুলি বিস্তৃত হইলে, প্রসাদ-পট্ট বলিয়া উক্ত হয়, এই পঞ্চ প্রকার পট্ট কীর্ত্তিত হইল। ৩। সকল পট্টই বিস্তারের দ্বিগুণ দীর্ঘ হইবে আর পার্শ্ব বিস্তারের অর্দ্ধ হইবে এবং সমস্তগুলি শুদ্ধ কাঞ্চন বিনির্ম্মিত হইলে, শ্রেয়ঃ বৃদ্ধি করে। ৪। পঞ্চশিখাযুক্ত পট্ট ভূমিপতির, ত্রিশিখাযুক্ত পট্ট যুবরাজ ও রাজমহিষীর এবং একশিখাবিশিষ্ট পট্ট সেনাপতির শুভপ্রদ আর শিখাব্যতীত প্রসাদ-পট্টও শুভপ্রদ হয়। ৫। যদি পট্টের ক্রিয়মাণ-পত্র সুখে বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিপতির বৃদ্ধি ও জয় এবং প্রজাগণের সুখসম্পৎ লাভ হয়। ৬। পত্রমধ্যে ব্রণ সমুৎপন্ন হইলে জীবিত ও রাজ্য বিনাশ করে এবং মধ্যে স্ফুটিত হইলে, তাহা পরিত্যাজ্য আর পার্শ্বদ্বয় স্ফুটিত হইলে বিঘ্নকর হয়। ৭। এইরূপ অশুভনিমিত্তের উৎপত্তিতে শাস্ত্রবিদ্‌গণ শান্তির আদেশ করিবেন। ৮। যে পট্টে কোন প্রকার অশুভ চিহ্ন থাকে না, তাহা ধারণ করিলে রাজার রাজ্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৮

একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায়।

খড়্গলক্ষণ।

পঞ্চাশ অঙ্গুলি প্রমাণ খড়্গ উত্তম এবং পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত খড়্গ অধম। অঙ্গুলি-পরিমাণে ইহাতে ব্রণ জ্ঞান করিতে হয়, যদি বিষম অঙ্গুলি পরিমাণে ব্রণ থাকে, তবে অশুভ। ১। শ্রীবৃক্ষ, বর্দ্ধমান, আতপত্র, শিবলিঙ্গ, কুণ্ডল, পদ্ম, ধ্বজ, আয়ুধ ও স্বস্তিক তুল্য ব্রণ শুভপ্রদ। ২। কৃকলাস, কাক, কঙ্ক, ক্রব্যাদ, কবন্ধ বা বৃশ্চিকাকৃতি অথবা বাঁশের ন্যায় প্রভৃত ব্রণ সকল খড়্গস্থ হইলে, শুভপ্রদ হয় না।৩। স্ফুটিত, হ্রস্ব, কুণ্ঠ, বংশচ্ছিন্ন, দৃষ্টি ও মনের অননুগত এবং শব্দরহিত খড়্গ অনিষ্টকর; আর বিপর্য্যস্ত হইলে, ইষ্ট ফলপ্রদ হয়। ৪। হঠাৎ খড়্গ শব্দিত হইলে মরণের কারণ, কোশ হইতে প্রবর্ত্তিত হইলে পরাজয়, স্বয়ং উদ্গীর্ণ হইলে যুদ্ধ এবং জ্বলিত হইলে বিজয় হইয়া থাকে। ৫। নৃপতি অসিষষ্টিকে অকারণ বিবরণ ও বিঘট্টন করিবেন না, তাহাতে মুখ দেখিবেন না, মূল্য বলিবেন না, ইহার উৎপত্তি-দেশ বলিবেন না, প্রতিকৃতি করিবেন না এবং অশুচি হইয়া স্পর্শ করিবেন না। ৬। গো-জিহ্বাকৃতি, নীলোৎপল ও বংশপত্র-সদৃশ, করবীরপত্র সদৃশ, শূলাগ্র ও মণ্ডলাগ্র খড়্গ সকলই প্রশস্ত। ৭। সেই নিষ্পন্ন প্রমাণযুক্ত খড়্গ নিকষ দ্বারা পরীক্ষা করণ বা ছেদন কর্ত্তব্য নহে। খড়্গের অগ্রভাগ ছিন্ন হইলে খড়্গস্বামীর এবং মূল ছিন্ন হইলে খড়্গাধিপতির জননীর মৃত্যু হয়। ৮। যেরূপ বনিতাগণের মুখে তিলক দর্শন করিয়া, গোপনীয় স্থানের তিলক বলিতে পারা যায়; খড়্গের ৎসরু (খড়্গমুষ্টি) প্রদেশে বর্ত্তমান ব্রণ দেখিয়া খড়্গেরও সেইরূপ ব্রণ বলিতে পারা যায়। ৯। নিস্ত্রিংশধারী জিজ্ঞাসু (এই খড়্গের কোন্ স্থানে ব্রণ আছে, বল দেখি? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া) যে অঙ্গ স্পর্শ করিবে, দৈবজ্ঞ তাহা অবধারণ করিয়া এই শস্ত্রজ্ঞান শাস্ত্রানুসারে

কোষমধ্যস্থ খড়্গের ব্রণ স্থান বলিতে পারিবেন। ১০। জিজ্ঞাসা কালে প্রশ্নকর্ত্তা যদি মস্তক স্পর্শ করে, তবে খড়্গের প্রথম আঙ্গুলিতে ব্রণ আছে, বলিতে হইবে। ললাট স্পর্শ করিলে দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে, ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিলে তৃতীয় অঙ্গুলিতে এবং নেত্র স্পর্শ করিলে চতুর্থ অঙ্গুলিতে ব্রণ আছে, বলিতে হইবে। ১১। প্রশ্নকর্ত্তা যদি নাসা, ওষ্ঠ, কপোল, হনু, কর্ণ, গ্রীবা বা অংসস্থল স্পর্শ করে, তবে যথাক্রমে পঞ্চ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ অঙ্গুলিতে ব্রণ আছে, নির্দ্দেশ করিবে। উরঃস্থল স্পর্শে দ্বাদশ অঙ্গুলিতে এবং কক্ষদ্বয় স্পর্শ করিলে ত্রয়োদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ব্রণ আছে, উল্লেখ করিবে। ১২। স্তন, হৃদয়, উদর, কুক্ষি বা নাভি স্পর্শ করিলে যথাক্রমে চতুর্দ্দশ অবধি অষ্টাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত ব্রণ নির্দ্দেশ্য। নাভীমূল, কটী বা গুহ্য স্থান স্পর্শ করিলে ক্রমশ উনিশ, কুড়ি ও একুশ অঙ্গুলিতে ব্রণ স্থান হয়। ১৩। উরুদ্বয় স্পর্শ করিলে দ্বাবিংশ অঙ্গুলিতে আর উরুদ্বয়ের মধ্য স্থান স্পর্শ করিলে ত্রয়োবিংশ অঙ্গুলিতে খড়্গা মধ্যে ব্রণ থাকে। জানু স্পর্শে চতুর্ব্বিংশ ও জঙ্ঘা স্পর্শে পঞ্চবিংশ অঙ্গুলিতে ব্রণস্থান হয়। ১৪। আর তৎকালে জিজ্ঞাসু যদি জঙ্ঘামধ্য, গুল্‌ফ, পার্ষ্ণি, পদ বা পদাঙ্গুলি স্পর্শ করে, তবে ক্রমশ ষড়্‌বিংশ অঙ্গুলি হইতে ত্রিংশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে খড়্গামধ্যে ব্রণ আছে, নিরূপণ করিবে। ইহা গর্গাচার্য্যের মতে কথিত হইল। ১৫। খড়্গের ব্রণ যদি এক অঙ্গুলি হইতে পঞ্চাঙ্গুলি পর্য্যন্ত থাকে, তবে যথাক্রমে এই ফল হয় ;—পুত্রমরণ, ধনলাভ, ধনহানি, সম্পত্তি ও বন্ধন। ১৬। পুত্রলাভ, কলহ, হস্তিলাভ, পুত্রমরণ, ধনলাভ, বিনাশ, বনিতা-প্রাপ্তি ও চিত্তদুঃখ ক্রমশঃ ষড়াদি অঙ্গুলিস্থ ব্রণের ফল। ১৭। লাভ, হানি, স্ত্রীলাভ, বধ, বৃদ্ধি, মরণ ও পরিতোষ, এই ফল সকল ক্রমশঃ চতুর্দ্দশাদি অঙ্গুলিস্থ ব্রণ দ্বারা জ্ঞেয় এবং একবিংশ অঙ্গুলিতে ব্রণ থাকিলে ধনহানি হয়। ১৮। ধনপ্রাপ্তি, অনির্ব্বাণ, ধনাগম, মৃত্যু, সম্পৎ, নির্দ্ধনতা, ঐশ্বর্য্য, মৃত্যু ও রাজ্য, এই ফল সকল ক্রমশঃ দ্বাবিংশ অঙ্গুলি হইতে ত্রিংশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত নবাঙ্গুলিস্থ ব্রণের ফল। ১৯। ইহার

পর আর কোন বিশিষ্ট ফল নাই; তবে ব্রণ বিষম-অঙ্গুলিস্থ হইলে অশুভ ফল এবং সমস্থ হইলে শুভ ফল প্রদান করে। কোন কোন আচার্য্য বলেন,—ত্রিংশৎ অঙ্গুলির পর, শেষ পর্য্যন্ত কোন স্থানে ব্রণ থাকিলে, কোন প্রকার বিশেষ ফল হয় না। ২০। করবীর, উৎপল, গজমদ, ঘৃত, কুঙ্কুম, কুন্দ বা চম্পক সদৃশ গন্ধযুক্ত খড়্গ হইলে শুভ-ফলপ্রদ হয়। কিন্তু গোমূত্র, পঙ্ক বা মেদঃসদৃশ গন্ধ থাকিলে অনিষ্টকর হয়। ২১। কূর্ম্মবসা, রক্ত বা ক্ষার সদৃশ গন্ধ হইলে, ভয় ও দুঃখপ্রদ হয় এবং খড়্গ যদি বৈদূর্য্য, স্বর্ণ ও বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট হয়, তবে জয় ও আরোগ্য-বৃদ্ধিকর হয়। ২২। যাঁহারা লক্ষ্মীলাভ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের শস্ত্রে রুধির দ্বারা পা'ন দিবে। গুণবান্-পুত্র-লাভেচ্ছুর শস্ত্রে ঘৃত দ্বারা পা'ন দিবে এবং অক্ষয়-বিত্তাভিলাষীর খড়্গে জল দ্বারা পা'ন দিবে। ইহাই শুক্রাচার্য্য প্রণীত শাস্ত্রের মত। ২৩। যদি বড়বা, উষ্ট্রী ও হস্তিনীর দুগ্ধে পা'ন দেওয়া হয়, তাহা হইলে, পাপ কার্য্য দ্বারা সম্যক্‌রূপে অর্থসিদ্ধি হয় এবং মৎস্যপিত্ত আর মৃগ, অশ্ব ও ছাগদুগ্ধ সহ তালের মেথির রসে, পা'ন দিলে হস্তিশুণ্ড ছেদন করিতে পারা যায়। ২৪। প্রথমে শস্ত্রোপরি তৈল মর্দ্দন করিবে। পশ্চাৎ আকন্দ বৃক্ষের আটা, হুড়ুবিষাণের (দগ্ধ মেষশৃঙ্গের) মসী এবং পারাবত ও ইঁদুরের বিষ্ঠা মিলিত করিয়া শস্ত্রোপরি প্রলেপ দিবে। পশ্চাৎ শাণিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তরোপরি আঘাত করিলেও তাহার বিঘাত হইবে না। ২৫। কদলী বৃক্ষের (কদলী মূলের) ক্ষার ও তক্র একত্র করিয়া এক দিন রাখিবে। পরে লৌহজাত খড়্গে তাহা পায়িত করিবে। পশ্চাৎ শাণিত করিয়া পাষাণোপরি আঘাত করিলে তাহা ভগ্ন হইবে না, অথবা অন্য লৌহে আঘাত করিলেও তাহা কুণ্ঠ (থেঁতো) হইবে না। ২৬।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অঙ্গবিদ্যা।

দিক্, শাস্ত্রোক্ত স্থান ও আহৃত পদার্থ সকল দর্শনকারী দৈবজ্ঞগণ প্রশ্নকারীর অঙ্গ, নিজ অঙ্গ ও অপরাঙ্গের ঘটনা এবং সময় অবলোকন করিয়া বুদ্ধি দ্বারা শুভ ও অশুভ ফল বলিতে পারেন। স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থে সম্যক্‌রূপ জ্ঞান আছে বলিয়া এই দৈবজ্ঞই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শন ও বিভু অর্থাৎ নারায়ণতুল্য। যেহেতু ইনিই চেষ্টা ও ব্যাহৃতি দ্বারা অর্থিগণের সম্বন্ধে শুভাশুভ ফল সকল সন্দর্শন করাইয়া থাকেন। ১। যে স্থল—পুষ্পরূপ সুন্দর হাস্যযুক্ত, প্রচুর ফল ভরণ কারী, সুস্নিগ্ধ ত্বক্ দ্বারা আচ্ছন্ন, অসৎপক্ষিশূন্য, প্রশস্তসংজ্ঞা প্রাপ্ত তরুগণের ছায়া দ্বারা উপগূঢ় ও সমতল; যাহা দেব, ঋষি, দ্বিজ, সাধু ও সিদ্ধগণের আবাসভূমি; যাহা সৎপুষ্প ও শস্য-পরিব্যাপ্ত, স্বাদু জলের নির্ম্মলত্ব জনিত আহ্লাদযুক্ত এবং সুন্দর নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ; সেই স্থানই প্রশ্নবিষয়ে শুভপ্রদ। ২। যে স্থানে—ছিন্ন, ভিন্ন, কৃমি দ্বারা খাত, কণ্টকযুক্ত, প্লুষ্ট (দগ্ধ), রূক্ষ ও কুটিল বৃক্ষ সকল বর্ত্তমান থাকে, অথবা যে স্থানে ক্রূর-পক্ষিযুক্ত, নিন্দ্যসংজ্ঞিত, শুষ্ক, শীর্ণ ও বহুপর্ণরূপ বর্ম্ম সমন্বিত বৃক্ষ সকল থাকে, তাহা অশুভ।৩। যেস্থান—চতুষ্পথ, শ্মশান-সদৃশ শূন্য গৃহযুক্ত, অমনোজ্ঞ, বিষম, সর্ব্বদা ঊষর (ক্ষারভূমি), অবস্কর, অঙ্গার, নর-কপাল, ভস্ম, তুষ ও শুষ্ক তৃণ দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহা শুভপ্রদ হয় না। ৪। প্রব্রাজিত, নগ্ন, নাপিত, রিপু, বন্ধন, সৌনিক, চণ্ডাল, শঠ, যতি ও পীড়িত লোক সমন্বিত এবং আয়ুধ ও মদ্যবিক্রয়িযুক্ত স্থান শুভকর নহে। ৫। পূর্ব্ব, উত্তর ও ঈশান কোণ, জিজ্ঞাসুর সম্বন্ধে প্রশস্ত; কিন্তু বায়ু, পশ্চিম, দক্ষিণ, অগ্নি ও নৈঋর্ত দিক্ প্রশস্ত নহে। পূর্ব্বাহ্ণ-কালে জিজ্ঞাসাকারীর শুভ হয়। রাত্রিকাল, সন্ধ্যাদ্বয় ও অপরাহ্ণে

শুভ হয় না। ৬। যাত্রাবিধানে যে শুভাশুভ নিমিত্ত সকল কথিত হইয়াছে, প্রষ্টার সম্মুখে জনগণের আহৃত দ্রব্য কিংবা তৎপাণিতলে বা বস্ত্রোপরিস্থিত চিহ্ন দর্শন করিয়া, তাহাই এস্থলে কথনীয়। ৮। উরু, ওষ্ঠ, স্তন, মুষ্ক, পদ, দন্ত, হস্ত, ভুজ, গণ্ড, কেশ, গল, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, শঙ্খ, স্কন্ধ, শ্রবণ, পায়ু ও সন্ধিস্থল, এই অঙ্গ সকল পুরুষসংজ্ঞিত; ভ্রূ, নাসা, স্ফিক্, বলি, কটি ও সুন্দর রেখাযুক্ত অঙ্গুলিসমূহ স্ত্রীসংজ্ঞিত। আর জিহ্বা, গ্রীবা, পিণ্ডিক, পার্ষ্ণি, জঙ্ঘা, নাভি, কর্ণপালী, কৃকাটী, বদন, পৃষ্ঠ, জত্রু, জানু, অস্থিপার্শ্ব, হৃদয়, তালু, চক্ষু, মেহন, বক্ষঃ, ত্রিক, মস্তক এবং ললাট নপুংসকসংজ্ঞক। আস্যাদি স্থান স্পৃষ্ট হইলে বিলম্বে সিদ্ধি হয়; পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ সকল যদি রূক্ষ, ক্ষত, ভগ্ন বা কৃশ হয়, তবে তাহা স্পৃষ্ট হইলে ও নপুংসক অঙ্গ স্পৃষ্ট হইলে কদাচ সিদ্ধি হয় না। ৮—১০। পদাঙ্গুষ্ঠ স্পৃষ্ট বা চালিত হইলে অক্ষিরোগ হয়। অঙ্গুলিতে আঘাত হইলে দুহিতার শোক এবং শিরোঘাত হইলে নৃপভয় হয়।১১। বক্ষঃস্থল স্পৃষ্ট হইলে বিপ্রয়োগ হয়। স্বীয় অঙ্গ হইতে কেহ কর্পট (বস্ত্র) আহরণ করিলে অনর্থ ঘটে; কিন্তু যদি তাহার নিকট কর্পট গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎদিকে গমন করে (পিছু হাঁটে), তবে তাহার প্রিয়প্রাপ্তি হয়। ১২। ক্ষেত্রজাত চিন্তা হইলে পদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করিবে এবং হস্ত দ্বারা পাদদ্বয় কণ্ডূয়ন করিলে সেই ভূমি তাহার দাসীময়ী হয়। ১৩। তাল বা ভূর্জ্জপত্র দর্শনে অথবা কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্মগত দ্রব্য দর্শনে বস্ত্রচিন্তা। রজ্জু-জালক দর্শন করিলে, ব্যাধি আশ্রয় করে এবং বল্কল দর্শন করিলে বন্ধন হয়। ১৪। প্রশ্নকালে যদি পিপ্পলী, মরীচ, শুণ্ঠী, বারিদ, লোধ্র, কুষ্ঠ, বসন, অম্বু, জীরক, গন্ধ, মাংসী, শতপুষ্পা এবং তগরপুষ্প কীর্ত্তিত বা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে স্ত্রীদোষনাশ, পুরুষ-দোষনাশ, পীড়িতনাশ, সর্ব্বনাশ, অধ্বনাশ, সুতনাশ, অর্থনাশ, ধান্যনাশ, তনয়নাশ, দ্বিপদনাশ, চতুষ্পদনাশ ও ক্ষিতিবিনাশের চিন্তা বলিতে হইবে।১৫।১৬। প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তার হাতে যদি ন্যগ্রোধ, মধূক, তিন্দুক, জম্বু, প্লক্ষ, আম্র, বদরী ও জাতিফল থাকে, তবে যথাক্রমে

ধন, কনক, পুরুষ, লৌহ, অংশুক, রূপ্য ও উডুম্বর প্রাপ্তি বিষয়ক চিন্তা হয়। ১৭। ধান্যপরিপূর্ণ পাত্র ও পূর্ণ কুম্ভ দর্শনে কুটুম্ব বৃদ্ধিকর এবং গজ, গো ও কুক্কুরদিগের বিষ্ঠা দর্শনে ধন, যুবতি ও সুহৃদ্‌গণের বিনাশকর প্রশ্ন জানিবে। ১৮। তৎকালে পশু, হস্তী, মহিষ, পঙ্কজ, রজত ও ব্যাঘ্র সংদৃষ্ট হইলে যথাক্রমে মেষ, ধন, ক্ষৌমবস্ত্র, চন্দন, কৌশেয়বস্ত্র ও আভরণ-সমূহ লাভের চিন্তা হয়। ১৯। বৃদ্ধশ্রাবক (কাপালিক) দর্শন করিলে নরগণের মিত্র, দূত ও অর্থ হইতে সম্ভূত চিন্তা এবং সুপরিব্রাট্ দর্শনে গণিকা, নৃপতি, প্রসূতা নারী ও অর্থকৃত জিজ্ঞাসা হইবে।২০। শাক্য, উপাধ্যায়, আর্হত, নিগ্রন্থ, নিমিত্ত, নিগম ও কৈবর্ত্ত দৃষ্ট হইলে, যথাক্রমে চৌর, সেনাপতি, বণিক্, দাসী, যোদ্ধা, আপণস্থ দ্রব্য ও বধ্যসম্বন্ধীয় চিন্তা জানিবে। ২১। তাপস বা শৌণ্ডিক দৃষ্ট হইলে, প্রশ্নকারীর প্রবাসিত ব্যক্তি ও পশুপালন হৃদ্গত হইয়া থাকে এবং উঞ্ছবৃত্তিতে বিপন্নতা হয়। ২২। "আমি জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, "বলুন", "দর্শন করুন" এবং "আপনি সম্যক্ আদেশ করুন" ইহা উক্ত হইলে সংযোগ, কুটুম্বজাত লাভ ও ঐশ্বর্য্য-সম্ভূত চিন্তা হয়। ২৩। "প্রত্যবেক্ষণ করিয়া আমার চিন্তিত বিষয় বলুন" ও "নির্দ্দেশ করুন," ইহা কথিত হইলে, জয় ও অধ্বগত চিন্তা হয় এবং "আপনি শীঘ্র দেখুন" এই কথা সর্ব্বজন-মধ্যগত দৈবজ্ঞকে বলিলে বন্ধু ও চৌরজাত চিন্তা হয়। ২৪। অন্তঃস্থ অঙ্গ স্পৃষ্ট হইলে স্বজনচিন্তা কথিত হয়। বহিঃস্থ অঙ্গে বহিঃস্থ জন উদিত হয়। পাদাঙ্গুষ্ঠ বা পাদাঙ্গুলি স্পর্শনে দাসদাসীজন উক্ত হয়। জঙ্ঘা স্পর্শে প্রেষণীয় ব্যক্তি, নাভি স্পর্শে ভগিনী, হৃদয় স্পর্শে স্বীয় ভার্য্যা, হস্তস্থিত অঙ্গুষ্ঠ বা অন্য অঙ্গুলি স্পর্শনে পুত্রকন্যা বিষয়ক চিন্তা হইয়া থাকে। ২৫। প্রশ্নকর্ত্তার জঠর স্পর্শনে মাতা, মস্তক স্পর্শে গুরু এবং দক্ষিণ ও বাম বাহু স্পর্শে ভ্রাতা ও তৎপত্নীকে চৌর বিষয়ে নির্দ্দেশ করিবে। ২৬। জিজ্ঞাসু যদি অন্তঃস্থ অঙ্গ ত্যাগ করিয়া বাহ্যগত অঙ্গ স্পর্শ করে, অথবা শ্লেষ্মা, মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে করতলস্থ বস্তুকে অধোভাগে ফেলিয়া দেয়,

কিংবা অত্যন্ত অবনামিতাঙ্গের পরিমোটন করে অথবা জনধৃত রিক্তভাণ্ড ও চৌরজন অবলোকন করে, আর সেই সময়ে যদি হৃত, পতিত, ক্ষত, অস্মৃত, বিনষ্ট, ভগ্ন, গত, উন্মুষিত ও মৃত প্রভৃতি অনিষ্ট রব উৎপন্ন হয়, তবে হৃত বস্তুর পুনর্লাভ হয় না। ২৭।২৮। এই যে সমস্ত চিহ্ন কথিত হইল, সেই সমস্ত যদি তুষ, অস্থি, বিষ প্রভৃতির দর্শনের সহিত রোদন ও ক্ষুতধ্বনি সমন্বিত হয়, তবে পীড়িতগণের মৃত্যুকর। প্রষ্টা যদি দৃঢ় অন্তঃস্থ অবয়ব স্পর্শ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, তখন অতিবহু অন্ন ভোজন করিয়া সংস্থিত হইয়াছে, ইহা হিতকারী দৈবজ্ঞ প্রকাশ করিবেন। ২৯। ললাট স্পর্শন ও শূকধান্য দর্শন করিলে শালিধান্যজাত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে। বক্ষঃ স্পর্শ করিলে ষষ্টিকান্ন ও গ্রীবা স্পর্শ করিলে যবজাত অন্ন ভুক্ত হইয়াছে। ৩০। কুক্ষি, কুচ, জঠর ও জানু স্পর্শে যথাক্রমে মাষকলাই, দুগ্ধোদন, তিলান্ন ও যবাগূ ভোজন করিয়াছে। ওষ্ঠদ্বয় লেহন করিলে মধুর রস জানিবে। ৩১। পৃচ্ছক যদি বিষ্টম্ভী হয় বা জিহ্বাস্ফোটন, অথবা বদন সঙ্কোচ করে, তবে অম্ল ভক্ষণ করিয়াছে। আর কটু, তিক্ত, কষায় ও উষ্ণ দ্রব্য খাইলে, হিক্কা উৎপাদন করিবে এবং সৈন্ধব লবণ খাইলে ষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। ৩২। প্রশ্নকালে প্রশ্ন-কর্তা শ্লেষ্মত্যাগ করিলে অম্ল শুষ্ক-তিক্ত দ্রব্য এবং ক্রব্যাদ দর্শন কিংবা তদ্বিষয় শ্রবণ করিলে মাংসমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছে। ভ্রূ, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ করিলে তাহা কর্তৃক (নিম্নলিখিত মত) সেই শাকুন-মাংস ভুক্ত হইয়াছে, ইহা উক্ত হইয়া থাকে। ৩৩। মস্তক, গল, কেশ, হনু, শঙ্খ, কর্ণ, জঙ্ঘা ও বস্তি স্পর্শ করিলে যথাক্রমে গজ, মহিষ, মেষ, শূকর, গো, শশ ও মৃগ মাংসযুক্ত অন্ন ভুক্ত হইয়া থাকে। ৩৪। শকুনবর্জ্জিত দর্শন ও শ্রবণ করিলে গোধা ও মৎস্যের আমিষ ভুক্ত হইয়াছে, ইহা কথিত হয়। প্রশ্ন করিলে গর্ভিণীর গর্ভ-নিপাতও ইহা দ্বারা প্রকটিত হয়। ৩৫। গর্ভপ্রশ্নে পুরুষ, স্ত্রী কিংবা নপুংসক অঙ্গ বা ব্যক্তি যাহা দৃষ্ট, অনুমিত, পুরঃস্থিত কিংবা স্পৃষ্ট হইবে, সেই গর্ভে তাহার জন্ম হয়; কিন্তু পান, অন্ন, পুষ্প ও ফল দর্শন করিলে শুভ হয়। ৩৬। অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভ্রূ, উদর বা অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া

জিজ্ঞাসা করিলে পৃচ্ছকের চিন্তা গর্ভবিষয়ক হইবে। মধু, আজ্য প্রভৃতি বা স্বর্ণ, রত্ন, প্রবাল অথবা অগ্রস্থ মাতা ধাত্রী ও আত্মজ দৃষ্ট হইলেও গর্ভচিন্তা প্রকাশ করে। ৩৭। জঠরস্থল করগত হইলে অর্থাৎ স্পৃষ্ট হইলে গর্ভিণী গর্ভযুক্তা থাকে। কিন্তু দুষ্ট নিমিত্ত দৃষ্ট হইলে গর্ভের নাশ হয়। আর যদি পৃষ্ঠাবমর্দ্দন পূর্ব্বক জঠরদেশ আকর্ষণ বা হস্ত দ্বারা হস্ত আকর্ষণ করিয়া প্রশ্ন করে, তাহা হইলেও গর্ভের বিনাশ হয়। ৩৮। গর্ভগ্রহণ-প্রশ্নে প্রশ্নকর্ত্তা যদি নাসার দক্ষিণ-দ্বার স্পর্শ করে, তবে এক মাস পরে গর্ভধারণ হইবে। বাম-নাসা ও বাম-কর্ণ স্পর্শ করিলে দুই বৎসর পরে, দক্ষিণ-কর্ণ স্পর্শ করিলে দুই মাস পরে এবং স্তনদ্বয় স্পর্শ করিলে চারি মাস পরে গর্ভধারণ হইবে। ৩৯। বেণীমূল স্পর্শ করিলে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিবে। কর্ণ স্পর্শ করিলে পাঁচটী পুত্র এবং হস্ত স্পর্শে তিনটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রশ্নকর্ত্তা যদি তৎকালে পদের অঙ্গুষ্ঠ বা পার্ষ্ণিযুগ্ম স্পর্শ করে, তবে একটী কন্যা হয়। ঐরূপ কনিষ্ঠাঙ্গুলি স্পর্শে পাঁচটী কন্যা, অনামিকা স্পর্শে চারিটী, মধ্যমা স্পর্শে তিনটী ও তর্জ্জনী স্পর্শ করিলে দুইটী কন্যা হইবে। ৪০। সব্য-উরু স্পর্শ করিলে দুইটী কন্যা এবং বাম-উরু স্পর্শে দুইটী পুত্র জন্মে। ললাটের মধ্য স্পর্শ করিলে চারিটী এবং ললাটের শেষ-সীমা স্পর্শ করিলে তিনটী কন্যা জন্মিয়া থাকে। ৪১। মস্তক, ললাট, ভ্রূ, কর্ণ, গণ্ড, হনু, দন্ত, গল, দক্ষিণ-স্কন্ধ, বাম-স্কন্ধ, হস্তদ্বয়, চিবুক, নাল, উরঃ, কুচ, হৃদয়ের মধ্য ও উভয় পার্শ্ব, পার্শ্বদ্বয়, জঠর, কটি, স্ফিক্, পায়ু, সন্ধি, উরুযুগল, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয়ে যথাক্রমে কৃত্তিকা অবধি নক্ষত্র সকল অবস্থান করে। ৪২। ৪৩। শাস্ত্র সকল সম্যক্-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণের পরিতোষের নিমিত্ত এই গাত্রস্পর্শ-লক্ষণ উত্তমরূপে কথিত হইল। যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও উদার-স্বভাব দৈবজ্ঞ ইহা ভালরূপে জানিবেন, তিনি রাজার নিকট ও জনসমাজে সর্ব্বদা পূজিত হইবেন। ৪৪।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

পিটকলক্ষণ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ পিটক (আঁচিল) সকল সুচিক্কণ অথচ রমণীয় হইলে, ক্রমশঃ তাহারা দ্বিজাদি * বর্ণগণের সম্বন্ধে ফল প্রকাশ করে; অন্যথা নিষ্ফল। অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ পিটক ব্রাহ্মণের পক্ষে ফলপ্রদ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তবর্ণ পিটক ফলপ্রদ, ইত্যাদি। ১। মস্তকে পিটক জন্মিলে ধনসঞ্চয়, মূর্দ্ধদেশে সৌভাগ্য লাভ, ভ্রূযুগোত্থিত হইলে দুর্ভাগ্যত্ব ও প্রিয়জন ঘটিত শীঘ্র দুঃশীলতা হইয়া থাকে। সেই ভ্রূযুগল-মধ্যস্থিত বা নয়নপুটগত হইলে শোক, নেত্রদ্বয়ে ইষ্টদৃষ্টি, শঙ্খ (ললাটাস্থি) দেশে হইলে প্রব্রজ্যা এবং অশ্রুজল-নিপতন-স্থানগত হইলে চিন্তা জন্মিয়া থাকে। ২। নাসা ও গণ্ডদেশে হইলে বসন ও শুভপ্রদ হয়, ওষ্ঠদ্বয়স্থ হইলে লাভ হয়, চিবুকতলগত হইলে অন্নলাভ হয় এবং ললাটে বা হনুদ্বয়ে পিটক হইলে প্রচুর চিত্ত লাভ হয়। পিটক যদি গলদেশ আশ্রয় করে, তবে ভূষণ, অন্ন ও পান লাভ হয় এবং কর্ণদেশে উৎপন্ন হইলে কর্ণভূষণ সমূহ ও আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়। ৩। মস্তক, সন্ধি, গ্রীবা, হৃদয়, কুচ, পার্শ্ব ও বক্ষঃস্থলে পিটক জন্মিলে যথাক্রমে অয়োঘাত, আঘাত, সুত, তনয়, লাভ, শোক এবং প্রিয়প্রাপ্ত হয়। স্কন্ধে হইলে বারংবার ভিক্ষার্থ ভ্রমণ ও বিনাশ এবং কক্ষোত্থিত হইলে ধনজাত বহুতর সুখ বিধান করিয়া থাকে। ৪। পৃষ্ঠ বা বাহুযুগলে জাত হইলে দুঃখ ও শত্রুগণের বিনাশ সাধন করে; মণিবন্ধ-জাত হইলে সংযম ও বাহুযুগলের নিকটস্থ হইলে ভূষণাদি লাভ হয়। ৫।

* জাতিমাত্র ব্রাহ্মণাদি এ স্থলে দ্বিজাতি পদে বাচ্য নহে। জন্মরাশ্যনুসারে যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় নির্ণীত হইয়াছে, তাহাই বোদ্ধব্য।

করদেশ, অঙ্গুলি বা উদরে পিটক হইলে, ক্রমশঃ ধনপ্রাপ্তি, সৌভাগ্য ও শোক হয়। নাভিতে হইলে উত্তম পান ও অন্ন লাভ আর তাহার নিম্নে হইলে চৌরগণকর্ত্তৃক ধনহরণ হইয়া থাকে। বস্তিতে হইলে ধনধান্য, মেঢ়ে হইলে যুবতি ও সুন্দর তনয় সকল এবং গুহ্য ও বৃষণজাত হইলে ধন-সৌভাগ্য বিধান করিয়া থাকে। ৬। উরুদ্বয়স্থ হইলে যান ও অঙ্গনা লাভ, জানুদ্বয়স্থ হইলে শত্রুজন হইতে ক্ষতি, জঙ্ঘাদ্বয়ে শস্ত্রক্ষত এবং গুল্‌ফদেশে হইলে পথ ও বন্ধন জন্য ক্লেশ প্রদান করে। ৭। স্ফিক্, পার্ষ্ণি ও পাদজাত হইলে ধননাশ, অগম্যাগমন ও পথলাভ হয়। অঙ্গুলি-সমূহস্থ হইলে বন্ধন ও অঙ্গুষ্ঠস্থ হইলে জ্ঞাতিলোক সমীপে পূজা প্রাপ্ত হয়। ৮। পুরুষের দক্ষিণভাগে যে পিটক হয়, তাহাদিগকে "উৎপাত-গণ্ড" পিটক বলে। বামভাগস্থ পিটককে "অভিঘাত" পিটক বলে। এইরূপ পিটক পুরুষের নিকট ধন্য হইয়া থাকে। কিন্তু নারীগণের সম্বন্ধে তাহার বিপরীত হয়। অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দক্ষিণভাগস্থ পিটক "অভিঘাত" ও বামভাগস্থ "উৎপাতগণ্ড" সংজ্ঞক। ইহাই স্ত্রীলোকের শুভকারক, অন্যথা অশুভ। ৯। মূর্দ্ধদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় অঙ্গজাত পিটক সকলের বিভাগ অর্থাৎ ফলনির্দ্দেশ এই নিরূপিত হইল। ব্রণ বা তিলক (কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নবিশেষ—'তিল') এই উভয়ের এইরূপ ফল নির্দ্দেশ করিবে। আর মশক ও আবর্ত্ত নামক যে দুই প্রকার চিহ্ন আছে, তাহা যদি প্রাণিগণের দেহজাত হয়, তবে তাহারাও উক্ত প্রকার ফল প্রদান করিয়া থাকে। ১০।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

বাস্তুবিদ্যা।

যাহা ব্রহ্মার নিকট হইতে মুনিপরম্পরায় আসিয়াছে, পণ্ডিত দৈবজ্ঞ দিগের প্রীতির নিমিত্ত অতঃপর সেই বাস্তুজ্ঞান কথিত হইতেছে। ১। শরীর দ্বারা দ্যাবাপৃথিবীর রোধকারক কোন একটী ভূত পূর্ব্বে জন্মিয়াছিল। তাহা দেবগণ কর্ত্তৃক বিনিগৃহীত হইয়া হঠাৎ অধোমুখে বিন্যস্ত হয়। ২। যে বিবুধ, তাহার যে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেবতাই সেই স্থানের অধিপতি। অনন্তর ব্রহ্মা সেই দেবময়-শরীর ভূতকে বাস্তুপুরুষ রূপে কল্পিত করেন। ৩। (জগন্মধ্যস্থ যাবতীয় লোকের বাস্তুগৃহের ভেদ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটী উত্তম, প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয়টী অধম, এবং তদপেক্ষা তৃতীয়াদি। সর্ব্বাগ্রে রাজার গৃহের পরিমাণ কথিত হইতেছে।) একশত আট (১০৮) হস্ত* যাহার পৃথুত্ব (প্রস্থ) এবং সপাদ অষ্টোত্তরশত হস্ত (১৩৫) দৈর্ঘ্য; পঞ্চভেদাত্মক নৃপগৃহের মধ্যে সেইটীই উত্তম। দ্বিতীয়াদি অপর চারি প্রকার গৃহ দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্বে ক্রমে অষ্ট (৮) হস্ত হীন হইবে। যথা,—২য়—দৈ ১২৫, পৃ ১০০; ৩য়—দৈ ১১৫, পৃ ৯২; ৪র্থ—দৈ ১০৫, পৃ ৮৪; ৫ম—দৈ ৯৫, পৃ ৭৬ হাত। ৪। সেনাপতির উত্তম গৃহের পৃথুত্ব-পরিমাণ চতুঃষষ্টি (৬৪) হস্ত আর ষড়্‌ভাগ-সমন্বিত বিস্তারই তাহার দৈর্ঘ্য। যথা,—১ম—৬৪ হাত প্রস্থ ও ৭৪ হাত ১৬ হাত অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ২য়—প্র ৫৮, দৈ ৬৭। ৮; ৩য়—৫২, ৬০। ১৬; ৪র্থ—৪৬, ৫৩। ১৬ আর ৫ম—৪০ হাত প্রস্থ, ৪৬ হাত ১৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ। ৫। সচিবদিগের যে পাঁচ প্রকার গৃহ হইবে, তাহার প্রধানটীর পৃথুত্ব-পরিমাণ ষষ্টি (৬০) হস্ত। অপর গুলি ৪ হাত করিয়া কম হইবে। অর্থাৎ যথাক্রমে ৫৬, ৫২, ৪৮, ৪৪ হাত পৃথুত্ব। পৃথুত্বের সহিত পৃথুত্বের

---

* ২৪ অঙ্গুলেতে ১ হাত এবং ৩০ যবাঙ্গুলে ১ অঙ্গুল।

অষ্টাংশ যোগ করিলে দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নিরূপিত হইবে। তৎপরিমাণ যথা,—১ম—৬৭। ১২, ২য়—৬৩, ৩য়—৫৮। ১২, ৪র্থ ৫৪। ০, ৫ম ৪৯ হস্ত ১২ অঙ্গুলি। ইহার দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্বের অর্দ্ধ ভাগ পরিমিত দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্ব যুক্ত গৃহই রাজমহিষীদিগের হইবে। দৈর্ঘ্য যথা,—১ম ৩৩। ১৮; ২য় ৩১। ১২, ৩য় ২৯। ৬, ৪র্থ ২৭। ০, ৫ম ২৪।১৮। পৃথুত্ব যথা,—১ম ৩০, ২য় ২৮, ৩য় ২৬, ৪র্থ ২৪, ৫ম ২২ হাত। ৬। যুবরাজের যে পাঁচ প্রকার গৃহ হইবে, তন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব-মিতি ৮০ অশীতি হস্ত। অপর গুলির পৃথুত্ব যথাক্রমে ৬ ছয় হস্ত করিয়া হীন হইবে। পৃথুতার ত্র্যংশ পৃথুত্বে যোগ করিলে তাহার দৈর্ঘ্যের পরিমাণ নির্ণীত হইবে। যথা—১ম পৃ ৮০ দৈ ১০৬। ১৬, ২য় পৃ ৭৪ দৈ ৯৮। ১৬, ৩য় পৃ ৬৮ দৈ ৯০। ১৬, ৪র্থ পৃ ৬২ দৈ ৮২। ১৬, ৫ম পৃ ৫৬ দৈ ৭৪। ১৬ হস্ত। এই উত্তমাদি গৃহ সকলের অর্দ্ধপরিমিত গৃহই যুবরাজের অনুজগণের গৃহ হইবে। তৎপরিমাণের পৃথুত্ব যথা,—৪০, ৩৭, ৩৪, ৩১, ২৮ হাত। আর দৈর্ঘ্য পরিমাণ যথা,—৫৩। ৮, ৪৯। ৮, ৪৫। ৮, ৪১, ৮, ৩৭। ৮ হস্ত। ৭। রাজা ও সচিবের গৃহদ্বয়ের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই সামন্ত ও শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষগণের গৃহপরিমাণ। উত্তম-ক্রমে পৃথুত্ব যথা,—৪৮, ৪৪, ৪০, ৩৬, ৩২ হস্ত। আর উত্তম ক্রমে দৈর্ঘ্য যথা,—৬৭। ১২, ৬২।৮, ৫৬। ১২, ৫১।০, ৪৫। ১২ অঙ্গুলি। রাজা ও যুবরাজের গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কঞ্চুকী, বেশ্যা ও নৃত্য-গীতাদি-বেত্তা ব্যক্তিগণের গৃহপরিমাণ। উত্তমাদিক্রমে তৎপৃথুত্ব যথা,—২৮, ২৬, ২৪, ২২, ২০ হাত। উত্তমাদিক্রমে তদ্দৈর্ঘ্য যথা,—২৮। ৮, ২৬। ৮, ২৪। ৮, ২২। ৮, ২০। ৮ অঙ্গুলি। ৮। যাবতীয় অধ্যক্ষ ও অধিকৃত ব্যক্তিগণের গৃহের পরিমাণ কোশগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণের সমান। আর যুবরাজ ও মন্ত্রিগৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কর্ম্মাধ্যক্ষ ও দূতগণের ভবন-পরিমাণ। তৎপরিমাণ-পৃথুত্ব যথা,—২০, ১৮, ১৬, ১৪, ১২ হাত। দৈর্ঘ্যপরিমাণ যথা,—৩৯। ৪, ৩৫। ১৬, ৩২। ৪, ২৮। ১৬, ২৫। ৪ অঙ্গুলি। ৯। দৈবজ্ঞ, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উত্তম গৃহের পৃথুসমান ৪০ চল্লিশ হাত। ইহাও

পাঁচ প্রকার, সেইজন্য অপরগুলি যথাক্রমে ৪ চারি হাত করিয়া হীন হইবে। আর স্বীয় ষড়্‌ভাগযুক্ত পৃথুত্বমানই ইহাদের, যথাক্রমে দৈর্ঘ্যমান হইবে। পৃথুত্বমান যথা,—৪০, ৩৬, ৩২, ২৮, ২৪ হাত। দৈর্ঘ্যমান যথা,—৪৬।১৬, ৪২।০, ৩৭।১৬, ৩২।১৬, ২৮।০ অঙ্গুলি।১০। বাস্তুবাটীর যাহা বিস্তার, তাহাই উচ্ছ্রায় হইলে শুভপ্রদ। কিন্তু যে সকল বাটীতে একটী মাত্র শালা থাকিবে, তাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে।১১। (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডালাদি হীন জাতিগণের মধ্যে কোন্ জাতির কয় প্রকার বাস্তুতে অধিকার ও সেই সেই বাস্তু-বাটীর ব্যাসের পরিমাণ কত, তাহাই কথিত হইতেছে) ব্রহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও হীন জাতির পক্ষে উত্তম বাস্তুব্যাসের পৃথুত্ব ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্ত। এই বত্রিশ সংখ্যা হইতে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ৪ চারি বাদ দিতে হইবে, যতক্ষণ না ১৬ ষোল সংখ্যা নির্গত হয়। তবেই ৩২ হইতে ৪ বাদ দিতে গেলে ১৬ হওয়া পর্য্যন্ত ৫টী অঙ্ক হয়; যথা,—৩২, ২৮, ২৪, ২০, ১৬। এই পাঁচটী অঙ্কই ব্রাহ্মণ জাতির উত্তমাদি বাস্তুর পৃথুত্বব্যাস এবং পঞ্চবিধ বাস্তুতে ঐ জাতির অধিকার। আর ব্রাহ্মণজাতির দ্বিতীয় বাস্তুবাটীর পৃথুত্বমানের সংখ্যা ২৮ হইতে শেষ ১৬ পর্য্যন্ত ৪টী অঙ্কে ক্ষত্রিয় জাতির বাস্তুপ্রভৃতি পরিমাণ ও অধিকার কথিত হইল। তৃতীয় অঙ্ক হইতে বৈশ্যের, চতুর্থ হইতে শূদ্রের এবং পঞ্চমটী অন্ত্যজ (চণ্ডালাদি হীন) জাতির বাস্তুমান ও তদধিকার নির্ণীত হইয়াছে। পৃথুত্বের অঙ্কবিন্যাস যথা,—

	উত্তম	মধ্যোত্তম	মধ্যম	অধম	অধমাধম।
ব্রাহ্মণ	৩২	২৮	২৪	২০	১৬
ক্ষত্রিয়	২৮	২৪	২০	১৬	০
বৈশ্য	২৪	২০	১৬	০	০
শূদ্র	২০	১৬	০	০	০
অন্ত্যজ	১৬	০	০	০	০

ইহাতে জানা গেল যে, ব্রাহ্মণেরা ঐরূপ পৃথুত্বব্যাসযুক্ত পঞ্চবিধ বাস্তুতে

অধিকারী ; ক্ষত্রিয়েরা চারি প্রকারে, বৈশ্যগণ তিন প্রকারে, শূদ্রগণ দুই প্রকারে এবং অন্ত্যজ জাতিগণ এক প্রকার বাস্তুতে অধিকারী। ১২। পূর্ব্বোক্ত পৃথুত্বমানের সহিত যথাক্রমে স্বীয় দশাংশ, অষ্টাংশ, ষড়ংশ ও চতুর্থাংশ যোগ দিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের বাস্তু-ভবনের ব্যাস-দৈর্ঘ্য নির্ণীত হইবে। কিন্তু অন্ত্যজ জাতির ব্যাস-মানের যাহা পৃথুত্ব, তাহাই দৈর্ঘ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দৈর্ঘ্যের অঙ্ক বিন্যাস যথা,—

	উত্তম	মধ্যোত্তম	মধ্যম	অধম	অধমাধম।
ব্রাহ্মণ	৩৫।৪।৪৮	৩০।১৯।১২	২৬।৯।৩৬	২২	১৭।১৪।২৪
ক্ষত্রিয়	৩১.১২	২৭	২২।১২	১৮	০
বৈশ্য	২৮	২৩।১৬	১৮।৮	০	০
শূদ্র	২৫	২০	০	০	০
অন্ত্যজ	১৬	০	০	০	০

। ১৩। রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কোষগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণ হইবে। তৎপরিমাণ-পৃথুত্ব যথা,— ৪৪, ৪২, ৪০, ৩৮, ৩৬ হাত। দৈর্ঘ্যমান যথা,—৬০। ৮, ৫৭। ১৬, ৫৪। ৮, ৫১। ৮, ৪৮। ৮ অঙ্গুলি। কোষগৃহ বা রতিগৃহের সহিত সেনা-পতি ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বাস্তুমানের অন্তরমানই রাজপুরুষগণের বাস্তুগৃহের পরিমাণ হইবে। অর্থাৎ রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণ-বাস্তু-ব্যাসকে সেনাপতি-বাস্তুমান-ব্যাস হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট হইবে, সেই মানাঙ্ক দ্বারা তাঁহার গৃহপঞ্চক নির্ম্মাণ করিবে। রাজপুরুষ ক্ষত্রিয় হইলে তদ্বাস্তুমানকে সেনাপতি-বাস্তুমানের দ্বিতীয়াঙ্ক হইতে হীন করিবে। বৈশ্য হইলে তৃতীয়াঙ্ক হইতে এবং শূদ্র হইলে চতুর্থাঙ্ক হইতে অধিকারমত বাস্তুমান হীন করিয়া অধিকার মত গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবে। ১৪। পারশব, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতিদিগের গৃহনির্ম্মাণ স্থানে স্বীয় স্বীয় পরিমাণের যোগজার্দ্ধ তুল্য (দৈর্ঘ্য পৃথুত্ব) গৃহ হইবে। অর্থাৎ সঙ্করজাতি সকল যে দুই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই দুই জাতির গৃহের পৃথুত্ব ও দৈর্ঘ্যমান

যোগ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকমানে তাহাদিগের গৃহপঞ্চক নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সকল জাতিরই পক্ষে স্বীয় স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা হীন বা অধিক বাস্তুর পরিমাণ অশুভপ্রদ হইয়া থাকে। ১৫। পশ্বালয়, প্রব্রাজিকালয়, ধান্যাগার, অস্ত্রাগার, অগ্নিশালা ও রতিগৃহের (বৈঠকখানা) পরিমাণ ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়। কিন্তু কোন গৃহই শত হস্তের অধিক উন্নত হইবে না, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। ১৬। সেনাপতিগৃহ ও নৃপগৃহের ব্যাসাঙ্ক পরস্পর যোগ করিয়া তাহাতে ৭০ যোগ দিবে। পরে তাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ১৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই শালা অর্থাৎ গৃহাভ্যন্তরের পরিমাণ। আর ঐ দ্বিবিভক্ত অঙ্ককে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে অলিন্দ অর্থাৎ শালাভিত্তির বহির্ভাগস্থ সোপানযুক্ত অঙ্গন বিশেষের পরিমাণ হইবে। ইহা রাজার পক্ষে। অন্য জাতীয় ব্যক্তিগণের ভবনের শালা ও অলিন্দমান বাহির করিতে হইলে রাজা ও সেনাপতি-গৃহের ব্যাসদ্বয়ের যোগফলের সহিত (স্বীয় অধিকার মত) সজাতীয় ব্যাসাঙ্কহীন করিয়া তাহাতে ৭০ যোগ দিবে। পরে তাহার অর্দ্ধকে ১৪ ও ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে শালা ও অলিন্দের পরিমাণ নিষ্কাষিত হইবে। ১৭। পূর্ব্বে (১২ শ্লোকে) যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের গৃহব্যাস ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তাদি রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে যথাক্রমে চারিহস্ত সপ্তদশাঙ্গুলি, চারি হস্ত তিন অঙ্গুলি, তিন হাত পোনের অঙ্গুলি, তিন হাত তের অঙ্গুলি ও তিন হাত চারি অঙ্গুলি পরিমিত শালা নির্ম্মিত হইবে। আর ঐ সকল গৃহের অলিন্দ-পরিমাণ যথাক্রমে তিন হাত উনিশ অঙ্গুলি, তিন হাত আট অঙ্গুলি, দুই হাত কুড়ি অঙ্গুলি, দুই হাত আঠার অঙ্গুলি ও দুই হাত তিন অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। ১৮। ১৯। পূর্ব্বোক্ত শালামানের ত্রিভাগ তুল্য ভূমি ভবনের বাহিরে রাখিতে হইবে, ঐ ভূমির নাম বীথিকা। ঐ বীথিকা যদি বাস্তুভবনের পূর্ব্বভাগে থাকে, তবে উক্ত বাস্তুর নাম "সোষ্ণীষ"। যদি বাস্তুর পশ্চিমদিকে বীথিকা থাকে, তবে সেই বাস্তুকে "সায়াশ্রয়" বাস্তু বলে। উত্তর বা দক্ষিণদিকে যদি বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে

"সাবষ্টম্ভ" নামক বাস্তু বলে। আর যদি বাস্তুভবনের চতুর্দ্দিকেই এরূপ বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে "সুস্থিত" বলে। এই সমস্ত বাস্তুকেই শাস্ত্রকারগণ পূজা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ এইরূপ বাস্তু অত্যন্ত শুভপ্রদ। ২০। ২১। উত্তম গৃহের যত হাত বিস্তার, তাহার ষোড়শাংশের সহিত চারি হস্ত যোগ দিলে যত হস্ত হইবে, তাহাই সেই গৃহের উচ্ছ্রায় হইবে। অবশিষ্ট চতুষ্প্রকার গৃহের উচ্ছ্রায় ক্রমশঃ উহা অপেক্ষা দ্বাদশ ভাগ করিয়া কম হইবে। ২২। যাবতীয় গৃহের ব্যাসের ষোড়শ ভাগই ভিত্তির পরিমাণ। ইহা পক্ক-ইষ্টককৃত গৃহের পক্ষে। কিন্তু কাষ্ঠজাত গৃহের ভিত্তির পরিমাণ ইচ্ছানুসারী। ২৩। রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা ব্যাস, তাহার সহিত ৭০ যোগ দিয়া ১১ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তত হাত তাঁহাদের প্রধান দ্বারের বিস্তার হইবে। বিস্তার-হস্ত-পরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, তত হাত উহা উন্নত হইবে এবং দ্বারবিস্তারের অর্দ্ধই দ্বারের বিষ্কম্ভ-মান। ২৪। ব্রাহ্মণাদি অপর জাতীয় ব্যক্তিগণের গৃহব্যাসের পঞ্চাংশে অষ্টাদশ অঙ্গুলি যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই তাঁহাদের গৃহের দ্বারপরিমাণ। দ্বারপরিমাণের অষ্টাংশ দ্বারের বিষ্কম্ভ এবং বিষ্কম্ভের দ্বিগুণ দ্বারের উচ্চতা। ২৫। উচ্ছ্রায় যত হাত উচ্চ, তত অঙ্গুলি উহা প্রশস্ত হইবে। গৃহের শাখাদ্বয়ই ঐরূপ হইবে এবং শাখার পরিমাণের দেড়গুণ উডুম্বরের পরিমাণ। ২৬। যে গৃহের উচ্ছ্রায় যত হাত, তাহাকে ১৭গুণ করিয়া ৮০ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ইহাদের মূলের পৃথুত্ব। উচ্ছ্রায়ের নবগুণিত ও অশীতিবিভক্ত হস্তপরিমাণ হইতে স্বীয় দশাংশ হীন করিলে, যাহা থাকিবে, তাহাই স্তম্ভের অগ্রভাগের পরিমাণ। ২৭। স্তম্ভ-মধ্যভাগ সমচতুরস্র হইলে তাহার নাম "রুচক"। অষ্টাস্রি হইলে তাহার নাম "বজ্র"। ষোড়শাস্রি স্তম্ভকে "দ্বিবজ্র", দ্বাত্রিংশদস্রিকে "প্রলীনক" এবং বৃত্তকে "বৃত্ত" নামক স্তম্ভ কহে। এই পাঁচ প্রকার স্তম্ভই শুভফলদ। ২৮। স্তম্ভ-পরিমাণকে ৯ দ্বারা বিভক্ত করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎসমস্তের নাম বহন। তন্মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ নবমভাগের নাম "বহন", অষ্টমভাগের নাম "ঘট", সপ্তমভাগের

নাম "পদ্ম", ষষ্ঠের নাম "উত্তরোষ্ঠ" এবং পঞ্চমের নাম "ভারতুলা"; ইহারা যথাক্রমে উপর্য্যুপরি ভাবে বিন্যস্ত। চতুর্থ ভাগের নাম "তুলা", তৃতীয় ভাগের নাম "উপতুলা", দ্বিতীয় ভাগের নাম "অপ্রতিবিদ্ধ" এবং প্রথম ভাগের নাম "অলিন্দ"। ইহারা যথাক্রমে পরস্পর চতুর্থাংশ করিয়া হীন হইবে। যে বাস্তুর চতুর্দ্দিকে ঐরূপ বহন ও দ্বার থাকে, তাহাকে "সর্ব্বতোভদ্র" নামক বাস্তু কহে। ইহা রাজা, রাজাশ্রিত ব্যক্তি ও দেবতাগণের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ। ২৯—৩১। যে বাস্তুর শালা-কুড্যের চতুর্দ্দিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণক্রমে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে "নন্দ্যাবর্ত্ত" নামক বাস্তু বলে। ইহার পশ্চিমে দ্বার থাকিবে না, অবশিষ্ট দ্বার সকল বর্ত্তমান থাকিবে। ৩২। যে বাস্তুর অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণক্রমে দ্বারের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহা শুভদায়ক; তদ্ভিন্ন অশুভ। এই বাস্তুকে "বর্দ্ধমান" নামক বাস্তু বলে; ইহাতে দক্ষিণদিকে দ্বার করিতে নাই। ৩৩। যাহার পশ্চিম দিকে একটী ও পূর্ব্বদিকে দুইটী অলিন্দ শেষ পর্য্যন্ত থাকে এবং অপর দুই দিকের অলিন্দ উত্থিত থাকে ও শেষ সীমা বিবৃত থাকে, তাহাকে "স্বস্তিক" নামক বাস্তু বলে; ইহাতে পূর্ব্বদ্বার প্রশস্ত নহে। ৩৪। যাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অলিন্দদ্বয় অন্তগত হয়, অবশিষ্ট দুইটী পূর্ব্ব-পশ্চিমালিন্দের অবধি পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে "রুচক" নামক বাস্তু কহে; ইহাতে উত্তরদ্বার প্রশস্ত নহে, অন্যান্য দ্বার সকল শুভদ হয়। ৩৫। নন্দ্যাবর্ত্ত ও বর্দ্ধমান নামক বাস্তু সকলের পক্ষেই শুভদ, স্বস্তিক ও রুচক মধ্যফলদ এবং অবশিষ্ট বাস্তুগুলি রাজাদির পক্ষেই শুভদ হইয়া থাকে। ৩৬। যাহার উত্তরদিকে শালা থাকে না, তাহা "হিরণ্যনাভ", ত্রিশালাবিশিষ্ট "ধন্য" এবং পূর্ব্বদিকে শালা না থাকিলে "সুক্ষেত্র" নামক বাস্তু হয়; ইহারা শুভদ। ৩৭। যাহার দক্ষিণে শালা থাকে না, তাহাকে "চুল্লীত্রিশালক" বলে; ইহা ধননাশ করে। পশ্চিম-শালাহীন বাস্তুকে "পক্ষঘ্ন" বলে, ইহাতে সুতনাশ ও বৈর হয়। ৩৮। যাহার পশ্চিম ও দক্ষিণে শালা থাকে, তাহাকে "সিদ্ধার্থ" বলে; পশ্চিম ও উত্তরে শালা থাকিলে "যমসূর্য্য" বলে; উত্তর ও পূর্ব্বে শালা থাকিলে

"দণ্ড" এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে শালা থাকিলে "বাত" বাস্তু কহে। ৩৮। ৩৯। পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে শালাবিশিষ্ট বাস্তু "গৃহচুল্লী" নামক এবং দক্ষিণে ও উত্তরে শালাবিশিষ্ট বাস্তু "কাচ" নামক হয়। সিদ্ধার্থ বাস্তুতে অর্থপ্রাপ্তি হয়। যমসূর্য্য বাস্তুতে গৃহস্বামীর মৃত্যু হয়। দণ্ড বাস্তুতে দণ্ড ও বধ, বাত-বাস্তুতে কলহোদ্বেগ, চুল্লীতে বিত্তনাশ এবং কাচবাস্তুতে জ্ঞাতিবিরোধ হইয়া থাকে। ৪০। ৪১। (বাস্তুমণ্ডল দুই প্রকার,—একাশীতিপদ ও চতুঃষষ্টিপদ। তন্মধ্যে একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলের পক্ষে) পূর্ব্বায়ত দশটী রেখা এবং তদুপরি উত্তরায়ত দশটী রেখা অঙ্কিত করিলে, একাশীতি কোষ্ঠা হইবে। এই একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলে পঞ্চচত্বারিংশৎ দেবতা অবস্থান করেন, তন্মধ্যে মধ্যস্থলে ত্রয়োদশ ও বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতা অবস্থান করেন। তদ্‌যথা ;— শিখী, পর্জ্জন্য, জয়ন্ত, ইন্দ্র, সূর্য্য, সত্য, ভৃশ ও অন্তরীক্ষ। এই দেবতা সকল ঈশানকোণ হইতে যথাক্রমে নিম্নভাগে অবস্থিত। অগ্নিকোণে অনিল। তৎপরে যথাক্রমে নিম্নভাগে পূষা, বিতথ, বৃহৎক্ষত, যম, গন্ধর্ব্ব, ভৃঙ্গরাজ ও মৃগ অবস্থিত। নৈঋ´তকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পিতা, দৌবারিক (সুগ্রীব), কুসুমদন্ত, বরুণ, অসুর, শোষ ও রাজযক্ষ্মা এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তত, অনন্ত, বাসুকি, ভল্লাট, সোম, ভুজগ, অদিতি ও দিতি, এই দেবতা সকল অবস্থান করেন। ৪২—৪৫। মধ্যস্থলের নব কোষ্ঠায় ব্রহ্মা অবস্থিত। ব্রহ্মার পূর্ব্বদিকে অর্য্যমা। তৎপরে সবিতা, বিবস্বান্, ইন্দ্র, মিত্র, রাজযক্ষ্মা, শোষ ও আপবৎস নামক দেবতাগণ প্রদক্ষিণক্রমে এক এক কোষ্ঠা অন্তরে ব্রহ্মার চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। আপ নামক দেবতা ব্রহ্মার ঈশানকোণ অবস্থিত। অগ্নিকোণে সাবিত্র, নৈঋ´তকোণে জয় এবং বায়ুকোণে রুদ্র বিদ্যমান। ইহাঁরা অভ্যন্তরে অবস্থিত। ৪৬—৪৮। আপ, আপবৎস, পর্জ্জন্য, অগ্নি ও দিতি, ইহাঁরা বর্গদেবতা। এই পঞ্চ বর্গে, পাঁচ পাঁচটী করিয়া দেবতা অবস্থিত। ইহাঁরা পঞ্চপদিক। অবশিষ্ট বাস্তুদেবতা সকল দ্বিপদিক, কিন্তু ইহাঁদের সংখ্যা বিংশতি। আর অর্য্যমা আদি যে চারি দেবতা, যাঁহারা ব্রহ্মার

চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, তাঁহারা ত্রিপদিক। ৪৯। ৫০। এই বাস্তুপুরুষ পূর্ব্বোত্তরদিকে অর্থাৎ ঈশানদিকে মস্তক রাখিয়া থাকেন। ইহাঁর মস্তকে নিম্নমুখে অনল বর্ত্তমান। ইহাঁর মুখে আপ, স্তনে অর্য্যমা, বক্ষঃস্থলে আপবৎস অবস্থিত। ৫১। পর্জ্জন্য আদি বাহ্যদেবতা সকল যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, উরঃ ও অংসস্থলে অবস্থিত। সত্য প্রভৃতি পঞ্চদেবতা ভুজমধ্যে এবং হস্তে সাবিত্র ও সবিতা বর্ত্তমান। ৫২। বিতথ ও বৃহৎক্ষত পার্শ্বে, জঠরে বিবস্বান্ এবং উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয় ও স্ফিক্, এই স্থান সকল যথাক্রমে যমাদি দেবতাকর্ত্তৃক পরিগৃহীত। ৫২। ৫৩। এই দেবতা সকল দক্ষিণ-পার্শ্বে অবস্থিত। বাম-পার্শ্বেও ঐরূপ। বাস্তুপুরুষের মেঢ় স্থলে শক্র ও জয়ন্ত, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং চরণে পিতা বর্ত্তমান। ৫৪। (অতঃপর চতুঃষষ্টিপদ বাস্তু-মণ্ডলের বিষয় কথিত হইতেছে) অথবা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমণ্ডল করিয়া তাহার কোণে কোণে তির্য্যক্ভাবে রেখা অঙ্কিত করিতে হয়। এই বাস্তমণ্ডলের মধ্যস্থ চতুষ্পদে ব্রহ্মা। ব্রহ্মার কোণস্থ দেবতা সকল অর্দ্ধপদ। বহিঃকোণে অষ্টদেবতা অর্দ্ধপদ, তন্মধ্যে উভয় কোণস্থ দেবতা সার্দ্ধপদ। উক্ত দেবতাগণ হইতে যাহারা অবশিষ্ট, সেই দেবতাগণ দ্বিপদ, কিন্তু ইহাঁদের সংখ্যা বিংশতি। ৫৫। ৫৬। যে স্থলে বংশসম্পাত অর্থাৎ রেখাদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, তাহা এবং কোষ্ঠা সকলের সমতল মধ্যস্থান সকল ইহাঁর মর্ম্মস্থল। প্রাজ্ঞগণ তাহা কখনই পীড়িত করিবেন না। ৫৭। ঐ মর্ম্মস্থান সকল যদি অপবিত্র ভাণ্ড, কীল, স্তম্ভ বা শল্যাদি দ্বারা পীড়িত হয়, তবে গৃহস্বামীর সেই অঙ্গে পীড়া হয়। ৫৮। অথবা গৃহস্বামী হস্তদ্বয় দ্বারা যে অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিবেন, যে স্থলে অশুভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে, কিংবা যে স্থলে অগ্নির বিকৃতি ঘটিবে, বাস্তুর সেই স্থলে শল্য আছে, জানিতে হইবে। ৫৯। শল্য যদি দারুময় হয়, তবে ধনহানি হইবে। অস্থিজাত শল্য নির্গত হইলে পশুপীড়া ও রোগজন্য ভয় হয়। লৌহময় হইলে শস্ত্রভয় এবং কপাল বা কেশময় হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। ৬০। অঙ্গার থাকিলে স্তেনভয় এবং ভস্ম থাকিলে সর্ব্বদা অগ্নিভয় হইয়া থাকে।

মর্ম্মস্থানস্থ শল্য যদি স্বর্ণ বা রজত ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয়, তবে অশুভ হয়। ৬১। তুষময় শল্য বাস্তুপুরুষের মর্ম্মস্থান বা যে কোন স্থান-গত হউক না কেন, তাহা অর্থাগম রোধ করে। অধিক কি, হস্তিদন্তময় শল্যও যদি মর্ম্মগত হয়, তবে তাহাও দোষকারক। ৬২। পূর্ব্বোক্ত একাশীতিপদ বাস্তুমণ্ডলের যে কোষ্ঠায় "রোগ" দেবতা পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে বায়ু পর্য্যন্ত, পিতা হইতে হুতাশন, বিতথ হইতে শোষ, মুখ্য হইতে ভৃশ, জয়ন্ত হইতে ভৃঙ্গ এবং অদিতি হইতে সুগ্রীব পর্য্যন্ত সূত্র দান করিলে যে নয়টী স্থান স্পর্শ করিবে, তাহা অতিমর্ম্মস্থান। বাস্তুগৃহের পরিমাণ যত হস্ত, তাহাকে একাশীতি ভাগ করিলে, প্রত্যেক কোষ্ঠা যত হস্ত করিয়া হইবে, তাহার অষ্টাংশই মর্ম্মস্থানের পরি-মাণ। ৬৩। ৬৪। বাস্তুনরের পদ ও হস্ত, যত হস্ত পরিমিত, তত অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ বাস্তুর বংশ (কড়িকাষ্ঠ)। বংশব্যাসের অষ্টাংশই বাস্তুর শিরাপ্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ৬৫। গৃহস্বামী যদি সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে ব্রহ্মাকে গৃহের মধ্যস্থলে রাখিবেন এবং উচ্ছিষ্টাদি উপঘাত হইতে যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। না করিলে গৃহস্বামী উপতাপিত হইবেন। ৬৬। বাস্তুনরের দক্ষিণ-হস্ত হীন হইলে অর্থক্ষয় ও অঙ্গনাদিগের দোষ হয়। বাম-হস্ত হীন হইলে অর্থ ও ধান্যের হানি হয়, মস্তক হীন হইলে সকল গুণ নাশ হয় এবং চরণ-বৈকল্য হইলে স্ত্রীদোষ, পুত্রনাশ ও প্রেষ্যতা ঘটিয়া থাকে। যদি বাস্তুনরের কোন অঙ্গ বিকল না হয়, তবে মান, অর্থ ও নানাবিধ সুখ হয়। ৬৭। ৬৮। গৃহ, নগর এবং গ্রাম ;—সর্ব্বত্রই এইরূপে দেবগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেই সেই স্থানে যথানুরূপে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বাস করাইতে হয়। ৬৯। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বাসগৃহ যথাক্রমে উত্তরাদিদিকে কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহদ্বার এরূপভাবে করিতে হইবে, যেন গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উহা দক্ষিণভাগে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখ বাটীর গৃহদ্বার উত্তরাভিমুখ হইবে, ঐরূপ দক্ষিণাভি-মুখের প্রাঙ্মুখ, পশ্চিমাভিমুখের দক্ষিণাভিমুখ এবং উত্তরাভিমুখের পশ্চিমাভিমুখ গৃহদ্বার কর্ত্তব্য। ৭০। (৮১ পদে) নবগুণ সূত্র দ্বারা

বিভক্ত করিলে বা (৬৪ পদে) অষ্টগুণ সূত্র দ্বারা বিভক্ত করিলে যে দ্বার সকল হইবে, তাহাদিগের এইরূপে যথাক্রমে ফল কথিত হইতেছে,—পূর্ব্বভাগে শিখী ও পর্জ্জন্যাদি দেবতার উপর দ্বার করিলে যথাক্রমে অনলভয়, স্ত্রীজন্ম, প্রভূত-ধনতা, রাজবল্লভতা, ক্রোধ-পরতা, মিথ্যা, ক্রূরতা এবং চৌর্য্য ঘটে। ৭১। ৭২। দক্ষিণে ঐরূপ অল্পসুতত্ব, প্রৈষ্য, নীচতা, ভক্ষ্য-পান-সুতবৃদ্ধি, ভয়ঙ্করতা, কৃতঘ্নতা, অল্পধনতা এবং পুত্র ও বীর্য্য নাশ হয়। ৭৩। পশ্চিমে ঐরূপ সুতপীড়া, রিপুবৃদ্ধি, ধন-পুত্রলাভ, সুত-অর্থ-বল-সম্পদ্, ধনসম্পদ্, নৃপভয়, ধনক্ষয় ও রোগ হয়। ৭৪। উত্তরে বধ-বন্ধ, রিপুবৃদ্ধি, ধন-পুত্রলাভ, সর্ব্বগুণ-সম্পত্তি, ধন-পুত্রলাভ, পুত্রবৈর, স্ত্রীদোষ ও নির্দ্ধনতা হইয়া থাকে। ৭৫। পথ, বৃক্ষ, কোণ, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি দ্বারা বিদ্ধ হইলে সকল দ্বারই অশুভ-প্রদ; কিন্তু স্বীয় স্বীয় দ্বারের উচ্ছ্রায়-পরিমাণের দ্বিগুণ পরিমিত ভূমি ত্যাগ করিয়া দ্বার করিলে কোন দোষ হয় না। ৭৬। রথ্যাবিদ্ধ দ্বার নাশের কারণ এবং বৃক্ষবিদ্ধ দ্বার কুমারদোষদ; আর পঙ্কনির্ম্মিত দ্বারে শোক, জলস্রাবী দ্বারে ব্যয়, কূপবিদ্ধ দ্বারে অপস্মাররোগ, দেবতাবিদ্ধ দ্বারে বিনাশ, স্তম্ভবিদ্ধে স্ত্রীদোষ এবং ব্রহ্মাভিমুখ দ্বারে কুলনাশ হইয়া থাকে। ৭৭। ৭৮। যদি দ্বার স্বয়ং উদ্ঘাটিত হয়, তবে উন্মাদ রোগ হয়, স্বয়ং বন্ধ হইলে কুলনাশ হয় এবং পরিমাণের অধিক হইলে রাজভয়, পরিমাণ অপেক্ষা হীন হইলে দস্যুভয় ও ব্যসন দান করে। ৭৯। দ্বারের উপরে যদি দ্বার হয়, তবে তাহা অমঙ্গলের কারণ হয় এবং যাহা সঙ্কট (ছোট), তাহাও অমঙ্গলদায়ী। যে দ্বার অব্যাক্ত অর্থাৎ মধ্যবিপুল, তাহা ক্ষুদ্ভয়কারক এবং কুব্জদ্বার কুলনাশের কারণ হয়। ৮০। দ্বার অতিপীড়িত হইলে পীড়াকর, অন্তর্ব্বিনত দ্বার অভাবের কারণ, বাহ্যবিনত দ্বার প্রবাসদায়ক এবং দিগ্‌ভ্রান্ত দ্বারে দস্যুকৃত পীড়া হয়। ৮১। রূপ ও ঋদ্ধি অভিলাষী নরগণ মূল দ্বারকে অন্য দ্বার দ্বারা অতিশয় সংহিত করিবে না। ঘট, ফল ও পত্র প্রমথক কোন মঙ্গলময় দ্রব্য দ্বারাও তাহা নিচিত করিবে না। ৮২। গৃহের বহির্ভাগে ঐশান্যাদি কোণে যথাক্রমে চরকী, বিদারিকা,

পূতনা ও রাক্ষসী অবস্থান করে। ৮৩। পুর, ভবন বা গ্রামের ঐ কোণ সকলে যাহারা বাস করে, তাহাদের দোষ হয়; কিন্তু ঐ সকল স্থানে শ্বপচ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিগণ বাস করিলে তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৮৪। প্রদক্ষিণক্রমে বাস্তুর দক্ষিণাদি দিক্ সকলে যদি প্লক্ষ, বট, উডুম্বর ও অশ্বত্থবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তবে অশুভপ্রদ; কিন্তু উত্তরাদি ক্রমে হইলে প্রশস্ত হয়। ৮৫। যদি বাস্তুর সমীপে কণ্টকময় বৃক্ষ থাকে, তবে শত্রুভয় হয়; ক্ষীরীবৃক্ষ থাকিলে অর্থনাশ হয়; এবং ফলীবৃক্ষ প্রজাক্ষয়কারক। সুতরাং গৃহনির্ম্মাণে ইহাদের কাষ্ঠও পরিত্যাগ করিবে। ৮৬। যদি ঐ বৃক্ষ সকল ছেদন করিতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহার নিকটে পুন্নাগ, অশোক, অরিষ্ট, বকুল, পনস, শমী ও শালবৃক্ষ রোপণ করিবে। ৮৭। যাহাতে ওষধী, বৃক্ষ বা লতা জন্মে, যাহা মধুর বা সুগন্ধ, যাহা স্নিগ্ধ, সম ও অশুষির হয়, সেই মৃত্তিকা অতিশয় প্রশস্ত। অধিক কি, পথিমধ্যে যাহারা শ্রমসুখ অনুভব করিতে ইচ্ছা করে, তাহারাও যখন উহাতে উপবেশন করিলে, শ্রীলাভ করে, তখন তাহার উপর গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলে কেন না শ্রীলাভ হইবে? ৮৮। যদি মন্ত্রীর বাটী, বাটীর নিকটে থাকে, তবে অর্থনাশ হয়। ধূর্ত্তগৃহ নিকটস্থ হইলে পুত্রহানি, দেবকুল নিকটস্থ হইলে উদ্বেগ এবং চতুষ্পথ নিকটস্থ হইলে অকীর্ত্তি হয়। ৮৯। চৈত্যবৃক্ষ গৃহের নিকটে থাকিলে গ্রহভয়, বল্মীক বা গর্ত্তবহুল স্থান নিকটস্থ হইলে বিপদ, গর্ত্তবতী ভূমি নিকটস্থ হইলে পিপাসা এবং কূর্ম্মাকার স্থান নিকটস্থ হইলে ধননাশ হয়। ৯০। প্রদক্ষিণক্রমে উত্তরাদি-প্লব ভূমি ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে প্রশস্ত। অর্থাৎ উত্তরপ্লব ভূমি ব্রাহ্মণের পক্ষে, পূর্ব্বনিম্ন ক্ষত্রিয়ের, দক্ষিণনিম্ন বৈশ্যের এবং পশ্চিম-নিম্ন ভূমি শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ সকল স্থানেই বাস করিতে পারেন, অপর বর্ণ সকল স্বীয় স্বীয় শুভ স্থানে বাস করিবেন। ৯১। গৃহমধ্যে একহস্ত-পরিমিত বর্ত্তুল গর্ত্ত খনন করিয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারাই সেই গর্ত্তকে পরিপূরিত করিবে। তাহাতে যদি মৃত্তিকা কম হয়, তবে সেই বাস্তু তাহার পক্ষে অনিষ্টকর; যদি সমান হয়, তবে

সমফলী এবং অধিক হইলে উত্তম হয়। ৯২। অথবা উক্ত গর্ত্তকে জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া একশত পদ গমন করিবে। পুনঃ প্রত্যাগত হইলে, সেই কালের মধ্যে যদি সেই জল কম না হয়, তবে সেই ভূমি অতিশয় প্রশস্ত। অথবা ঐ গর্ত্তে এক আঢ়ক পরিমিত জল দিয়া শতপদ গমন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তোলিত করিলে যদি উহা চতুঃষষ্টি পল হয়, তবে শুভপ্রদ। ৯৩। অথবা আম-মৃৎপাত্রে চারিটী দীপবর্ত্তি রাখিয়া ঐ গর্ত্তমধ্যে গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া দিবে। যে দিকের দীপবর্ত্তি অধিক জ্বলিবে, সেই বর্ণের পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। ৯৪। অথবা সেই গর্ত্তমধ্যে শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণের চারিটী পুষ্প রাখিয়া পরদিন প্রভাতে যে বর্ণের পুষ্প ম্লান হয় নাই দেখিবে, সেই জাতির পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। এই সকল পরীক্ষার মধ্যে যে পরীক্ষায় যাহার চিত্ত রত হইবে, তাহার পক্ষে তাহাই প্রশস্ত। ৯৫। সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের পক্ষে শুভপ্রদ। অথবা ঘৃত, রক্ত, অন্ন ও মদ্যতুল্য গন্ধবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের মঙ্গলকারক। ৯৬। কুশ, শর, দূর্ব্বা ও কাশ-বিশিষ্টা বা মধুর, কষায়, অম্ল ও কটুকাস্বাদবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রহ্মণাদি চর্ণ-চতুষ্টয়ের পক্ষে শুভপ্রদ। ৯৭। গৃহারম্ভের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে বাস্তু-ভূমিতে হলাকর্ষণপূর্ব্বক ব্রীহিবীজ রোপণ করিবে। পরে তাহাতে এক দিবারাত্র ব্রাহ্মণ ও গোরুকে বাস করাইবে। পশ্চাৎ দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্ণীত প্রশস্ত সময়ে গৃহপতি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত সেই ভূমিতে গমন করিয়া নানাবিধ ভক্ষ্য, দধি, অক্ষত, সুগন্ধি কুসুম ও ধূপাদি দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও স্থপতির পূজা করিবেন। পরে গৃহপতি ব্রাহ্মণ হইলে স্বীয় মস্তক স্পর্শ পূর্ব্বক রেখা অঙ্কিত করিবেন। গৃহপতি ক্ষত্রিয় হইলে বক্ষঃস্থল, বৈশ্য হইলে উরুদ্বয় এবং শূদ্র হইলে স্বীয় পাদস্পর্শ পূর্ব্বক গৃহারম্ভ-প্রারম্ভে রেখা কল্পনা করিবে। ৯৮—১০০। উক্ত রেখা অঙ্কিত করিতে হইলে অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা বা প্রদেশিনী অঙ্গুলি দ্বারা করিতে হইবে, অথবা স্বর্ণ, মণি, রজত, মুক্তা, দধি, ফল, কুসুম বা অক্ষত দ্বারা রেখা অঙ্কিত হইলে

শুভপ্রদ হয়। ১০১। শস্ত্র দ্বারা রেখা কল্পনা করিলে, শস্ত্র দ্বারা গৃহপতির মৃত্যু হইবে। লৌহ দ্বারা রেখা করিলে বন্ধনভয়, ভস্ম দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিলে অগ্নিভয়, তৃণ দ্বারা রেখা করিলে চৌরভয় এবং কাষ্ঠ দ্বারা রেখা অঙ্কিত করিলে রাজভয় হইয়া থাকে। ১০২। রেখা যদি বক্র, পাদ দ্বারা লিখিত বা বিরূপ হয়, তবে শস্ত্রভয় ও ক্লেশ প্রদান করে। চর্ম্ম, অঙ্গার, অস্থি বা দন্ত দ্বারা রেখা অঙ্কিত হইলে কর্ত্তার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। ১০৩। অপসব্যক্রমে রেখা অঙ্কিত করিলে বৈর হয়, প্রদক্ষিণ * ক্রমে রেখা কল্পনা করিলে সম্পত্তি হয়। তৎকালে পরুষ বাক্য, নিষ্ঠীবন বা ক্ষুত অমঙ্গলকারক। ১০৪। তখন স্থপতি সেই অর্দ্ধনিচিত বা সম্পূর্ণ বাস্তু মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমিত্ত সকল দর্শন করিবেন এবং গৃহস্বামী বাস্তুর কোন্ স্থানে অবস্থিত হইয়া কোন্ অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন, তাহাও দর্শন করিবেন। ১০৫। তৎকালে রবিদীপ্ত † দিকে শকুন যদি পরুষ রবে চীৎকার করে, আর সেই সময়ে গৃহপতি যে অঙ্গ স্পর্শ করিবেন, সেই স্থানে অর্থাৎ গৃহপতি-স্থিত স্থানে সেই অঙ্গ (গৃহপতিস্পৃষ্ট অঙ্গ) জাত অস্থি (শল্য) আছে,

---

* বামভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণভাগে রেখা টানিলে, সেই রেখাকে প্রদক্ষিণ রেখা বলে অথবা স্বীয় অভিমুখে রেখা অঙ্কিত করিলে, তাহাকেও প্রদক্ষিণ রেখা বলে।

† সূর্য্যোদয়ের পর হইতে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত ঈশানদিক্ অঙ্গারিণী, পূর্ব্বদিক্ দীপ্তা, অগ্নিকোণ ধূমিতা এবং অবশিষ্ট পঞ্চাদিক্ শান্তা। তৎপরে এক প্রহর পূর্ব্বদিক্ অঙ্গারিণী, আগ্নেয়ী দীপ্তা, দক্ষিণ ধূমিতা ও অবশিষ্ট পঞ্চ দিক্ শান্তা। তৃতীয় প্রহরে আগ্নেয়ী অঙ্গারিণী, দক্ষিণা দীপ্তা, নৈঋ’তী ধূমিতা এবং অবশিষ্ট পঞ্চ দিক্ শান্তা। চতুর্থ প্রহরে অস্ত পর্য্যন্ত দক্ষিণদিক্ অঙ্গারিণী, নৈঋ’তী দীপ্তা, পশ্চিমা ধূমিতা এবং অবশিষ্ট পঞ্চ দিক্ শান্তা। পরে রাত্রির প্রথম প্রহরে নৈঋ’তী অঙ্গারিণী, পশ্চিমা দীপ্তা, বায়বী ধূমিতা এবং অপর পঞ্চ দিক্ শান্তা। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পশ্চিমা অঙ্গারিণী, বায়বী দীপ্তা, উত্তরা ধূমিতা এবং অবশিষ্ট দিক্‌পঞ্চক শান্ত। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বায়বী অঙ্গারিণী, উত্তরা দীপ্তা, ঐশানী ধূমিতা এবং অপর গুলি শান্তা। আর রাত্রির চতুর্থ প্রহরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উত্তরা অঙ্গারিণী, ঐশানী দীপ্তা, পূর্ব্বা ধূমিতা এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(বসন্তরাজ শাকুন।)

ইহা নির্দ্দেশ করিবে। (প্রশ্নকালেও এইরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য) । ১০৬। শকুনরব সময়ে যদি হস্তী, অশ্ব, গো, অজাবিক, শৃগাল, মার্জ্জার প্রভৃতি জন্তু শব্দ করে, তবেও গৃহপতিস্থিত স্থানে শব্দকারী প্রাণীর তদঙ্গজাত অস্থি নির্দ্দেশ করিবে। ১০৭। সূত্র প্রসার্য্যমাণ হইলে যদি গর্দ্দভরব শ্রুত হয়, তবে অস্থিরূপ শল্য নির্দ্দেশ করিবে। অথবা ঐ সূত্র যদি কুকুর বা শৃগাল দ্বারা লঙ্ঘিত হয়, তবেও অস্থিরূপ শল্য নির্দ্দেশ করিবে। (ইহাতেও যে জন্তু লঙ্ঘন করিবে, গৃহপতিস্পৃষ্টতুল্য তদঙ্গজাত শল্য গৃহপতির অধিষ্ঠিত স্থানে নির্দ্দেশ করিবে)। ১০৮। শান্তা দিকে শকুন যদি মধুর রবে শব্দ করে, তবে গৃহপতির অধিষ্ঠিত স্থানে বা গৃহপতিস্পৃষ্ট অঙ্গতুল্য বাস্তুর তদঙ্গস্থানে অর্থরূপ শল্য আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিবে। ১০৯। তৎকালে সূত্র ছিন্ন হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। কীল যদি অবাঙ্মুখ হয়, তবে মহান্ রোগ হয়। গৃহপতি ও স্থপতির স্মৃতিভ্রংশ হইলে মৃত্যু হয়। ১১০। তখন যদি স্কন্ধ হইতে জলকুম্ভ পতিত হয়, তবে শিরোরোগ হয়। জলকুম্ভ জলশূন্য হইলে কুলে উপসর্গ হয়, কুম্ভ ভগ্ন হইলে কর্ম্মকর্ত্তার বধ হয় এবং করভ্রষ্ট হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। ১১১। বাস্তুর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পূজা করিয়া প্রথমে একখানি শিলা বা ইষ্টক বিন্যাস করিবে। অবশিষ্ট শিলা সকল প্রদক্ষিণ ক্রমে বিন্যাস করিবে। স্তম্ভ সকলও ঐরূপেই উত্থাপন করিবে। ১১২। স্তম্ভ সকলকে দ্বারের ন্যায় উন্নত করিয়া ছত্র ও বস্ত্রান্বিত করত ধূপ ও বিলেপন প্রদানপূর্ব্বক সযত্নে উত্থাপিত করিতে হইবে। ১১৩। আকম্পিত, পতিত, দুঃস্থিত বা অবলীন বিহগাদি দ্বারা স্তম্ভোপরি ফল যদি পতিত হয়, তবে ইন্দ্রধ্বজ বিষয়ে যে প্রকার ফল কথিত হইয়াছে, ইহাতেও তদ্রূপ শুভাশুভ ফল সকল নিরূপণ করিবে। ১১৪। বাস্তু-ভবন যদি পূর্ব্ব ও উত্তরে উন্নত হয়, তবে ধনক্ষয় ও পুত্রনাশ হয়। দুর্গন্ধযুক্ত হইলে পুত্রবধ হয়, বক্র হইলে বন্ধুবিনাশ হয় এবং দিগ্‌ভ্রমযুক্ত বাস্তু-ভবন হইলে তত্রস্থ নারীগণের গর্ভবিনাশ হয় । ১১৫। যদি গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থের বৃদ্ধি অভিলাষ কর, তবে

বাস-ভবনের চারিদিকে সমানভাবে ভূমি বর্দ্ধিত করিবে। যদি কোন কারণ বশত একদিক্ বর্দ্ধিত করিতে হয়, তবে পূর্ব্ব বা উত্তরে বর্দ্ধিত করিবে। বাস্তবিক বাস্তুর কোন এক দিক্ই বর্দ্ধিত করা উচিত নহে, তাহাতে দোষ হয়। ১১৬। বাস্তু যদি পূর্ব্বদিকে বৃদ্ধি পায়, তবে মিত্রবৈর হয়। দক্ষিণে বাড়িলে মৃত্যুভয়, পশ্চিমে হইলে অর্থনাশ এবং অগ্নিকোণে হইলে মনস্তাপ হইয়া থাকে। ১১৭। বাস্তু-গৃহের ঈশানকোণে দেবমন্দির, অগ্নিকোণে রন্ধনগৃহ, নৈঋ‌র্তকোণে ভাণ্ড ও উপস্করাদির গৃহ এবং বায়ুকোণে ধনাগার ও ধান্যাগার নির্ম্মাণ করিবে। ১১৮। বাস্তুর পূর্ব্বাদি দিক্ সকলে জল থাকিলে প্রদক্ষিণক্রমে এই ফল সকল হইয়া থাকে, যথা;—সুতহানি, অগ্নিভয়, শত্রুভয়, স্ত্রীকলহ, স্ত্রীদোষ, নির্দ্ধনতা, ধনবৃদ্ধি এবং পুত্রবৃদ্ধি। ১১৯। যাহা পক্ষীর নীড়-নিচিত, কিংবা যাহা ভগ্ন, সংশুষ্ক ও দগ্ধ অথবা যাহা দেবালয় ও শ্মশানের উপর উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা ক্ষীরযুক্ত এবং ধব, বিভীতক, নিম্ব ও অরণি (যাহাতে যজ্ঞকাষ্ঠ হয়) এই বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃক্ষ সকলকে গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত ছেদন করিবে। ১২০। রাত্রিকালে বৃক্ষের বলিদান ও পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে প্রদক্ষিণ করত বৃক্ষকে ছেদন করিবে। কর্ত্তিত বৃক্ষ যদি উত্তর বা পূর্ব্বদিকে পতিত হয়, তবে প্রশস্ত; অন্যথা হইলে অশুভ হয়। ১২১। বৃক্ষ ছেদন করিলে, সেই ছিন্ন স্থানের বর্ণ যদি অবিকৃত থাকে, তবে তাহা শুভকর এবং সেই বৃক্ষই গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী। ছেদনের পর বৃক্ষের মণ্ডল (সার ভাগ) যদি পীতবর্ণ হয়, তবে সেই বৃক্ষের উপরি গোধা আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিবে। ১২২। উহা মঞ্জিষ্ঠার আভা-বিশিষ্ট হইলে ভেক থাকিবে। নীলবর্ণ হইলে সর্প, অরুণবর্ণ হইলে সরট, মুদ্গের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হইলে প্রস্তর, কপিলবর্ণ হইলে ইঁদুর এবং খড়্গের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হইলে তাহাতে জল থাকিবে। ১২৩। যদি লক্ষ্মীলাভ ইচ্ছা কর, তবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ধান্য, গো, গুরু, অগ্নি ও দেবতাদিগের উপরিভাগে শয়ন করিবে না। বংশের (কড়িকাষ্ঠের) নিম্নে শয়ন করিবে না। উত্তর-শিরা, পশ্চিম-

শিরা, নগ্ন ও আর্দ্রচরণ হইয়া কখন শয়ন করিবে না। ১২৪। যখন গৃহে প্রবেশ করিবে, তখন গৃহ সকল নানাপ্রকার পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিবে, তোরণ বন্ধন করিবে, তোয়পূর্ণ কলস দ্বারা উপশোভিত করিবে। ধূপ, গন্ধ ও বলিদান দ্বারা দেবতাগণের পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণ সকলকে মঙ্গলময় ধ্বনি করাইবে। ১২৫।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

উদগার্গল।

যাহা দ্বারা জলজ্ঞান হয়, ধর্ম্ম্য এবং যশস্য সেই উদগার্গল সম্বন্ধে অতঃপর বলিব। পুরুষগণের অঙ্গে রক্তপ্রবাহিণী যেমন শিরা সকল বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ পৃথিবীতেও উন্নত ও নিম্ন-সংস্থিত জলবাহিকা শিরা সকল বর্ত্তমান আছে। ১। একবর্ণ ও এক রসযুক্ত জল আকাশ হইতে পতিত হইয়া, মৃত্তিকাবিশেষে নানাবর্ণত্ব ও বহুরসত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাও মৃত্তিকার ন্যায় পরীক্ষণীয়, অর্থাৎ পরীক্ষা দ্বারাই ইহার সম্বন্ধে যাথার্থ্য বুঝিতে পারা যায়। ২। পুরুহূত (ইন্দ্র), অগ্নি, যম, নিঋ তি, বরুণ, পবন, চন্দ্র (কুবের), শঙ্কর প্রভৃতি দেবগণ ক্রমশঃ প্রদক্ষিণক্রমে পূর্ব্বাদি দিক্ সকলের অধিপতি। ৩। অষ্টদিক্‌প্রবাহিতা আটটী শিরা স্ব স্ব দিক্‌পতির সংজ্ঞা লাভ করে। পৃথিবীর মধ্যে যে মহতী শিরা প্রবাহিতা আছে, তাহা মহাশিরা নামে প্রসিদ্ধা এবং এতদ্ব্যতীত অন্য শত শত শিরা নানা প্রকারে বিনিঃসৃত ও নানা নামে প্রথিত হয়। ৪। চতুর্দ্দিকে সংস্থিত পাতাল হইতে উত্থিত যে ঊর্দ্ধ শিরা, তাহা শুভপ্রদ হয়। কোণদিক্ অর্থাৎ অগ্নি, নৈঋ ত, বায়ু, ঈশান, এই চারি দিক্ হইতে উত্থিত শিরা শুভপ্রদ নহে। অন্য প্রকার শিরানিমিত্ত সকলও আমি বলিব।৫। যদি নির্জ্জন প্রদেশে বেতস বৃক্ষ থাকে,

তবে তাহার তিন হাত পশ্চিমে সার্দ্ধ পুরুষ* পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমস্থ শিরা, জল প্রবাহিত করে। ৬। তাহার অর্দ্ধপুরুষ পরিমিত নিম্নে পাণ্ডুর বর্ণ মণ্ডুক, পীতবর্ণ মৃত্তিকা ও পুটভেদক পাষাণ এই চিহ্নের নিম্নে জল থাকে। ৭। নির্জ্জল প্রদেশে যদি জম্বুবৃক্ষ থাকে, তবে তাহার উত্তরে তিন হাত দূরে দুই পুরুষ নিম্নে পূর্ব্ববাহিণী শিরা থাকে। এইস্থলে এক পুরুষ নিম্নে লোহগন্ধিকা মৃত্তিকা ও পাণ্ডুর-বর্ণ মণ্ডুক আছে। ৮। জম্বুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে যদি সমীপস্থ বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণপার্শ্বে পুরুষদ্বয় দূরে ও নিম্নে স্বাদু সলিল আছে। ৯। মৃত্তিকা-খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে মৎস্য, পারাবত সদৃশ পাষাণ এবং ইহার মৃত্তিকা নীলবর্ণ ও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বহু জল থাকে। ১০। উডুম্বর বৃক্ষের তিন হস্ত পশ্চিমে পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শুক্লবর্ণ অহি, অঞ্জন সদৃশ প্রস্তর, তাহার নিম্নে সার্দ্ধপুরুষমানে সুজলবিশিষ্টা শিরা আছে। ১১। অর্জ্জুন বৃক্ষের তিন হাত উত্তরে যদি বল্মীক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার নিম্নে পশ্চিমদিকে সার্দ্ধপুরুষ দূরে জল থাকে। ১২। মৃত্তিকা খননে তাহা হইতে অর্দ্ধপুরুষ পরিমাণে শ্বেত গোধা থাকে, পুরুষমিত নিম্নে ধূসর বর্ণ মৃত্তিকা থাকে ও নিম্নক্রমে কৃষ্ণ, পীত, সিত ও সিকতা-সমন্বিত মৃত্তিকা থাকে এবং তন্নিম্নে অপরিমিত জল পাওয়া যায়। ১৩। বল্মীক-উপচিত নির্গুণ্ডী বৃক্ষের ত্রিহস্ত দক্ষিণে সপাদ-পুরুষদ্বয় নিম্নে অশোষ্য স্বাদু জল থাকে। ১৪। ইহার নিম্নে অর্দ্ধনর পরিমাণে রোহিত মৎস্য, তন্নিম্নে কপিলবর্ণ, তন্নিম্নে পাণ্ডুরবর্ণ, মৃত্তিকা, তৎপরে সিকতা ও শর্করা থাকিবে এবং তন্নিম্নে জল পাওয়া যাইবে। ১৫। যদি বদরীবৃক্ষের পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার পশ্চাৎ ত্রিপুরুষ পরিমাণে জল আছে, বলিতে পারা যায়; তাহার অর্দ্ধনর পরিমাণ নিম্নে শ্বেতগৃহগোধিকা থাকে। ১৬। যদি পলাশ-সমন্বিত বদরীবৃক্ষ থাকে, তাহা হইলে, সপাদ পুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিমে

---

* পুরুষ শব্দে এখানে টীকাকার ভট্টোৎপলের মতে ১২০ অঙ্গুলি। যথা;— "পুরুষশব্দেনাত্রোর্দ্ধবাহুঃ পুরুষো জ্ঞেয়ঃ, স চ বিংশত্যধিক মঙ্গুলশতং ভবতীতি সর্ব্বত্র পরিভাষা।"

জল থাকে। ইহাতে একপুরুষ নিম্নে দুন্দুভি চিহ্ন থাকে। ১৭। বিল্ব ও উদুম্বর বৃক্ষের যোগ হইলে, দক্ষিণে তিনহস্ত ছাড়িয়া, তিন পুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে; তাহার অর্দ্ধনর পরিমাণ নিম্নে কৃষ্ণ মণ্ডূক থাকে। ১৮। কাক-উদুম্বর বৃক্ষের নিকট বল্মীক দৃষ্ট হইলে, সপাদ পুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে পশ্চিম-দিগ্বাহী-শিরা প্রবাহিত হয়। ১৯। ইহাতে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও পীতাভ মৃত্তিকা এবং দুগ্ধবর্ণ পাষাণ বাহির হয় এবং কুমুদ সদৃশ মূষক দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ২০। জলবিহীন দেশে যেখানে কম্পিল্লক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়, তথায় পূর্ব্বদিকে তিন হস্ত পরিমাণে প্রথম দক্ষিণবাহিনী শিরা প্রবাহিত হয়। ২১। ভূমি খনন করিলে নীলোৎপলবর্ণ ও কপোতবর্ণ-বিশিষ্ট মৃত্তিকা দৃষ্ট হইবে; তাহা হইতে হস্তান্তরে অজগন্ধি মৎস্য ও ক্ষার-সমন্বিত জল বাহির হইয়া থাকে। ২২। শোণাকতরুর পশ্চিমোত্তর দিকে দুই হস্ত অতিক্রম করিয়া যে শিরা আছে; সেই কুমুদনাম্নী শিরা পুরুষত্রয় পরিমাণ নিম্নে প্রবাহিতা থাকে। ২৩। যদি বিভীতক বৃক্ষের দক্ষিণ-পার্শ্বে বল্মীক আসন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে শিরা প্রবাহিতা জানিতে হইবে। ২৪। যদি তাহার একহস্ত অন্তরে পশ্চিমদিকে বল্মীক থাকে, তবে সার্দ্ধ চারিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে শিরা থাকে। ২৫। খনন করিলে প্রথম পুরুষে শ্বেত মৃত্তিকা ও কুঙ্কুমসদৃশ আভাযুক্ত প্রস্তর থাকিবে এবং বর্ষত্রয় অতীত হইলে ঐ পশ্চিমবাহিনী শিরা নষ্ট হইবে। ২৬। যে স্থানে কোবিদার বৃক্ষের ঈশানকোণে কুশ-সমন্বিত কৃষ্ণবর্ণ বল্মীক থাকে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে সার্দ্ধ পঞ্চনর পরিমাণ নিম্নে অধর্ষণীয় জল আছে। ২৭। ইহাতে ভূমি খনন করিলে নিম্নে প্রথম পুরুষ পরিমাণে কমলোদর সদৃশ রক্তবর্ণ ভুজগ, কুরুবিন্দ পাষাণ ও রক্তবর্ণ মৃত্তিকা, এই চিহ্ন সকল আছে, বলিতে পারা যায়। ২৮। যদি সপ্তপর্ণবৃক্ষ বল্মীকাবৃত হয়, তাহা হইলে, তাহার উত্তরে পঞ্চপুরুষ পরিমাণে জল আছে, ইহাই কথনীয়। ইহাতে এই চিহ্ন সকল থাকে,—ভূমি খনন করিলে, অর্দ্ধ পুরুষ নিম্নে হরিতবর্ণ মণ্ডূক, হরিতাল-সন্নিভ ভূমি, অভ্রসদৃশ পাষাণ

ও অম্বুবাহিকা উত্তরা শিরা আছে। ২৯। ৩০। যে বৃক্ষের নিম্নে ভেক দৃষ্ট হয়, তথা হইতে হস্ত পরিমাণ ব্যবধানে সার্দ্ধ চতুঃপুরুষ পরিমিত নিম্নে জল থাকে। ৩১। ইহাতে খননকালে পুরুষ পরিমাণে নকুল, ক্রমে ক্রমে নীল পীত ও শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা এবং ভেকবর্ণ পাষাণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৩২। যদি করঞ্জ বৃক্ষের দক্ষিণে সর্পবিবর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণে হস্তদ্বয় ব্যবধানে সার্দ্ধত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে শিরা থাকে। ৩৩। খননকালে অর্দ্ধপুরুষ নিম্নে প্রথমে কচ্ছপ ও তৎপরে পূর্ব্বশিরা উদ্ভিন্ন হয়। তৎপরে উত্তরবাহিণী শিরা, তন্নিম্নে হরিদ্বর্ণ প্রস্তর এবং তন্নিম্নে স্বাদুজলযুক্তা শিরা থাকে। ৩৪। মধূকবৃক্ষের উত্তরে সর্পাবাস থাকিলে, তরুর পশ্চিমে পঞ্চ হস্ত পরিত্যাগ করিয়া, সার্দ্ধ অষ্টপুরুষ নিম্নে প্রথমে জল পাওয়া যায়। ৩৫। এই ভূমি খননকালে এক পুরুষে অহিরাজ, ধূম্রবর্ণ মৃত্তিকা, কুলত্থবর্ণ প্রস্তর থাকে এবং সর্ব্বদা ঐন্দ্রীশিরা ফেনসমন্বিত জল বহন করিয়া থাকে। ৩৬। যদি তিলক বৃক্ষের দক্ষিণে স্নিগ্ধকুশ ও দূর্ব্বা-সমন্বিত বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, পশ্চিমদিকে পঞ্চপুরুষ তলে পূর্ব্বশিরা আছে। ৩৭। যদি কদম্বের পশ্চিমদিকে সর্পাবাস থাকে, তবে তাহার দক্ষিণদিকে হস্তত্রয় অন্তরে পাদোন ষট্‌পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল আছে। ৩৮। ইহাতে উত্তরশিরা—লোহগন্ধি অধর্ষণীয় জল বহন করে এবং নরমাত্র পরিমাণে কনকনিভ মণ্ডূক ও পীত মৃত্তিকা থাকে। ৩৯। যদি তাল কিংবা নারিকেল বৃক্ষ বল্মীক-সংবৃত হয়, তবে পশ্চিমে ষড়্‌হস্ত অন্তরে চতুর্নর পরিমাণে দক্ষিণবাহিনী শিরা থাকে। ৪০। কপিত্থ বৃক্ষের দক্ষিণে যদি সর্পাবাস থাকে, তাহা হইলে, উত্তরে সপ্তহস্ত পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চ পুরুষ পরিমিত নিম্ন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া, জল প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ে ইহাই বাচ্য। ৪১। মৃত্তিকা খননে একপুরুষে কর্ব্বুরবর্ণ অহি, কৃষ্ণমৃত্তিকা, পুটভেদক পাষাণ, তৎপরে শ্বেত মৃত্তিকা এবং তৎপরে পশ্চিম-বাহিনী ও তৎপরে উত্তর-বাহিণী শিরা থাকে। ৪২। অশ্মন্তক বৃক্ষের বামে বদরী বৃক্ষ বা অহিনিলয় দৃষ্ট হইলে, তাহার উত্তরে ষড়্‌হস্ত অন্তরে সার্দ্ধ ত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে

জল থাকে। ৪৩। মৃৎখননে প্রথম পুরুষে কূর্ম্ম, ধূসরবর্ণ পাষাণ, সিকতা-সমন্বিতা মৃত্তিকা, তন্নিম্নে উত্তরস্থা প্রথম শিরা এবং পূর্ব্বোত্তর-বাহিনী দ্বিতীয় শিরা পাওয়া যায়। ৪৪। হরিদ্র তরুর বামে যদি বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার পূর্ব্বে হস্তত্রয় ব্যবধানে তৃতীয়াংশ-সমন্বিত পঞ্চ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ৪৫। খননে প্রথম এক পুরুষ নীচে নীলসর্প, পীতবর্ণ মৃত্তিকা, মরকত-সদৃশ প্রস্তর, তন্নিম্নে কৃষ্ণ মৃত্তিকা, পরে প্রথমে পশ্চিম-বাহিনী শিরা এবং তৎপরে দক্ষিণবাহিনী শিরা আছে। ৪৬। জলপরিহীন দেশে সজলভূমিজাত চিহ্ন সকল যদি দৃষ্ট হয় এবং যথায় কোমল বীরণ ও দূর্ব্বা দৃষ্ট হয়, তথায় পুরুষ নিম্নে জল পাওয়া যায়। ৪৭। যে স্থানে ভার্গী, ত্রিবৃতা, দন্তী, শূকরপাদী, লক্ষ্মণা ও নবমালিকা লতা আছে, তাহার দক্ষিণে হস্তদ্বয় ব্যবধানে ত্রিপুরুষ নিম্নে জল পাওয়া যায়। ৪৮। স্নিগ্ধ ও প্রলম্বশাখ বামন বিটপী সকল যে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, জল তাহার সমীপবর্ত্তী থাকে; কিন্তু যে স্থানে সশুষির জর্জ্জর পত্রযুক্ত বৃক্ষ সকল থাকে, সে স্থান জল-বিহীন হয়। ৪৯। তিলক, আম্রাতক, বরুণক, ভল্লাতক, বিল্ব, তিন্দুক, অঙ্কোল্ল, পিণ্ডার, শিরীষ, অঞ্জন, পরুষক, বঞ্জুল ও অতিবল, এই সকল সুস্নিগ্ধ বৃক্ষ যদি বল্মীক দ্বারা পরিবৃত হয়, তবে তাহার উত্তরে ত্রিহস্ত পরে, সার্দ্ধ চতুঃসংখ্যক নর পরিমিত নিম্নে জল থাকে। ৫০। ৫১। যথায় অতৃণক্ষেত্র সতৃণ এবং সতৃণক্ষেত্র অতৃণ হয়, তাহাতে শিরা সংস্থানের নিম্ন ধন আছে, কথিত হইয়া থাকে। ৫২। কণ্টকী বৃক্ষ কণ্টকশূন্য কিংবা অকণ্টক বৃক্ষ কণ্টকযুক্ত হইলে, তাহার পশ্চিমে করত্রয় অন্তরে ত্রিভাগযুক্ত ত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে মৃত্তিকা খনন করিলে, জল কিংবা ধন পাওয়া যায়। ৫৩। যে স্থানে মৃত্তিকা চরণাহতা হইয়া গম্ভীর শব্দ করে, তাহার সার্দ্ধ ত্রিমনুষ্য পরিমিত নিম্নে উত্তরা শিরা থাকে। ৫৪। যদি বৃক্ষের একটী শাখা বিনত অথবা পাণ্ডুর হয়, তবে সেই শাখাতলে ত্রিপুরুষ পরিমাণ খনন করিলে জল আছে, জানিতে পারা যায়। ৫৫। যে বৃক্ষে ফল ও পুষ্পের বিকার হয়, তাহার পূর্ব্বে ত্রিহস্ত ব্যবধানে চতুঃপুরুষ পরিমাণ নিম্নে

শিরা থাকে। ইহাতে পাষাণ থাকে ও তথাকার মৃত্তিকা পীতবর্ণ হয়। ৫৬। যদি কণ্টকারিকা লতাকে কণ্টক-বিরহিতা ও শ্বেতপুষ্পান্বিতা হইতে দেখা যায়, তবে তাহার নিম্নে সার্দ্ধপুরুষত্রয় পরিমাণে জল আছে, বলিতে পারা যায়। ৫৭। যে স্থানে দ্বিমস্তক-সম্পন্ন খর্জ্জুর বৃক্ষ আছে, তাহার পশ্চিমভাগে ত্রিপুরুষ নিম্নে জল আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ৫৮। যদি কর্ণিকার কিংবা শ্বেতপুষ্পযুক্ত পলাশ বৃক্ষ থাকে, তাহার সব্যভাগে হস্তদ্বয় ব্যবধানে পুরুষত্রয় নিম্নে জল আছে। ৫৯। যে মৃত্তিকায় উষ্মা অথবা ধূম আছে, তাহার নরদ্বয় নিম্নে জল আছে এবং মহাজল-প্রবাহযুক্তা শিরাও আছে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ৬০। যে ক্ষেত্রপ্রদেশে জাত শস্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত পাণ্ডুর বর্ণ যুক্ত হয়, তাহা হইলে, তথায় নরদ্বয় পরিমাণ নিম্নে মহাশিরা থাকে। ৬১। অতঃপর মরুদেশে যে স্থানে শিরা থাকে, তাহা বলিব। ইহাতে করভগণের গ্রীবার ন্যায় ভূতল-সংস্থিত শিরা গমন করে। ৬২। যদি পীলুবৃক্ষের পূর্ব্বোত্তর দিকে বল্মীক থাকে, তবে তাহার পশ্চিমদিকে জল থাকে এবং পঞ্চপুরুষ প্রমাণ নিম্নে উত্তরগমনা শিরা আছে, ইহা জানিতে পারা যায়। ৬৩। খনন কালে ইহার চিহ্ন— এক পুরুষ নিম্নে প্রথমে ভেক, পরে কপিলবর্ণ মৃত্তিকা, পরে হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকা ও প্রস্তর থাকে; তাহার নিম্নে যে জল আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ৬৪। যদি পীলুবৃক্ষের পূর্ব্বদিকে বল্মীক থাকে, তাহা হইলে, তাহার দক্ষিণদিকে সার্দ্ধশঙ্ক হস্তান্তরে সপ্তপুরুষ নিম্নে জল আছে, বলিতে পারা যায়। ৬৫। খনন সময়ে ইহার প্রথম পুরুষ নিম্নে সিত এবং অসিতবর্ণ-যুক্ত হস্তমাত্র সর্প ও দক্ষিণ হইতে ক্ষার-সমন্বিত বহুজল-বিশিষ্ট শিরা প্রবাহিত হয়। ৬৬। করীর বৃক্ষের উত্তরে সর্পাবাস থাকিলে, তাহার দক্ষিণে দশ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে স্বাদু জল আছে, জানিতে পারা যায়; ইহার প্রথম পুরুষে পীত মণ্ডূক থাকে। ৬৭। যদি রোহীতক বৃক্ষের পশ্চিমে সর্পনিবাস থাকে, তবে তাহার দক্ষিণে তিন হস্ত ব্যবধানে দ্বাদশ পুরুষ পরিমাণে মৃত্তিকা খনন করিলে ক্ষার-সমন্বিতা পশ্চিম-বাহিনী শিরা পাওয়া

যায়। ৬৮। ইন্দ্রতরুর পূর্ব্বে বল্মীক দৃষ্ট হইলে, তাহার পশ্চিমে এক হস্তান্তরে চতুর্দ্দশ পুরুষ পরিমাণে খনন করিলে, শিরা পাওয়া যায়; ইহার প্রথম পুরুষে কপিলবর্ণ গোধা থাকে। ৬৯। যদি সুবর্ণ নামক তরুর বামে ভুজঙ্গাবাস থাকে, তাহা হইলে, দক্ষিণদিকে হস্তদ্বয় ব্যবধানে পঞ্চদশ নরপরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ৭০। খনন সময়ে ইহাতে অর্দ্ধমানব নিম্নে ক্ষারজল, নকুল, তাম্রসদৃশ প্রস্তর ও রক্তবর্ণা মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তন্নিম্নস্থ স্থলে দক্ষিণবাহিনী পৃথিবীর শিরা প্রবাহিতা হয়। ৭১। যদি বদরী ও রোহিত নামক বৃক্ষদ্বয় পরস্পর সম্পৃক্ত হইয়া, বল্মীক বিনা অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পশ্চিমে হস্তত্রয় ব্যবধানে ষোড়শ মানব পরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ৭২। ইহাতে ভূমি খনন করিলে প্রথমে দক্ষিণবাহিনী শিরায় সুরস জল প্রবাহিত হয়, অন্য শিরা উত্তরদিকে প্রবাহিত হয়। ইহাতে অর্দ্ধনরে পিষ্ট সদৃশ পাষাণ, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা ও বৃশ্চিক থাকে। ৭৩। যদি বদরী বৃক্ষ, করীর বৃক্ষের সহিত অবস্থিত হয়, তবে করত্রয় পশ্চিমে অষ্টাদশ পুরুষ নিম্নে ঈশান-বাহিনী বহুজল-বিশিষ্টা শিরা থাকে। ৭৪। বদরীবৃক্ষ পীলুসমেত হইলে, তাহার তিন হস্ত পরিমাণ পূর্ব্বদিকে বিংশতি পুরুষ নিম্নে ক্ষার-সমন্বিত অশোষ্য জল থাকে। ৭৫। যে স্থানে ককুভ ও করীর কিংবা ককুভ ও বিল্ব বৃক্ষ একত্র সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয়, তাহার দুই হস্ত পশ্চিমে পঞ্চবিংশতি পুরুষ পরিমাণ নিম্নে অম্বু পাওয়া যায়। ৭৬। যে স্থানে বল্মীকের উপর পাণ্ডুরবর্ণ দূর্ব্বা ও কুশ সকল হয়, সেই স্থানে কূপ খনন করিলে, একবিংশতি নরপরিমাণ নিম্নে জল পাওয়া যায়। ৭৭। যে স্থানে বল্মীকের উপর ভূমি-কদম্ব ও দূর্ব্বা দৃষ্ট হয়, তাহার তিন হস্ত দক্ষিণে পঞ্চবিংশতি নর পরিমাণ নিম্নে জল পাওয়া যায়। ৭৮। যে স্থানে তিনটী বল্মীকের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষের সহিত রোহীতক বৃক্ষ থাকে, তথায় ত্রিমনুষ্য পরিমাণ নিম্নে জল আছে বলিতে পারা যায়। ৭৯। তাহার মধ্য হইতে চতুর্হস্ত ষোড়শ অঙ্গুলি উত্তরে চত্বারিংশৎ পুরুষ প্রমাণ খনন করিলে, পাষাণের পরে শিরা পাওয়া গিয়া থাকে। ৮০। যে স্থানে

প্রচুর গ্রন্থিযুক্ত শমী বৃক্ষ ও তদুত্তরে বল্মীক থাকে, তাহার পশ্চিমে পঞ্চহস্ত ব্যবধানে পঞ্চাশৎ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল আছে। ৮১। এক স্থানে যদি পঞ্চসংখ্যক বল্মীক থাকে ও তাহার মধ্যমটী শ্বেতবর্ণ হয়, তথায় পঞ্চপঞ্চাশৎ পুরুষ পরিমাণ নিম্নে শিরা আছে, ইহা প্রদিষ্ট হইবে। ৮২। যে স্থানে পলাশের সহিত শমী বৃক্ষ আছে, তাহার পশ্চিম ভাগে ষষ্টিসংখ্যক মানব পরিমাণ নিম্নে জল আছে। তাহার অর্দ্ধনর নিম্নে প্রথমে সর্প, তৎপরে বালুকা-সমন্বিত পীতবর্ণ মৃত্তিকা থাকিবে। ৮৩। যে স্থানে শ্বেত-রোহীতক বৃক্ষ বল্মীক দ্বারা পরিবৃত হয়, তাহার একহস্ত পূর্ব্বে সপ্ততি মানব পরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ৮৪। যে স্থানে কণ্টক-বহুল শ্বেত-শমী আছে, তাহার দক্ষিণে সার্দ্ধ পঞ্চসপ্ততি নরপরিমাণ নিম্নে জল থাকে; কিন্তু অর্দ্ধনরমানে সর্প পাওয়া যায়। ৮৫। মরুদেশে যে চিহ্ন, জঙ্গলে সেই চিহ্ন দ্বারা জলনির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। জম্বু ও বেতসের পূর্ব্বে যে সকল পুরুষসংখ্যা উক্ত হইয়াছে, মরুদেশে তাহার দ্বিগুণ জানিবে। ৮৬। জম্বুবৃক্ষ এবং ত্রিবৃতা, মূর্ব্বা, শিশুমারী, সারিবা, শিবা, শ্যামা, বীরুধী, বারাহী, জ্যোতিষ্মতী, গরুড়বেগা, শূকরিকা, মাষপর্ণী ও ব্যাঘ্রপদা, এই সকল লতা যদি বল্মীকস্থ সর্পাবাসের উপর হয়, তাহা হইলে বল্মীক হইতে ত্রিহস্ত পরিমাণ উত্তরে ত্রিপুরুষ পরিমাণ নিম্নে জল থাকে। ৮৭। ৮৮। অনূপদেশে (জলময় স্থানে) ইহা কথিত হইতে পারে; কিন্তু জঙ্গল-ভূমিতে এই লক্ষণে পঞ্চপুরুষ নিম্নে এবং মরুদেশে সপ্তপুরুষ প্রমাণ নিম্নে বলা যাইতে পারে। ৮৯। পৃথিবী যে স্থানে তৃণ, তরু, বল্মীক ও গুল্ম-পরিহীনা এবং একবির্ণা ভূমিতে যে স্থানে বিকার লক্ষিত হয়, সেই স্থানে জল থাকে। ৯০। যে স্থানে ধরিত্রী স্নিগ্ধা, নিম্না, বালুকা-সমন্বিতা ও শব্দযুক্তা হয়, তথায় সার্দ্ধপঞ্চ কিংবা পঞ্চপুরুষ নিম্নে জল থাকে। ৯১। স্নিগ্ধ তরুগণের দক্ষিণে চতুঃপুরুষ নিম্নে জল থাকে। তরুগহনে যে বিকৃতি হয়, তাহাতেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। ৯২। যে জঙ্গলময় ও জলাভূমিতে ধরিত্রী নত হয়, তাহার পুরুষপ্রমাণ নিম্নে জল পাওয়া যায়; কিংবা যে স্থানে কীট সকল আলয় বিনা অবস্থিতি

করে, সেই স্থানে পুরুষনিম্নে বহু পরিমাণে জল পাওয়া যায়। ৯৩। যে স্থানে মৃত্তিকা শীত এবং উষ্ণ হইবে এবং ইন্দ্রধনু, মৎস্য বা বল্মীক থাকিবে, তাহারা চতুর্হস্ত ব্যবধানে সার্দ্ধ ত্রিমনুষ্য পরিমাণ নিম্নে শীতোষ্ণ জল থাকে। ৯৪। বল্মীকের পংক্তিতে যদি একটী বল্মীকের মস্তক অত্যন্ত উচ্ছ্রিত হয়, তবে তাহার নিম্নদেশে শিরা থাকে ; যাহাতে শস্য সকল শুষ্ক বা অঙ্কুরিত হয় না, সেই স্থানেও জল থাকে। ৯৫। ন্যগ্রোধ, পলাশ ও উদুম্বর বৃক্ষ মিলিত হইলে, তাহার নিম্নে ত্রিপুরুষ পরিমাণে জল থাকে এবং বট ও পিপ্পলী সমবেত হইলে, তদ্রূপ স্থানে উত্তরবাহিনী শিরা আছে, ইহা বলিতে পারা যায়। ৯৬। যদি গ্রামের কিংবা পুরের আগ্নেয় কোণে কূপ থাকে, তাহা হইলে, সেই কূপ নিত্য ভয় ও প্রায় মানুষ-সমন্বিত দাহ করে। নৈর্ঋত কোণে কূপ থাকিলে বালকক্ষয় ও বায়ব্য কোণে থাকিলে বনিতাজাত ভয় হয়। এই তিন দিক্ বর্জ্জন করিয়া, অবশিষ্ট দিক্ সকলস্থিত কূপ শুভপ্রদ হয়। ৯৭। ৯৮। সারস্বত মুনি কর্ত্তৃক বর্ণিত উদগার্গল অবলোকন করিয়া, আর্য্যাচ্ছন্দঃ দ্বারা তাহার বর্ণন করিয়াছি, এইবার বৃত্তচ্ছন্দঃ দ্বারা মনুকৃত উদগার্গল বলিব। ৯৯। যে স্থানে পাদপ, গুল্ম ও বল্লী সকল স্নিগ্ধ ও নিশ্ছিদ্রপত্র হয়, অথবা পদ্ম-ক্ষুর-উশীর-সঙ্কুল গুন্দ্র-সমন্বিত কাশ, কুশ, নল ও নালিক থাকে, সেই স্থানে শিরা থাকে। ১০০। যেখানে খর্জ্জূর, জম্বূ, অর্জ্জুন, বেতস, ক্ষীরান্বিত বৃক্ষ, গুল্ম ও বল্লী থাকে, অথবা নাগ, শতপত্র, নীপ, নক্তমাল, সিন্ধুবার, বিভীতক বা মদয়ন্তিকা বৃক্ষ যে স্থানে আছে, তথায় পুরুষত্রয় নিম্নে জল থাকে এবং যে স্থানে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত আছে, সেই স্থানের মূলেও পুরুষত্রয় নিম্নে জল থাকিবে। ১০১। ১০২। যে মৃত্তিকা মৌঞ্জক, কাশ ও কুশ সমন্বিত, যে মৃত্তিকা নীলবর্ণ ও শর্করা সমন্বিত কিংবা যে স্থানের মৃত্তিকা রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ, সেই মৃত্তিকায় প্রভূত সুরস জল পাওয়া যায়। ১০৩। যেখানে মৃত্তিকা শর্করাসমন্বিতা ও তাম্রবর্ণবিশিষ্টা হইবে, তথায় ক্ষারজল থাকে। আর কপিলবর্ণ-যুক্তা হইলে তথায় কষায়-জল, ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণযুক্তা হইলে লবণ

এবং নীলবর্ণ মৃত্তিকা হইলে মিষ্ট জলের উৎপাদন করিয়া থাকে। ১০৪। যেখানে শাক, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, বিল্ব, সর্জ্জ, শ্রীপর্ণী, অরিষ্ট, ধব ও শিংশপা বৃক্ষ ছিদ্রপত্র (ফাঁক ফাঁক পত্রযুক্ত) হয় বা বৃক্ষ ও বল্লী সকল রূক্ষ হয়, তাহার সন্নিকটে জল নাই, তবে দূরে জল থাকিতে পারে, ইহাই বিনির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। ১০৫। যে স্থানে বসুন্ধরা সূর্য্য, অগ্নি, ভস্ম, উষ্ট্র ও খর সদৃশ বর্ণবিশিষ্টা হয়, তাহা নির্জ্জল বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়া থাকে। যদি অঙ্কুর সকল রক্তবর্ণ বা ও ক্ষীরযুক্ত হয় ও পৃথিবী রক্তবর্ণা হয়, তবে পাষাণের নিম্নে জল থাকে। ১০৬। যে স্থানে বৈদূর্য্যবর্ণ, মুদ্গ ও মেঘ-সদৃশ মেচক (শ্যামবর্ণ) বর্ণযুক্ত বা পাকোন্মুখ উদুম্বর সদৃশ কিংবা ভৃঙ্গ ও অঞ্জনের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট অথবা কপিলবর্ণ শিলা থাকে, তাহাতে সমীপে বহু জল আছে, ইহা জানিতে পারা যায়। ১০৭। যে শিলা পারাবত, ক্ষৌদ্র (মোম) বা ঘৃত সদৃশ কিংবা ক্ষৌমবস্ত্র সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট অথবা সোমলতার ন্যায় রূপবিশিষ্ট, তাহাও শীঘ্র অক্ষয় জল করে। ১০৮। তাম্রসমেত বিচিত্র পৃষত দ্বারা ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, ভস্ম, উষ্ট্র ও খরদিগের অনুরূপ, ভৃঙ্গ সদৃশ বা আঙ্গুষ্ঠিক পুষ্পতুল্য কিংবা সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট শিলা জলবিহীন হয়। ১০৯। যে শিলা চন্দ্ররশ্মি, স্ফটিক, মৌক্তিক ও হেম সদৃশ রূপবিশিষ্ট বা ইন্দ্রনীলমণি, হিঙ্গুল ও কাঞ্চনের ন্যায় আভাযুক্ত অথবা উদয়কালীন সূর্য্যের কিরণ ও হরিতালের ন্যায় আভাবিশিষ্ট হয়, তাহা শুভপ্রদ হয়। এই মুনিবাক্য এই স্থানে বিবৃত হইল,—"এই সমস্ত শিলাই অভেদনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। ইহা যক্ষ ও নাগগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেবিত। যে রাজগণের রাজ্যে উক্ত শিলা সকল আছে, তাঁহাদিগের রাজ্যে কখনই অবৃষ্টি হইবে না"। ১১০। ১১১। শিলা যখন বিদীর্ণ না হয়, তখন পলাশ কাষ্ঠের সহিত তিন্দুক কাষ্ঠের অনল প্রজ্বলিত করিবে; শিলা অগ্নিবর্ণ বিশিষ্ট হইলে, তাহা সুধাম্বুসিক্ত করিলে প্রবিদীর্ণ হয়। ১১২। যে জল মোক্ষক ও ভস্ম দ্বারা পক্ক হয়, বহ্নিবিতাপিতা শিলায় সপ্তবার তাহার পরিষেচন ও শরক্ষারযুক্ত জল দিলে, তাহার প্রস্ফোটন হইবে। ১১৩। তক্র, কাঞ্জিক ও সুরাকে

কুলত্থ ও বদরীফল যুক্ত করিয়া সপ্তরাত্র তাহা উষিত করিবে। পরে অভিতপ্ত শিলার উপর তাহা সিক্ত করিলে উহা বিদীর্ণ হইবে। ১১৪। নিম্ববৃক্ষের পত্র ও ত্বক্, তিলের নাল, অপামার্গ, তিন্দুক ও গুড়ুচীর ক্ষার গোমূত্র দ্বারা স্রাবিত করিয়া ছয়বার তাপিত পাষাণে দিয়া তাহার ভেদ করিতে হয়। ১১৫। হুড়ু (মেষ বিশেষ) বিষাণমসী সমেত অর্ক বৃক্ষের রসে পারাবত ও মূষিকের বিষ্ঠা সংযোগে প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া, তৈলমথিত টঙ্কের (পাষাণদারক যন্ত্র) পা'ন দিয়া, শাণিত করিয়া, তদ্দ্বারা শিলাতে আঘাত করিলে, যন্ত্র ব্যাহত হয় না। ১১৬। কদলীর ক্ষারে তক্রযোগ করিয়া, একদিন রাখিবে। পরে যে লৌহে উহা পায়িত করিয়া পা'ন দেওয়া যায়, তাহা সম্যক্ শাণিত হইলে, পাষাণে ভগ্ন হয় না ও অন্য লৌহেও কুণ্ঠতা প্রাপ্ত হয় না। ১১৭। পালী অর্থাৎ জলাশয়ের বাঁধ যদি পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘ হয়, তবে তাহা বহুকাল জল ধারণ করিতে সক্ষম হয়; কিন্তু উত্তর-দক্ষিণায়তা পালী তাহা করিতে পারে না। যেহেতু উত্তর-দক্ষিণায়তা পালী বায়ু-প্রেরিত তরঙ্গসঙ্গে প্রায়ই ভগ্ন হইয়া যায়। অতএব যদি দৃঢ় পালী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা কর, তবে সারময় কাষ্ঠ, পাষাণ বা পক্ক-ইষ্টকাদি দ্বারা সেই জলসম্পাতকে আবৃত করিবে এবং তাহার প্রত্যেক চয়কে (মৃত্তিকা-সমূহ) হস্তী, অশ্ব ও বলীবর্দ্দাদি দ্বারা মর্দ্দিত মরিবে। ককুভ, বট, আম্র, প্লক্ষ, কদম্ব, নিচুল, জম্বু, বেতস, নীপ, 'কুরুক, তাল, অশোক, মধূক ও বকুল বৃক্ষ সকলকে সেই পালীর তীরে রোপণ করিবে। ১১৮। ১১৯। পরে ইহার এক দেশে একটী দৃঢ় দ্বার নির্ম্মাণ করিবে। যে পথ দিয়া দ্বার হইতে জল নির্গত হইবে, তাহাকে পাথর দিয়া সঞ্চিত করিবে। দ্বারের কপাট এরূপ করিতে হইবে, যেন তাহাতে কোন মতে ছিদ্র না থাকে, পশ্চাৎ ঐ কপাটকে পাংশু দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। ১২০। অঞ্জন, মুস্ত, 'উশীর, রাজ, কোশাতক, আমলক ও কতক ফলের চূর্ণ একত্র করিয়া কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। কূপের জল যদি কলুষ, কটু, লবণ, বিরস বা দুর্গন্ধ হয়, তবে ঐ সকল দ্বারা সেই জল নির্ম্মল, সুরস, সুগন্ধি ও নানা গুণ যুক্ত হইবে। ১২১। ১২২।

হস্তা, মঘা, অনুরাধা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাত্রয়, রোহিণী ও শতভিষা, এই সকল নক্ষত্র কূপারম্ভে প্রশস্ত। ১২৩। সর্ব্ব প্রথমে কুসুম, গন্ধ ও ধূপাদি দ্বারা বরুণের পূজা করিয়া শিরাস্থানে বট বা বেতস জাত কীলক নিধাপিত করিবে। ১২৪।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ।

জলাশয়ের প্রান্তভাগ ছায়াবিনির্ম্মুক্ত হইলে, মনোহর হয় না; সেই হেতু জলপ্রান্তে উপবন বিনিবেশ করিবে। ১। মৃদুভূমি সর্ব্ব বৃক্ষের হিতকরী; তাহাতে তিল বপন করিবে; তিল পুষ্পিত হইলে, তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে; পৃথিবীতে ইহাই প্রথম কর্ম্ম। ২। অরিষ্ট, অশোক, পুন্নাগ, শিরীষ ও প্রিয়ঙ্গু এই মঙ্গল্য বৃক্ষ সকল উপবনে বা গৃহ সকলে অগ্রে রোপণ করিবে। ৩। পনস, অশোক, কদলী, জম্বু, লকুচ, দাড়িম, দ্রাক্ষা, পালীবত, বীজপূরক ও অতিমুক্তক, এই দ্রুম সকলের কাণ্ড গোময় দ্বারা প্রলেপিত করিয়া রোপণ করিবে, কিংবা প্রযত্ন সহকারে মূলচ্ছেদ করিয়া, স্কন্ধ লইয়া রোপণ করিবে। ৪।৫। যে বৃক্ষের শাখা জন্মে নাই, তাহা শিশিরাগমে; শাখা জন্মিলে হিমাগমে এবং সুন্দর স্কন্ধসম্পন্ন বৃক্ষ বর্ষাগমে, যথাদিকে প্রতিরোপণ করিবে। ৬। ঘৃত, উশীর, তিল, ক্ষৌদ্র (মধু), বিড়ঙ্গ, ক্ষীর ও গোময় দ্বারা মূল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত প্রলেপ দিয়া, তাহাদিগের সংক্রামণ ও বিরোপণ করিবে। ৭। শুচি হইয়া, স্নানানুলেপন দ্বারা তরুর পূজা করিয়া, রোপণ করিবে; তাহা হইলে সেই রোপিত বৃক্ষ জাতপত্রে শোভিত হইবে। ৮। গ্রীষ্মকালে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে, শীতঋতুতে দিবামধ্যভাগে এবং বর্ষাকালে মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে রোপিত বৃক্ষে জলসেচন

করিবে। ৯। জম্বূ, বেতস, বানীর, কদম্ব, উদুম্বর, অর্জ্জুন, বীজপূরক, মৃদ্বীকা, লকুচ, দাড়িম্ব, বঞ্জুল, নক্তমাল, তিলক, পনস, তিমির ও আম্রাতক, এই ষোড়শ বৃক্ষই অনূপজ নামে খ্যাত। ১০। ১১। উক্ত বৃক্ষ সকলের স্থান হইতে স্থানান্তর-কার্য্য বিংশতি হস্ত হইলে উত্তম, ষোড়শ হস্তান্তর হইলে মধ্যম এবং দ্বাদশ হস্তান্তর হইলে নিকৃষ্ট হয় অর্থাৎ ২০ হস্ত অন্তরে অপর বৃক্ষ রোপণ করিলে উত্তম হয়, ইত্যাদি। ১২। নিকটজাত বৃক্ষ পরস্পর স্পর্শনকারী ও মূলে মিশ্রিত হওয়ায়, পীড়িত হইয়া, সম্যক্ ফল প্রদান করে না। ১৩। শীত, বাত ও আতপ দ্বারা বৃক্ষের রোগ জন্মায়, তাহাতে পাণ্ডুপত্রতা এবং প্রবালগণের বৃদ্ধিহীনতা ঘটে; শাখাশোষ এবং রসস্রাবও হইয়া থাকে। ১৪। প্রথমে শস্ত্র দ্বারা ইহাদিগের বিশোধন করিয়া, বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও পঙ্ক দ্বারা প্রলেপ দিয়া, ক্ষীরজল সেচন করিবে;—ইহাই চিকিৎসা। ১৫। ফল নষ্ট হইলে কুলত্থ, মাষকলাই, মুদ্গ, তিল ও যবশৃত শীতল জল সেচন করিলে, তাহা ফল পুষ্পের বৃদ্ধির কারণ হয়। ১৬। ছাগ ও মেষের বিষ্ঠাচূর্ণ দুই আঢ়ক, তিল এক আঢ়ক, শক্তু এক প্রস্থ, এক দ্রোণ প্রমাণ জল ও তুল্যপরিমাণ গোমাংস, এই সমস্ত সপ্তরাত্র পর্য্যুষিত রাখিয়া, বনস্পতির এবং বল্লী গুল্ম লতাগণের সেক করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ফল-পুষ্প অধিক হইয়া থাকে। ১৭। ১৮। কোন বীজকে দশ দিবস দুগ্ধের দ্বারা ভাবিত করিবে, পরে ঘৃতযুক্ত হস্তে উহা মার্জ্জিত করিবে, পরে গোময় দ্বারা বহুবার সবিশেষরূপে রক্ষিত করিবে এবং শূকর ও মৃগমাংসে ধূপিত করিবে; উহা মৎস্য ও শূকরের বসাসমন্বিত করত মৃত্তিকায় পরিক্রামিত ও রোপিত করিবে। পরে ক্ষীরসংযুক্ত জল দ্বারা অবসেচিত হইলে, উহা একেবারে কুসুমযুক্ত হইয়া থাকে। ১৯। ২০। ব্রীহি, মাষকলাই ও তিলচূর্ণ, শক্তু ও পূতিমাংসের জলে সিক্ত এবং সর্ব্বদা হরিদ্রা দ্বারা ধূপিত হইলে, তিন্তিড়ী বৃক্ষও বল্লরী করিয়া থাকে। ২১। কপিত্থের বল্লী-করণের জন্য, অস্ফোত, ধাত্রী, ধব ও বাসিকার মূল, পলাশিনী, বেতস, সূর্য্যবল্লী, শ্যামা, অতিমুক্তক এবং অষ্টমূলী, ইহাই উপাদান। ২২। এইরূপে সুশীতল পয়ক্ষীরে নাড়ীগত

(১০০ ঘটিকা কাল পর্য্যন্ত) স্থাপন করিয়া, সূর্য্যতাপে প্রতিদিন শোষিত করিবে। এক মাস এইরূপ করিয়া পরে তাহাকে অধিরোপণ করিবে, ইহাই বিধি। ২৩। এক হস্ত বিস্তার, দুই হস্ত গভীর—এরূপ মৃত্তিকায় গর্ত্ত খনন করিয়া, কথিতানুরূপ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া, মধু ও সর্পি দ্বারা গর্ত্তকে প্রদগ্ধ ও শুষ্ক করিবে। পরে সেই ভস্ম দ্বারা বীজোপরি প্রলেপ প্রদান করিবে। ২৪। চূর্ণীকৃত মাষ, তিল ও যব দ্বারা গর্ত্তমধ্য পরিপূর্ণ করিবে এবং মৎস্যের আমিষ ও জলে উহা ততক্ষণ আলোড়িত করিবে, যে পর্য্যন্ত না ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। ২৫। পরে চতুরঙ্গুল নিম্নে মৎস্যজল এবং মাংসজল দ্বারা সিক্ত কপিত্থবীজকে উপ্ত করিলে শীঘ্রই তাহার সুন্দর নব পল্লব যুক্ত বিস্ময়করী বল্লী হইবে এবং মণ্ডপকে আবরণ করিবে। ২৬। অঙ্কোল্ল-সম্ভূত তৈল বা ফল কিংবা কল্ক দ্বারা অথবা শ্লেষ্মাতক ফল দ্বারা শতবার ভাবিত হইয়া, করকার সহিত মিশ্রিত ও পৃথিবীতে বাপিত হইলে, সেই বীজ তৎক্ষণাৎ বৃক্ষোৎপাদনকারী হইয়া, ফল-ভারান্বিতা শাখা উৎপাদন করিবে;—ইহা কত অদ্ভুত!। ২৭। ২৮। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি শ্লেষ্মাতকের বীজ সকল নিষ্কুল করিয়া, তাহাকে ছায়াতে অঙ্কোল্ল-জাতজল এবং জল দ্বারা এইরূপ সাত বার ভাবিত করিবে। ২৯। মহিষশকৃৎ ও গোময়ঘৃষ্ট বীজ সকল উক্ত করীষে (শুষ্ক গোময়ে) নিক্ষেপ করিয়া, করকাজল ও মৃত্তিকা যোগে উপ্ত হইলে, একদিনে ফলকারক হয়। ৩০। ধ্রুবগণ অর্থাৎ রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ; মৃদুগণ অর্থাৎ মৃগশিরা, চিত্রা, অনুরাধা ও রেবতী এবং মূলা, বিশাখা, পুষ্যা, শ্রবণা, অশ্বিনী ও হস্তা,—এই নক্ষত্র সকল পাদপসংরোপণে শুভপ্রদ;—ইহা দিব্যদর্শী পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ৩১।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

প্রাসাদলক্ষণ।

প্রভূত-জলপূর্ণ জলাশয় এবং উপবন সকল বিনিবেশিত করিয়া, যশঃ ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির জন্য, দেবমন্দির সকল নির্ম্মাণ করিবে। ১। ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা যে সকল লোক লাভ করা যায়, সেই লোক সকলকে বিভূষিত-করণেচ্ছু ব্যক্তিগণ দেবগণের মন্দির নির্ম্মাণ করাইবেন ;—ইহাতে উক্ত লোকভূষণ ও দেবতাতুষ্টি এই দুইটীই দৃষ্ট হয়। ২। সলিল এবং উদ্যানযুক্ত মনুষ্যকৃত বা দৈব-সম্পাদিত স্থানের সন্নিধানে দেবতাগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। ৩। যে সরোবরে নলিনীরূপ ছত্র দ্বারা সূর্য্যের কিরণ নিরস্ত হয়, যাহার বিমল সলিলে হংসের স্কন্ধ দ্বারা কহ্লার নিম্নে বীচী সকল বিক্ষিপ্ত হয়, যে সরোবর হংস, কারণ্ডব, ক্রৌঞ্চ ও চক্রবাকগণ কর্ত্তৃক শব্দিত হয় এবং যাহার তীরস্থ নিচুল বৃক্ষের ছায়ায় জলচারী প্রাণীগণ বিশ্রাম লাভ করে, সেই সরোবরের সান্নিধ্যে দেবতা-গণ সুখী হন। ৪। ৫। ক্রৌঞ্চশ্রেণী যাহার কাঞ্চীকলাপ, কলহংসের কলস্বন যাহার শব্দ, জল যাহার বস্ত্র, শফরী সকল যাহার মেখলা, তীরস্থ প্রফুল্ল বৃক্ষ সকল যাহার কর্ণভূষণ, জল ও স্থলের সঙ্গমস্থল যাহার শ্রোণী, পুলিন যাহার উন্নত স্তন এবং হংস সকলই যাহার হাস্য, সেই নিম্নগামিনী নদী সকলের সমীপবর্ত্তী স্থানে দেবতাগণ উপস্থিত হন। ৬। ৭। বনের উপান্ত-স্থান এবং নদী, শৈল ও নির্ঝরের উপান্তভূমি সকলে আর উদ্যানযুক্ত পুরপ্রদেশে দেবতাগণ নিত্য রতিলাভ করিয়া থাকেন। ৮। বাস্তুবিদ্যায় যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণ-গণের বলিয়া কথিত হইয়াছে ; দেবমন্দিরেও তাহাই প্রশস্ত। ৯। সর্ব্বদা দেবতামন্দিরে চতুঃষষ্টিপদ (বাস্তমণ্ডল) করা কর্ত্তব্য এবং তাহাতে সমদিক্‌স্থিত মধ্যম স্থলে দ্বারই প্রশস্ত। ১০। যাহার বিস্তার যত হইবে, তাহা তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে উন্নত করিবে;

উন্নতির একতৃতীয়াংশ কটি হইবে; বিস্তারের অৰ্দ্ধেক গর্ভগৃহ ও চতুর্দ্দিকস্থ অন্য ভিত্তি সকল হইবে আর গর্ভের পাদ (একচতুর্থাংশ) পরিমাণে উহা বিস্তীর্ণ ও দ্বিগুণোন্নত হইবে। উন্নতির পাদ পরিমাণে বিস্তীর্ণ শাখা ও দ্বারের উপরিতন অংশের দিগন্তকে সমভাবে নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার বিস্তার একচতুর্থাংশ করিতে হইবে এবং তাহার বেধ এই বিস্তারের একচতুর্থাংশ হইবে। অর্থাৎ শাখাদ্বয়ের দৈর্ঘ্য, বিস্তারের পাদ পরিমাণে হইবে। ১১—১৩। ত্রি, পঞ্চ, সপ্ত ও নব সংখ্যক শাখাসমন্বিত আয়তনই প্রশস্ত। অধঃস্থ শাখার চারি ভাগে দুইটী দ্বারদেশ নিবিষ্ট করিবে। ১৪। ইহার শেষ ভাগ মঙ্গলসূচক বিহঙ্গম, শ্রীবৃক্ষ, স্বস্তিক, ঘট, মিথুন-পত্রবল্লী ও প্রমথগণ কর্তৃক উপ-শোভিত করিবে। ১৫। দ্বার-পরিমাণের অষ্টভাগের একভাগ-হীন ও পিণ্ডিকাযুক্ত প্রতিমা হইবে এবং তাহাতে দুইভাগ প্রতিমা এবং তৃতীয়াংশ পিণ্ডিকা হইবে। ১৬। মেরু, মন্দর, কৈলাস, বিমানচ্ছন্দ, নন্দন, সমুদ্গ, পদ্ম, গরুড়, নন্দিবর্দ্ধন, কুঞ্জর, গুহরাজ, বৃষ, হংস, সর্ব্বতোভদ্র, ঘট, সিংহ, বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ষোড়শাস্রি ও অষ্টাস্রি এই বিংশতিপ্রকার প্রাসাদ সংজ্ঞা দ্বারা প্রকাশ করিলাম;—অনন্তর যথোক্তক্রমে তাহাদের লক্ষণ সকল বলিতেছি। ১৭—১৯। যে দেবালয় ষট্‌কোণ, দশভৌম (দশ তোলা), সুন্দর কুহর (গহ্বর) যুক্ত, চতুর্দ্বার ও দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তীর্ণ, তাহা "মেরু" নামক। ২০। যাহা ত্রিশ হস্ত বিস্তীর্ণ, দশভৌমযুক্ত ও চূড়াবান্, তাহা "মন্দর" নামক। মন্দরলক্ষণাক্রান্ত দেবালয় যদি অষ্টাবিংশতি হস্ত বিস্তীর্ণ ও অষ্টভৌমযুক্ত হয়, তবে তাহা "কৈলাস" নামে খ্যাত হয়। ২১। যাহা জালাকৃতি গবাক্ষবিশিষ্ট ও একবিংশতি হস্ত বিস্তীর্ণ, তাহা "বিমান" সংজ্ঞক দেবালয়। যাহাতে ছয়টী ভৌম থাকে, দ্বাত্রিংশৎ হস্ত বিস্তৃতি ও ষোড়শ অণ্ড (চূড়াবিশেষ) বিশিষ্ট, তাহা "নন্দন" নামক দেবালয়।২২। গোলাকার, একশৃঙ্গ ও একভৌম দেবালয় "সমুদ্গ" নামক এবং এক-ভূমিক, একশৃঙ্গ, পদ্মাকৃতি ও অষ্টশাখ দেবালয় "পদ্ম" নামক হইয়া থাকে। ২৩। গরুড়ের ন্যায় আকারধারী দেবালয় "গরুড়" এবং

চতুর্ব্বিংশতি হস্ত বিস্তীর্ণ, সপ্তভৌম ও বিংশতি অণ্ডে বিভূষিত দেবালয় "নন্দিবর্দ্ধন" নামে বিখ্যাত হয়। ২৪। গজপৃষ্ঠের ন্যায় আকারধারী ও মূল হইতে চতুর্দ্দিকে ষোড়শ হস্ত বিস্তৃত দেবালয় "কুঞ্জর" নামক হইয়া থাকে। যাহা ষোড়শ হস্ত বিস্তীর্ণ ও যাহার বলভী তিনটী চন্দ্রশালা বিশিষ্ট, তাহাকে "গুহরাজ" বলে। ২৫। যাহা দ্বাদশ হস্ত বিস্তৃত, গোলাকার, একশৃঙ্গ ও একভূমিযুক্ত, তাহা "বৃষ" নামক দেবালয়। ইহা গোলাকার হইলে "বৃত্ত" নামক হয়। হংসাকার দেবালয় "হংস" নামক ও অষ্টহস্ত বিস্তৃত কলশাকার দেবালয় "ঘট" নামক হইয়া থাকে। ২৬। যে দেবালয়ে চারিটী দ্বার থাকে ও যাহা বহুচূড়াবিশিষ্ট, তাহা "সর্ব্বতোভদ্র" নামক হইয়া থাকে। ইহাতে পাঁচটী ভৌম থাকে, সুন্দর সুন্দর অনেক চন্দ্রশালা থাকে এবং ইহা ষড়্‌বিংশতি হস্ত বিস্তৃত হয়। ২৭। যাহাতে সিংহ-চিহ্ন থাকে, যাহা অষ্ট হস্ত বিস্তীর্ণ ও দ্বাদশকোণ সমন্বিত, তাহা "সিংহ" নামক। যাহা পাঁচটী মাত্র অণ্ডের মধ্যে চারিটী কৃষ্ণবর্ণ, তাহা "চতুরস্র" নামক দেবালয় হইয়া থাকে। ২৮। ময়ের মতে অষ্টোত্তর শত অঙ্গুলি ভৌমের পরিমাণ। বিশ্বকর্ম্মার মতে উহা সার্দ্ধ ত্রিহস্ত। ২৯। পণ্ডিত স্থপতিগণ এই বিষয়ে ময় ও বিশ্বকর্ম্মার তুল্য মত প্রদান করেন, কিন্তু কপোতপালী-সংযুক্ত গৃহ কপোতপালীকে পরিত্যাগ করিয়া তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। ৩০। গর্গাচার্য্য যে প্রাসাদলক্ষণ করিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতি আচার্য্যগণ যাহা বিস্তৃত-ভাবে বলিয়াছেন, তাহা উত্তম রূপে স্মৃতিপথে রাখিয়া এই প্রাসাদ-লক্ষণ সংক্ষেপে বলিলাম। ৩১।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

বজ্রলেপ।

অপক্ক তিন্দুক, অপক্ক কপিত্থ, শাল্মলীর পুষ্প, শল্লকীর বীজ, ধন্বন-বল্কল এবং যব,—দ্রোণ পরিমাণ জলে এই সমস্ত দ্রব্যের অষ্টভাগাবশেষ ক্বাথ প্রস্তুত করিবে; পরে অবতারণ করিয়া, বক্ষ্যমাণ দ্রব্যের কল্ক (চূর্ণ) সম্যক্‌রূপে দান করিবে। ১। ২। শ্রীবাস-করস, গুগ্‌গুলু, ভল্লাতক, কুন্দুরু, ধূনা, অতসী এবং বিল্ব সংযুক্ত এই কল্ক বজ্রলেপ নামে খ্যাত।৩। প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী, লিঙ্গ, প্রতিমা, কুড্য (ভিত্তি) ও কূপে সন্তপ্ত করিয়া, উক্ত বজ্রলেপ বিলেপন করিলে, সহস্রাযুত বর্ষ স্থায়ী হইবে।৪। লাক্ষা, কুন্দুরু, গুগ্‌গুলু, গৃহধূম, কপিত্থ, বিল্ববীজ, নাগবলাফল, তিন্দুক, মদনফল, মধুক, মঞ্জিষ্ঠা, সর্জ্জরস, রস ও আমলক, এই সকলের কল্ক করিলে, দ্বিতীয় প্রকার বজ্রলেপ প্রস্তুত হয়। ইহাও সেই সকল স্থানে প্রদান করিলে প্রথম সদৃশ গুণান্বিত হয়। ৫। ৬। গো মহিষ এবং ছাগের শৃঙ্গ, গর্দ্দভরোম, মহিষের চর্ম্ম, গব্যঘৃত এবং নিম্ব ও কপিত্থ-রসে অন্য কল্ক প্রস্তুত করিলে, বজ্রতর নামে প্রসিদ্ধ হয়। ৭। অষ্টভাগ সীসক, দ্বিভাগ কাংস্য, একভাগ রীতিকা (পিত্তল)—এইযোগ বজ্রসংঘাত বলিয়া, ময়কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

প্রতিমালক্ষণ।

গবাক্ষচ্ছিদ্র-পতিত সূর্য্যকিরণে যে সূক্ষ্মতর রজঃ দর্শনপথে পতিত হয়, তাহা পরমাণু বলিয়া খ্যাত; তাহাই প্রমাণ সকলের প্রথম। ১। পরমাণু, রজঃ, বালাগ্র, লিক্ষ, যূক, যব ও অঙ্গুল এই কয়টী যথোত্তর অষ্টগুণক্রমে বৃদ্ধিযুক্ত; কিন্তু এক অঙ্গুলই মাত্রা বলিয়া গৃহীত হয়। ২।

অষ্টাংশোন দেবালয়-দ্বারের যে একতৃতীয়াংশ, তাহাই পিণ্ডিকা-প্রমাণ এবং প্রতিমার পরিমাণ তাহার দ্বিগুণ। ৩। প্রতিমার স্বীয় অঙ্গুলি প্রমাণের দ্বাদশ গুণ বিস্তীর্ণ এবং আয়ত মুখ। কিন্তু নগ্নজিৎ মুনি বলেন,—প্রতিমামুখ দৈর্ঘ্যে চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি হইবে। ইহা দ্রবিড় দেশে প্রচলিত। ৪। নাসা, ললাট, চিবুক ও গ্রীবা চতুরঙ্গুল প্রমাণ এবং কর্ণদ্বয়, হনুদ্বয় ও চিবুক দ্বি-অঙ্গুল পরিমাণে বিস্তৃত। ৫। ললাটের পরিমাণ অষ্টাঙ্গুল, বিস্তার দুই অঙ্গুল; শঙ্খ-দ্বয় দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত ও কর্ণদ্বয় দ্বি-অঙ্গুল প্রমাণে বিস্তৃত হইবে। ৬। সার্দ্ধ-পঞ্চমাঙ্গুলে ভ্রূদ্বয়ের সমসূত্রে কর্ণোপান্ত হইবে এবং নয়ন-প্রবন্ধ-সম সুকুমার কর্ণস্রোতঃ করা কর্ত্তব্য। ৭। নেত্রান্ত হইতে কর্ণদ্বয়ের বিবর চতুরঙ্গুল, অধর অঙ্গুল-প্রমাণ এবং তাহার অর্দ্ধাধিক ওষ্ঠ হইবে; ইহা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন। ৮। গোচ্ছা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত এবং বক্ত্র চতুরঙ্গুল প্রমাণ করিবে। ইহা সার্দ্ধ অঙ্গুল বিপুল ও মধ্য হইতে ত্রি-অঙ্গুল উন্নত হইবে। ৯। নাসার অগ্রভাগ হইতে নাসাপুটদ্বয় দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত। নাসার উচ্ছ্রায় দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত এবং ইহা চক্ষুদ্বয়ের মধ্যস্থানে চতুরঙ্গুল অন্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে। ১০। অক্ষি-কোণ দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত, নেত্রদ্বয় দ্বি-অঙ্গুল পরিমিত, তারা তাহার একতৃতীয়াংশ পরিমিত, দৃক্‌তারা একপঞ্চমাংশ পরিমিত এবং অক্ষিবিকাশ অঙ্গুল পরিমিত হইবে। ১১। এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত ভ্রূ সকল দশাঙ্গুল পরিমাণ, ভ্রূরেখা অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণ, ভ্রূমধ্য দ্বি-অঙ্গুল পরিমাণ ও ভ্রূদৈর্ঘ্য চতুরঙ্গুল প্রমাণ হয়। ১২। ভ্রূমধ্য-মান অর্দ্ধাঙ্গুল বিস্তীর্ণ; ইহা কেশরেখাবৎ করা কর্ত্তব্য। নেত্রান্তে অঙ্গুলি-প্রতিম করবীর (মুষিক) দেওয়া কর্ত্তব্য। ১৩। মস্তক-পরিণাহ দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুল, ইহা চতুর্দ্দশাঙ্গুল প্রশস্ত হইবে; কিন্তু চিত্রকর্ম্মে দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে ব্যাপ্ত এবং বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণে অদৃশ্যরূপ হইবে। ১৪। কেশ-সমন্বিত আস্য, দৈর্ঘ্যে ষোড়শ অঙ্গুলি হইবে, ইহা নগ্নজিৎ মুনির প্রোক্ত। গ্রীবা দশ-অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও একবিংশতি অঙ্গুলি দীর্ঘ। কণ্ঠ হইতে হৃদয় দ্বাদশ অঙ্গুলি; হৃদয় হইতে নাভিও

ই পরিমাণ স্থান এবং নাভি ও মেঢ্রের অন্তর তদ্রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৫। ১৬। উরুদ্বয় চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণ বিশিষ্ট এবং জঙ্ঘাও তৎপরিমাণ বিশিষ্ট। জানু ও পিচ্ছ চতুরঙ্গুল প্রমাণ এবং গুল্ফদ্বয়ও তদ্রূপ পরিমাণ বিশিষ্ট হইবে।১৭। পদদ্বয় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণে দীর্ঘ ও ষড়ঙ্গুল পরিমাণে প্রশস্ত; পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় ত্রি-অঙ্গুলি পরিমাণে প্রশস্ত এবং পঞ্চাঙ্গুল পরিমাণে দীর্ঘ আর পাদ-তর্জ্জনী-অঙ্গুলি ত্রি-অঙ্গুল পরিমাণে দীর্ঘ। অবশিষ্ট পাদাঙ্গুলি গুলি ক্রমে ক্রমে অষ্টাংশ অষ্টাংশ উন করিয়া প্রস্তুত করিবে। সপাদ অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠের উৎসেধ হইবে। ১৮। ১৯। অঙ্গুষ্ঠের চতুর্থ ভাগই অঙ্গুষ্ঠনখের পরিমাণ। জ্ঞানিগণ বলেন, একাঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ উন অন্য অঙ্গুলিগুলির পরিমাণ বা অর্দ্ধাঙ্গুলি কিংবা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম হইবে। ২০। জঙ্ঘার অগ্রভাগের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি ও বিস্তার পঞ্চ অঙ্গুলি। জঙ্ঘার মধ্যভাগ সপ্তাঙ্গুলি, দৈর্ঘ্য পরিণাহ অপেক্ষা ত্রিগুণ ও উহা সপ্তাঙ্গুলি বেধবিশিষ্ট হইবে। ২১। জানুমধ্যে বেধ অষ্টাঙ্গুলি হইবে এবং চতু-র্ব্বিংশত্যঙ্গুলি পরিণাহ হইবে। চতুর্দ্দশ অঙ্গুলি পরিমিত বিপুল উরু-দ্বয়ের মধ্যদেশের পরিধি তাহার দ্বিগুণ পরিমিত অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি অঙ্গুলি হইবে। ২২। অষ্টাদশাঙ্গুলি পরিমিতা বিপুলা কটির পরিধি অষ্টচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে এবং নাভির বেধ ও প্রমাণ একাঙ্গুলি পরিমিত হইবে। ২৩। নাভিমধ্যের সহিত, স্তনদ্বয়ের মধ্যপরিণাহ পরিমাণ ২৪ অঙ্গুলি ও উর্দ্ধ ষোড়শাঙ্গুলি প্রমাণ আর তাহার কক্ষদ্বয় ষড়ঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। ২৪। স্কন্ধদেশ অষ্টাঙ্গুলি প্রমাণ এবং বাহু ও প্রবাহুদ্বয় দ্বাদশাঙ্গুলি প্রমাণ। বাহু ছয় অঙ্গুলি বিস্তৃত ও প্রতিবাহু চারি অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। ২৫। বাহুমূলদ্বয় ষোড়শ অঙ্গুলি দীর্ঘ ও অগ্র-হস্তদ্বয় দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত দীর্ঘ হইবে। করতল বিস্তারে ষড়ঙ্গুলি এবং দৈর্ঘ্যে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। ২৬। মধ্যাঙ্গুলি পঞ্চাঙ্গুলি প্রমাণ, প্রদেশিনী অঙ্গুলির পরিমাণ মধ্যাঙ্গুলির পর্ব্বার্দ্ধ পরিমাণে কম এবং অনামিকা অঙ্গুলি তর্জ্জনীর সমান আর কনিষ্ঠা অঙ্গুলি অনামিকার পর্ব্বপরিমাণে কম হইবে;

এইরূপ পঞ্চাঙ্গুলি-সংস্থান। ২৭। অঙ্গুষ্ঠে দুইটী পর্ব্ব এবং অবশিষ্টা-ঙ্গুলিগুলি ত্রিপর্ব্বযুক্ত হইবে। অঙ্গুলি সকলের নখের পরিমাণ পর্ব্বের অর্দ্ধেক পরিমিত করা কর্ত্তব্য। ২৮। দেশানুরূপ ভূষণ বেশ, অলঙ্কার ও মূর্ত্তি দ্বারা প্রতিমাকে লক্ষণযুক্ত করা কর্ত্তব্য। উক্ত লক্ষণযুক্তা প্রতিমা সন্নিহিতা হইলে, বৃদ্ধিপ্রদায়িনী হয়। ২৯। দশরথতনয় রাম ও বিরোচনপুত্র বলি এক শত বিংশতি অঙ্গুলি পরিমাণে, অবশিষ্ট যাবতীয় দেবপ্রতিমা দ্বাদশাঙ্গুলি করিয়া কম (১০৮, ৯৬, ৮৪ অঙ্গুলি) হইলে যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম হয়। ৩০। ভগবান্ বিষ্ণুকে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ বা অষ্টভুজ করিবে। পরে তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসাঙ্কযুক্ত এবং কৌস্তভ মণি দ্বারা ভূষিত করিবে। ৩১। তাঁহার আকৃতি অতসীপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত, প্রসন্নমুখ, কুণ্ডল ও কিরীটধারী এবং তাঁহার গল, বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ ও ভুজদ্বয় স্থূল করিবে। ৩২। তিনি দক্ষিণ হস্ত সকলে খড়্গ, গদা ও শর ধারণ করিতেছেন এবং চতুর্থকরে শান্তি প্রদান করিতেছেন,—এইরূপ করিবে। তাঁহার বাম কর সকলে কার্ম্মুক, খেটক, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করাইবে। ৩৩। অথবা নারায়ণকে চতুর্ভুজ করিতে ইচ্ছা করিলে, দক্ষিণ-পার্শ্বের এক হস্ত শান্তিপ্রদ ও অন্য হস্ত গদাধর হয় এবং বাম-পার্শ্বের হস্তে শঙ্খ ও চক্র ধারণ করাইবে। ৩৪। কিন্তু দ্বিভুজ প্রণয়নের সময় দক্ষিণ-হস্ত শান্তিপ্রদ ও বাম-হস্ত শঙ্খধর করিবে। ভূতি-ইচ্ছুকগণ এইরূপ বিষ্ণুর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিবে। ৩৫। বলদেবকে শঙ্খ, চক্র ও মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ কলেবর বিশিষ্ট, এককুণ্ডলধারী, মদবিভ্রমলোচন ও হলধারী করিয়া নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ৩৬। কৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে একা অনংশা নাম্নী দেবী প্রণয়ন করিতে হইবে। সেই দেবীর বামকর কটি-সংস্থিত করিবে আর তিনি অন্য হস্তে (দক্ষিণ হস্তে; পদ্ম ধারণ করিবেন। ৩৭। ঐ দেবীকে চতুর্ভুজা-করিতে হইলে, তাঁহার বাম-করদ্বয়ে পুস্তক সহিত পদ্ম ও দক্ষিণ-হস্তদ্বয়ের একটী অর্থিগণের পক্ষে বরদ ও অপরটী স্রাক্ষসূত্র হইবে। ৩৮। অষ্টভুজার বাম-হস্ত সকল কমণ্ডলু, ধনুঃ, পদ্ম ও শাস্ত্রযুক্ত হইবে এবং

দক্ষিণ হস্ত সকল বর, শর, দর্পণ ও অক্ষসূত্র সমন্বিত করিবে। ৩৯। সাম্ব গদাধারী, প্রদ্যুম্ন চাপধারী ও সুন্দররূপ বিশিষ্ট হইবেন এবং ইহাঁদিগের স্ত্রীদ্বয়কেও খেটক ও নিস্ত্রিংশ-ধারিণী করিবে। ৪০। ব্রহ্মা কমণ্ডলুধারী, চতুর্ম্মুখ এবং পদ্মাসনস্থিত হইবেন আর কার্ত্তিকেয়কে কুমাররূপধারী, শক্তিধর ও ময়ুব-চিহ্নিত করিবে। ৪১। ঐরাবত হস্তী চতুর্দ্দন্ত শুক্লবর্ণ হইবে। ইন্দ্রের হস্তে বজ্র ও তির্য্যক্ ভাবাপন্ন ললাটে সংস্থিত তৃতীয় নেত্র হইবে; এই সমস্ত মহেন্দ্রের চিহ্ন। ৪২। মহাদেব শম্ভুর;—মস্তকে চন্দ্রকলা; বৃষধ্বজ, উর্দ্ধে তৃতীয় নেত্র; বামার্দ্ধে শূল ধনুঃ পিনাক কিংবা গিরিজা উমার অর্দ্ধাঙ্গ,—এই সমস্ত চিহ্ন কর্ত্তব্য। ৪৩। বুদ্ধের চরণ ও হস্তে পদ্ম অঙ্কিত করিবে; তিনি প্রসন্নমূর্ত্তি, সুনীচকেশ, পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া জগতের পিতার ন্যায় হইবেন।৪৪। বৌদ্ধগণের দেবতা (অর্হৎ) আজানুলম্বিতবাহু, শ্রীবৎসাঙ্ক-যুক্ত, প্রশান্তমূর্ত্তি, দিগ্বসন, তরুণ ও রূপবান্ করিয়া প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য। ৪৫। রবির নাসা, ললাট, জঙ্ঘা, উরু, গণ্ড ও বক্ষঃ উন্নত করিবে, কিন্তু পদ হইতে বক্ষঃ পর্য্যন্ত লুক্কায়িত হইবে ও তিনি উদীচ্য (ঔত্তরিক) বেশধারী হইবেন। ৪৬। তিনি হস্ত দ্বারা স্বকররুহে পদ্ম ধারণ করিবেন, মুকুটধারী ও ভ্রমণকারী গ্রহে পরিবৃত হইবেন, তাঁহার গলদেশে হার প্রলম্বিত থাকিবে এবং তিনি কুণ্ডল দ্বারা ভূষিতবদন হইবেন। ৪৭। কমলোদরের ন্যায় দ্যুতিশালী মুখসম্পন্ন, কঞ্চুক দ্বারা গুপ্তদেহ; স্মিত প্রসন্নমুখ এবং রত্নের উজ্জ্বল প্রভা-মণ্ডল বিশিষ্ট সূর্য্য কর্ত্তার শুভকর হয়। ৪৮। কিন্তু হস্ত মাত্র পরিমিতা প্রতিমা সৌম্যা, হস্তদ্বয় উন্নতা বসুপ্রদা এবং যে প্রতিমা ত্রিহস্ত ও চতুর্হস্ত পরিমিতা, তাহা ক্ষেম ও সুভিক্ষের কারণ হয়। ৪৯। প্রতিমার অঙ্গ অধিক হইলে, কর্ত্তার নৃপভয়; প্রতিমা হীনাঙ্গী হইলে, অমঙ্গল; ক্ষীণোদরী হইলে ক্ষুদ্ভয় এবং কৃশা হইলে কর্ত্তার অর্থনাশ হয়। ৫০। প্রতিমা শস্ত্রপাত দ্বারা ক্ষতযুক্তা হইলে কর্ত্তার মরণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বামদিকে অবনতা হইলে, কর্ত্তার পত্নী ও দক্ষিণদিকে বিনতা হইলে কর্ত্তার মরণ হয়, ইহা নির্দ্দেশ করে। ৫১।

প্রতিমার ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা কর্ত্তার অন্ধত্ব এবং দৃষ্টি অধোমুখী হইলে, চিন্তা করিয়া থাকে। সূর্য্যের প্রতিমা বিষয়ে যাহা কথিত হইল, সর্ব্ব-প্রকার প্রতিমায় এই শুভাশুভ ফল কথিত হইবে। ৫২। লিঙ্গের বৃত্ত-পরিধিকে সূত্র দ্বারা দৈর্ঘ্যে পরিমিত করিয়া, তাহা ত্রিভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার একভাগ মূলের পরিমাণ হইবে, কিন্তু মূল চতুরস্র হইবে। দ্বিতীয়ভাগে অষ্টাস্রি মধ্য; আর তৃতীয়ভাগে ঊর্দ্ধস্থল বৃত্ত করিবে। ৫৩। লিঙ্গের নিম্নের চতুরস্র ভাগ অবনীখাতে পিণ্ডিকা-চ্ছিদ্রের মধ্যের সহিত এরূপ সমভাবে বিন্যস্ত রাখিতে হইবে,—গর্ত্ত হইতে পিণ্ডিকার উচ্ছ্রায়ের সহিত পিণ্ডিকা যেন চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ৫৪। উক্ত লিঙ্গ কৃশদীর্ঘ হইলে, দেশনাশক; পার্শ্ববিহীন হইলে, পুরবিনাশক এবং যাহার মস্তকে ক্ষত হয়, সেই লিঙ্গ বিনাশের কারণ হয়। ৫৫। মাতৃগণ স্বনাম দেবতার অনুরূপ চিহ্নযুক্ত করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যপুত্র রেবন্ত অশ্বারূঢ় এবং মৃগয়া-ক্রীড়াদিযুক্ত পরিবার-সমন্বিত হইবেন। ৫৬। যম দণ্ডধারী ও মহিষারূঢ়; বরুণ পাশধারী ও হংসারূঢ় এবং কুবের নরবাহন, বৃহৎকুক্ষি ও সুন্দর কিরীটধারী হইবেন। ৫৭। প্রমথাধিপতি গণেশ গজমুখ, প্রলম্ব-জঠর, কুঠারধারী, একদন্ত এবং মূলককন্দ ও সুনীল দলকন্দ ধারণকারী হইবেন। ৫৮।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বনসংপ্রবেশ।

দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্ণীত, শুভনিমিত্তযুক্ত অনুকূল দিবসে প্রস্থান-কালোচিত মঙ্গলময় শকুন দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া কর্ত্তা বনমধ্যে প্রবেশ করিবেন। ১। পিতৃবন, পথ, দেবালয়, বল্মীক, উদ্যান বা তপস্বীর আশ্রমে যে সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, যে বৃক্ষ চৈত্য বা নদীসঙ্গমে উৎপন্ন হইয়াছে, যে বৃক্ষ লোকগণ কর্ত্তৃক ঘটজলে সিক্ত হয় এবং

যে তরুবর কুব্জ, অনুজাত, লতাপীড়িত, শুষ্ক, অগ্নিদগ্ধ ও মধুকরগণের আলয়-বিশিষ্ট, সেই সকল বৃক্ষকে বর্জ্জন করিয়া যাহাতে স্নিগ্ধ পত্র, ফল ও কুসুম সকল বর্ত্তমান আছে, তাহার নিকটেই গমন করা কর্ত্তব্য, কারণ উহাই শুভপ্রদ। এইরূপ অভিমত বৃক্ষের সমীপে গমন করিয়া বলি ও পুষ্পাদি দ্বারা তাহার পূজা করিবে। ২—৪। দেবদারু, চন্দন, শমী ও মধূক তরু সকল ব্রাহ্মণগণের শুভপ্রদ এবং অরিষ্ট, অশ্বত্থ, খদির ও বিল্ব বৃক্ষ ক্ষত্রিয়ের বৃদ্ধিকর হয়। ৫। জীবক, খদির, সিন্ধুক ও স্পন্দন বৃক্ষ বৈশ্যগণের শুভ ফলপ্রদ হয়। তিন্দুক, কেসর, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, আম্র ও শাল বৃক্ষ সকল শূদ্রগণের শুভ ফল প্রদান করে। ৬। লিঙ্গ ও প্রতিমাকে বৃক্ষের দিগনুসারে প্রস্তুত ও স্থাপিত করিতে হইবে বলিয়া বৃক্ষের উর্দ্ধে অথবা অধোভাগে দিক্ সকলের চিহ্ন করা কর্ত্তব্য। ৭। পরমান্ন, মোদক, ওদন, দধি, মাংস, উল্লোপিকা, মদ্য, কুসুম, ধূপ ও গন্ধ দ্বারা সম্যক্‌রূপে তরুর অভ্যর্চ্চনা করিয়া, রাত্রিতে সুর, পিতৃ, পিশাচ, রাক্ষস, ভুজঙ্গ, অসুরগণ, বিনায়ক প্রভৃতি সকলেরই পূজা করিয়া, বৃক্ষকে স্পর্শন পূর্ব্বক বলিবে,—"হে বৃক্ষ! তুমি অমুক দেবতার পূজার নিমিত্ত পরিকল্পিত হইলে, তোমাকে নমস্কার করি; এই পূজা বিধিবৎ প্রতিগ্রহণ কর। এই বৃক্ষে যে ভূত সকল বাস করেন, তাঁহারা বিধিবৎ প্রযুক্ত পূজা গ্রহণ করিয়া, অন্যত্র বাস পরিকল্পিত করুন; অদ্য তাঁহারা ক্ষমা করুন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি"। ৮—১১। প্রভাতে বৃক্ষকে সলিল দ্বারা সিক্ত করিবে। পরে পূর্ব্বোত্তরদিকে কর্ত্তন করিয়া মধু ও ঘৃতলিপ্ত কুঠার দ্বারা প্রদক্ষিণ-ক্রমে ছেদন করিবে। ১২। বৃক্ষ যখন পূর্ব্ব, পূর্ব্বোত্তর অথবা উত্তরদিকে পতিত হয়, তখন বৃদ্ধিকর হয়। আগ্নেয় কোণ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে দিক্ সকলে পতিত হইলে, ক্রমশঃ অগ্নিদাহ, ক্ষুধা, রোগ, রোগ ও ক্ষয় হয়। ১৩। এই বৃক্ষগর্ভ, নিপাত ও বিচ্ছেদন বিষয়ে বনসম্প্রবেশে যাহা উক্ত হয় নাই, ইন্দ্রধ্বজ ও বাস্তুতে তাহা প্রদিষ্ট হইয়াছে, সেই সমস্ত এই স্থানে সেইরূপ যোজনীয়। ১৪।

একোনষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম অধ্যায়।

প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা।

পণ্ডিত ব্যক্তি সৌম্যদিকে কিংবা পূর্ব্বদিকে তোরণ-চতুষ্টয়যুক্ত শস্তক্রম পল্লব দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া অধিবাসন মণ্ডপ করিবেন। ১। মণ্ডপের পূর্ব্বভাগে চিত্রমাল্য ও পতাকা এবং আগ্নেয়, উত্তর ও নৈঋ্‌র্তদিকে কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ পতাকা রাখিতে হইবে, ইহা উক্ত হইয়াছে। ২। বায়ুকোণে পাণ্ডুরবর্ণ, উত্তর পার্শ্বে বহুবর্ণ, পূর্ব্বোত্তর কোণে পীত ও পশ্চিমদিকে শ্বেতবর্ণ পতাকা রাখিবে। ৩। দারুময়ী ও মৃণ্ময়ী প্রতিমা আয়ু, শ্রী, বল ও জয় প্রদান করেন। মণিময়ী প্রতিমা লোকহিতকরী এবং সুবর্ণময়ী প্রতিমা পুষ্টিপ্রদা হয়। ৪। রজতময়ী প্রতিমা কীর্ত্তিকরী ও তাম্রময়ী প্রজাবৃদ্ধিকারিণী হয় এবং শৈলী প্রতিমা বা লিঙ্গ মহৎ ভূমি লাভকারী হয়। ৫। প্রতিমা শঙ্কু দ্বারা উপহত হইলে, প্রধান পুরুষ ও কুল হনন করে এবং শ্বভ্র (গর্ত্ত) দ্বারা উপহত হইলে, রোগ ও উপদ্রব সকল অক্ষয় করিয়া থাকে। ৬। মণ্ডপ মধ্যে উপলিপ্ত স্থণ্ডিল করিয়া, কুশ এবং সিকতা যোগে আস্তরণ প্রদান পূর্ব্বক প্রতিমাকে ভদ্রাসনে মস্তক ও উপধানে পদ রাখাইয়া দিবে। ৭। হস্তী, বৃষভোদ্ধৃত, পর্ব্বত, বল্মীক, সরিৎসমাগম, তট ও পদ্মসরোবরের মৃত্তিকা; প্লক্ষ, অশ্বত্থ, উদুম্বর, শিরীষ ও বটসম্ভূত কষায় জল; মঙ্গলসংজ্ঞিত কুশাদি; সর্ব্বৌষধি; পঞ্চগব্য-সমন্বিত তীর্থজল এবং সুগন্ধ, সুবর্ণ ও রত্নাম্বু দ্বারা পূর্ব্বশিরস্কা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, নানা তূর্য্যনিনাদসহ পুণ্যাহবাচন ও বেদ নির্ঘোষ দ্বারা প্রতিমাকে উত্তোলন করিবে। পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রলিঙ্গ মন্ত্রের ও অগ্নিকোণে অগ্নিলিঙ্গ মন্ত্রের জপ করা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কর্ত্তব্য এবং সেই ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণাদি দ্বারা পূজ্য হইবেন। ৮—১১। যে দেবতাকে সংস্থাপিত করিবেন, সেই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ অগ্নিতে হোম করিবেন। ইন্দ্রধ্বজ-অধ্যায়ে অগ্নিনিমিত্ত

সকল আমি বলিয়াছি। ১২। অপসব্য, ধূমাকুল ও মুহুর্ম্মুহু বিস্ফুলিঙ্গ-কারী অগ্নি শুভপ্রদ নহে এবং হোতার স্মৃতিলোপ বা প্রসর্পণ অশুভকর বলিয়া কথিত হয়। ১৩। স্থাপক বিপ্র স্নাতা, অভুক্তবস্ত্রা, সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা, কুসুমগন্ধ দ্বারা পূজিতা সেই প্রতিমাকে সুন্দররূপে আস্তীর্ণ শয্যায় রক্ষা করিবেন। ১৪। এই প্রকারে সম্যক্‌রূপে সুপ্তা প্রতিমাকে জাগরকগণ কর্ত্তৃক সুন্দর নৃত্যগীত দ্বারা অধিবাস করিয়া, দৈবজ্ঞ-সম্প্রদিষ্ট কালে সংস্থাপন করিবে। ১৫। কুসুম, বস্ত্রানুলেপন, শঙ্খ ও তূর্য্যনির্ঘোষ দ্বারা সম্যক্‌রূপ অভ্যর্চ্চনা করিয়া প্রযত্ন সহকারে প্রদক্ষিণভাবে আয়তনে আনয়ন করিবে। ১৬। প্রভূত বলি প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ ও সভ্যগণকে সম্যক্‌রূপে পূজা করিয়া হিরণ্যখণ্ড দান করত পিণ্ডিকা-গর্ত্ত-মধ্যে প্রতিমাকে নিক্ষেপ করিবে। ১৭। স্থাপক, দৈবজ্ঞ, দ্বিজ, সভ্য ও স্থপতিদিগকে বিশেষরূপে অভ্যর্চ্চনা করিলে, ইহ সংসারে কল্যাণ-ভাগী ও পরলোকে স্বর্গগামী হইবে। ১৮। বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সূর্য্যোপাসকগণ সূর্য্যের ব্রাহ্মণ। ঐরূপ ভস্মধারী শৈবগণ শিবের, মাতৃমণ্ডবিদ্ বিপ্রগণ মাতৃ-গণের ব্রাহ্মণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। শাক্য ব্রাহ্মণদিগকে বুদ্ধ-দেবের এবং শান্তমনা নগ্ন বিপ্রগণকে জিনদেবের ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণীত করিবে। এইরূপ যে ব্রাহ্মণগণ যে দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারা স্বীয় বিধি দ্বারা সেই দেবতাদিগকে পূজা করিবেন। ১৯। উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, বৃহস্পতির বর্গগত চন্দ্র, স্থিররাশি লগ্ন ও স্থিররাশির নবাংশ উদিত হইলে, শুভগ্রহগণ বুদ্ধিস্থান, ধর্ম্মস্থান ও কেন্দ্রস্থান গত হইলে, পাপগ্রহগণ উপচয়গত হইলে ধ্রুবগণ, মৃদুগণ, শ্রবণা, পুষ্যা ও স্বাতী নক্ষত্রে, মঙ্গল ভিন্ন বারে ও অনুকূল দিবসে দেবতাস্থাপন প্রশস্ত। ২০। ২১। এই লোকহিতকর সামান্যবিষয় সংক্ষেপে আমি বলিলাম। সূর্য্যের অধিবাসন ও স্থাপন বিস্তৃতরূপে (অন্যত্র) পৃথক্ বলিব। ২২।

ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম অধ্যায়।

গোলক্ষণ।

পরাশর মুনি বৃহদ্রথকে যে গোলক্ষণ বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে সেই সকল শুভলক্ষণ সংক্ষেপ করিয়া এবং আগম হইতে সংগ্রহ করত আমি ইহা বলিতেছি।১। মলযুক্ত-কোণবিশিষ্ট রূক্ষ চক্ষুঃ ও মূষিক সদৃশ নেত্রসম্পন্ন গো-সমূহ শুভপ্রদ নহে। গাভীর নাসিকা বিস্তৃত, শৃঙ্গ প্রচলনশীল, বর্ণ খরসদৃশ, দেহ করটাতুল্য হইলে অশুভপ্রদ। ২। যে গাভীর দশ সপ্ত বা চতুঃসংখ্যক দন্ত, মুণ্ড এবং মুখ লম্বমান, পৃষ্ঠ বিনত, গ্রীবা হ্রস্ব ও স্থূল, গতি মধ্য প্রকৃতি এবং খুর দারিত হয়, তাহা অশুভ। যে গাভী কৃষ্ণপীত-মিশ্রবর্ণযুক্ত জিহ্বাবিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্ম বা অতি স্থূল গুল্ফ-সমন্বিত, বৃহৎ ককুদ্‌বিশিষ্ট, কৃশদেহ, হীনাঙ্গ বা অধিকাঙ্গ বিশিষ্ট, তাহা ইষ্টকর নহে। ৩। ৪। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৃষও অশুভ। আর যে বৃষভের মুষ্ক স্থূল এবং অতিলম্ব, ক্রোড়দেশ শিরাবিস্তৃত, গণ্ডদেশ স্থূলশিরাব্যাপ্ত এবং যে বৃষ ত্রিস্থানে মেহন করে, সেই বৃষও শুভকর নহে। ৫। মার্জ্জারের ন্যায় চক্ষুঃসম্পন্ন কপিল-বর্ণ গো করটনামা, ইহা অশুভপ্রদ হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণের ইষ্টকর। ওষ্ঠ, তালু ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং সেই গো শ্বাসশীল হইলে যূথনাশক হয়। ৬। যাহার বিষ্ঠা, মণি ও শৃঙ্গ স্থূল, উদর শ্বেতবর্ণ এবং সমস্ত শরীরের বর্ণ কৃষ্ণসার মৃগের ন্যায়, সেই বৃষভ গৃহজাত হইলেও, ত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কারণ সেই বৃষভ যূথবিনাশকর হইবে। ৭। যাহার অঙ্গ শ্যামক-পুষ্পব্যাপ্ত, ভস্ম ও অরুণ সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ও বিড়ালসদৃশ চক্ষুঃ-সম্পন্ন, সেই বৃষভ পরিগৃহীত হইলেও, ব্রাহ্মণগণের শুভকর হয় না। ৮। যে সকল বৃষভ যোজিত হইলে, পঙ্ক হইতে উদ্ধারের ন্যায় পাদোত্তোলন করে, সেই কৃশগ্রীব, কাতরনয়ন, হীন বৃষভগণ পৃষ্ঠে ভার বহনে সক্ষম নহে। ৯। যে গো সকলের ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, মৃদু ও সংহত, স্ফিক্ অপ্রশস্ত,

জিহ্বা ও তালু তাম্রবর্ণ, কর্ণ ছোট হ্রস্ব ও উচ্চ, কুক্ষি সুন্দর ও জঙ্ঘা স্পষ্ট হয়; যাহাদিগের খুর ঈষৎ তাম্রবর্ণ, বক্ষঃস্থল বিপুলবিস্তৃত, ককুদ্ বৃহৎ, গাত্রত্বক্ স্নিগ্ধ, রোম মনোহর এবং শৃঙ্গ হ্রস্ব ও তাম্রবর্ণ হয়; যাহারা অবনীস্পর্শী সূক্ষ্ম সলোম লাঙ্গুলবিশিষ্ট, রক্তাক্তবিলোচন, মহোচ্ছ্বাস, সিংহস্কন্ধ, এবং সূক্ষ্ম ও অল্প কম্বলযুক্ত, সেই বৃষভ সকল সুগতনামা; তাহারা পূজিত হয়। ১০—১২। বৃষের জঙ্ঘা বামে বামাবর্ত্ত এবং দক্ষিণে দক্ষিণাবর্ত্ত আবর্ত্তযুক্ত ও মৃগসদৃশ হইলে শুভপ্রদ হয়।১৩। যে বৃষ বৈদূর্য্য, মল্লিকা ও বুদ্বুদ সদৃশ দৃষ্টিসম্পন্ন, স্থূল নেত্রবর্ম্মান্বিত, অস্ফুটিত-পার্ষ্ণিযুক্ত, সেই বৃষ সকল ভারবহনক্ষম ও প্রশস্ত ফলপ্রদ।১৪। যে বৃষ ঘ্রাণোদ্দেশে বলিযুক্ত, মার্জ্জারের মুখের ন্যায় মুখ বিশিষ্ট, দক্ষিণ ভাগে শ্বেতবর্ণ, কমল উৎপল ও লাক্ষাসদৃশ আভাসম্পন্ন লোমরাজি-সমন্বিত, সুন্দর লাঙ্গূলযুক্ত, অশ্বতুল্য গতিবিশিষ্ট, লম্ব-বৃষণান্বিত, মেষসদৃশ উদর-সম্পন্ন এবং বঙ্ক্ষণ ও ক্রোড় সংক্ষিপ্ত হয়, সেই বৃষভকে ভারবহনক্ষম, গমনে অশ্বতুল্য ও প্রশস্ত ফলপ্রদ বলিয়া জানিবে। ১৫। ১৬। যে বৃষ শ্বেতবর্ণ, পিঙ্গলাক্ষ, তাম্রবর্ণ শৃঙ্গ ও দৃষ্টিবিশিষ্ট এবং বৃহৎবদন সম্পন্ন হয়, তাহাকে হংস নামক বৃষ কহে; সেই বৃষ শুভ ফলপ্রদ এবং যূথের বিশেষরূপে বৃদ্ধিকর বলিয়া কথিত হয়। ১৭। যে বৃষের বালধি-সমন্বিত লাঙ্গূল ভূমি স্পর্শ করে, বঙ্ক্ষণ তাম্রবর্ণ হয়; সেই রক্তসদৃশ ককুৎ-সমন্বিত শ্বেত-কৃষ্ণমিশ্র-বর্ণযুক্ত বৃষ স্বামীকে অচিরাৎ লক্ষ্মীপতি করিবে। ১৮। যে বৃষ একটী শ্বেতচরণবিশিষ্ট, অন্য অঙ্গে যথেষ্ট বর্ণযুক্ত, সে বৃষও প্রশস্ত ফলপ্রদ। সে বৃষ যদিও একান্ত প্রশস্ত ফলপ্রদ না হয়, তবে মিশ্র ফলপ্রদ হইবে, কিন্তু ইহাও গ্রাহ্য। ১৯।

একষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৬১॥

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

শ্বলক্ষণ।

যে কুক্কুরের পদে পাঁচটী নখ, অগ্রচরণে তিনটী নখ ও দক্ষিণ পদে ছয়টী নখ থাকে; যাহার ওষ্ঠ ও নাসিকার অগ্রভাগ তাম্র বর্ণযুক্ত; যে সিংহসদৃশ গতিবিশিষ্ট ও পৃথিবী আঘ্রাণ করিতে করিতে গমন করে; যাহার লাঙ্গুল জটাকেশর-সমন্বিত, চক্ষু ঋক্ষ-সদৃশ, কর্ণদ্বয় লম্বমান এবং মৃদু হয়, সেই কুক্কুর পালকের গৃহে অচিরাৎ গৃহলক্ষ্মীকে পুষ্ট করিয়া থাকে। ১। যে কুকুরীর প্রতিচরণে পঞ্চ পঞ্চ নখ অথবা যাহার অগ্রপদে পাঁচটী ও বামপদে ষট্‌সংখ্যক নখর থাকে; যে কুক্কুরীর লোচন মল্লিকা-পুষ্পতুল্য হয়; যে কুকুরী বক্রপুচ্ছ-সম্পন্না, পিঙ্গলবর্ণা ও লম্বকর্ণা হয়, সেই কুকুরী পোষকের রাষ্ট্র পালন করে। ২।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

কুক্কুটলক্ষণ।

যে কুক্কুটের ত্বক্, তনূরুহ ও অঙ্গুলি শ্বেতবর্ণ; মুখ, নখ ও চূলিক (শিখা) তাম্রবর্ণ এবং যে কুক্কুট উষাকালে সুস্বরে রব করে, সেই কুক্কুট নৃপরাষ্ট্র ও বাজিগণের বৃদ্ধিকর হয়। ১। যে কুক্কুট বিহগ যবগ্রীব বা বদরসদৃশ কিংবা বৃহৎ-মস্তক-সম্পন্ন ও বহুবর্ণ দ্বারা মনোরম হয়, তাহা শুভপ্রদ। যে কুক্কুট মধু ও মধুপ বর্ণযুক্ত হয়, তাহা সংগ্রামে প্রশস্ত এবং জয়কারী। ইহা ভিন্ন অন্য কুক্কুট কৃশতনু ও কৃশরব এবং খঞ্জচরণ হইলে, সংগ্রামে প্রশস্ত নহে। ২। মৃদুচারু-ভাষিণী সুন্দরাননেত্রা ও স্নিগ্ধমূর্ত্তি কুক্কুটী রাজগণকে সুচিরকাল ব্যাপিয়া শ্রী, যশঃ, বিজয়, বীর্য্য ও সম্পদ প্রদান করে। ৩।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৩ ॥

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

কূর্ম্মলক্ষণ।

স্ফটিক ও রজতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, নীলরেখারাজি দ্বারা বিচিত্র, কলসসদৃশ মূর্ত্তিধারী, সুন্দর পৃষ্ঠ-দণ্ড-সম্পন্ন কিংবা অরুণ-সদৃশ দেহ-সমন্বিত, সর্ষপাকার বিন্দু-চিত্রিত কূর্ম্ম মন্দিরস্থিত হইলে, সর্ব্ব প্রকার নৃপমহত্ত্ব করিয়া থাকে। ১। অঞ্জন ও ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামকলেবর, বিন্দু-বিচিত্র, অব্যঙ্গশরীর কিংবা সর্পশিরা ও স্থূলগল কূর্ম্ম নৃপ-গণের রাজ্যবিবৃদ্ধির কারণ হয়। ২। বৈদূর্য্যসদৃশ দ্যুতি-সম্পন্ন, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণ, গূঢ়চ্ছিদ্র ও সুন্দর পৃষ্ঠদণ্ড-সম্পন্ন, প্রশস্ত কূর্ম্মকে জলপূর্ণ মণিময় ক্রীড়াবাপীতে মঙ্গলার্থ রক্ষা করা নরেন্দ্রগণের কর্ত্তব্য। ৩।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ছাগলক্ষণ।

ছাগবিষয়ক শুভাশুভ লক্ষণ বলিতেছি। অষ্ট, নব ও দশ দন্ত-সম্পন্ন ছাগ সকল ধন্য ও গৃহে রক্ষণীয়; কিন্তু যে সকল ছাগ সপ্তদন্ত-সম্পন্ন সেই সকল ছাগকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ১। শুক্ল ছাগের দক্ষিণপার্শ্বে কৃষ্ণমণ্ডল শুভফলপ্রদ হয়। ঋষ্য (শ্বেতপাদ মৃগ) সদৃশ কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ ছাগগণের শ্বেতমণ্ডলও শুভপ্রদ হয়। ২। ছাগ-গণের কণ্ঠে যাহা স্তনবৎ বিবলম্বিত হয়, তাহা মণি বলিয়া খ্যাত। একমণি ছাগ শুভফলপ্রদ। যাহাদিগের দ্বিমণি বা ত্রিমণি আছে, তাহারা অত্যন্ত ধন্য হয়। ৩। ছাগগণের মুণ্ড সমস্ত শ্বেতবর্ণ এবং সমস্ত

দেহ কৃষ্ণবর্ণ হইলে, শুভপ্রদ হয়। ছাগের দেহ অর্দ্ধকৃষ্ণ ও অর্দ্ধশ্বেত কিংবা অর্দ্ধ কপিলবর্ণ ও অর্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, ধন্য হয়। ৪। যে ছাগ যূথের অগ্রে বিচরণ ও প্রথমে জলে অবগাহন করে, সেই ছাগ শ্বেতমস্তক বিশিষ্ট বা মস্তকে টিক্কিকা সম্পন্ন হইলে, শুভপ্রদ হয়। ৫। পৃষতমৃগের ন্যায় কণ্ঠ ও মস্তকবিশিষ্ট কিংবা তিলপৃষ্ঠসদৃশ অথবা তাম্রলোচন কিংবা শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণচরণ অথবা কৃষ্ণছাগ শ্বেতচরণ-সম্পন্ন হইলে, প্রশস্ত। ৬। যে ছাগ কৃষ্ণবর্ণ অণ্ডবিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ হইয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণপট্ট দ্বারা আবৃত দেখায়, কিংবা যে শব্দ সহকারে মন্দ মন্দ বিচরণ করে, সেই ছাগই শুভফলপ্রদ। ৭। যে ছাগ ঋষ্যের ন্যায় মস্তক ও পাদবিশিষ্ট, যাহার সম্মুখ ভাগ পাণ্ডুর ও অপর ভাগ নীলবর্ণ যুক্ত হয়, সেই ছাগ শুভকারী হয়। এই সম্বন্ধে গর্গ কর্ত্তৃক বিরচিত শ্লোক এই,—"কুট্টক, কুটিল, জটিল ও বামন এই চারি প্রকার ছাগ সকল লক্ষ্মীর পুত্র। অলক্ষ্মীক ব্যক্তির গৃহে তাহারা কখনই বাস করে না। ৮৯। খর (গর্দ্দভ) সদৃশ রবকারী, প্রদীপ্ত-পুচ্ছ, কুৎসিতনখ, বিবর্ণ, ছিন্নকর্ণ, হস্তীর ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ তালু ও জিহ্বা-সম্পন্ন ছাগ অপ্রশস্ত ফলপ্রদ হয়। যে সকল ছাগের মুণ্ড প্রশস্তবর্ণ মণিযুক্ত এবং নয়ন তাম্রবর্ণ, সেই সকল ছাগ মনুষ্যগণের গৃহে পূজিত হইবে। তাহারা সৌখ্য, যশঃ ও শ্রীবৃদ্ধি করে"। ১০। ১১।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট ষষ্টিতম অধ্যায়।

অশ্বলক্ষণ।

যে অশ্বের গ্রীবা ও অক্ষিগোলক দীর্ঘ; ত্রিক (মেরুদণ্ড) ও হৃদয় বিস্তৃত; যাহার তালু, ওষ্ঠ এবং জিহ্বা তাম্রবর্ণ; ত্বক্, কেশ এবং লোম সূক্ষ্ম; যাহার সুন্দর শফ গতির অভিমুখীন; কর্ণ, ওষ্ঠ ও পুচ্ছ

হ্রস্ব ; যাহার জঙ্ঘা, জানু ও উরুদেশ বৃত্তাকার ; দন্ত সকল সম্যক্‌রূপে আকৃষ্ট (দৃঢ়) এবং যাহার আকৃতি ও রূপ মনোহর ; সেই সর্ব্বাঙ্গ-শুদ্ধ অশ্ব নিত্যই নরপতির শত্রুনাশের কারণ হয়। ১। অশ্বের চক্ষুঃ-প্রান্ত, হনু, গণ্ড, হৃদয়, গল, প্রোথ (নাসিকার নিম্নভাগ), শঙ্খ, কটি, বস্তি, জানু, মুষ্ক, নাভি, ককুদ, গুহ্য এবং বাম-কুক্ষি ও বাম-চরণে পৃথুত্ব থাকিলে, অশুভ হয়। ২। যে সকল অশ্বের প্রমাণ (মস্তক), গল, কর্ণ, পৃষ্ঠ, মধ্য, নয়ন-উপরিভাগ, ওষ্ঠ, উরু, ভুজ, কুক্ষি, পার্শ্ব এবং ললাট দেশে আবর্ত্ত আছে, সেই অশ্ব অত্যন্ত শুভ ফলপ্রদ হয়। ৩। সাধারণতঃ অশ্বের প্রমাণ, ললাট ও কেশে এক এক আবর্ত্ত নিশ্চয় হইবে। রন্ধ্র, উপরন্ধ্র, মস্তক ও বক্ষ, এই কয় স্থানে দুই দুইটী আবর্ত্ত থাকিবে। ৪। শ্বেতাভ ছয়টী দন্তযুক্ত হইলে অশ্ব অশ্বশিশু হয়, ঐ দন্ত সকল কষায়বর্ণ হইলে দ্বিবর্ষ-বয়স্ক। মধ্যম ও অন্ত্য দন্ত পতিত ও সমুদিত হইলে, অশ্বের তিন হইতে পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম নির্দ্দেশ করা যায়। দন্তমধ্যে যে দাগ পড়ে, তাহার নাম সন্দংশ ; অথবা 'কষের' দুই দিকে এক সঙ্গে যে দুইটী দন্ত উৎপন্ন হয়, তাহাকেও সন্দংশ বলে। অশ্বের এই সন্দংশ যদি কাল, ঈষৎপীত, শুক্ল, কাচ-সদৃশ, মাক্ষিকসদৃশ ও শঙ্খসদৃশ হয়, তাহা হইলে যথাক্রমে উত্তরোত্তর দিন তিন বর্ষ অধিক বয়ঃক্রম হইয়া থাকে। অর্থাৎ সন্দংশ কালবর্ণের হইলে, অশ্বের বয়ঃক্রম ৮ বৎসর হইবে ; পীতবর্ণ হইলে, ১১ বৎসর ও শুক্লবর্ণ হইলে ১৪ বৎসর ইত্যাদি। তৎপরে অশ্বের দন্তমধ্যে ছিদ্র হইলে, চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ ; দন্ত চালিত হইলে, সপ্তবিংশতি বর্ষ ও দন্ত পতিত হইলে, ত্রিংশৎ বর্ষ অশ্বের বয়ঃক্রম হইয়া থাকে *। ৫।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

---

* ৩২ বর্ষের অধিক অশ্ব জীবিত থাকে না। যথা—

"সমাঃ ষষ্টির্দ্বিঘ্না মনুজকরিণাং পঞ্চ চ নিশা, হয়ানাং দ্বাত্রিংশৎ——"

ইতি বৃহজ্জাতক।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

গজলক্ষণ।

মধুসদৃশ আভা প্রকাশক দন্তসংযুত, সুবিভক্তদেহ, অনুপদিগ্ধ, কৃশ, ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন, সমগাত্র, ধনুঃসদৃশ মেরুদণ্ডযুক্ত ও বরাহ সদৃশ জঘন-সমন্বিত হস্তিগণ ভদ্র নামে বিখ্যাত। ১। যে হস্তীর বক্ষঃ ও কক্ষাবলি শ্লথ, উদর দীর্ঘ, ত্বক্ ও গলদেশ বৃহৎ, কুক্ষি স্থূল, সিংহ বা পেচকের ন্যায় দৃষ্টিসম্পন্ন, সেই হস্তী মন্দ্র নামে আখ্যাত হয়। ২। যাহার অধর, লোম ও মেঢ্র হ্রস্ব ; যাহার চরণ, কণ্ঠ, দন্ত, হস্ত এবং কর্ণ তনু (কৃশ) ও চক্ষুঃ স্থূল ; সেইরূপ হস্তী সকল যদি অন্য চিহ্নধারী হয়, তবে তাহা সঙ্কীর্ণনাগ নামে খ্যাত হয়। ৩। যে হস্তীর উন্নতি পঞ্চ হস্ত, দৈর্ঘ্য সপ্ত হস্ত ও পরিণাহ অষ্ট হস্ত, তাহা মৃগ নামক হস্তী। তদপেক্ষা উক্ত পরিমাণ যদি এক এক হস্ত অধিক হয়, তবে উহা মন্দ্রনামক ; আর দুই দুই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ভদ্র নামক হয়। সঙ্কীর্ণ হস্তীর কোন প্রকার প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। ৪। ভদ্র হস্তীর মদের বর্ণ হরিত, মন্দ্র হস্তীর হরিদ্রাসদৃশ, মৃগনামক হস্তীর মদ কৃষ্ণবর্ণ এবং সঙ্কীর্ণ নাগের মদ বিমিশ্র বর্ণযুক্ত হয় । ৫। যে হস্তী সকলের ওষ্ঠ, বদন ও তালুদেশ তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট, নেত্র চটকপক্ষীর ন্যায়, অগ্রদন্ত স্নিগ্ধ ও উন্নত, বদন পৃথু ও আয়ত, মেরুদণ্ড ধনুর ন্যায় উন্নত প্রশস্ত ও নিগূঢ়ভাবে নিমগ্ন এবং কুম্ভদেশ এক একটী সূক্ষ্ম রোম দ্বারা ব্যাপ্ত ও কূর্ম্মসদৃশ ; যাহার কর্ণ, হনু, ললাট ও গুহ্য বিস্তীর্ণ ; যাহার নখ কূর্ম্মের ন্যায় উন্নত ও অষ্টাদশ বা বিংশতি সংখ্যক ; যাহার শুণ্ড তিনটী রেখা দ্বারা উপচিত ও বৃত্ত ; যাহার লোমাবলী সুন্দর এবং যে হস্তী সুগন্ধিমদ ও পদ্মতুল্য গন্ধবিশিষ্ট বায়ু ত্যাগ করে, তাহারাই উত্তম হস্তী। ৬। ৭। যে সকল হস্তীর অঙ্গুলি দীর্ঘ, পুষ্কর (গাত্রচিহ্ন বিশেষ) রক্তবর্ণ এবং যাহার বৃংহণ সজল মেঘের শব্দের ন্যায়,—সেই বৃহদাকার বৃত্তগ্রীব মাতঙ্গ মহীপালের নিকট

ধন্য হয়। ৮। মদহীন, অধিক বা অল্প নখ ও অঙ্গ-সম্পন্ন, কুব্জ, বামন, মেষবিষাণতুল্য বক্র দন্তযুক্ত, যাহার কোশফল (মুষ্ক) দৃশ্য হয়, যাহার দেহ পুষ্করহীন, কপিশ, নীল, বহুবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণযুক্ত ; যাহার দন্ত ছোট ; যে হস্তী মৎকুণ ও ষণ্ড ; এবং যে হস্তিনী গজলক্ষণযুক্তা ও গর্ভিণী তাহাদিগকে রাজা পরদেশে প্রেরণ করিবেন ; কারণ তাহাদের ফল অত্যন্ত বিরূপ। ৯। ১০।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

পুরুষলক্ষণ।

সুনিপুণ সামুদ্রিক-শাস্ত্রবেত্তা দৈবজ্ঞ,—পুরুষের উন্মান, মান, গতি, সংহতি, সার, বর্ণ, স্নেহ, স্বর, প্রকৃতি, সত্ত্ব, অনূক, ক্ষেত্র এবং মৃজা, এই সকল বিধি অনুসারে অবলোকন করত ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ফল সকল প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। ১। যে চরণদ্বয় সর্ব্বদা ঘর্ম্মাক্ত নহে ; যাহার তলদেশ অতীব সুকোমল, বর্ণ পদ্মপুষ্পগর্ভের ন্যায়, অঙ্গুলি সকল পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট, নখর সকল সুন্দর অথচ তাম্রবর্ণ, পার্ষ্ণিদেশ মনোহর ; যাহা সর্ব্বদা ঈষদুষ্ণ, অশিরাল, সুনিগূঢ়-গুল্‌ফবিশিষ্ট এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত—তদ্রূপ চরণবান্ ব্যক্তিই রাজা হইয়া থাকে। ২। যাহার চরণযুগলের নখর সকল শূর্পের ন্যায়, রূক্ষ এবং পাণ্ডুবর্ণ ; যাহার পদদ্বয় বক্র, শিরাসংযুত, শুষ্কপ্রায় এবং অত্যন্ত বিরলাঙ্গুলি-বিশিষ্ট ; সেই ব্যক্তি দারিদ্র্যদুঃখভাগী হইয়া থাকে। অতি দূরপথ গমন না করিলেও যাহার পদযুগল উৎকট (বিষম) এবং কষায়সদৃশ (কৃষ্ণবর্ণ প্রায়) হয়, তাহার বংশ ধ্বংস হইয়া থাকে। পদতল যদ্যপি দগ্ধমৃত্তিকা সদৃশ হয়, তবে ব্রহ্মঘ্ন এবং পীতবর্ণ হইলে সর্ব্বদা অগম্যা-রত হইয়া থাকে। ৩। যাহার জঙ্ঘা অত্যন্ত বিরল অথচ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোমে

আচ্ছাদিত ও বর্ত্তুল, যাহার উরুদেশ সুন্দর ও হস্তিশুণ্ডের ন্যায় এবং যাহার জানুদেশ স্থূল অথচ পরস্পর সমান; সেই ব্যক্তি রাজত্ব লাভ করে। কুক্কুর বা শৃগালের ন্যায় জঙ্ঘা-বিশিষ্ট হইলে, নির্দ্ধন হয়।৪। রাজাদিগের প্রত্যেক লোমকূপে এক একটী লোম হয়। পণ্ডিত এবং শ্রোত্রিয় ব্যক্তির প্রত্যেক লোমকূপে দুই দুইটী লোম থাকে। প্রত্যেক লোমকূপে তিনটী করিয়া বা অতোধিক লোম থাকিলে, নিঃস্ব হয়। মস্তকের কেশেরও এইরূপ ফল হইয়া থাকে। ৫। জানুদেশ মাংসহীন হইলে, প্রবাসে মৃত্যু হয়। অল্পমাংসযুক্ত হইলে, সৌভাগ্যশালী হয়। বিকটমাংসল হইলে, দরিদ্র হয়। নিম্নমাংসবিশিষ্ট হইলে, স্ত্রীজিত হয়। জানুদেশে সমান মাংস থাকিলে, রাজত্বলাভ এবং বৃহৎ হইলে, দীর্ঘায়ুষ্ক হইয়া থাকে। ৬। পুরুষাঙ্গ ক্ষুদ্র হইলে, ধনবান্ ও সন্তানশূন্য এবং স্থূল হইলে, ধনহীন হয়। লিঙ্গ বামভাগে নত হইলে, পুত্র ও ধনবর্জ্জিত হয়; দক্ষিণভাগে নত হইলে, পুত্রবান্ হয়; অধোবিনত হইলে, দরিদ্র হয়; শিরাল হইলে, অল্পতনয়-বিশিষ্ট এবং লিঙ্গের গ্রন্থি স্থূল হইলে, অত্যন্ত সুখী হয়; কিন্তু প্রমেহাদি রোগ বশত কৃশ হইয়া থাকে। ৭। যাহার কোষ অত্যন্ত নিগূঢ়; সেই ব্যক্তি রাজা হয়; দীর্ঘ বা ভুগ্নকোষ বিশিষ্ট মানব বিত্তহীন হয়। যাহার শিশ্ন ঋজু, বৃত্ত ও অল্প-শিরাল; সেই ব্যক্তি ধনবান্ হয়। ৮। যাহার একটীমাত্র মুষ্ক থাকে, সেই ব্যক্তির জলে মৃত্যু হয়। অসমান মুষ্কবিশিষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীচঞ্চল হয়, সম-বৃষণ ব্যক্তি নরপতি হয়, ঊর্দ্ধবৃষণ ব্যক্তি অল্পায়ু হয় এবং লম্বমুষ্কবিশিষ্ট ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ৯। শেফমণি রক্তবর্ণ হইলে, ধনবান্ এবং পাণ্ডুর বা মলিন হইলে, ধনহীন হয়। যাহাদিগের প্রস্রাব-ধারায় শব্দ হয়, তাহারা সুখী হয় এবং নিঃশব্দ ধারায় মূত্র নির্গত হইলে নিঃস্ব হয়। ১০। দুই, তিন বা চারি ধারায় প্রস্রাব নির্গত হইয়া আবর্ত্তসহ দক্ষিণ ভাবে তরঙ্গিত হইলে, নরপতি হয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে মূত্রপাত হইলে, ধনহীন হয়। ১১। মূত্র একটীমাত্র ধারায় নির্গত হইয়া তরঙ্গ-যুক্ত হইলে, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট সন্তান লাভ হয়। শেফমণি স্নিগ্ধ, উন্নত বা সমভাবে থাকিলে ধন, রত্ন এবং বনিতাভোগী হইয়া থাকে।১২।

যদ্যপি শিশ্নমণির মধ্যভাগ নিম্ন হয়, তবে কন্যা জন্মায় এবং ধনহীনতা হয়। শেফমণির মধ্যভাগ উন্নত অথচ অনুল্বণ (অপরিস্ফুট) হইলে, ধনবান্ হইয়া থাকে। ১৩। বস্তিদেশের শীর্ষভাগ পরিশুষ্ক হইলে ধহনীন ও দুর্ভাগ্যশালী হয়। যাহাদিগের শুক্রে পুষ্পের ন্যায় সদগন্ধ বহিতে থাকে, তাহারা পৃথিবীপতি হয়। ১৪। শুক্রে মধুর ন্যায় গন্ধ বহিলে, অধিক ধনশালী হয় এবং মৎস্যগন্ধ প্রবাহিত হইলে, অনেক সন্তান হয়। অল্পপরিমাণে রেতঃপাত হইলে, কন্যা হয়। মাংসের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট শুক্র হইলে, অত্যন্ত ভোগী হয়। ১৫। শুক্র মদিরাগন্ধি হইলে, যাজ্ঞিক; ক্ষারগন্ধ হইলে দরিদ্র, অতিশয় মৈথুনশক্তিসম্পন্ন ও দীর্ঘায়ুষ্ক হয় এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত হইলে, অল্পায়ু হইয়া থাকে। ১৬। যাহাদিগের স্ফিক্ (নিতম্বপশ্চাদ্ভাগ) অত্যন্ত স্থূল হয়, তাহরা দরিদ্র হয়, কিন্তু মাংসল হইলে, সুখী হয়। স্ফিচের অর্দ্ধভাগ সুন্দর হইলে, বলবান্ এবং মণ্ডূকের ন্যায় স্ফিক্‌বিশিষ্ট হইলে, রাজা হয়। ১৭। কটি-দেশ সিংহের ন্যায় হইলে, নরপতি এবং বানর বা করিশাবকের ন্যায় হইলে, ধনহীন হইয়া থাকে। জঠরদেশ সমান হইলে ভোগী, ঘট বা পিঠর (থালী) সদৃশ হইলে, নির্দ্ধন হয়। ১৮। পার্শ্বদেশ বিকল না হইলে, ধনবান্; নিম্ন বা বক্র হইলে, ভোগহীন হয়। ১৯। কুক্ষ সমান হইলে ভোগী ও নিম্ন হইলে, ভোগহীন হয়। উন্নতকুক্ষ ব্যক্তি নরপতি হয় এবং মনুষ্য বিষমকুক্ষ হইলে, কুটিল হয়। যাহাদিগের উদর সর্পের ন্যায়, তাহারা দরিদ্র এবং বহুভোজক হইয়া থাকে। ২০। গোলাকার, উন্নত অথচ বিস্তীর্ণ নাভিবিশিষ্ট ব্যক্তিরা সুখী হইয়া থাকে। যাহা-দিগের নাভি স্বল্প, অদৃশ্য অথচ নিম্ন, তাহারা ক্লেশভোগী হয়। ২১। নাভির মধ্যভাগ বলিত অর্থাৎ তরঙ্গায়মাণ বা বিষম হইলে শূলরোগী ও নিঃস্ব হয়। নাভিদেশ বামভাগে আবর্ত্তযুক্ত হইলে, শঠ হয় এবং দক্ষিণভাগে আবর্ত্তবিশিষ্ট হইলে, মেধাবী হয়। ২২। নাভি পার্শ্বদিকে আয়ত হইলে, চিরায়ু হয়; উপরি আয়ত থাকিলে, প্রভু হয়; অধোভাগে আবর্ত্তিত থাকিলে, গোমান্ হয় ও পদ্মকর্ণিকার ন্যায় নাভিবিশিষ্ট ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে। ২৩। যাহার উদর একটীমাত্র বলি দ্বারা চিহ্নিত

হয়, তাহার শস্ত্রপাতে প্রাণান্ত হয় ; দ্বিবলিবিশিষ্ট হইলে, স্ত্রীভোগী হয় ; ত্রিবলি-চিহ্নিত উদরবান্ আচার্য্য এবং উদর চারিটী বলিযুক্ত হইলে, বহু সন্তান হয়। রাজাদিগের উদরে বলিচিহ্ন থাকে না। ২৪। যে মনুষ্যের উদরবলি নতোন্নত হয়, সে পাপীয়ান্ ও অগম্যাভিগামী হইয়া থাকে। উদরবলি সরলভাবে বিদ্যমান থাকিলে, সুখী এবং পরদার-বিদ্বেষী হয়। ২৫। যাহাদিগের পার্শ্বদেশ মাংসল, মৃদু ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোম দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তাহারা রাজা হয়। ইহার বিপরীত হইলে নিঃস্ব, অসুখী এবং পরপ্রেষ্য হইয়া থাকে। ২৬। মনুষ্যের চুচুক অনুন্নত হইলে সুভগ হয়, বিষম বা দীর্ঘ হইলে নির্দ্ধন হয়। যদ্যপি চুচুক পীন, দগ্ধবর্ণ বা নিমগ্ন হয়, তবে সুখী বা নরপতি হইয়া থাকে। ২৭। বক্ষঃস্থল উন্নত, পৃথু, সকম্পন ও মাংসল হইলে, নরপতি হয়। এতদ্বিপরীত বা শিরাল এবং গর্দ্দভের ন্যায় রোমাবলি বিশিষ্ট হইলে, অধম মানব হয়। ২৮। উরঃস্থল সমান হইলে অর্থবান্ হয়, পীনোরস্ক ব্যক্তি বলবান্ এবং যাহাদিগের বক্ষঃস্থল অবিশাল, তাহারা নির্দ্ধন হইয়া থাকে। বিষমবক্ষঃস্থল-বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নির্দ্ধন ও শস্ত্রপাতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ২৯। জত্রু অর্থাৎ কণ্ঠোভয়-পার্শ্বস্থ অস্থির বৈষম্য ঘটিলে মনুষ্য বিষম হয়। যাহাদিগের জত্রু বিশাল, তাহারা অর্থহীন হয়। উন্নত-জত্রু ভোগী, নিম্নজত্রু নিঃস্ব এবং পীনজত্রুমান্ ব্যক্তি ধনবান্ হয়। ৩০। গ্রীবাদেশ চিপিটকের আকারবিশিষ্ট, শুষ্ক বা শিরাল হইলে, নির্দ্ধন হয়। মহিষগ্রীব ব্যক্তি বলবান্ এবং বৃষের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট ব্যক্তি শস্ত্রপাতে প্রাণত্যাগ করে। ৩১। গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় হইলে, রাজা হয় ; কণ্ঠদেশ প্রলম্ব হইলে, বহুভক্ষক হয়। যাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ অভগ্ন ও অরোমশ হয়, তাহারাই ধনবান্ ; তদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণ দুঃখভাগী হইয়া থাকে। ৩২। কক্ষস্থল যদ্যপি অস্বেদন, পীনোন্নত, সুগন্ধি এবং সমরূপ লোম দ্বারা আচ্ছাদিত হয় ; তবে ধনবান্ হয় ; অন্যথা হইলে, নির্দ্ধন হইবে। ৩৩। নির্দ্ধন ব্যক্তির অংসস্থল মাংসহীন, রোমাচ্ছাদিত, ভগ্নপ্রায় এবং ক্ষুদ্র হইবে। সুখী ও বলবান্ ব্যক্তির অংসস্থল বিপুল, সুগোপ্য

এবং সুশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। ৩৪। বাহুদ্বয় দ্বিরদশুণ্ডাকার, বৃত্ত, আজানুলম্বিত, পরস্পর সমান ও পীন হইলে, নৃপতি হয়। অধম ব্যক্তিগণের বাহুদ্বয় রোমশ ও হ্রস্ব হইয়া থাকে। ৩৫। দীর্ঘায়ুষ্ক ব্যক্তির হস্তাঙ্গুলি সকল দীর্ঘ হয়। সুভগ ব্যক্তির হস্তাঙ্গুলিতে বলি জন্মে না। হস্তাঙ্গুলি সূক্ষ্ম হইলে, মেধাবী ও চিপিটাকার হইলে, পরকর্ম্মনিরত হইয়া থাকে। ৩৬। অঙ্গুলি সকল অত্যন্ত স্থূল হইলে, নির্দ্ধন হয় এবং বহির্ভাগে আনত হইলে, শস্ত্রাঘাতে জীবন বিনাশ হয়। করতল বানরকরের ন্যায় হইলে, ধনবান্ এবং ব্যাঘ্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইলে, পাপীয়ান্ হইবে। ৩৭। হস্তের মণিবন্ধ যদ্যপি নিগূঢ়, দৃঢ় ও সুশ্লিষ্টসন্ধিবিশিষ্ট হয়, তবে নরপতি হইয়া থাকে; হীন হইলে, হস্তচ্ছেদন হয় এবং শ্লথ ও সশব্দ হইলে, নির্দ্ধন হইয়া থাকে। ৩৮। মানবের করতল নিম্ন হইলে, পিতৃধনে বঞ্চিত হয়। করতলের কোন স্থান সংবৃত ও নিম্ন হইলে, ধনবান্ হয় এবং উত্তান-কর ব্যক্তি বদান্য হইবে। ৩৯। যাহার করতল নতোন্নত, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও নিঃস্ব হইবে, লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ করতল-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নরপতি হয়। যাহার করতল পীতবর্ণ, সেই ব্যক্তি অগম্যাগমনে রত এবং রূক্ষকরতল-বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নির্দ্ধন হয়। ৪০। তুষসদৃশনখযুক্ত ব্যক্তি ক্লীব, চিপিটকাকার বা স্ফুটিত-নখযুক্ত মানব অর্থহীন হয়। যাহারা কুনখী ও বিবর্ণনখবান্, তাহারা তার্কিক হয় এবং তাম্রবর্ণ নখবিশিষ্ট ব্যক্তি নরপতি হইয়া থাকে। ৪১। যাহাদিগের অঙ্গুষ্ঠে যবরেখা বিদ্যমান থাকে, তাহারা ধনবান্ হয়; অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যব থাকিলে সুতবান্ হয়। অঙ্গুলির পর্ব্ব সকল দীর্ঘ হইলে, সুভগ ও চিরায়ু হয়। ৪২। করতলের রেখা সকল স্নিগ্ধ ও নিম্ন হইলে, ধনবান্ হয়; বিপরীত হইলে, দরিদ্র হয়। অঙ্গুলি বিরল হইলে, নিঃস্ব এবং ঘনাঙ্গুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি আঢ্য হয়। ৪৩। তিনটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলব্যাপী হইলে, পৃথিবী-পতি হয়। হস্ততলে দুইটা মৎস্যচিহ্ন থাকিলে, প্রত্যহ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হয়। ৪৪। করতলে বজ্রচিহ্ন বিদ্যমান থাকিলে, ধনবান্ হয় এবং

মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন থাকিলে বিদ্বান্ হয়। যাহাদিগের হস্তে শঙ্খ, ছত্র, শিবিকা, হস্তী, অশ্ব ও পদ্ম-চিহ্ন অবস্থান করে, তাহারা নরপতি হয়।৪৫। কলশ, মৃণাল, পতাকা ও অঙ্কুশের ন্যায় চিহ্ন সকল করতলে থাকিলে, আঢ্য এবং স্বস্তিক (তণ্ডুল) চিহ্ন থাকিলে ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়। ৪৬। করতলে চক্র, অসি, পরশু, তোমর, শক্তি, ধনু বা কুন্তাকার রেখা থাকিলে, চমূপতি হয়। উদূখলের ন্যায় রেখা থাকিলে যাজ্ঞিক হয়। ৪৭। মকর, ধ্বজ, প্রকোষ্ঠ ও আগার তুল্য রেখা থাকিলে, অত্যন্ত ধনশালী হয়। অঙ্গুষ্ঠমূলে বেদীর ন্যায় রেখা থাকিলে, অগ্নিহোত্রী হয়। ৪৮। বাপী ও দেবগৃহসদৃশ অথবা ত্রিকোণাকার চিহ্ন থাকিলে, ধার্ম্মিক হয়। অঙ্গুষ্ঠমূলে যে কয়েকটী স্থূল রেখা থাকিবে, ততগুলি পুত্র হইবে এবং যতগুলি সূক্ষ্ম রেখা থাকিবে, ততগুলি কন্যা হইবে। ৪৯। মণিবন্ধোত্থিত রেখা প্রদেশিনী অর্থাৎ তর্জ্জনীমূলে সংলগ্ন হইলে, মানুষ শতায়ু হয়। তদপেক্ষা কম হইলে, অনুপাত দ্বারা আয়ু কল্পনা করিবে। ঐ রেখা ছিন্ন হইলে, বৃক্ষ হইতে পতন * হয়। করতলে অধিক রেখা থাকিলে, নিঃস্ব হইয়া থাকে। ৫০। যাহার চিবুক অত্যন্ত কৃশ অথচ দীর্ঘ হয়, সেই ব্যক্তি নিঃস্ব হয়; কিন্তু চিবুক মাংসল হইলে, ধনবান্ হয়। অধর অবক্র অথচ বিম্বফলের ন্যায় হইলে, রাজা হয় এবং সূক্ষ্ম হইলে, দরিদ্র হয়। ৫১। ওষ্ঠদেশ যদ্যপি ফাটা ফাটা, বিখণ্ডিত, বিবর্ণ ও রূক্ষ হয়, তবে নির্দ্ধন হয়। দশনপংক্তি ঘন, স্নিগ্ধ এবং সম হইলে, শুভ হয়। ৫২। যাহারা ভোগবান্ পুরুষ হয়, তাহাদিগের জিহ্বা ও তালু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ও সমতল হয়; দরিদ্র ব্যক্তির জিহ্বা এবং তালু শ্বেতবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। ৫৩। যাহাদিগের মুখ সুন্দর, অসংবৃত, বিমল, চিক্কণ এবং সম হয়; তাহারা নরপতি হয়। বিপরীত হইলে, ক্লেশভাগী হয় এবং যাহাদিগের আস্য অত্যন্ত বৃহৎ তাহারাই দুর্ভগ হয়। ৫৪। যাহাদিগের মুখ স্ত্রীলোকের ন্যায়, তাহাদিগের সন্তান হয় না। যাহার

* এই রেখার ছিন্ন স্থান, অনুপাত দ্বারা যত বৎসরের অংশে মিলিত হইবে, সেই বৎসরে তাহার বৃক্ষচ্যুতি হইবে।

মুখ গোলাকৃতি, সেই ব্যক্তি শঠতাপরিপূর্ণ; মুখ দীর্ঘ হইলে, ধনহীন এবং ভীরুমুখ ব্যক্তি পাপাচারী হয়। ৫৫। চতুষ্কোণাকৃতি মুখমণ্ডলবান্ ব্যক্তি ধূর্ত্ত হয়। নিম্নমুখ মানবের সন্তান হয় না; অতিহ্রস্বমুখ লোক কৃপণ হয় এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-মুখবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভোগী হয়। ৫৬। শ্মশ্রু;—অস্ফুটিতাগ্র, স্নিগ্ধ, সুন্দর, কোমল ও সম্যক্‌রূপে নত হইলে, শুভ হয়; রক্তবর্ণ, কঠোর ও অল্প হইলে, তস্কর হয়। ৫৭। কর্ণদ্বয় নির্ম্মাংস হইলে, পাপে মৃত্যু হয়। চর্পটাকার হইলে অত্যন্ত ভোগী হয়। হ্রস্বকর্ণবিশিষ্ট মানব কৃপণ হয় এবং শঙ্কুকর্ণ ব্যক্তি নরপতি হয়। ৫৮। কর্ণ লোমশ হইলে, দীর্ঘায়ু হয়; বিপুল হইলে ধনবান্, শিরাল হইলে ক্রূর এবং লম্বা অথচ মাংসল হইলে সুখী হয়। ৫৯। গণ্ডস্থল অনিম্ন হইলে ভোগী হয়। গণ্ডে অত্যন্ত মাংস থাকিলে, মন্ত্রণাদাতা হয়। শুক পক্ষীর ন্যায় নাসাবান্ ব্যক্তি সুখী হয়, শুষ্কনাসাবান্ মানব চিরজীবী হয়। ৬০। নাসিকা ছিন্নরূপ হইলে, অগম্যাগামী হয়; দীর্ঘ হইলে, সৌভাগ্যবান্ ঈষৎ বক্র হইলে চৌর এবং চিপিটাকার হইলে স্ত্রীলোকের দ্বারা মৃত্যু লাভ হয়। ৬১। নাসিকার অগ্রভাগ বক্র হইলে, ধনী হয়। দক্ষিণভাগে বক্র হইলে, বহুভক্ষক ও ক্রূর হয়। ভাগ্যবান্ ব্যক্তির নাসিকা ঋজু, স্বল্পছিদ্রযুক্ত ও সুপুটবিশিষ্ট হয়। ৬২। ধনবান্ ব্যক্তিগণের ক্ষুত (হাঁচি) একটী একটী হয়। পণ্ডিতগণের হাঁচি আহ্লাদজনক শব্দের সহিত একেবারে দুইটী বা তিনটী হয়। দীর্ঘায়ু ব্যক্তির হাঁচি প্রমুক্ত ও এককালে অনেকগুলি করিয়া হয়। ৬৩। যাহাদিগের নয়ন কমলদলের ন্যায়, তাহারা ধনবান্! যাহাদিগের লোচনের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, তাহারা লক্ষ্মীর আশ্রয়। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ লোচনবান্ ব্যক্তি অত্যন্ত ধনবান্ এবং মার্জ্জারলোচন ব্যক্তিরাই পাপীয়ান্ হয়। ৬৪। হরিণলোচন ও বর্ত্তুল-[illegible]চন মানবগণ সুভগ হয়, বক্রলোচন মানব তস্কর হয়। কেকরনেত্র (টেরা) ব্যক্তি ক্রূর এবং হস্তীর ন্যায় লোচনবান্ ব্যক্তি রাজা হয়। ৬৫। গম্ভীরলোচন মানব ঐশ্বর্য্যশালী হয়। নীলোৎপলের ন্যায় নয়নবান্ ব্যক্তি, বিদ্বান্ হয় এবং যাহাদিগের চক্ষুর তারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, তাহা-

দিগের চক্ষু উৎপাটিত হয়। ৬৬। স্থূলচক্ষুষ্মান্ মানব সচিব হয়, কপিশবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট মানবের সৌভাগ্য হয়, দীননয়ন ব্যক্তি নিঃস্ব হয় এবং চিক্কণনয়ন ব্যক্তিরাই অত্যন্ত ভোগী ও অর্থবান্ হয়। ৬৭। যাহার ভ্রূযুগল অত্যন্ত উন্নত, সেই ব্যক্তি অল্পায়ু; কিন্তু বিস্তীর্ণ অথচ উন্নত হইলে, অত্যন্ত সুখী হয়। ভ্রূযুগল পরস্পর অসমান হইলে দরিদ্র এবং বালেন্দুর ন্যায় বক্র অথচ নিম্ন হইলে, ধনবান্ হয়। ৬৮। দীর্ঘ অথচ পরস্পর অসংযুক্ত ভ্রূযুগলবান্ ব্যক্তিগণ ধনশালী হয়। ভ্রূ খণ্ডিত হইলে, ধনহীন হয়। যাহার ভ্রূর মধ্যভাগ বিনত, সেই ব্যক্তি অগম্যা নারীতে নিরন্তর আসক্ত থাকে। ৬৯। শঙ্খ অর্থাৎ ললাটের অস্থি, উন্নত অথচ বিপুল হইলে, মানব ধন্যত্ব লাভ করে; নিম্ন হইলে, সন্তান ও ধনরহিত হয়। ললাট নতোন্নত হইলে, দরিদ্র এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইলে, প্রশস্ত ধনবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৭০। শুক্তি অর্থাৎ কপালের অস্থিখণ্ড বৃহৎ হইলে, আচার্য্য হয়। অধিক শিরা দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে, অধার্ম্মিক এবং উন্নতশিরাযুক্ত অথবা স্বস্তিকের ন্যায় হইলে, ধনবান্ হয়। ৭১। নিম্নললাটবিশিষ্ট মানব, বধবন্ধনের ভাগী এবং ক্রূরকর্ম্মনিরত হয়। ললাট অত্যুন্নত হইলে, নৃপতি হয় এবং সঙ্কীর্ণ-ললাটবান্ ব্যক্তি কৃপণ হয়। ৭২। অধিক অশ্রুবিশিষ্ট স্নিগ্ধস্বরে ক্রন্দন, মনুষ্যের শুভাবহ। তন্মধ্যে অধিক অশ্রুবিশিষ্ট রূক্ষস্বরে ক্রন্দন পুরু-ষের শুভাবহ নহে। ৭৩। কম্পিতকলেবরে হাস্য অশুভপ্রদ; পাপাত্মাগণ নিমীলিতলোচনে হাস্য করে; হৃষ্ট ব্যক্তিরা অনেকবার হাস্য করে এবং কথাশেষে নিরন্তর হাস্যকারীরা বাতুল হয়। ৭৪। ললাটের উপর তিনটী আয়ত রেখা থাকিলে, শতজীবী হয়। চারিটী রেখা থাকিলে, শতায়ু নরপতি হয় এবং পাঁচটী রেখায় ৯৫ পঁচানব্বই বর্ষ জীবিত থাকে। ৭৫। ললাটের রেখা সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইলে, পুরুষ অগম্যাগামী হইয়া ৯০ নবতি বর্ষ জীবিত থাকে। রেখা সকল কেশের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত গমন করিলে, ৮০ অশীতি বর্ষ পরমায়ু হয়।৭৬। ললাট-দেশ রেখাপঞ্চক দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ৭০ সপ্ততি বর্ষ পরমায়ু হয়। ঐ রেখা সকলের অগ্রভাগ যদ্যপি পরস্পর সমান থাকে, তবে ৬০ ষষ্টি

বৎসর জীবিত থাকে। অধিক রেখাক্রান্ত ললাটবান্ মানব পঞ্চাশৎ বর্ষ বাঁচিয়া থাকে ও বক্রাকার অধিক রেখা দ্বারা ললাট সমাচ্ছন্ন থাকিলে, চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত মানবের জীবন থাকে। ৭৭। ললাটের রেখা সকল, ভ্রূর সহিত সংলগ্ন থাকিলে, ত্রিশ বর্ষ বাঁচিয়া থাকে, উহা বাম-ভাগে বক্র হইলে, কুড়ি বৎসর আয়ু হয় এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য রেখা সকল ললাটভাগে বিদ্যমান থাকিলে, মানব স্বল্পায়ু হয়; কিন্তু রেখার আকার দেখিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক আয়ুর নিরূপণ করা কর্ত্তব্য।৭৮। যাহাদিগের মস্তক সর্ব্বতোভাবে গোলাকার, তাহারা গোধনান্বিত হয়। ছত্রাকার শিরোদেশ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নরপতি হয়। চিপিটকাকার মস্তকবান্ মানব পিতৃ-মাতৃঘাতী হয়। যাহার শিরোভাগের করোটি (খুলি) বড়, তাহাদিগের শীঘ্র মৃত্যু হয় না। ৭৯। ঘটাকার মস্তক-বিশিষ্ট মানব চিন্তাশীল হয়। মস্তক দুইভাগে বিভক্ত হইলে, পাপাত্মা ও নির্দ্ধন হয়। মস্তক-নিম্ন ব্যক্তিগণ মহাত্মা হয়, কিন্তু অধিক নিম্ন হইলে, অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ৮০। যে মানবের মস্তকের কেশ সকল এক এক গাছি করিয়া অবস্থিত হয়, অথচ স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ, আকুঞ্চিত ও ভিন্নাগ্র হয় এবং সেই কেশ সকল যদি কোমল ও অনধিক হয়, তবে সেই ব্যক্তি সুখভাগী বা লোকেন্দ্র হয়। ৮১। যাহার শিরোরুহ বহুমূল, বিষম, কপিলবর্ণ, স্থূল, স্ফুটিতাগ্র, কর্কশ, ক্ষুদ্র, অত্যন্ত বক্র ও অত্যন্ত ঘন হয়, সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে। ৮২। অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, মানবদেহের যে যে স্থল রুক্ষ, মাংসহীন ও শিরাবিশিষ্ট; সেই সেই অংশ সকলই অনিষ্টপাতের মূল। তদ্বিপরীতে শুভপ্রদ। ৮৩। মানবদেহকে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাগে বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে তিনটী স্থল বিপুল, তিনটী গম্ভীর, ছয়টী উন্নত, চারিটী হ্রস্ব, সাতটী রক্তবর্ণ, পাঁচটী দীর্ঘ এবং পাঁচটী স্থান সূক্ষ্ম হইবে। যাহার কলেবর এই লক্ষণ দ্বারা সংযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই পৃথিবীপতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৮৪। তন্মধ্যে নাভি, স্বর ও স্বভাব, এই তিনটী গম্ভীর হইবে। উরঃ, ললাট ও বদন, এই তিনটী প্রশস্ত (বিপুল) হইবে। ৮৫। বক্ষঃ, কক্ষ, নখ, নাসিকা, বদন ও কৃকাটিকা (ঘাড়) এই ছয়টী অংশ

উন্নত প্রশস্ত। লিঙ্গ, পৃষ্ঠ, গ্রীবা এবং জঙ্ঘা এই চারিটী স্থান হ্রস্ব হইলে, শুভ হয়। ৮৬। নেত্রপ্রান্ত, পদ, করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ ও জিহ্বা; এই সপ্তস্থান রক্তবর্ণ হইলে, বিশেষ সুখপ্রদ। দশন, অঙ্গুলিপর্ব্ব, কেশ, ত্বচ্ এবং হস্তনখর; এই পাঁচটী অংশ সূক্ষ্ম হইলে, দুঃখভাগী হইতে হয় না। ৮৭। হনু, চক্ষু, বাহু, নাসিকা এবং স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল; এই পাঁচটী স্থল দীর্ঘ হইলে, নরপতি হয়। ৮৮। [ইতি ক্ষেত্র]। শুভাশুভলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, যেমন স্ফটিকময় ঘটের (বেলয়ারি চিম্‌নী) আভ্যন্তরীণ দীপশিখা স্বয়ং অদৃশ্য থাকিয়া তেজোদ্বারা বহির্দ্দেশস্থিত পদার্থসমূহের গুণগ্রাম প্রকটিত করে, তদ্রূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবপুঞ্জের দেহাভ্যন্তরীণ কোন তেজোময় পদার্থের কান্তিই এক মাত্র শুভাশুভ ফলের প্রকটন করিয়া থাকে; সুতরাং অগ্রে তাহাকেই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ৮৯। দন্ত, ত্বক্, নখ, রোম ও কেশের স্নিগ্ধ ছায়া যদি সদ্গন্ধশালিনী হয়, তবে তাহাকে ভৌমী ছায়া বলে, এই ছায়াতে তুষ্টি, অর্থলাভ, অভ্যুদয় এবং প্রতিদিন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ৯০। যে ছায়া অর্থাৎ লাবণ্য কৃষ্ণ অথচ নির্ম্মল, হরিদ্বর্ণ ও নয়ন-সুখকর, যাহাতে সৌভাগ্য, মৃদুতা ও সুখ বৃদ্ধি হয়; প্রাণিগণের এইরূপ ছায়াকে জলীয় ছায়া বলে; ইহা জননীর ন্যায় সর্ব্বার্থসাধনকরী ও নিরন্তর শুভ ফল বিধান করিয়া থাকে। ৯১। শরীরের যে ছায়া অতি প্রচণ্ড ও অধৃষ্য, যাহার বর্ণ পদ্ম, সুবর্ণ কিংবা অগ্নির ন্যায়, তাহাকে আগ্নেয়ী ছায়া বলে; এই ছায়া তেজ, বিক্রম ও প্রতাপবিশিষ্ট; ইহাতে শীঘ্রই দেহিগণের জয়ের নিমিত্ত বাঞ্ছিত বিষয়ের সিদ্ধি হইয়া থাকে। ৯২। দেহস্থিত যে ছায়া মলিন, পরুষ ও কৃষ্ণবর্ণ এবং যাহা দুর্গন্ধবিশিষ্ট, সেই ছায়া বায়বী নামে অভিহিত হয়; ইহাতে প্রাণিগণের বধ, বন্ধন, ব্যাধি, অনর্থ ও অর্থনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। আর যে কান্তি স্ফটিকের ন্যায় রূপবতী ও নির্ম্মল বর্ণবিশিষ্ট, তাহাই আকাশী ছায়া; উৎকৃষ্ট নিধির ন্যায় এই মহতী ছায়ায় জীবগণের সৌভাগ্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৯৩। কোন কোন পণ্ডিতগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু

এবং আকাশজাত ভেদে ছায়ার পাঁচ প্রকার ভেদ করেন; কোন কোন পণ্ডিতগণ এই পঞ্চপ্রকার এবং সূর্য্য, পদ্মনাভ, ইন্দ্র, যম ও চন্দ্রজাত ভেদে আরও অধিক পাঁচপ্রকার ভেদ করিয়া থাকেন; সুতরাং ছায়ার ভেদ দশবিধ। পূর্ব্বোক্ত ভেদপঞ্চকের ফল পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে; শেষোক্ত পাঁচপ্রকার ছায়ার ফল সকল তত্তদুক্ত দেবতাগণের লক্ষণ ও ফলের সহিত সমান। এইরূপ সংক্ষেপে ছায়াফল প্রকটিত হইল। ৯৪। [ইতি মৃজা]। রাজাদিগের স্বর—হস্তী, বৃষ, রথসমূহ, ভেরী, মৃদঙ্গ, সিংহ বা মেঘের ন্যায় হইয়া থাকে। গর্দ্দভের ন্যায় অথবা বিশীর্ণ কিংবা পরুষস্বর মানব নির্দ্ধন ও অসুখী হয়। ৯৫। [ইতি স্বর]। মেদ, মজ্জা, ত্বক্, অস্থি, শুক্র, রুধির এবং মাংস; এই সাতটীই প্রাণীদিগের সার। তাহারই যথাযথ ফল সকল বিবৃত হইতেছে। ৯৬। তালু, ওষ্ঠ, অধর, জিহ্বা, নেত্রপ্রান্ত, পায়ু, করতল, পদতল এবং রক্ত; এই কয়েকটী রক্তবর্ণ ও রক্তযুক্ত হইলে, প্রাণিগণ বহুতর সুখ, বনিতা, অর্থ এবং সন্ততিমান্ হয়। ৯৭। ত্বক্ অর্থাৎ শরীরচর্ম্ম মসৃণ হইলে, ধনবান্ হয়, কোমল হইলে সুভগ হয় এবং তনু (পাতলা) হইলে বিচক্ষণ হয়। মজ্জা ও মেদসার পুরুষ সুন্দরগাত্র এবং পুত্র ও ধনবান্ হয়। ৯৮। অস্থিসার মানবের অস্থি সকল স্থূল হইলে, বলবান্, পণ্ডিত এবং সুন্দর হয়। যাহাদিগের শুক্র গুরু ও পরিমাণে অধিক থাকে, তাহারাই সুভগ, বিদ্যাবান্ এবং রূপবান্ হয়। মাংসসার মানবের দেহ পরিপুষ্ট হইলে, বিদ্বান্ ধনী ও সুন্দর হয়। ৯৯। [ইতি সার]। সংঘাত অর্থাৎ গ্রন্থি সকল, সুশ্লিষ্ট এবং সন্ধিবিশিষ্ট হইলে সুখভাক্ হয়। ১০০। [ইতি সংহতি]। বাক্য, জিহ্বা, দন্ত, নেত্র এবং নখ; এই পাঁচ স্থানে মানবের স্নেহ লক্ষ্য করিতে হয়। এই স্থান সকল স্নিগ্ধ হইলে ধন, পুত্র ও সৌভাগ্য যুক্ত হয়। রূক্ষ হইলে নির্দ্ধন হয়। ১০১। [ইতি স্নেহ]। বর্ণ স্নিগ্ধ অথচ কান্তিযুক্ত হইলে রাজ্যলাভ হয়, মধ্যমরূপ হইলে সন্তান ও ধনবিশিষ্ট হয়। রূক্ষ হইলে নির্দ্ধন হয়। বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে শুভপ্রদ এবং সঙ্কীর্ণবর্ণ অশুভপ্রদ। ১০২। [ইতি বর্ণ]। মুখ দর্শন করিলেই বংশজ্ঞান

করা যায়; অতএব যাহাদের মুখ গো, বৃষ, শার্দ্দূল, সিংহ বা গরুড়ের ন্যায়; তাহারাই অপ্রতিহত-প্রতাপে শত্রু সকল বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। ১০৩। বানর, মহিষ, বরাহ বা ছাগলের ন্যায় যাহাদের মুখ, তাহারা পুত্র এবং ধনরহিত হয়। গর্দ্দভ এবং হস্তি-শাবকের ন্যায় যাহাদিগের মুখ, তাহারা নিঃস্ব এবং অসুখী হয়। ১০৪। [ইতি অনূক]। উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ পর্য্যায়-ত্রয়ভেদে অবস্থিত মানবের মধ্যে যাহারা উত্তম পর্য্যায়গত লোক, তাহারা স্বীয় হস্তের এক শত অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত, মধ্যম পর্য্যায়ের লোকগণ ষণ্নবতি অঙ্গুলি পরিমিত এবং যাহারা অধম পর্য্যায় গত, তাহারাই স্বীয় অঙ্গুলির চতুরশীতি সংখ্যা পরিমিত হয়। ১০৫। [ইতি উন্মান]। পুরুষ বা স্ত্রী তুলিত (ওজন) হইলে, যদ্যপি অর্দ্ধভার পরিমিত হয়, তবে সুখী হয়, তদপেক্ষা ন্যূন হইলে, দুঃখভাগী হয়। ভারাধিক ব্যক্তি ধনবান্ এবং সার্দ্ধভার পরিমিত নর সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হয়। ১০৬। পুরুষ বা নারীর যখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স কিংবা জীবনের চতুর্থ ভাগ উপস্থিত হইবে, তখনই তাহারা মান বা উন্মানের অধিকারী হইবে। ১০৭। [ইতি মান।] মৃত্তিকা, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, দেবতা, নর, রাক্ষস, পিশাচ এবং তির্য্যক্‌যোনি; ইহাদের স্বভাবেই পুরুষের লক্ষণ জন্মে, অতএব তাহাই কথিত হইতেছে। ১০৮। সুন্দর পুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত, সম্ভোগনিপুণ, সুন্দর-নিশ্বাসযুক্ত ও স্থির হইলে, মানবে মহীস্বভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে। জলস্বভাব ব্যক্তি অত্যন্ত জলপানানুরক্ত, স্ত্রীলোলুপ এবং রসভোজী হয়। ১০৯। অগ্নিপ্রকৃতি মানব অত্যন্ত চঞ্চল, তীক্ষ্ণ, ভয়ঙ্কর, ক্ষুধাতুর এবং বহুভোজী হয়। ১১০। বায়ু-স্বভাববান্ মনুষ্য চঞ্চল, কৃশ এবং শীঘ্র শীঘ্র ক্রোধের বশীভূত হয়। আকাশস্বভাব নরগণ নিপুণ, বিবৃতমুখ, শব্দজ্ঞানে কুশল এবং ছিদ্রিতাঙ্গবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দেবতাসত্ত্ব-সম্পন্ন মানব ত্যাগশীল, মৃদুকোপ এবং স্নেহযুক্ত হয়। নরসত্ত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তি গীত ও ভূষণপ্রিয় এবং নিরন্তর সংবিভাগ-নিপুণ হইয়া থাকে। ১১১—১১২। রাক্ষস-সত্ত্বযুক্ত মানব অত্যন্ত কোপী, খলের ন্যায় চেষ্টাবান্ ও পাপাত্মা

হয়। পিশাচসত্ত্বযুক্ত মনুষ্য চপল, মলিন, বহুপ্রলাপবাদী এবং ব্যক্তদেহ হয়। ১১৩। যে মানব অত্যন্ত ভীরু, ক্ষুধাতুর এবং বহুভোজক, সেই ব্যক্তি তির্য্যক্‌সত্ত্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষণজ্ঞ মহাত্মা সকল মানবের প্রকৃতির বিষয় যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, এই স্থলে তাহাই কথিত হইল। ১১৪। [ইতি প্রকৃতি]। শার্দ্দূল, হংস, মদমত্ত-মতঙ্গজ, মহাবৃষভ এবং ময়ূরের ন্যায় গতিশীল ব্যক্তিগণ নরপতি হয়। যাহারা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে গমন করে, তাহারা ধনবান্ হয়। যাহারা দ্রুতগামী বা বহুগামী ; তাহারা দরিদ্র। ১১৫। [ইতি গতি]। যাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তিকে বাহন, ক্ষুধাতুরকে আহার, তৃষ্ণাতুরকে জল এবং ভয়াতুরকে আশ্রয়দানে রক্ষা করেন, নরলক্ষণজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকেই "ধন্য মানব" বলিয়া থাকেন। ১১৬। আমি মুনিগণের মত অবলোকন করিয়া এই পুরুষ-লক্ষণ সকল সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। ইহা পাঠ করিলে মনুষ্যগণ রাজার নিকট সম্মানিত হইয়া সর্ব্বজনের প্রিয় হইতে পারিবে। ১১৭।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

পঞ্চমহাপুরুষ লক্ষণ।

বলবান্ তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহ—যখন স্বক্ষেত্রে বা উচ্চগৃহে বা কেন্দ্রে অবস্থান করেন, তখনই মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পাঁচ প্রকার, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। ১। বলবান্ বৃহস্পতির সময়ে জন্মগ্রহণ করিলে "হংস" ; শনিগ্রহের সময়ে জন্মিলে "শশ" ; মঙ্গল গ্রহে জন্মিলে "রুচক" ; বুধগ্রহে জন্মিলে "ভদ্র" এবং বলবান্ শুক্রগ্রহে জন্মিলে "মালব্য" পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ২। সূর্য্য বলবান্ হইলে, তৎক্ষণজাত ব্যক্তির শরীরসত্ত্ব উত্তম হয় ও বলবান্

চন্দ্রের সময়ে জাত ব্যক্তির মানসিক প্রকৃতির মহত্ত্ব হইয়া থাকে। সেই মহাপুরুষদিগের মধ্যে যাহার চন্দ্র ও সূর্য্য যেরূপ বিভিন্ন রাশিগত হইবেন, তাঁহার লক্ষণও সেইরূপ হইবে। ৩। সেই রাশি সকলের যেরূপ ধাতু, মহাভূত, প্রকৃতি, দ্যুতি, বর্ণ, সত্ত্ব ও রূপ সূর্য্য-চন্দ্র দ্বারা উপভুক্ত হইবে, তৎকালজাত মহাপুরুষগণের স্বভাবাদিও সেইরূপ হইবে। উহা নির্ব্বল সূর্য্য কিংবা চন্দ্র কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে, তৎক্ষণ-জাত পুরুষগণ সঙ্কীর্ণ পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। ৪। লোকের জন্ম-কালে মঙ্গলগ্রহ বলবান্ থাকিলে, পরাক্রম; বুধগ্রহ থাকিলে, গুরুতা; সুরপূজ্য বৃহস্পতি থাকিলে, স্বর; শুক্র থাকিলে স্নেহ এবং সূর্য্যাত্মজ শনি থাকিলে, বর্ণ জানিতে হয়; ইহাদিগের গুণদোষের তারতম্যানু-সারে উক্ত সকল সাধুত্ব ও অসাধুত্ব লাভ করিয়া থাকে। ৫। সঙ্কীর্ণ পুরুষগণ নৃপতি হইবেন না। তৎকালে গ্রহগণ শত্রুক্ষেত্রী, নীচগত, উচ্চচ্যুত বা শুভগ্রহ ও পাপগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইলে, দশাফলের ভেদ হইয়া থাকে। ৬। হংসের দীর্ঘতা বা ব্যায়াম (বাঁও—হস্তদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার) ষণ্ণবতি অঙ্গুলি হইবে। অবশিষ্ট—শশ, রুচক, ভদ্র ও মালব্য এই চারিবিধ সংজ্ঞাভিধেয় পুরুষগণের দৈর্ঘ্য বা ব্যায়াম ক্রমশঃ আরও তিন অঙ্গুলি করিয়া অধিক হয়। ৭। যিনি সাত্ত্বিক ব্যক্তি, তাঁহার দয়া, স্থিরতা, পরাক্রম, ঋজুতা এবং ব্রাহ্মণ ও দেবতায় ভক্তি থাকে। রজো-গুণপ্রধান ব্যক্তি কাব্য, কলা, ক্রতু ও স্ত্রী; এই সকলের প্রতি সংসক্ত-চিত্ত ও অতি শূর পুরুষ হইয়া থাকেন। ৮। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তি বঞ্চনাকারী, মূর্খ, অলস, ক্রোধপর এবং সাতিশয় নিদ্রালু হয়। যদি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় পরস্পর মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে, সেই মিশ্রগুণ-প্রভেদে ব্যক্তিরা সপ্তপ্রকার হইয়া থাকে। ৯। মালব্য পুরুষের ভুজদ্বয় করিকর-সদৃশ ও আজানুলম্বিত, অঙ্গসন্ধি সকল মাংসপূর্ণ, অঙ্গ মসৃণ ও রুচির এবং তাঁহার মধ্যভাগ কৃশ হয়। মালব্য জাতির বদন ১৩ অঙ্গুলি দীর্ঘ, নাসামূল হইতে শ্রুতিবিবর পর্য্যন্তের দৈর্ঘ্য দশ অঙ্গুলি, চক্ষুঃ দীপ্ত, কপোল কমনীয়, দশনসমূহ শ্বেতবর্ণ ও সমভাবে বিন্যস্ত এবং ওষ্ঠ ও অধর নাতিমাংসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ১০। বিক্রম দ্বারা

ধনার্জ্জন করিয়া, পারিযাত্র পর্ব্বতে রাজ্য সুরক্ষিত রাখিয়া বুদ্ধিমান্ রাজা হইয়া, মালব, মরুকচ্ছ, সুরাষ্ট্র, লাট, সিন্ধুদেশ প্রভৃতির শাসন করেন। এই মালব্য পুরুষ সপ্ততি বর্ষ বয়সে তীর্থে প্রাণত্যাগ করিবেন। এই মালব্য পুরুষের লক্ষণ সম্যক্‌রূপে কথিত হইল ;—এক্ষণে অবশিষ্ট পুরুষগণের লক্ষণ বলিতেছি। ১১—১২। ভদ্র পুরুষের বাহু সমবৃত্ত ও লম্বিত, হস্তদ্বয়ের লম্ব পরিমিতই ইহাঁর উচ্ছ্রায় হয়। ইহাঁর গণ্ডস্থল মৃদু, তনু ও ঘন রোমরাজিব্যাপ্ত হয়। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিই ভদ্রসংজ্ঞক হইয়া থাকেন। ১৩। ভদ্র পুরুষদিগের ত্বক্ ও শুক্র সারময়, বক্ষঃ বিস্তৃত ও পীন হইয়া থাকে। তাঁহারা সত্ত্বগুণপ্রধান, ব্যাঘ্রবদন, স্থির, ক্ষমান্বিত, ধর্ম্মপর, কৃতজ্ঞ ও গজেন্দ্রগামী হইয়া থাকেন। ভদ্রগণ বহুশাস্ত্রবেত্তা, প্রাজ্ঞ, বপুষ্মান্, সুন্দরললাটসম্পন্ন, কলশাস্ত্রাভিজ্ঞ, ধৃতিমান্, শোভনকুক্ষিযুক্ত, পদ্মগর্ভের ন্যায় লোহিত দ্যুতিবিশিষ্ট হস্ত ও পদ সমন্বিত, সুন্দর নাসিকাসম্পন্ন, সমভাবে বিস্তৃত যুগ্ম-ভ্রূ-বিশিষ্ট ও যোগী হইয়া থাকেন। ১৪—১৫। তাঁহার একৈকজাত কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশকলাপের গন্ধ যেন নববারিসিক্ত পৃথিবীর ন্যায় বা পত্র ও কুঙ্কুমের ন্যায় কিংবা মদস্যন্দী করীর মদগন্ধোপম অথবা অগুরু গন্ধের তুল্য হয় এবং তাঁহার জননেন্দ্রিয় তুরঙ্গের তুল্য হইলেও হস্তীর ন্যায় অদৃশ্য থাকে। তাঁহার হস্তে বা পদে হল, মুষল, গদা, অসি, শঙ্খ, চক্র, হস্তী, মকর, পদ্ম ও রথ অঙ্কিত থাকিবে। জনগণ তাঁহার সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু তিনি স্বতন্ত্রবুদ্ধি হইয়া স্বজনকেও ক্ষমা করেন না। ১৬—১৭। তাঁহার দেহের উচ্ছ্রায় নবতির ষট্ সংখ্যা কম অর্থাৎ চতুরশীতি অঙ্গুলি, তিনি তুলিত হইলে এক ভার হইবেন। তিনি মধ্যদেশের নৃপতি হইবেন ; কিন্তু যদি ঐ সময়ে তিনটী গ্রহ প্রবল পরাক্রান্ত হয় আর সেই সময়ে তিনি জন্মান, তবে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি হইয়া থাকেন। ভদ্র পুরুষ শৌর্য্য দ্বারা বসুধা উপার্জ্জনপূর্ব্বক ৮০ অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া, তীর্থে প্রাণত্যাগ করত স্বর্গে গমন করেন। ১৮।১৯। শশ পুরুষগণ ঈষদ্দন্তুরুক, কিন্তু সূক্ষ্মদন্ত, সূক্ষ্ম নখসম্পন্ন, কোশসম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, শীঘ্রগামী, ধাতুবিদ্যা ও

বাণিজ্যে নিরত, বিশালগণ্ড, শঠ, সেনানায়ক, মৈথুনপ্রিয়, পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত, চঞ্চলচিত্ত, শূর, মাতৃহিতে রত এবং বন পর্ব্বত নদী ও দুর্গ প্রভৃতিতেই আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন। ইহাঁর দৈর্ঘ্য বা উচ্ছ্রায় অষ্টহীন শতাঙ্গুল পরিমিত—অর্থাৎ দ্বিনবতি অঙ্গুলমিত ও চেষ্টা আশঙ্কান্বিত; ইনি পরচ্ছিদ্রবেত্তা, ইহাঁর মজ্জাই সার;—এই নিভৃত-প্রচাররত শশ পুরুষ সাতিশয় গুরুভার-বিশিষ্ট নহেন। শশপুরুষের হস্তে বা পদে খেটক, খড়্গ, বীণা, পর্য্যঙ্ক, মালা, মুরজ ও শূল চিহ্ন সকল এবং ঊর্দ্ধরেখা থাকে আর তাঁহার মধ্যদেশ কৃশ হইয়া থাকে। এই শশ পুরুষ প্রাত্যন্তিক বা মাণ্ডলিক (শাসনকর্ত্তা) হন, পরে স্মিকৃস্রাব (রক্ত আমাশয়), শূল এবং অভিভব (অবমাননা) প্রভৃতির জন্য, বিষণ্ণমূর্ত্তি হইয়া ৭০ সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রমে যমালয়ে গমন করেন। ২০—২৩। হংস পুরুষের কপোলদেশ রক্তবর্ণ ও স্থূল, নাসিকা উন্নত, মুখবর্ণ সুবর্ণোপম, মস্তক বৃত্তাকার, চক্ষুদ্বয় মধুর ন্যায় আভা বিশিষ্ট ও নখগুলি রক্তবর্ণ হয়। আর তাঁহার হস্তে স্রগ্দাম (মালা-সমূহ), অঙ্কুশ, শঙ্খ, মৎস্যযুগল, ক্রতুঙ্গ (যূপকাষ্ঠ), কুম্ভ ও পদ্ম সদৃশ চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকে এবং তিনি হংসের কলনাদের ন্যায় শ্রুতিমধুর স্বর সম্পন্ন, সুন্দরচরণ ও প্রসন্ন-ইন্দ্রিয় সমন্বিত হন। এই হংস পুরুষ জল-বিহারাসক্ত, শুক্রসার বিশিষ্ট এবং তাঁহার গুরুতা অষ্টশতের দ্বিগুণ পল অর্থাৎ ১৬০০ পল পরিমিত; ইহাঁর দেহের দৈর্ঘ্য পরিমাণ ৯৬ অঙ্গুল হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এতৎসম্বন্ধে এইরূপই কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই হংস পুরুষগণ খস, শূরসেন, গান্ধার ও গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থান ভোগ করিয়া, দশোন শতবর্ষে অর্থাৎ ৯০ নবতি-বর্ষ বয়ঃক্রমে বনান্তেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ২৪—২৬। রুচক পুরুষগণের ভ্রূ সুন্দর, মস্তকের কেশ সুচারু ও বর্ণ রক্ত-শ্যাম মিশ্রিত: ইনি ত্রিবলীভূষিত কম্বুগ্রীব ও দীর্ঘবদন হন। তিনি শূর, ক্রূরপ্রকৃতি, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, চৌরগণের অধিনায়ক ও ব্যায়ম-কুশল হন। সেই রুচক পুরুষের মুখ যেমন দীর্ঘ হইবে, ইহাঁর মধ্যদেশেরও সেইরূপ চতুরস্রতা হইবে; ইহাঁর শরীরের ছবি শোণিত-মাংসসার; ইনি শত্রুঘাতক ও

সাহসে কার্য্যসিদ্ধি করেন। ইহাঁর হস্ত পদে খট্টাঙ্গ, বীণা, বৃষ, ধনু, বজ্র, শক্তি, চন্দ্র ও শূল অঙ্কিত হয়; ইনি গুরু, ব্রাহ্মণ ও দেবতাগণের ভক্ত হন; ইহাঁর উচ্ছ্রায় ১০০ অঙ্গুলি এবং ভার সহস্র পল হইয়া থাকে। এই রুচক পুরুষ মন্ত্রণা ও অভিচার বিষয়ে কুশল হন; ইহাঁর জানু ও জঙ্ঘা কৃশ হয়; সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্যাদ্রি এবং উজ্জয়িনীরত রাজত্ব ভোগ করিয়া, ৭০ বৎসর বয়সে সেই রুচক নৃপতি শস্ত্র দ্বারা বা অনল-সাহায্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। ২৭—৩০। সঙ্কীর্ণসংজ্ঞক পুরুষগণ বামন, জঘন্য, কুব্জ, মণ্ডলক এবং সামী এই পঞ্চপ্রকারের হইয়া পূর্ব্বোক্ত নৃপগণের অনুচর হন, এক্ষণে লক্ষণের সহিত তাঁহাদিগের বিষয় শ্রবণ কর। বামনক পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও বক্রপৃষ্ঠ হন; ইহাঁর উরু, মধ্যদেশ ও কক্ষান্তর কিঞ্চিৎ বৃহৎ হয়। ইনি রাজার নিকট লব্ধপ্রতিষ্ঠ, দাতা, বৈষ্ণব এবং ভদ্র পুরুষগণের নিকট দাসত্ব করিয়া জীবিকার্জ্জন করেন। ৩১।৩২। জঘন্য পুরুষ মালব্য পুরুষের সেবা করিয়া থাকে; তাহার কর্ণ খণ্ডচন্দ্র সদৃশ অর্দ্ধবৃত্তাকার, সন্ধিস্থল অতীব দৃঢ়; শুক্রসারময় অঙ্গুলিগুলি স্থূল; ইনি ক্রূর, রূক্ষাকার ও কবি হইয়া থাকে। এই জঘন্যনামা পুরুষ ক্রূর, ধনী, স্থূলবুদ্ধি, তাম্রমূর্ত্তি ও পরিহাসশীল বলিয়া প্রতীত হয়; ইহার বক্ষ, হস্ত ও পদে অসি, শক্তি, পাশ ও পরশু সদৃশ চিহ্ন থাকে। ৩৩।৩৪। কুব্জ নামে খ্যাত পুরুষের স্বভাব শুদ্ধ, অধোদেশ ক্ষীণ। পূর্ব্বকায় সম্মুখে কিঞ্চিৎ নত অর্থাৎ বক্র হয়; এই কুব্জ পুরুষ নাস্তিক, অর্থসম্পন্ন, বিদ্বান্, বীরপুরুষ, সূচক এবং কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে ও হংস নামক পুরুষের সেবা করিয়া থাকে, এই কুব্জ পুরুষ যাবতীয় কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কলহপ্রিয়, প্রভূতভৃত্যসম্পন্ন ও রমণীগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়; কুব্জ আপনার সম্পূজ্য লোকগণকে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে এবং সতত উদ্যত থাকে। ৩৫। মণ্ডলক নামধেয় পুরুষ রুচক পুরুষগণের অনুচর, অভিচারবিৎ, কুশল এবং কৃত্যা ও বৈতালাদি সাধন বিষয়ক বিদ্যায় বা কর্ম্মে অনুরত হন। তিনি বৃদ্ধের ন্যায় আকার বিশিষ্ট; তঁ মস্তকে কেশ থাকে; তিনি শত্রুনাশে পটু; দেব, দ্বিজ, যজ্ঞ ও যোগ সম্বন্ধে

প্রসক্তবুদ্ধি, মতিমান্ এবং স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক বিজিত হন। ৩৭।৩৮। সাম্রী পুরুষ অতি বিরূপদেহ, দুর্ভাগ্য এবং শশপুরুষগণের অনুগামী হইয়া থাকে; এই সামী দাতা হয়; মহাসমারোহে মহৎ কার্য্যের আরম্ভ ও সমাপ্তি করিয়া থাকে; আর গুণে শশপুরুষগণের অনুরূপ হয়। ৩৯।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্ততিতম অধ্যায়

স্ত্রীলক্ষণ।

হে মানব! যদি পৃথিবীর অধিপতিত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর; তবে এইরূপ কামিনীকে বিবাহ করিবে;—যে কুমারীর চরণদ্বয়ের নখরগুলি স্নিগ্ধ, উন্নতাগ্র, সূক্ষ্ম অথচ রক্তবর্ণ; চরণতালু পদ্মপুষ্পের কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদ্বয় সমানরূপে উপচিত, সুন্দর অথচ নিগূঢ়গুল্ফ-বিশিষ্ট, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, যব, বজ্র, লাঙ্গল ও অসিচিহ্ন-বিশিষ্ট এবং মৃদুতল; যাহার জঙ্ঘাদ্বয় সুবর্ত্তুল, শিরাহীন ও রোম-রহিত; জানুদ্বয় সমান অথচ সন্ধিস্থলে সুন্দর; উরুদ্বয় নিবিড়, হস্তিশুণ্ডাকার এবং রোমশূন্য; গুহ্যদেশ বিপুল অথচ অশ্বত্থপত্রের তুল্য; শ্রোণী (পোছা) ও ললাটদেশ প্রশস্ত অথচ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত; মণি অত্যন্ত নিগূঢ় এবং যে স্ত্রী অত্যন্ত সৌন্দর্য্য-শালিনী। ১—৩। স্ত্রীলোকের নিতম্বদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসোপচিত এবং গুরু হইলে, কাঞ্চীধারণ করিতে সমর্থ হয়। স্ত্রীলোকের নাভি গভীর, বিপুল এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে, প্রশস্ত হয়। ৪। যে রমণীর মধ্যদেশ বলিভ অথচ রোমশূন্য; পয়োধর সুবর্ত্তুল, ঘন, নতোন্নত অথচ কঠিন; বক্ষঃস্থল রোমবর্জ্জিত অথচ কোমল এবং গ্রীবাদেশ কম্বুর ন্যায় রেখাত্রয়াঙ্কিত; সেই কামিনীই সুখশালিনী হয়। ৫। স্ত্রীলোকের অধর যদ্যপি বন্ধুজীব-কুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ, মাংসল ও বিম্বফলতুল্য হয়; দন্তাবলী কুন্দকুসুমের কলির

ন্যায় শুভ্র ও সমান হয়, তবে তাহার পতিসুখ ও অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ হয়। ৬। যাহার বাক্য সরলতা-পরিপূর্ণ, যে স্ত্রী সমভাবা, হংস বা কোকিলের ন্যায় সুমিষ্টভাষিণী ও কাতরতাহীন; সেই রমণীই অত্যন্ত সুখভোগ করে। যাহার নাসিকা সমান, সমচ্ছিদ্রযুক্ত ও মনোহর এবং যাহার চক্ষু নীলপদ্মের ন্যায় শোভাযুক্ত; সেই রমণীই প্রশস্ত। ৭। যাহার ভ্রূ-যুগল পরস্পর সংলগ্ন, নাতিস্থূল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশু-শশাঙ্কের ন্যায় বঙ্কিম; সেই রমণীই প্রশস্ত। কামিনীর ললাটদেশ যদ্যপি অর্দ্ধচন্দ্রের তুল্য, অথচ নাতিনত নাতি-উন্নত হয় এবং তাহাতে যদ্যপি লোমসংস্থান না থাকে; তবে রমণীর সেই ললাটই প্রশস্ত। ৮। যাহার কর্ণযুগল মাংসল, পরস্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে সমস্থিত; সেই রমণীই প্রশংসনীয়া। যাহার কেশপাশ স্নিগ্ধ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব, আকুঞ্চিত ও প্রত্যেক কূপমধ্যে এক একটী করিয়া সঞ্জাত এবং যাহার মস্তক সমভাবে অবস্থিত; সেই নারী সুখশালিনী হইবে। ৯। ভৃঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীবৃক্ষ (বেলগাছ), যূপ (পশুবন্ধন কাষ্ঠবিশেষ হাড়কাঠ), বাণ, মালা, কুণ্ডল, চামর, অঙ্কুশ, যব, শৈল, ধ্বজ, তোরণ (পুরদ্বার), মৎস্য, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম; এই চিহ্ন সকল যে যুবতীর করতল বা পদতলে পরিদৃশ্যমান হয়, সেই রমণীই রাজরাণী হইবে। ১০। যে মহিলার হস্তের মণিবন্ধ ঈষৎ নিগূঢ়, যাহার পাণিতল তরুণ-পদ্মগর্ভচ্ছবি এবং যাহার করাঙ্গুলী ও তৎপর্ব্ব সকল সূক্ষ্ম অথচ বিকৃষ্ট; সেই নারীই রাজমহিষী হয়। যাহার করতল নাতিনিম্ন নাতি-উন্নত, তথচ উৎকৃষ্ট রেখা দ্বারা অঙ্কিত, সেই কামিনীই বিধবা হয় না এবং চিরকাল পুত্রসুখ ও অর্থ-সুখ সম্ভোগশালিনী হয়। ১১। যে অঙ্গনা অথবা পুরুষের পাণিতলে মণিবন্ধনোত্থিত রেখা, ক্রমশঃ মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত প্রসৃত হয়, কিংবা চরণতলে উর্দ্ধরেখা বিদ্যমান থাকে, সেই রমণী রাজ্যসুখ ভোগ করে। ১২। করতলের কনিষ্ঠিকাঙ্গুলি হইতে উত্থিত হইয়া, যে রেখা প্রদেশিনী অর্থাৎ তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে আয়ুরেখা বলে। এই রেখা যত কম হইবে, আয়ুর পরিমাণও সেই

পরিমাণে কম হইবে। ১৩। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে যতগুলি রেখা স্থূল, ততগুলি পুত্র হয় এবং যতগুলি সূক্ষ্ম, ততগুলি কন্যা হয়। আর ঐ রেখার মধ্যে যতগুলি রেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ, ততগুলি সন্তান দীর্ঘায়ুষ্ক হয় এবং যত সংখ্যক রেখা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র, ততগুলি স্বল্পায়ুষ্ক সন্তান হয়। ১৪। স্ত্রীলোকের পক্ষে যে সকল চিহ্ন শুভসূচক, তৎসমস্তই কথিত হইল। এতদ্ব্যতিরিক্ত চিহ্ন সকল বিদ্যমান থাকিলে, স্ত্রীলোকের অনিষ্টপাত হয়। তন্মধ্যে যে চিহ্ন সকল বিশেষ অনিষ্টসূচক, সংক্ষেপে তাহাদিগেরই অনুকীর্ত্তন হইতেছে। ১৫। যে রমণীর গমনকালে চরণের কনিষ্ঠিকা বা অনামিকা অঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, অথবা প্রদেশিনী অঙ্গুলি পদাঙ্গুষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া লম্বমান হয়; সেই নারী অত্যন্ত পাপীয়সী এবং কুলটা হয়। ১৬। যাহার পিণ্ডিকা অর্থাৎ জানুর নিম্নভাগ উদ্বদ্ধ, জঙ্ঘা-দ্বয় শিরাল রোমশ ও অত্যন্ত মাংসবিশিষ্ট, গুহ্যস্থান বামাবর্ত্ত নিম্ন ও অল্প এবং যাহার উদর কুম্ভের ন্যায়; সেই নারী দুঃখিনী হয়। ১৭। রমণীর গ্রীবাদেশের হ্রস্বতায় দরিদ্রতা, দৈর্ঘ্যে কুলক্ষয় এবং স্থূলরূপে উত্থানে প্রচণ্ডতা জন্মে। যে মহিলার নেত্রদ্বয় কেকর (টেরা), পিঙ্গলবর্ণ (কপিশবর্ণ), অথচ চঞ্চল এবং যাহার সামান্য হাস্যকালেও গণ্ডদ্বয়ে কূপ হয়, সেই রমণী নিশ্চয় বন্ধকী (বেশ্যা)। ১৯। যোষিতের ললাটভাগ প্রকৃষ্টরূপ লম্বমান হইলে, দেবরনাশ হয়, উদর লম্বমানে শ্বশুরবিনাশ এবং স্ফিক্ লম্বমান হইলে স্বামীর বিনাশ হয়। যে রমণী অত্যন্ত লম্বা, তাহারই অধরদেশ যদ্যপি লোমচয় দ্বারা অন্বিত হয়, তবে সেই রমণী স্বামীর অশুভ উৎপাদন করিয়া থাকে। ২০। যাহার স্তনদ্বয় রোমযুক্ত, মলিন ও তীক্ষ্ণ এবং কর্ণদ্বয় বিষম, সেই নারী দুঃখপ্রদা হয়। আর যে নারীর দন্তাবলী স্থূল, ভয়ঙ্কর ও কৃষ্ণবর্ণ মাংস বিশিষ্ট, সেই নারী অত্যন্ত ক্লেশ ভোগ করে এবং তস্কর হয়। ২১। রমণীর কর-যুগল যদ্যপি রাক্ষসের ন্যায় হয়, অথবা শুষ্ক, শিরাল ও বিষম হয়; কিংবা বৃক, কাক, কঙ্ক, সর্প ও উলূকের চিহ্নযুক্ত হয়; তবে সেইরূপ হস্তশালিনী কামিনী সুখ ও বিত্তবর্জ্জিত হয়। ২২। যে রমণীর অধরদেশ

সমুন্নত এবং কেশাগ্র রূক্ষ, সেই নারীই কলহপ্রিয়া হয়। অধিক বলিবার আবশ্যক কি? বিরূপ রমণীরা প্রায়ই দোষযুক্ত হয়; কারণ সুন্দর-আকৃতিই গুণের আধার। ২৩। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত সামুদ্রিকের ফল-বিচার বা আঙ্গিক গ্রহদশাদি ফল সকলের বিচার করিতে হইলে, যথাক্রমে নিম্নলিখিত স্থান সকল বিচার করিতে হয়; যথা;—প্রথমে চরণযুগল ও গুল্‌ফদ্বয়; দ্বিতীয়,—জঙ্ঘাদ্বয় ও জানু; তৃতীয়,—মেঢ় ও মুষ্ক; চতুর্থ,—নাভি ও কটিদেশ; পঞ্চম,—উদর; ষষ্ঠ,—হৃদয় ও স্তন; সপ্তম,—স্কন্ধ ও জক্র; অষ্টম,—ওষ্ঠ ও গ্রীবা; নবম নয়নযুগল ও ভ্রূদ্বয় এবং দশম—শিরদেশ,—এই স্থান সকল শুভ লক্ষণাক্রান্ত হইলে, শুভ ফল হয় এবং অশুভলক্ষণান্বিত হইলে, অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ২৪—২৬।

সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বস্ত্রচ্ছেদ-লক্ষণ।

নবধাবিভক্ত বস্ত্রের কোণ সকলে দেবতাগণ দশান্ত ও পাশান্ত মধ্যে নরগণ বাস করেন, অবশিষ্ট তিন অংশে নিশাচরগণ বাস করে। সেইরূপ শয্যা, আসন ও পাদুকাতেও দেব, নর ও নিশাচরগণ বাস করেন। ১। নববস্ত্র বা পুরাতন বস্ত্র মসী, গোময় ও কর্দ্দম দ্বারা লিপ্ত, ছিন্ন, প্রদগ্ধ বা স্ফুটিত হইলে, পুষ্ট শুভ বা অশুভ অল্পাল্পতর বা অধিক জানিতে হয় এবং উত্তরীয় ঐরূপ হইলেও, ঐরূপ শুভাশুভ হইয়া থাকে। ২। রাক্ষসভাগ ঐরূপ হইলে রোগ অথবা মৃত্যু; মনুষ্যভাগ হইলে পুত্রজন্ম ও তেজ এবং অমরগণের ভাগে ঐরূপ ঘটিলে ভোগবৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু প্রান্তভাগ ঐরূপ হইলে অনিষ্ট হইবে; ইহাই প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩। কঙ্ক, প্লব, উলূক, কপোত, কাক,

ক্রব্যাদ্, গোমায়ু, খর, উষ্ট্র বা সর্পসদৃশ ছেদাকৃতি দেবভাগে হইলেও, পুরুষগণের মৃত্যুসম ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। ৪। ছত্র, ধ্বজ, স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, শ্রীবৃক্ষ, কুম্ভ, অম্বুজ, তোরণ প্রভৃতি সদৃশ ছেদাকৃতি রাক্ষস-ভাগগত হইলে অচিরে পুরুষগণের লক্ষ্মীবিধান করিয়া থাকে। ৫। লোকের নববস্ত্র-পরিধানকালে চন্দ্র, অশ্বিনীনক্ষত্রগত হইলে প্রভূতবস্ত্রপ্রাপ্তি, ভরণীগত হইলে অপহরণ, কৃত্তিকাগত হইলে প্রকৃষ্টরূপ অগ্নি হইতে ভয় এবং রোহিণীগত হইলে অর্থসিদ্ধি হয়। ৬। মৃগশিরায় মূষিকভয়, আর্দ্রানক্ষত্রে প্রাণহানি, পুনর্ব্বসুতে শুভাগমন এবং পুষ্যানক্ষত্রে ধনপ্রাপ্তি হয়। ৭। অশ্লেষানক্ষত্রে বিলোপ, মঘাতে মৃত্যু, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে নৃপভয় এবং উত্তরফল্গুনীনক্ষত্রে ধনাগম হইয়া থাকে। ৮। হস্তায় কর্ম্মসিদ্ধি, চিত্রায় শুভাগম, স্বাতীনক্ষত্রে শুভভোজ্যপ্রাপ্তি এবং বিশাখানক্ষত্রে জনপ্রিয়ত্ব লাভ হয়। ৯। অনু-রাধা নক্ষত্রে সুহৃৎসমাগম, জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে অম্বরক্ষয়, মূলায় জল-প্লাবন এবং পূর্ব্বষাঢ়ানক্ষত্রে রোগ সকল হইয়া থাকে। ১০। অনন্তর উত্তরা-ষাঢ়া নক্ষত্রে মিষ্ট অন্ন, শ্রবণানক্ষত্রে নেত্ররোগ, ধনিষ্ঠানক্ষত্রে ধান্যলাভ ও শতভিষানক্ষত্রে বিষকৃত মহৎ ভয় হইয়া থাকে। ১১। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে সলিলজাত ভয়, উত্তরভাদ্রপদ-নক্ষত্রে সুতলাভ এবং রেবতী নক্ষত্রে রত্নলাভ হইয়া থাকে। যিনি পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রে নববস্ত্র-ভোগ ইচ্ছা করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ফল উক্ত হইল। ১২। কিন্তু নক্ষত্র সকল গুণবর্জ্জিত হইলেও, ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় বা ভূপতিদত্ত অথবা বিবাহ-বিধিতে অভিলব্ধ-বস্ত্র ভোগ করিলে ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে। ১৩। বিবাহে, রাজসম্মানে এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মতিতে গুণবর্জ্জিত অপ্রশস্ত-নক্ষত্রে নববস্ত্র ভোগ করিতে পারা যায়। ১৪।

একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

চামর-লক্ষণ।

দেবগণ বালধি-চিকুরের জন্যই হিমালয়-পর্ব্বত-কন্দরে চমরীগণকে সৃজন করিয়াছিলেন। তাহাদের লাঙ্গূল-সম্ভূত কুন্তল সকল ঈষৎ পীত-বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ হয়। ১। স্নেহ, মৃদুত্ব, বহুকেশত্ব, নির্ম্মলত্ব, অল্পাস্থি নিবন্ধনত্ব ও শুক্লবর্ণত্ব এই তাহাদিগের চামরের গুণসম্পত্তি উক্ত হইল; উহা বিদ্ধ এবং অল্পলুপ্ত হইলে, শুভফলপ্রদ হয় না। ২। ইহার দণ্ড অর্দ্ধহস্তাকৃতি বা হস্তপ্রমাণ অথবা অরত্নি-পরিমিত কিংবা অন্য প্রকার অর্থাৎ ইচ্ছানুসারী হইবে। শুভ কাষ্ঠদণ্ড যদি কাঞ্চন, রৌপ্য অথবা বিচিত্র রত্ন দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তবে রাজাদিগের শুভ হয়। ৩। যষ্টি, আতপত্র, অঙ্কুশ, বেত্র, চাপ, বিতান, কুন্ত, ধ্বজ ও চামরদণ্ড সকল ঈষৎ পীতবর্ণ, তন্ত্রীসদৃশবর্ণ, মধুর ন্যায় বর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট হইলে, বর্ণক্রমে হিতকর হয়। ৪। দণ্ড সকলে দুই, চারি, ছয়, আট এবং বারটী পর্ব্ব থাকিলে, তাহার ফল—যথাক্রমে মাতৃহানি, ভূমিনাশ, ধনক্ষয়, কুলক্ষয় রোগ ও মৃত্যুফলোৎপাদক হয়। ৫। ত্রি-আদি অযুগ্ম-পর্ব্ব দণ্ড হইলে তাহার অধিকারীদিগের যথাক্রমে যাত্রাসিদ্ধি, শত্রুবিনাশ, প্রভুতলাভ, ভূমিপ্রাপ্তি, পশুগণের বৃদ্ধি ও অভিবাঞ্ছিত প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৬।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ছত্র-লক্ষণ।

হংসপক্ষ-ব্যাপ্ত বা কৃকবাকু, ময়ূর ও সারসগণের পক্ষ-সংবৃত, নূতনদুকূল-বস্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আচ্ছাদিত, শুক্লবর্ণ, মুক্তাফলোপচিত, প্রলম্ব মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও স্ফটিকনির্ম্মিত মূলসম্পন্ন, রাজার ছত্র

নির্ম্মাণ করিবে। ইহাতে ষড়্হস্ত প্রমাণ, শুদ্ধস্বর্ণনির্ম্মিত, নবপর্ব্বসম্পন্ন একটী দণ্ড থাকিবে। ইহা অর্দ্ধ-দণ্ডবিস্তৃত হইবে আর রত্ন-বিভূষিত ও উন্নত হইবে। এইরূপ ছত্র সমাবৃত হইয়া, নৃপতির কল্যাণ ও বিজয় হয়। ১—৩। যুবরাজ, নৃপতির পত্নী, সেনাপতি ও দণ্ডনায়ক-গণের ছত্রদণ্ড দীর্ঘে সার্দ্ধপঞ্চহস্ত এবং বিস্তারে সার্দ্ধদ্বিহস্ত প্রমাণ হয়। ৪। অন্য সকলের ছত্র প্রসাদপট্ট দ্বারা বিভূষিত, রত্নমালা-বিলম্বিত ও তাপ-নিবারক মাত্র ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ৫। অন্য মনুষ্যগণের স্ত্রীগণের ছত্র শীতাতপ-বারণ জন্য চতুষ্কোণ করা কর্ত্তব্য। সমবৃত্ত-দণ্ডযুক্ত ছত্র স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য। ৬।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৩ ॥

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

—৹০৹—

অন্তঃপুরচিন্তা—স্ত্রীপ্রশংসা।

ধরিত্রী-জয়ে পুরই সার, পুরের মধ্যে গৃহ সার, গৃহের মধ্যে একদেশ শ্রেষ্ঠ, তদেকদেশে শয্যা উত্তম এবং শয়নে রত্নোজ্জ্বলা বরাঙ্গী স্ত্রীই রাজ্যসুখের সার পদার্থরূপ বিরাজিতা। ১। যোষিদ্‌গণ রত্ন সকলকে বিভূষিত করেন, কিন্তু রত্নকান্তি দ্বারা বনিতাগণ বিভূষিতা হন না। কারণ বনিতা রত্নবর্জ্জিতা হইলেও আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু রত্ন সকল অঙ্গনার অঙ্গসঙ্গ ব্যতিরেকে মনোহরণ করিতে পারে কি? ২। রাজগণ সর্ব্বদাই আকার-বিনিগূহকারী রিপুগণকে জয় করিতে সম্যক্‌রূপ উদ্যমশীল, শত শত কৃত ও অকৃত ব্যাপার রূপ শাখাকুল রাজ্য-তন্ত্র-চিন্তাকারী, মন্ত্রিবাক্যনিষেবী এবং আশঙ্কিত, সুতরাং রাজগণ দুঃখসাগরে * নিমগ্ন। এইরূপ দুঃখসাগরমধ্যে রমণীর

---

* "ঔৎসুক্যমাত্রমবসাদয়তি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধপরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনয়নায় যথা শ্রমায় রাজ্যং স্বহস্তধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্ ॥"
ইতি কালিদাস।

অঙ্গসংস্পর্শই তাঁহাদিগের একমাত্র সুখলেশ। ৩। যাহা শ্রুত, দৃষ্ট, স্পৃষ্ট ও স্মৃত হইবা মাত্রই কেবল আহ্লাদ উৎপাদন করে, স্ত্রীরত্ন ব্যতীত এরূপ অন্য কোন রত্নই লোকপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। তাহার কারণেই গৃহমধ্যে ধর্ম্ম, অর্থ, সুতসুখ ও বিষয়সুখ ঘটিয়া থাকে; সুতরাং মানধন ব্যক্তিগণ অবলাগণকে সতত মর্য্যাদা করিবেন, যেহেতু তাঁহারা লক্ষ্মীরূপে গৃহমধ্যে অবস্থান করেন। ৪। যে সকল ব্যক্তি বৈরাগ্যমার্গ দ্বারা অঙ্গনাগণের গুণ সকল পরিত্যাগ করিয়া, দোষ সকলই প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সকল লোক দুর্জ্জন বলিয়াই আমার মনের বিতর্ক ও তাহাদিগের সেই বাক্য সকলও আমার নিকট সদ্ভাব-বাক্য নহে। ৫। যথার্থ বল দেখি, স্ত্রী ও পুরুষ; এই দুয়ের মধ্যে অঙ্গনাগণের এমন কি দোষ আছে, যাহা পুরুষগণ কর্ত্তৃক আচরিত হয় নাই? প্রমদাগণ পুরুগণের ধৃষ্টতা দ্বারাই সকল কার্য্যে নিরস্তা হইয়াছেন, বাস্তবিক তাঁহারা গুণাধিকা। এই বিষয়ে মনু বলিয়াছেন,—"সোম (চন্দ্র) তাঁহাদিগকে (স্ত্রীদিগকে) পবিত্রতা দান করিয়া থাকেন, গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগকে শিক্ষিত বাক্য প্রদান করেন এবং অগ্নি তাঁহাদিগকে সর্ব্বভক্ষক শক্তি প্রদান করেন; তজ্জন্যই স্ত্রীগণ নিষ্ক অর্থাৎ স্বর্ণ নির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ সদৃশ। ব্রাহ্মণের পদদ্বয়ই পবিত্র, অন্য অঙ্গ নহে; গোগণের পৃষ্ঠই পবিত্র, অজা ও অশ্বগণের মুখই পবিত্র, কিন্তু রমণীগণের সর্ব্বাঙ্গই পবিত্র। অতুলনীয়-পবিত্রস্বভাবা এই স্ত্রী সকল কোনকালে দূষণীয় হন না; যেহেতু প্রতি মাসে ইহাঁদিগের যে রজঃ হয়, তাহাতেই দুষ্কৃতি সকল ক্ষয় হইয়া থাকে। কুলস্ত্রীগণ অপ্রতিপূজিতা হইয়া, যে সকল গৃহের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করেন, সেই সকল গৃহ যেন কৃত্যাহত হইয়াই চতুর্দ্দিক্ হইতে বিনষ্ট হইতে থাকে। স্ত্রীগণই মনুষ্যগণের জায়া বা জননী হইয়া থাকেন। হে কৃতঘ্নগণ! তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে তোমাদিগের সুখ কোথায় হইবে? দম্পতির বিশেষরূপ উৎক্রমে দোষ হয়, সমতাই শাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনুষ্যগণ তাহা দর্শন করেন না; তজ্জন্য অঙ্গনাগণই শ্রেষ্ঠ। রমণীর অতিক্রম অর্থাৎ অবমাননা করিলে;

বহির্লোমযুক্ত খরচর্ম্মে বেষ্টিত হইয়া, "ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও" এই কথা বলিয়া ছয়মাস বেড়াইলে পুরুষ বিশুদ্ধ হইবে। দেখ, শতবর্ষেও কামাভিলাষ নিবৃত্ত হয় না; সুতরাং কামনিবারণে শক্তি নাই বলিয়াই পুরুষগণ তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়; কিন্তু রমণীগণ ধৈর্য্য দ্বারা অনায়াসে তাহা নিবৃত্ত করে। অহো! পাপবর্জ্জিতা স্ত্রীগণের নিন্দাকারী অসাধুগণের কি ধৃষ্টতা! তাহাদের বাক্য যেন লুণ্ঠনকারী চৌরগণের মুখে "চৌর! অবস্থান কর" এইরূপ জল্পনার ন্যায় শ্রুত হয়।" ৬—১৫। পুরুষ গোপনে কামিনীগণকে যে সকল চাটুবাক্য প্রয়োগ করে, পরে তাহার কিছুই করে না; কিন্তু অঙ্গনাগণ সুকৃতজ্ঞতা হেতু গতাসু পতিকে অঙ্গে গোপিত করিয়া সপ্তজিহ্ব অনলে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ১৬। যে মনুষ্য স্ত্রীরত্ন ভোগ করেন, তিনি নিঃস্ব হইলেও, অবনীপতি সদৃশ। অভিলষিত অশন ও অঙ্গনাগণই রাজ্যের সার পদার্থ; অবশিষ্ট পদার্থ সকল তৃষ্ণারূপ অনলের উদ্দীপক দারুস্বরূপ। ১৭। প্রথম-যৌবনান্বিতা, সুন্দররূপে মৃদুমন্দ-ভাষিণী, উন্নত-স্তনী কামিনীকে নির্জ্জনে অবলম্বন করিয়া, যে রতি লাভ হয়, আমার বোধ হয়, স্বর্গেও তাহা লাভ হয় না। সেই ধাতৃভবন অর্থাৎ স্বর্গে দেব, মুনি, সিদ্ধ, চারণ, মান্যমান পিতৃগণ ও সেব্যগণের সেবনে যে সুখ আছে;—বলুন দেখি, নির্জ্জনে রমণীকে অবলম্বন করিয়া যে সুখ হয়, তাহা অপেক্ষা কি ঐ সুখ বেশী? ১৯। স্ত্রী-পুরুষ-প্রয়োগ দ্বারা ব্রহ্মা হইতে কীটান্ত পর্য্যন্ত এই সমস্ত জগৎ নিবদ্ধ রহিয়াছে। সেই যুবতীর লোভেই ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে আবার লজ্জা কি? ২০।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অন্তঃপুরচিন্তা—সৌভাগ্যকরণ।

রমণী বিষয়ক যাবতীয় সুখের মধ্যে, সুভগ পুরুষের কন্দর্পসুখই একমাত্র সুখ; কারণ তাহাতেই চিত্ত অত্যন্ত অনুরক্ত হয়। * ইতর ব্যক্তির অর্থাৎ দুর্ভগ পুরুষের তদ্বিয়ে মন অনুরক্ত হয় না বলিয়া তাহাদের সুখ সকল আভাস মাত্র। স্ত্রীলোক দূরস্থিতা হইয়াও মনে মনে যে পুরুষকে চিন্তা করে, সেই পুরুষের সদৃশই গর্ভ ধারণ করে। যে বৃক্ষের কাণ্ড ভঙ্গ করিয়া, পৃথিবীতে যতবার রোপণ করিবে; অথবা যে বৃক্ষের বীজ যতবার বপন করিবে, তাহাতে যে প্রকার সেই বৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, অন্য প্রকার হইবে না; সেই মত বীজরূপ আত্মাই স্ত্রী সকলে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে,—অন্য প্রকার হয় না; তবে তাহাতে ক্ষেত্রযোগ হেতু কখন কখন কিছু কিছু বিশেষ হয় মাত্র। ১।২। আত্মা মনের সহিত গমন করে, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত ধাবিত হয়, ইন্দ্রিয় সকলও স্বীয় স্বীয় অর্থের বশে গমন করে; এই ক্রম অতি শীঘ্র শীঘ্রই ঘটে, ইহাই যোগ। মনের অগম্য কিছুই নাই, সুতরাং যে স্থানে মন গমন করে, এই আত্মাও সেই স্থানে গমন করিয়া থাকে। ৩। এই আত্মা, অপর আত্মায় গমন করিলে, অচল (দৃঢ়) মন সতত সংসর্গবশে সেই সূক্ষ্ম আত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করে; সুতরাং যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়; এই কারণেই যুবতীগণ সুন্দরের বশীভূত হয়। ৪। এক দাক্ষিণ্যই (সরলতাই) সুভগত্বের কারণ। তাহার বিপরীত চেষ্টাই বিদ্বেষণ। কুহক প্রয়োগ ও মন্ত্রৌষধি প্রভৃতির প্রয়োগে সুভগ হইলেও তাহাতে বহু প্রকার দোষ হয়, কল্যাণ হয় না। ৫। মনুষ্য মান পরিত্যাগ করিয়া, বাল্লভ্য (কান্তত্ব) প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অভি-

* উত্তম প্রকৃতিঃ প্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে। অলঙ্কার।

মান দুর্ভাগ্যই প্রসব করিয়া থাকে। অভিমানী মনুষ্য অতিকষ্টে যে কার্য্য সাধন করে, প্রিয়বাদী তাহাই অযত্ন সহকারে সম্যক্‌রূপে সাধন করিয়া থাকেন। ৬। যাহা প্রিয়সাহসত্ব, তাহা তেজ নহে, অসং-প্রণীতও অনিষ্ট বাক্য নহে। যাঁহারা কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত গমন করিয়া অনুদ্ধত হন এবং বিকত্থনাকারী (আত্মশ্লাঘাকারী) নহেন, তাঁহারাই তেজস্বী। ৭। যিনি সার্ব্বজন্য সুভগত্ব ইচ্ছা করেন, তিনি পরোক্ষে সকলের গুণ কীর্ত্তন করিবেন। যে অসৎ পরেরও দোষকথা প্রকাশ করে, সে অনেক দোষ পাইয়া থাকে। ৮। যে ব্যক্তিসর্ব্বপ্রকার উপকারে অনুগত হন, সেই ব্যক্তির সর্ব্বপ্রকার উপকারে লোক মাত্রেই অনুগত হইয়া থাকে। দ্বেষপরায়ণ শত্রুরও বিপদে উপকার করিয়া যে কীর্ত্তি লাভ করা যায়, অল্প শুভ (পুণ্য) দ্বারা তাহা লাভ করা যায় না। ৯। তৃণ দ্বারা আচ্ছাদ্যমান হইয়াও অগ্নি যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; গুণও সেইরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পরের গুণবিনাশে ইচ্ছা করে, সে কেবল দুর্জ্জনভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১০।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অন্তঃপুরচিন্তা—কান্দর্পিক।

গর্ভধারণ কালে রক্ত অধিক হইলে স্ত্রী, শুক্র অধিক হইলে পুরুষ এবং শোণিত ও শুক্র সমান হইলে, নপুংসক উৎপন্ন হয়; ইহার জন্য শুক্রবিবৃদ্ধিপ্রদ রসায়ন সকল নিষেবণ করা কর্ত্তব্য। ১। হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, চন্দ্ররশ্মি, উৎপল-সমন্বিত মধু, মদালসা-প্রিয়া, বীণাবাদন, স্মরকথা, গোপনস্থান এবং মাল্য; এই সমস্ত বর্গ মদনের বাগুরা (জাল) স্বরূপ। ২। যে ব্যক্তি মাক্ষীকধাতু, মধু, পারদ, লৌহচূর্ণ, পথ্যা,

শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও ঘৃত * একবিংশতি দিবস্‌ ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তি জরান্বিত হইলে কিংবা অশীতিবর্ষ বয়স্ক হইলেও, যুবার ন্যায় অবলাকে রমণ করিতে পারে। ৩। যে ব্যক্তি কপিকচ্ছুমূল দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া, পান করে, সে স্ত্রীতে কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। অথবা দুগ্ধ কিংবা ঘৃতে মাষকলাই বিশেষরূপে পক্ক করিয়া, দুগ্ধ অনুপানের সহিত ছয়গ্রাস পরিমাণে পান করিলেও স্ত্রী বিষয়ে ক্ষয় হয় না। ৪। যাহার প্রভূত পরিমাণে প্রমদা আছে, সেই ব্যক্তির, বিদারিকার চূর্ণকে বিদারিকা-রসে মুহুর্ম্মুহুঃ ভাবিত ও শোষিত করিয়া, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পাক করণান্তর পান করা উচিত। ৫। ধাত্রীফলের চূর্ণ স্বরসের সহিত উত্তমরূপে ভাবিত করিয়া, মধু, চিনি ও আজ্য মিশ্রিত করিয়া, লেহনানন্তর অগ্নিশক্তি (হজমশক্তি) অনুসারে দুগ্ধ পান করিলে, পুরুষ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাতিশয় কাম নিষেবণ করিয়া থাকে। ৬। ক্ষীরের সহিত বস্তাণ্ড (ছাগাণ্ড) পক্ক হইলে, বহু তিল তাহাতে সংপ্লাবিত করিয়া, উত্তমরূপে শোষিত হইলে, কামী ব্যক্তি তাহা দুগ্ধের সহিত পান করিবেন; তাহাতে তাহার নিকট চটক কি করিতে পারে? অর্থাৎ চটকাপেক্ষা তাহার কামশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ৭। মাষকলাইয়ের সূপের (দাল) সহিত ঘৃত সংযোগে ষষ্টিক অন্ন যে সকল ব্যক্তি ভক্ষণ করে, পরে ক্ষীর পান করে; তাহারা সেই রাত্রে মদনক্রিয়ায় ক্লান্ত হয় না। ৮। তিল, অশ্বগন্ধা ও কপিকচ্ছুমূলের সহিত বিদারিকা ও ষষ্টিকজাত পিষ্টকযোগ করিয়া, ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পাক পূর্ব্বক শষ্কুলিকা (পিষ্টক) করিয়া ভক্ষণ করিলে অতিবীর্য্যকর হয়। ৯। অথবা ক্ষীরের সহিত গোক্ষুরযোগ কিংবা বিদারিকাকন্দ ভক্ষণ করিলে, যদি জীর্ণ করে, তাহা হইলে, রতিক্রিয়ায় অবসন্ন হয় না; কিন্তু যদি ইহাতে

* "অঙ্গেঽপ্যনুক্তে বিহিতন্তু মূলং ভাগেঽপ্যনুক্তে সমতা বিধেয়া।
দ্রব্যেঽপ্যনুক্তে বিহিতন্তু তোয়ং কালেঽপ্যনুক্তে দিবসস্য পূর্ব্বম্‌॥"

অর্থাৎ কোন্‌ বৃক্ষের কোন্‌ স্থান লইতে হইবে, তাহা প্রকাশিত না থাকিলে বৃক্ষের মূল গ্রাহ্য। ঐরূপ ভাগের অনুক্তিতে সমতা গ্রাহ্য। কোন্‌ দ্রব্যের সহিত খাইবে, তাহার উল্লেখ না থাকিলে জলের সহিত এবং খাইবার সময় উক্ত না হইলে প্রাতঃকাল জানিবে। আয়ুর্ব্বেদ-পরিভাষা।

মন্দাগ্নিতা হয়, তাহা হইলে, ইহার চূর্ণ ভক্ষণ করিবে। ১০। আজমোদ এবং লবণের সহিত হরীতকী আর শৃঙ্গবেরের সহিত পিপ্পলী, মদ্য, তরল তক্র ও উষ্ণবারির সহিত উক্ত চূর্ণ পান করিলে, উদরাগ্নির উদ্দীপন হয়। ১১। যে ব্যক্তি অত্যন্ত অম্ল, তিক্ত, লবণ, কটু অথবা বহু পরিমাণে ক্ষার ও শাক ভোজন করে, সে যুবা হইলেও, দৃষ্টিশক্তি ও বীর্য্যরহিত হয় এবং রমণী পাইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় নানাপ্রকার ছল করিতে থাকে। ১২।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৬ ॥

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

—ঃ০ঃ—

অন্তঃপুরচিন্তা—গন্ধযুক্তি।

যাহার কেশ শুক্ল হইয়াছে, মালা, গন্ধ, ধূপ, অম্বর ও ভূষণ প্রভৃতি তাহার নিকট শোভা পায় না। সুতরাং যেমন অঞ্জন ভূষণাদির সেবা করিয়া থাকে, তদ্রূপ মস্তকজাত বর্ণের সেবা করিবে। ১। নির্ম্মল লৌহ-পাত্রে কোদ্রব-তণ্ডুল সকলকে পাক করিয়া, লৌহ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত সেই পিষ্ট সকল সূক্ষ্মরূপে মস্তকের শুক্লাম্ল কেশের উপর প্রদান করিয়া আর্দ্র পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিবে। পরে দুই প্রহর অতীত হইলে, পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ ত্যাগ করিয়া, মস্তকে আমলক প্রলেপ দিবে। পরে পত্র দ্বারা প্রহরদ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া, প্রক্ষালন করিলে, মস্তক কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। ২।৩। তৎপরে শিরঃস্নান, সুগন্ধ তৈলাদি বিবিধ মনোহর গন্ধ ও ধূপ দ্বারা মস্তকের লোহাম্লগন্ধ অপনয়ন করিলে, অন্তঃপুরে রাজ্যসুখ নিষেবণ করিতে পারে। ৪। ত্বক্‌, কুষ্ঠ, বেণু, নলিকা, স্পৃক্কারস, তগর ও বালকের সমভাগকে কেশর-পত্রের সহিত বিমিশ্রিত করিলে, নরপতির যোগ্য শিরঃস্নান প্রস্তুত হয়। ৫। মঞ্জিষ্ঠা, ব্যাঘ্রনখ, শুক্তি, ত্বক্‌, কুষ্ঠ ও রসের সহিত চূর্ণকে তৈলযোগ করত রৌদ্রে তপ্ত

করিলে, চম্পকগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। ৬। তুরুষ্ক, বাল ও তগর এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মিশ্রিত করিলে কামোদ্দীপক গন্ধ হয়। উহার সহিত ব্যাম, বকুল ও হিঙ্গুর ধূপ দিলে কটুক নামক কামোদ্দীপক গন্ধ হয়। কটুকের সহিত কুষ্ঠ যোগ দিলে পদ্মগন্ধ হয়, আর পদ্মগন্ধের সহিত চন্দন সমন্বিত হইলে, চম্পক গন্ধ হয়। চম্পকগন্ধের সহিত কুস্তম্বুরু, জাতী ও ত্বক্ সমন্বিত হইলে অতিমুক্তক নামক গন্ধ বলিয়া খ্যাত হয়। ৭। শতপুষ্পা ও কুন্দুরুক পাদ পরিমাণে, নখ ও তুরুষ্ক অর্দ্ধ পরিমাণে আর চন্দন ও প্রিয়ঙ্গুর সিকি ভাগকে গুড় ও নখ যোগে ধূপ দিতে হয়। গুগ্‌গুলু, বালক, লাক্ষা, মুস্তা, নখ ও শর্করা সমভাগে মিশ্রিত হইলে ধূপনির্ম্মাণ হয়। মাংসী, বালক, তুরুষ্ক, নখ ও চন্দন দ্বারা পিণ্ড করিলেও ধূপ প্রস্তুত হয়। ৯। হরীতকী, শঙ্খ, ঘনদ্রব, অম্বু ও বালক সমভাগে মিশ্রিত হইলে একপ্রকার ধূপ হয়; আর উহার সহিত গুড় ও উৎপল মিশ্রিত হইলে অন্য প্রকার ধূপ হয় এবং দ্বিতীয়ের সহিত শৈলক ও মুস্তক যোগ করিলে তৃতীয় প্রকার ধূপ হয়। এই নবসংখ্যক দ্রব্য-মধ্যে ক্রমে অন্তদ্রব্যের পাদ পাদ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া, ধূপ প্রণয়ন করিলে, বহুপরিমাণে মনোহর ধূপ হইবে। ১০। শর্করা, শৈলেয় ও মুস্তার চারিভাগ, শ্রীবাসক ও সর্জ্জ দুইভাগ এবং নখ ও গুগ্‌গুলুর দুইভাগ কর্পূর দ্বারা বোধিত (চূর্ণযুক্ত) করিয়া, মধু দ্বারা পিণ্ডিত করিলে, কোপচ্ছদ নামক নরেন্দ্রধূপ প্রস্তুত হয়। ১১। ত্বক্ ও উশীর পত্র ভাগের সহিত অর্দ্ধ পরিমাণে সূক্ষ্মা এলা সংযুক্ত করিয়া চূর্ণ করত মৃগকর্পূরে প্রবোধিত করিলে উৎকৃষ্ট পটবাস নামক গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হয়। ১২। ঘন, বালক, শৈলেয় ও কর্পূর (১); উশীর, নাগ-পুষ্প, ব্যাঘ্রনখ ও স্পৃক্কা (২); অগুরু, দমনক, নখ ও তগর (৩); এবং ধানক, কর্পূর, চোর ও চন্দন (৪); (এই চারিটী চারিটী পদার্থে এক একটী গণ হইবে।) ইহাদের সমভাগে এক এক প্রকার গন্ধচূর্ণ প্রস্তুত হইবে; ইহার প্রত্যেক গণেরই নাম গন্ধার্ণব। ইহাদের প্রত্যেক গণের প্রত্যেক ভাগকেই এক, দুই, তিন, চারি, ক্রমে স্বেচ্ছানুসারে

পরিবর্ত্তিত করিলে নানাবিধ গন্ধ প্রস্তুত হইবে। প্রথমগণের দৃষ্টান্ত যথা,—প্রত্যেকের সমভাগ যোগে এক প্রকার (১)। ঘন ১ ভাগ, বালক, ২ ভাগ, শৈলেয় ৩ ভাগ ও কর্পূর ৪ ভাগ,—দ্বিতীয় (২)। ঘন ১ভাগ বালক ২, শৈলজা ৪ ও কর্পূর ৩ ভাগ—তৃতীয় (৩)। ঘন ১, বালক ৩, শৈলজ ২ ও কর্পূর ৪—চতুর্থ (৪)। ঘন ১, বালক ৩, শৈলজা ২ ও কর্পূর ৩ —পঞ্চম (৫)। ঘন ১, বালক ৪, শৈলেয় ৩ ও কর্পূর ২—ষষ্ঠ (৬) ভেদ। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যেই ৬টী করিয়া ভেদ উইবে। তবেই প্রত্যেকগণে ২৪টী করিয়া ভেদ হইবে; সুতরাং গন্ধার্ণবের ভেদ সর্ব্বসমেত ৯৬ ষণ্নবতি প্রকার। অতিতীক্ষ্ণগন্ধত্ব হেতু ধান্যের একাংশ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং কর্পূরের প্রয়োজন তদপেক্ষা অল্প; এই দুই পদার্থের দুই ও তিন ভাগ কদাপি দিতে হইবে না। পরে সমস্ত গন্ধকে পিণ্ড করিয়া শ্রীবাসক, সর্জ্জ, গুড় ও নখ দ্বারা ক্রমে ক্রমে ধূপিত হইলে, কর্পূর সংযুক্ত কস্তুরিকা দ্বারা বোধিত করিবে। ১৩—১৬। এইরূপে ইহাতে ১৭৪৭২০ বিংশত্যধিক সপ্তশতযুক্ত চতুঃসপ্ততি সহস্রাধিক একলক্ষ প্রকার গন্ধ আছে। ১৭। এক এক ভাগ অপরের দ্বিত্রিচতুর্ভাগ যুক্ত দ্রব্যযুক্ত হইলে, প্রত্যেকেই ছয় প্রকার গন্ধকর হয়; সেইরূপ দ্বিত্রিচতুভার্গযুক্ত হয়। ১৮। যেরূপ চারি দ্রব্য যোগে একের-চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গন্ধ হয়, ইহাতেও ঐরূপ শেষ সকলের সর্ব্বপিণ্ড ষণ্নবতি ৯৬ প্রকার হয়। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ প্রকার দ্রব্যে চতুর্বিকল্পে (চারিটী করিয়া) ভিদ্যমান (ভেদশীল) দ্রব্য সকলের (১৮২০) বিংশতি-অধিক অষ্টাদশ শত প্রবার গন্ধ হহয়া থাকে। ২০। কিন্তু ষণ্নবতি (৯৬) প্রকার গণভেদে চতুর্বিকল্প থাকাতে সেই সংখ্যাকে (১৮২০কে) ষণ্নবতিগুণ করিলে গন্ধের সংখ্যা (১৭৪৭২০) হইয়া থাকে। ২১। গন্ধ-প্রস্তার গণনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব গণের সহিত যুক্ত স্থান অন্ত্যবিহীন সংখ্যা প্রকাশ করে। ইচ্ছা-বিকল্প দ্বারা ইহা ক্রমশ নীত হইয়া নিবৃত্তি হয় এবং পুনর্ব্বার অন্যটী উপস্থিত হয়। ২২। দ্বি, ত্রি, পঞ্চ এবং অষ্টভাগ যুক্ত অগুরু, পত্র, তুরুষ্ক ও শৈলেয়; প্রিয়ঙ্গু, মুস্তারস ও কেশ—পঞ্চ, অষ্ট, দ্বি, ত্রি

ভাগ যুক্ত করিলে; স্পৃক্কা, ত্বক্, তগর ও মাংসীর চারি, এক, সপ্ত, ষড়্-ভাগ করিয়া, আর মলয়, নখ, শ্রীবাসক ও কুন্দুরুক, সপ্ত, ছয়, চারি ও এক ভাগ রাখিবে। এই ষোড়শ কচ্ছপুটে (কক্ষায়) যে কোন প্রকার মিশ্রিত উক্ত চতুর্দ্রব্য দ্বারা ভাগ করিলে ইহাতে যে অষ্টাদশ লক্ষ হইবে, তাহাতে সেই গন্ধাদির যোগ হইবে। ২৩—২৫। যাবতীয় গন্ধই নখ, তগর ও তুরুষ্ক যুক্ত হইবে; জাতি, কর্পূর ও মৃগনাভি দ্বারা বোধিত হইবে এবং গুড় ও নখ দ্বারা ধূপিত হইবে; ইহাই সর্ব্বতোভদ্র গন্ধদ্রব্য। ২৬। সেই মিশ্রে জাতীফল, মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা বোধিত করিয়া আম্রমধু দ্বারা সিক্ত ও ইহাতে ইচ্ছা-পরিগৃহীত চারিভাগ নীত হইলে বহুপ্রকার পারিজাত তুল্য সদ্গন্ধ উৎপন্ন হইবে। সর্জ্জরস ও শ্রীবাসক সমন্বিত করিয়া, যত দ্রব্য হইবে, তহাতে শ্রী ও সর্জ্জর সবিযুক্ত করিয়া বালক ও ত্বক্ সমন্বিত বস্ত্র দ্বারা ধূপ করিয়া, স্নান জল প্রস্তুত হয়। ২৮। লোধ্র, উশীর, নত, অগুরু, মুস্তা, প্রিয়ঙ্গু, বন ও পথ্যা, এই সকল দ্রব্যকে নবকোষ্ঠ কচ্ছপুট হইতে তিনটী তিনটী দ্রব্য সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিয়া, চন্দন এবং তুরুষ্ক ভাগদ্বয়, অর্দ্ধ পরিমাণে শুক্তি, পাদপ্রমাণে শতপুষ্পা, কটূ, হিঙ্গুল ও গুড় দ্বারা ধূপিত হইলে, চতুরশীতি প্রকার কেশরগন্ধ প্রস্তুত হয়। ২৯।৩০ হরীতকীচূর্ণ-সংযুক্ত গোমূত্রে দন্তকাষ্ঠ সকল সপ্তাহকাল ক্ষেপণ করিয়া, গন্ধোদকে নিক্ষেপ করিবে। ৩১। এলা, ত্বক্, পত্র, মধু, মরিচ, নাগপুষ্প ও কুষ্ঠ সমন্বিত করিয়া, কিঞ্চিৎকাল ইহাতে রাখিয়া গন্ধ জল করা কর্ত্তব্য। ৩১। জাতীফল, পত্র, এলা ও কর্পূর যথাক্রমে চারি দুই এক এবং তিনভাগ দ্বারা অবচূর্ণিত করিয়া, সূর্য্যকিরণ দ্বারা শোষণ করিবে। ৩৩। এই গন্ধযুক্তি ও দন্তকাষ্ঠ সকল সংসেবন-কারীর বর্ণ-প্রসন্নতা, বদনের কান্তি, মুখের বিশদতা ও সুগন্ধিতা এবং শ্রুতিসুখকর-বাক্য এই সকল উৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৩৪। ইহা মানবগণের কাম প্রদীপ্ত করে, রূপ ব্যক্ত করে, সৌভাগ্য প্রদান করে এবং বদনের সুগন্ধিতা সম্পাদন করে, বলবৃদ্ধি করে এবং কফোৎপন্ন রোগ নিহনন করে; ঐরূপ তাম্বূলও অপরাপর অনেক গুণ

করিয়া থাকে। ৩৫। তাম্বূল চূর্ণযুক্ত হইলে, রাগ (রক্তবর্ণ) করিয়া থাকে; পূগফল (সুপারি) অতিরিক্ত হইলে, উক্ত বর্ণ ক্ষয় হয়। অধিক পরিমাণে চূর্ণ থাকিলে বক্ত্র-বিগন্ধকারী এবং পত্রের আধিক্য দ্বারা সাধু (সুন্দর) মনোজ্ঞ গন্ধ উৎপাদন করিয়া থাকে। ৩৬। রাত্রি-কালে পত্রের এবং দিবাভাগে ফলের আধিক্য হিতকর হয়, ইহা কথিত আছে। ইহার ব্যতিক্রমে বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। কক্কোল, পূগ, লবলীফল ও পারিজাত গন্ধ দ্বারা আমোদিত, তাম্বূল মদজনিত আমোদ দ্বারা প্রফুল্লিত করে। ৩৭।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

—:০:—

অন্তঃপুরচিন্তা—স্ত্রীপুরুষ-সমাযোগ।

বিদূরথ রাজার স্বীয় মহিষী বেণীমধ্যে বিনিগূহিত (লুক্কায়িত) শস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে নিধন করিয়াছিলেন এবং কাশিরাজের দেবী বিরক্তা হইয়া বিষপ্রদিগ্ধ নূপুর দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ১। বিরক্তা স্ত্রীগণ এইরূপে প্রাণনাশক দোষ উৎপাদন করে; অন্য দোষের অনুকীর্ত্তনে আবশ্যক কি? এইজন্য প্রমদাগণ অনুরক্তা বা বিরক্তা, তাহা প্রযত্নের সহিত পরীক্ষা করা পুরুষের উচিত। ২। অনুরক্তার ভাব সকল কামজ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং তাহারা নাভী, ভুজ, স্তন ও অলঙ্কার প্রদর্শন; বস্ত্রপরিধান, অভিসংযম (কেশবন্ধন), কেশ-বিমোক্ষণ, ভ্রূক্ষেপ ও কম্পিতকটাক্ষে নিরীক্ষণ এই চিহ্ন সকল প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩। উচ্চৈঃস্বরে ষ্ঠীবনত্যাগ, উৎকট প্রহসন, শয্যা ও আসন উৎসর্পণ (উল্লঙ্ঘন), গাত্রাস্ফোটন, জৃম্ভণ, সুলভদ্রব্য ও অল্প সম্প্রার্থন, অভিমুখস্থ বালককে আলিঙ্গন ও চুম্বন. সখী নিকটে প্রিয়-প্রতি সমালোকন ও সখী পরাঙ্মুখ হইলে তৎপ্রতি দৃক্‌পাত, তদ্‌গুণকথন

ও কর্ণকণ্ডুয়ন ; এই সমস্ত চিহ্ন অনুরক্ত-চেষ্টা বলিয়া মীমাংসিত হয়। অনুরক্তা-নায়িকা প্রিয়বাক্য সকল বলে, স্বীয় ধন দান করে, অবলোকন করিলে সংহৃষ্টা হয় ও বীতরোষা হইয়া দোষ সকল গুণকীর্ত্তন দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে মার্জ্জনা করিয়া থাকে। ৪। ৫। স্বামি-মিত্রের পূজা, তাঁহার শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ, তাঁহাকে স্মরণ ও প্রিয়প্রবাসগত হইলে মনে মনে দুঃখানুভব করে। স্তন এবং ওষ্ঠদানপূর্ব্বক উপগূহন (আলিঙ্গন), চুম্বন-প্রথমাভিযোগে স্বেদ ক্ষরণ করিয়া থাকে। ৬। ভ্রূকুটীমুখত্ব, পরাঙ্মুখত্ব, তাঁহাকে বিস্মরণ, অসম্ভ্রম, পরিতোষ-শূন্যতা, স্বামীর শত্রুসঙ্গে মিত্রতা পরুষবাক্য প্রকাশ এবং স্পর্শ অথবা অবলোকনে গাত্রকম্পন, গর্ব্ব-প্রকাশ, গমনশীল স্বামীকে অনবরোধ, চুম্বন-বিরামে বদন-প্রমার্জ্জন এবং স্বামিনিদ্রার পূর্ব্বে নিদ্রা ও পশ্চাৎ সমুত্থান ; এই সমস্ত বিরক্তা স্ত্রীর চেষ্টা *। ৮। ভিক্ষুণিকা, প্রব্রাজিতা, দাসী, ধাত্রী, রজিকা, মালা-কারী, দুষ্টাঙ্গনা, সখী ও নাপিতী ; ইহারাই দূতী হয়। ৯। দূতী সকল কুলজন-বিনাশের হেতুস্বরূপ, অতএব প্রযত্নের সহিত বংশ, যশ ও মান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে স্ত্রীগণ অভিরক্ষণীয়া †। ১০। রাত্রিকালে বিহার বা জাগরণ জন্য রোগ ব্যপদেশ, পরগৃহ-দর্শন, ব্যসন ও উৎসব, এই সকল সঙ্কেতহেতু বলিয়া তদ্বিষয়ে ইহারাও রক্ষণীয়। ১১। অগ্রে যে স্ত্রী লজ্জা-বিমিশ্রিতালসা হইয়া স্মরকথা ইচ্ছা করে না অথচ ত্যাগও করে না, মধ্যে লজ্জা-পরিবর্জ্জিতা ও অভ্যুপরমে লজ্জা-বিনম্রাননা হয় ; যে রমণী আদর সমন্বিতা হইয়া নানাবিধ সুরতক্রিয়ার অভিনয় করে এবং পুরুষের প্রকৃতি জানিয়া গ্লানিযুক্ত চেষ্টার সহিত আচরণ করে অর্থাৎ স্বামী দুঃখিত হইলে

* তিনশত চৌরাশী প্রকার নায়িকাভেদান্তর্গত বালিকা, মধ্যা, প্রগল্ভা ও বারাঙ্গনাদিভেদে অনুরক্তা বিরক্তার লক্ষণ সকল সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১৫৪। ৫৫ সূত্রে দ্রষ্টব্য।

† "লেখপ্রস্থাপনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বীক্ষিতৈর্মৃদুভাষিতৈঃ।
দূতীসম্প্রেষণৈর্নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে॥" সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ।
পত্রপ্রেরণ, সস্নেহদর্শন, মৃদুবাক্য অথবা দূতীপ্রেরণ দ্বারাই কামিনীগণ স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে।

দুঃখিতা, সুখী হইলে সুখিনী হয়, সেই স্ত্রীর সহিতই সুরতক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। যৌবন, রূপ, বেষ, দাক্ষিণ্য, বিজ্ঞান ও বিলাস প্রভৃতি গুণ সকল থাকিলে রমণীগণ রত্নসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং চতুর পুরুষের পক্ষে ইহার বৈপরীত্যে স্ত্রীগণ ব্যাধি স্বরূপ হয়। ১২। ১৩। গ্রাম্যবর্ণ-যুক্তা (প্রকৃতিভাষিণী) বা মল-দিগ্ধকায়া রমণীর সহিত নিন্দনীয় অঙ্গসম্বন্ধনী কথা ব্যক্ত করা উচিত নহে এবং নিভৃত-স্থানস্থিতা হইয়া যে রমণী অন্য কার্য্য স্মরণ করে, তাহার সহিতও স্মরকথা কর্ত্তব্য নহে; কারণ মনই কামপ্রবৃত্তির মূল। ১৪। যে স্ত্রী পুরুষের সহিত সমপরিমাণে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বাহুতে মস্তক রাখিয়া স্তন দ্বারা বক্ষঃপীড়া উৎপাদন করে, যাহার কেশ সুগন্ধ, যে নিকটে সুন্দর রাগযুক্ত, যে স্বামী সুপ্ত হইলে পরে নিদ্রিতা ও স্বামীর অগ্রে জাগরিতা হয়, সেই-ই অনুরক্তা। আর বিমর্দ্দনকালে যে রমণী অক্ষমা হয় সেই দুষ্টস্বভাবা স্ত্রীকে পরির্জ্জন করা কর্ত্তব্য। যাহা-দিগের অসৃক্ কৃষ্ণ, নীল, পীতবর্ণ বা ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তাহারাও প্রশস্ত নহে। ১৫। ১৬। যে স্ত্রী নিদ্রাশীলা, বহু রক্তপিত্তা, বাতকফাতি-রিক্তা, প্রবাহিণী (ঋতুকালে যাহার অনেক রক্ত ক্ষরণ হয়), মহাশনা (বহু ভোজন কারিণী), স্বেদযুক্তা, হ্রস্বকেশী, পলিতান্বিতা; যে স্ত্রীর মাংস সকল চঞ্চল (নড়ে), যে খিকৃখিমিনী ও মহোদরা হয়; আর স্ত্রীলক্ষণে যাহাদিগকে পাপ বলিয়া কথিতা হয়, তাহাদিগের সহিত কামধর্ম্ম করিবে না। ১৭। ১৮। যে রক্ত শশশোণিত সদৃশ বা লাক্ষারস সন্নিভ বর্ণ ধারণ করে, যাহা প্রক্ষালিত হইলে উঠিয়া যায়, তাহা শুভকর হয়। ১৯। যে রক্ত শব্দ ও বেদনাবর্জ্জিত হইয়া তিন দিবস পরে সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত হয়, সেই রক্তই পুরুষ-সংপ্রয়োগ হেতু নিশ্চয় গর্ভতা প্রাপ্ত হয়। ২০। স্ত্রী ঋতুকালে দিনত্রয় পর্য্যন্ত স্নান, মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার করিবে না, পরে চতুর্থ দিবসে শাস্ত্রোক্ত উপদেশ অনুসারে স্নান করিবে। ২১। পুষ্যস্নানে যে ওষধী সকলের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই সকল মিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করাইবে এবং তথায় যে মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও

সেই মন্ত্র আবশ্যকীয়। ২২। যুগ্মা-নিশায় পুরুষ, বিষমা-নিশায় নারী জন্মিয়া থাকে এবং বিকৃষ্টযুগ্মা-নিশায় দীর্ঘায়ু স্বরূপ সুখিগণের জন্ম হইয়া থাকে। ২৩। গর্ভ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হইলে পুরুষ, বাম পার্শ্বস্থ হইলে নারী, উভয় পার্শ্বস্থ হইলে যমজ এবং যে গর্ভ উদর-মধ্যগত হয়, তাহা নপুংসক বলিয়া জ্ঞাতব্য। ২৪। কেন্দ্র বা ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকিলে, চন্দ্র ও লগ্ন শুভগ্রহযুক্ত হইলে, পাপগ্রহগণ তৃতীয়, একাদশ বা ষষ্ঠগত হইলে, সেই সময়ে রমণীসঙ্গম করিতে হয়। ২৫। পুরুষ ঋতুসময়ে স্ত্রীলোকের অঙ্গ সকল কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নখ বা দন্ত দ্বারা বিক্ষত করিবে না। ঋতু ষোড়শ দিবস-ব্যাপী; তন্মধ্যে প্রথম নিশা-ত্রিতয় সেই ঋতুমতী-স্ত্রীতে গমন করিবে না। ২৬।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

শয্যাসনলক্ষণ।

যাহা দ্বারা সর্ব্বকালে সকলের উপযোগ প্রাপ্ত হয়, এই শাস্ত্র তদুদ্দেশ্য-জ্ঞাপক। এই জন্য ইহাতে রাজগণের শয়নাসনলক্ষণ বলিব। ১। অসন, স্পন্দন, চন্দন, হরিদ্র, দেবদারু, তিন্দুকী, শাল, কাশ্মরী, অঞ্জন, পদ্মক, শাক বা শিংশপা বৃক্ষ ইহাতে শুভপ্রদ হয়। ২। যে বৃক্ষ অশনি, জল, বায়ু বা হস্তিকর্ত্তৃক নিপাতিত; যাহাতে মধুমক্ষিকা বা বিহঙ্গের নিলয় আছে; যাহা চৈত্য, শ্মশান ও পথে উৎপন্ন; যাহা উর্দ্ধশুষ্কবল্লী-বেষ্টিত; যে সকল বৃক্ষ কণ্টকী; যাহারা মহানদীর সঙ্গমস্থানে বা দেব-মন্দিরে জাত এবং যাহারা কর্ত্তিত হইলে পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে পতিত হয়, সেই বৃক্ষ সকল শয্যাসনবিষয়ে শুভপ্রদ নহে। ৩।৪। প্রতিষিদ্ধ বৃক্ষনির্ম্মিত শয়ন ও আসন ব্যবহার করিলে, কুলবিনাশ হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যাধিভয়, ব্যয় এবং কলহ প্রভৃতি অনেকবিধ অনর্থ

হয়। ৫। বৃক্ষ যদি পূর্ব্বছিন্ন হয়, তবে আরম্ভে (গঠনকালে) তাহা পরীক্ষণীয়। যদি তাহাতে কোন কুমার আরোহণ করে, তবে তাহা পুত্র ও পশুপ্রদ হইবে। ৬। আরম্ভকালে শ্বেতপুষ্প, মত্তহস্তী, দধি, অক্ষত, পূর্ণকুম্ভ ও রত্ন সকল এবং অন্য মঙ্গল্য-দ্রব্য সকল দর্শন করিলে, শুভকর হইবে। ৭। তুষবিহীন যবের অষ্টোদর পরিমাণে এক অঙ্গুলি হইবে, ইহার নাম কর্ম্মাঙ্গুল। সেইরূপ শতাঙ্গুলি প্রমাণ মহতী শয্যা নৃপগণের জয়ের কারণ হয়। ৮। রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি ও পুরোহিতদিগের শয্যা যথাক্রমে ৯০ নবতি, ৮৪ চতুরশীতি, ৭৮ অষ্টসপ্ততি ও ৭২ দ্বিসপ্ততি সংখ্যক অঙ্গুলি প্রমাণ হইবে। ৯। বিষ্কম্ভ (কীলক) ইহার অৰ্দ্ধেক হইতে অষ্টাংশ প্রমাণে কম হইবে। দৈর্ঘ্যের একতৃতীয়াংশ তুল্য কুক্ষি ও শীর্ষের সহিত পাদোচ্ছ্রায় অর্থাৎ উন্নতি হইবে, ইহা বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ১০। যে সকল পর্য্যঙ্ক শ্রীপর্ণী বা তিন্দুকসার দ্বারা নির্ম্মিত, সেই পর্য্যঙ্ক ধনদান করে এবং অসন বৃক্ষজাত শয্যা রোগহর হয়। ১১। যে পর্য্যঙ্ক কেবল শিংশপা কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা বহুবিধ বৃদ্ধিকর হয়। চন্দনময় পর্য্যঙ্ক রিপুনাশক এবং ধর্ম্ম, যশঃ ও দীর্ঘ-জীবন প্রদান করে। ১২। যে পর্য্যঙ্ক পদ্মকনির্ম্মিত, তাহা দীর্ঘায়ুঃ, শ্রী, শ্রুত ও বিত্ত প্রদান করে। শাল বা শাক নির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক কল্যাণকর হয়। ১৩। নৃপতি কেবল চন্দন-রচিত, স্বর্ণাচ্ছাদিত ও বিচিত্র রত্নযুক্ত পর্য্যঙ্কে অধ্যাসীন হইলে দেবতাগণও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ১৪। তিন্দুকী, শিংশপা, শ্রীপর্ণী, দেবদারু ও অসন বৃক্ষ অন্যের সহিত সমাযুক্ত না হইলে শুভফলপ্রদ হয়। ১৫। শাক এবং শালকাষ্ঠ, পরস্পর সংযুত বা পৃথক্ হইলেও শুভফলপ্রদ হয়; সেইরূপ হরিদ্রক ও কদম্বকাষ্ঠ, সংযুক্ত অথবা পৃথক্ হইলেও প্রশস্ত ফলপ্রদ হয়। ১৬। স্পন্দনরচিত সর্ব্বপ্রকার পর্য্যঙ্কই শুভপ্রদ নহে। আম্রনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক প্রাণের হিংসা করিয়া থাকে। অসন, অন্য কাষ্ঠ-সহিত সংযুক্ত হইলে, শীঘ্র বহুদোষ উৎপাদন করে। ১৭। আম্র, স্পন্দন ও চন্দন বৃক্ষ সকলের সংযোগে স্পন্দন দ্বারা শুভপাদ-চতুষ্টয় এবং অবশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলতরু

দ্বারা শয়ন ও আসন প্রস্তুত হইলে, ইষ্ট ফললাভ হয়। ১৮। উক্ত সর্ব্বপ্রকার তরুগণের সহিত গজদন্ত-সংযোগ প্রশস্ত হয়। প্রশস্ত গজদন্ত দ্বারা তাহার অলঙ্কার-বিধি সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। ১৯। গজদন্তের মূলে পরিধিপরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ মূল হইতে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগে সমস্ত রচনা করিবে। কিন্তু অনূপচর (জলপ্রায়দেশচর) হস্তীর পক্ষে উহার কিঞ্চিদধিক এবং গিরিচারি-হস্তিগণের বিষয়ে কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিত্যাজ্য। ২০। হস্তিদন্তচ্ছেদে শ্রীবৎস, বর্দ্ধমান, ছত্র, ধ্বজ ও চামরের অনুরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে আরোগ্য, বিজয়, ধনবৃদ্ধি ও সৌখ্য হইয়া থাকে। ২১। প্রহরণসদৃশ চিহ্ন হইলে জয়, নন্দ্যাবর্ত্ত হইলে প্রনষ্টদেশপ্রাপ্তি এবং লোষ্ট্রসদৃশ হইলে লব্ধপূর্ব্ব দেশের সংপ্রাপ্তি হয়। ২২। চিহ্ন স্ত্রীরূপ হইলে স্বীয় বিনাশ, ভৃঙ্গারসদৃশ চিহ্ন অভ্যুত্থিত হইলে পুত্রোৎপত্তি, কুম্ভচিহ্নে রত্নপ্রাপ্তি এবং দণ্ডচিহ্নে যাত্রাবিঘ্ন হইয়া থাকে। ২৩। কৃকলাস, কপি বা ভুজঙ্গসদৃশ চিহ্ন হইলে দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং রিপুবশত্ব হয়। গৃধ্র, উলূক, ধাঙ্ক্ষ বা শ্যেনসদৃশ চিহ্ন হইলে জনমরক হইয়া থাকে। ২৪। গজদন্তচ্ছেদে পাশ অথবা কবন্ধাকৃতি চিহ্ন হইলে নৃপতির মৃত্যু, রক্তস্রাব হইলে জনগণের বিপৎ এবং কৃষ্ণ, শ্যাব (কৃষ্ণ-পীতমিশ্র), রূক্ষ ও দুর্গন্ধ, হইলে অশুভকর হয়। ২৫। ছেদ শুক্ল, সম, সুগন্ধি বা স্নিগ্ধ হইলে শুভাবহ হয়। ইহা আসনের পক্ষে জানিবে। আসনের পক্ষে যে শুভকর ও অশুভকর ছেদ সকল কথিত হইল, তাহা শয্যা-বিষয়েও ফলপ্রদ হয়। ২৬। ঈষাযোগে * প্রদক্ষিণাগ্র প্রশস্ত, ইহা আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত হইয়াছে এবং এতদ্‌বিপরীত বা একদিগগ্র হইলে, ভূতসঞ্জনিত ভয় হয়। ২৭। শয্যা বা আসনের একটী পাদ (পায়া) কাষ্ঠ নিম্নমস্তক হইলে পাদবৈকল্য, দুইটীতে অন্নাজীর্ণতা, ত্রি ও চারি পাদ অধোমুখ হইলে ক্লেশ, বধ ও বন্ধন হইয়া থাকে। ২৮। পাদের গ্রন্থি শুষির (সগর্ত্ত) বা বিবর্ণ হইয়া শীর্ষগত হইলে ব্যাধি হয়।

* একখানির মূল ও অপর খানির প্রান্তভাগ; এই দুইয়ের যোগকে ঈষা-যোগ কহে।

পাদগ্রন্থিতে কোষ্ঠের কুম্ভ থাকিলে তাহাতে উদররোগ হয় ।২৯। কুম্ভের অধঃস্থিত কাষ্ঠভাগই জঙ্ঘা। তাহাতে পাদ রচিত হইলে জঙ্ঘা-দ্বয়ের ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে এবং জঙ্ঘার; নিম্নদেশকে আধার কহে; তাহাতে পাদরচিত হইলে দ্রব্যের ক্ষয়কারী হয়।৩০। কাষ্ঠের খুরদেশে যে গ্রন্থি থাকে, তাহা খুরিগণের পীড়ার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঈষা ও শীর্ষদেশ ত্রিভাগ-সংস্থিত হইলে শুভকর হয় না। নিষ্কুট, কোলাক্ষ, শূকরনয়ন, বৎসনাভ, কালক এবং ধুন্ধুক; এই ছিদ্রনাম সংক্ষেপে কথিত হইল।৩২। ছিদ্রের মধ্যে ঘটবৎ শুষির (গর্ত্ত) ও আস্যে সঙ্কট অর্থাৎ কম থাকিলে নিষ্কুট নামক ছিদ্র এবং নিষ্পাব বা মাষ মাত্র অথচ নীলবর্ণ ছিদ্রই কোলাক্ষ ছিদ্র বলিয়া উক্ত হয়।৩৩। বিষম, বিবর্ণ, অধ্যর্দ্ধও পর্ব্বদীর্ঘ-পরিমাণে ব্যাপ্ত ছিদ্র শূকরনয়ন এবং পর্ব্বপরিমিত, বামাবর্ত্ত ছিদ্র বৎসনাভ নামে খ্যাত।৩৪। কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র কালক নামে এবং যাহা বিশেষরূপে নির্ভিন্ন, তাহা ধুন্ধুক নামে অভিহিত হয়। কিন্তু দারুর সহিত সমান বর্ণ-বিশিষ্ট ছিদ্রে সম্যক্‌রূপে অশুভ উদ্দিষ্ট হয় না।৩৫। নিষ্কুটসংজ্ঞক ছিদ্র থাকিলে দ্রব্যক্ষয়, কোলেক্ষণে কুলধ্বংস, শূকরক ছিদ্রে শস্ত্রভয় ও বৎসনাভ নামক ছিদ্রে রোগভয় হয় এবং কীটবিদ্ধ হইয়া কালক ও ধুন্ধুকসংজ্ঞক ছিদ্র হইলে শুভপ্রদ হয় না, আর গ্রন্থিপ্রচুর সর্ব্বপ্রকার দারু-সর্ব্বত্রই শুভপ্রদ হয় না।৩৬।৩৭। একদ্রুম-নির্ম্মিত শয়নাসন ধন্য, বৃক্ষদ্বয়-নির্ম্মিত শয্যাসন ধন্যতর, বৃক্ষত্রয়-নির্ম্মিত হইলে পুত্র-বৃদ্ধিকর, বৃক্ষচতুষ্টয়-নির্ম্মিত হইলে উত্তম অর্থ ও যশ, পঞ্চ বনস্পতি-রচিত পর্য্যঙ্কে যে শয়ন করে, সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ষট্, সপ্ত বা অষ্ট সংখ্যক তরুগণের কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিলে কুলবিনাশ হয়।৩৮।৩৯।

একোনাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

বজ্রপরীক্ষা।

শুভ রত্ন ধারণ করিলে রাজাদিগের শুভ হয়, অশুভ রত্ন ধারণ করিলে অশুভ হয়; এই জন্যই রত্নজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রত্নাশ্রিত দৈব সকল পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ১। হস্তী, অশ্ব ও বনিতা প্রভৃতি সকল পদার্থেই স্বীয় স্বীয় গুণবিশেষে রত্ন শব্দের প্রয়োগ হয় বটে, (যথা গজ-রত্ন, অশ্বরত্ন, রমণীরত্ন ইত্যাদি) কিন্তু এই স্থলে রত্ন শব্দে হীরকাদি প্রস্তর-খণ্ডেরই অধিকার। কাহার মতে বল নামক দৈত্য হইতেই রত্নের উৎপত্তি, কেহ বলেন, দধীচি মুনির অস্থি হইতে রত্ন সকল জন্মিয়াছে এবং কেহ বলেন, মৃত্তিকার স্বভাবেই রত্ন সকলের বৈচিত্র্য উৎপন্ন হই-য়াছে। বজ্র, ইন্দ্রনীল, মরকত, কর্কেতন, পদ্মরাগ, রুধির, বৈদূর্য্য, পুলক, বিমলক, রাজমণি, স্ফটিক, চন্দ্রকান্ত, সৌগন্ধিক, গোমেদক, শঙ্খ, মহানীল, পুষ্পরাগ, ব্রহ্মমণি, জ্যোতীরস, শস্যক, মুক্তা ও প্রবাল; এই সমস্তকে রত্ন কহে। ৪।৫। বেণানদীর তটেই বিশুদ্ধ হীরক উৎপন্ন হয়। যে বজ্র শিরীষপুষ্পোপম, তাহা কোশল দেশজাত; আর যে হীরক ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তাহা সৌরাষ্ট্রদেশজাত; কৃষ্ণবর্ণ হীরকই শৌর্পারক নামে বিখ্যাত। ৬। হিমালয় পর্ব্বতে যে হীরক জন্মে, তাহা ঈষৎ তাম্রবর্ণ হয়, বল্লীপুষ্প সদৃশ হীরকই মতঙ্গজ নামে বিখ্যাত, ঈষৎ পীতবর্ণ হীরক কলিঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়, আর পৌণ্ড্রদেশে যে রত্ন জন্মায়, তাহা শ্যামবর্ণ। যে হীরক ষট্‌কোণ বিশিষ্ট, তাহা ইন্দ্র-দৈবত; শুক্লবর্ণ হীরক যমদৈবত; সর্পমুখাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ বা কদলী-কাণ্ডের ন্যায় বজ্র বিষ্ণুদৈবত। এই সকলের দেবতা ও আকারের বিষয় কথিত হইল। ৮। স্ত্রীলোকের গুহ্য সদৃশ বজ্র বারুণ; ইহা কর্ণিকার পুষ্পের তুল্যও হয়। শৃঙ্গাটক সদৃশ বা ব্যাঘ্রলোচন তুল্য হীরকের দেবতা অগ্নি। ৯। অশোকপুষ্পের ন্যায় বর্ণযুক্ত বা যবতুল্য বজ্র সকল

বায়ব্য নামে অভিহিত হয়। ১০। স্রোত, খনি ও প্রকীর্ণকভেদে আকরের ভেদ তিন প্রকার। রক্ত ও পীতবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়গণের শুভপ্রদ। শুক্লবর্ণ বজ্র ব্রাহ্মণদিগের শুভাবহ। শিরীষবর্ণাভ বজ্র বৈশ্যদিগের শুভপ্রদ এবং অসি তুল্য বজ্রই শূদ্রদিগের পক্ষে শুভফল প্রসব করে। ১১। আটটী শ্বেতসর্ষপে এক তণ্ডুল হয়। যে হীরক কুড়িটী তণ্ডুল দ্বারা তুলিত হয়, তাহার অর্থাৎ কুড়ি তণ্ডুল পরিমিত হীরকের মূল্য দুই লক্ষ টাকা এই তণ্ডুলের দুই দুই করিয়া হীন হইলে অর্থাৎ ১৮।১৬ ১৪ ইত্যাদি হইলে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত মূল্যের পাদ, ত্র্যংশ, অর্দ্ধ, ত্রিভাগযুক্ত পঞ্চাংশ, ষোড়শাংশ, পঞ্চবিংশাংশ, শতাংশ ও সহস্রাংশ মূল্য হইবে। ১২।১৩। যে হীরক কোন দ্রব্যেই ভিন্ন হয় না, সামান্য জলেও কিরণের ন্যায় নিমগ্ন হয়, স্নিগ্ধ এবং বিদ্যুৎ, অগ্নি বা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহাই হিতকর। ১৪। যে হীরকে কাকপদ, মক্ষিকা, কেশ, ধাতুযুক্ত চিহ্ন থাকে, অথবা শর্করাবিদ্ধ হয়, যাহার কোণ সকলে দুই গাছি সূত্র থাকে ; যাহা দিগ্ধ, মলিন, ত্রস্ত বা বিশীর্ণ ; সেই হীরক শুভপ্রদ নহে। কিংবা যে হীরক বুদ্‌বুদের ন্যায়, দলিতাগ্র চিপিটক তুল্য বা বাসীফলের ন্যায় দীর্ঘ, সেই হীরকও শুভপ্রদ নহে। এই সকল চিহ্নযুক্ত হীরকের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অষ্টম ভাগ করিয়া হীন হইবে। অর্থাৎ প্রথমোক্ত চিহ্ন কাকপদযুক্ত হীরকের যে মূল্য হইবে, মক্ষিকা চিহ্নযুক্ত হীরকের মূল্য তদপেক্ষা অষ্টমভাগ হীন হইবে। ১৫ ১৬। হীরক-তত্ত্বজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পুত্রার্থিনী রমণীগণের পক্ষে সামান্য মাত্রও হীরক ধারণ করা উচিত নহে। শৃঙ্গাটক, ত্রিপুট, ধান্য বা শ্রোণী সদৃশ হীরক ধারণ, পুত্রার্থিনী রমণীগণের পক্ষে শুভাবহ। ১৭। অনিষ্টলক্ষণাক্রান্ত হীরক ধারণ করিলে, রাজগণের আত্মীয়, ধন এবং প্রাণের হানি হয় ; আর শুভলক্ষণ হীরক ধারণ করিলে বজ্রভয়, বিষ ও শত্রু নাশ হয় এবং অত্যন্ত ভোগ বৃদ্ধি হয়। ১৮।

অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতমং অধ্যায়।

মুক্তাফলপরীক্ষা।

হস্তী, ভুজঙ্গ, শুক্তি, শঙ্খ, অভ্র, বেণু, তিমি ও শূকর হইতে মুক্তা-ফল সকল প্রসূত (উৎপন্ন) হয়; তাহাদিগের মধ্যে শুক্তিজাত মুক্তাই অত্যন্ত সাধু (প্রশস্ত) হয়। ১। সিংহলক, পারলৌকিক, সৌরাষ্ট্রক, তাম্রপর্ণি, পারশব, কৌবের, পাণ্ড্য-বাটক ও হৈম; এই অষ্টস্থান মুক্তার আকর। ২। বহুসংস্থান (বিবিধাকৃতি), স্নিগ্ধ, হংসের ন্যায় অভাযুক্ত ও স্থূল মুক্তা সকল সিংহলদেশজাত। ঈষৎ তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণাভাহীন শ্বেতবর্ণ, মুক্তাফল তাম্র নামে প্রসিদ্ধ। ৩। কৃষ্ণ-বর্ণ, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, শর্করা সমন্বিত ও বিষম মুক্তা পার-লৌকিক নামে প্রসিদ্ধ এবং স্থূলও নহে অতি অল্পাকারও নহে অথচ নবনীসদৃশ প্রভাযুক্ত মুক্তা সৌরাষ্ট্র নামে খ্যাত। ৪। জ্যোতিষ্মান্, শুভ্রবর্ণ, গুরু, অত্যন্ত মহাগুণসম্পন্ন মুক্তাফল পারশব এবং লঘু, জর্জ্জর, দধি সদৃশ প্রভাযুক্ত, বৃহৎ এবং বিসদৃশাকৃতি মুক্তা হৈম নামে আখ্যাত হয়। ৫। কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, বিষম, লঘু ও প্রমাণ-তেজস্বী মুক্তাফল কৌবের নামে খ্যাত এবং পাণ্ড্য-বাট জাত মুক্তাফল নিম্বফল, ত্রিপুট ও ধান্যকচূর্ণ সদৃশ হইয়া থাকে। ৬। বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুদৈবত মুক্তা অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, ঐন্দ্র মুক্তা শশাঙ্ক সদৃশ, বারুণ মুক্তা হরিতালের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং যমদৈবত মুক্তা অসিতবর্ণ হয়। ৭। বায়ুদৈবত মুক্তাফল দাড়িমগুলিকা, গুঞ্জা ও তাম্রের ন্যায় পরিণতবর্ণ এবং আগ্নেয় মুক্তাফল নির্দ্ধূম অনল ও কমলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ৮। মাষক-চতুষ্টয় তুলিত, তেজঃ এবং গুণযুক্ত একটী মুক্তাফলের মূল্য একশত গুণিত ত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষ-পণ (৫৩০০)। ৯। অর্দ্ধ মাষকহানি অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ হইতে অর্দ্ধমাষা করিয়া কম বা বেশী হইলে, মুক্তার মূল্য যথাক্রমে

দ্বাত্রিংশৎ, বিংশতি, ত্রয়োদশ, অষ্টশত এবং ত্রিশতত্রিপঞ্চাশৎ কার্ষাপণ কম বা বেশী হইবে। ১০। চারি কৃষ্ণল (গুঞ্জা) তুলিত মুক্তা পঞ্চত্রিংশংশত নবতি কার্ষাপণ মূল্য বিশিষ্ট এবং সার্দ্ধ ত্রিগুঞ্জা তুলিত মুক্তাফলের মূল্য সপ্ততি কার্ষাপণ হইবে। ১১। গুঞ্জাত্রয়তুলিত গুণযুত মুক্তার মূল্য ৫০ পঞ্চাশৎ রূপক এবং গুঞ্জার্দ্ধহীন মুক্তাত্রয়ের মূল্য ৩৫ পঞ্চত্রিংশৎ রূপক হইবে। ১২। এক পলের দশভাগকে ধরণ কহে, তৎতুলিত ত্রয়োদশ মুক্তার মূল্য ৩২৫ ত্রিশতাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রূপক মুদ্রা হইবে। ১৩। উক্ত তোলনে ষোড়শ সংখ্যক মুক্তা হইলে দ্বিশত (২০০), বিংশতি সংখ্যক হইলে একশতাধিক সপ্ততি (১৭০) এবং পঞ্চবিংশতি সংখ্যক হইলে একশতাধিক ত্রিশৎ (১৩০) রূপক মূল্য হইবে। উক্ত তোলনে ত্রিংশৎ সংখ্যক হইলে মূল্য সপ্ততি (৭০) সংখ্যক রূপক, চত্বারিংশৎ সংখ্যক হইলে পঞ্চাশৎ (৫০) রূপক, ষষ্টি সংখ্যক বা পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যক মুক্তা হইলে চত্বারিংশৎ (৪০) সংখ্যক রূপক মূল্য হইবে। ১৪। ১৫। উক্ত তোলনে অশীতিসংখ্যক মুক্তার মূল্য ত্রিংশৎ রূপক ও শতসংখ্যক হইলে পঞ্চবিংশতি রূপক হইবে এবং দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত বা পঞ্চশত সংখ্যক হইলে যথাক্রমে তাহাদের দ্বাদশ, ষট্, পঞ্চ ও ত্রি সংখ্যক রূপক মূল্য হইবে। ১৬। পিক্কা, পিচ্চা অর্ঘার্দ্ধ, রবক ও সিক্থ, এই সকল সংজ্ঞা ত্রয়োদশ অবধি অশীতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হইবে। তৎপরে নিগর ও চূর্ণ প্রভৃতি সংজ্ঞা হইয়া থাকে। ১৭। ধরণতুলিত গুণযুক্ত মুক্তার মূল্য এই কথিত হইল। ইহার মধ্যে হইলে, ত্রৈরাশিক দ্বারা হানি বৃদ্ধি অনুসারে, মূল্য নিরূপণ করিবে। ১৮। ঈষৎকৃষ্ণ, শ্বেতক, পীতক, তাম্রবর্ণ ও বিষম মুক্তাগণের ত্র্যংশ (একতৃতীয়াংশ) কম মূল্য হইবে এবং বিষম ও পীতবর্ণ হইলে মূল্য ষড়্‌ভাগার্দ্ধহীন হইবে। ১৯। রবি ও সোমবারে পুষ্যা ও শ্রবণানক্ষত্রে ঐরাবতকুল-জাত হস্তিগণের জন্ম হইলে এবং যে সকল ভদ্র হস্তী উত্তরায়ণকালে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগের দন্তকোষে ও কুম্ভে বৃহৎপ্রমাণ বহু সংস্থানসম্পন্ন প্রভাযুক্ত বহু মুক্তা জন্মিয়া থাকে। ২০। ২১।

ইহাদিগের অর্ঘ অথবা বেধ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহারা অতীব প্রভা-যুক্ত, মহাপবিত্র এবং ধৃত হইলে রাজগণের স্বত, বিজয় ও আরোগ্য-কর হয়। ২২। বরাহের দন্তমূলে চন্দ্রের কান্তি সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ও বহু গুণযুক্ত বারাহ মুক্তাফল এবং তিমি হইতে উৎপন্ন মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় দ্যুতিমান্ বহুগুণযুক্ত পবিত্র ও বৃহৎ মুক্তা তিমিজ নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ২৩। সপ্তম বায়ুস্কন্ধ হইতে ভ্রষ্ট ও তড়িৎ সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট বর্ষোপলবৎ মেঘসম্ভূত মুক্তাফল স্বর্গীয়-গণকর্ত্তৃক হৃত হইয়া থাকে। ২৪। তক্ষক এবং বাসুকি-বংশ-সম্ভূত কামগামী যে সকল পন্নগ আছে, তাহাদিগের ফণার অগ্রভাগে নীলদ্যুতিসম্পন্ন স্নিগ্ধ মুক্তা সকল উৎপন্ন হয়। ২৫। যে মুক্তা প্রশস্ত অবনিপ্রদেশে রজতময় পাত্রস্থিত হইলে অকস্মাৎ বৃষ্টি হয়, তাহা নাগসম্ভূত মুক্তা বলিয়া খ্যাত। ২৬। ভুজঙ্গজাত মুক্তা ধৃত ও অনিরূপিত-মূল্য হইলে নৃপতিগণের বিষ ও অলক্ষ্মী অপহরণ করে, শত্রুগণকে ক্ষয় করে, যশ বিকাশ করিয়া থাকে এবং বিজয়প্রদ হয়। ২৭। বেণুজাত মুক্তা কর্পূর স্ফটিকসদৃশ দীপ্তিময় চিপিটকাকার ও বিষম হয় এবং শঙ্খজাত মুক্তা চন্দ্র সদৃশ দীপ্তিমান, বৃত্তাকার, দীপ্তিশালী ও মনোহর হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। ২৮। শঙ্খ, তিমি, বেণু, বারণ, বরাহ, ভুজঙ্গ ও অভ্র হইতে জাত মুক্তা সকল বেধনীয় (ছিদ্র করিবার উপযুক্ত); কিন্তু অপরিমিত গুণশালী বলিয়া অর্ঘ (মূল্য) শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ২৯। এই সমস্ত মহাগুণান্বিত মুক্তাফল, রাজগণের স্বত, অর্থ, সৌভাগ্য ও যশঃসম্পাদক; রোগ-শোকাপহারক এবং ঈপ্সিত কামপ্রদ হয়। ৩০। অষ্টাধিক সহস্র সংখ্যক লতাযুক্ত চতুর্হস্ত পরিমাণে মুক্তামালা হইলে তাহা ইন্দ্রচ্ছন্দ নামে আখ্যাত হয়, ইহা দেবগণের ভূষণ। তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলে বিজয়চ্ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৩১। অষ্টাধিক শতসংখ্যক লতাযুক্ত বা একাশীতিসংখ্যক লতাযুক্ত হইলে দেবচ্ছন্দ হার হয়। চতুঃষষ্টিসংখ্যক লতাযুক্ত হইলে অর্দ্ধহার এবং চতুঃ-পঞ্চাশৎসংখ্যক হইলে, হার, রশ্মিকলাপ নামে আখ্যাত হয়। ৩২।

দ্বাত্রিংশৎ লতাযুক্ত হার গুচ্ছ নামক, বিংশতি লতাযুক্ত অর্দ্ধগুচ্ছ-সংজ্ঞক, ষোড়শ লতাবিশিষ্ট হার মাণবক নামক ও দ্বাদশলতাযুক্ত অর্দ্ধ-মাণবক নামক হার হয়। ৩৩। অষ্টসংখ্যক লতাযুক্ত হার মন্দির সংজ্ঞক, পঞ্চলতা হারফলক-সংজ্ঞক হইয়া থাকে এবং সপ্তবিংশতি মুক্তা দ্বারা হস্তপ্রমাণ মালা হইলে, তাহাকে নক্ষত্রমালা * বলিয়া থাকে। ৩৪। মুক্তামালা অন্তরমণি-সংযুক্ত হইলে মণিসোপান নামক এবং সুবর্ণগুলিকাযুক্ত চঞ্চলমধ্যমণি হইলে, তাহা চাটুকার নামে অভিহিত। ৩৫। যথেষ্টসংখ্যক মুক্তাযুক্তা, হস্তপ্রমাণা এবং বিশেষরূপ মধ্যমণিবিহীনা হইলে সেই মালা একাবলী এবং উহা মধ্যে মণি-সংযুক্ত হইলে যষ্টি নামে আখ্যাত হয়, ইহা ভূষণ-বিদগণ বলিয়াছেন। ৩৬।

একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

পদ্মরাগপরীক্ষা।

সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ ও স্ফটিক হইতে পদ্মরাগের জন্ম হয়। সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগ সকল ভ্রমর, অঞ্জন, পদ্ম ও জম্বুর সদৃশ দ্যুতি সম্পন্ন হয়। ১। কুরুবিন্দ-সম্ভূত পদ্মরাগ বহুলবর্ণযুক্ত, মন্দদ্যুতিসম্পন্ন ও ধাতু দ্বারা বিদ্ধ হয় এবং স্ফটিকজাত পদ্মরাগ বিবিধ বর্ণযুক্ত, দ্যুতি-মান্ ও বিশুদ্ধ হয়। ২। স্নিগ্ধ, প্রভানুলেপী, স্বচ্ছ, দ্যুতিমান্, গুরু, শুভাকৃতি, অন্তঃপ্রভ ও অতিরাগরঞ্জিত পদ্মরাগ সমস্তমণিশ্রেষ্ঠগুণযুক্ত হয়। ৩। কলুষ (মলিন), মন্দদ্যুতিযুক্ত, রেখাকীর্ণ, ধাতুযুক্ত, খণ্ডিত, দুর্ব্বিদ্ধ ও শর্করাযুক্ত হইলে পদ্মরাগ মনোহারী হয় না; ইহাই মণি-দোষ। ৪। ভ্রমর ও শিখিকণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, দীপশিখাসম প্রভা-

* ইহার নামান্তর বনমালা।

যুক্ত মণি ভুজঙ্গগণের মস্তকে জন্মায়; তাহা অনর্ঘেয় (অকর্ত্তব্যমূল্য) নামে খ্যাত। ৫। যে নরপতি উক্ত অনর্ঘেয় মণি ধারণ করেন, তাঁহার কখনও বিষ বা রোগকৃত দোষ হইতে পারে না। সেই মণির প্রভাবে দেবতাগণ তাঁহার রাজ্যে নিত্য বর্ষণ করেন এবং তাহার শত্রুনাশ হয়। ৬। প্রত্যেক পলপ্রমাণ মণির মূল্য ষড়্‌বিংশতি সহস্র এবং কর্ষত্রয় পদ্মরাগের বিংশতি সহস্র মুদ্রা মূল্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ৭। অর্দ্ধপল দ্বাদশ, কর্ষ পরিমিত পদ্মরাগমণির মূল্য ষট্‌ সহস্র এবং অষ্টমাষক-তুলিত পদ্মরাগের সহস্রত্রয় মুদ্রা মূল্য হইবে। ৮। মাষক-চতুষ্টয়-তুলিত পদ্ম-রাগের মূল্য দশশত এবং দ্বিমাষক-তুলিতের পঞ্চশত মুদ্রা মূল্য হইবে। গুণের আধিক্য ও হীনতা অনুসারে তন্মধ্যবর্ত্তী মণির মূল্য পরিকল্পনা করিবে। ৯। ন্যূনবর্ণবিশিষ্ট হইলে পদ্মরাগের মূল্যের অর্দ্ধেক, তেজো-হীনের মূল্য অষ্টাংশ এবং অল্পগুণ ও বাহুদোষযুক্ত হইলে মূল্যের বিংশাংশ মূল্য হইবে। ১০। ঈষৎ ধূম্রবর্ণ, ব্রণবহুল, স্বল্প গুণযুক্ত পদ্মরাগ বিংশতিভাগের এক ভাগ মূল্য প্রাপ্ত হইবে, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। ১১।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

—:০:—

মরকতপরীক্ষা।

শুক, বংশপত্র, কদলী ও শিরীষ-কুসুম সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, গুণান্বিত মরকত সুর-পিতৃকার্য্যে বিধৃত হইলে মনুষ্যগণের অতীব শুভপ্রদ হয়। ১।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

দীপলক্ষণ।

বামাবর্ত্ত, মলিনকিরণ, স্ফুলিঙ্গ সমন্বিত ও অল্পমূর্ত্তি দীপ, বিমল স্নেহ (তৈল) ও বর্ত্তিকান্বিত হইলেও শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হইবে। যে দীপ কম্পমান ও শব্দবান্ হয়, তাহা বিশেষরূপে আকীর্ণশিখ হইলেও শলভ বা মরুৎ বিহীন হইয়া শীঘ্র নাশপ্রাপ্ত হয়; ইহা পাপফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ১। দীপ যদি সংহতমূর্ত্তি, আয়ততনু, কম্পনহীন, দীপ্তিমান্, নিঃশব্দ, সুন্দর, প্রদক্ষিণগতি (দক্ষিণপার্শ্বাভিমুখগতি), বৈদূর্য্য ও স্বর্ণ সদৃশ দ্যুতিময় এবং যে রুচির ও উদ্যত হইয়া দীপ্তি পায়, সেই দীপ শীঘ্র লক্ষ্মীর অভিগমন প্রকাশ করিয়া থাকে; অবশিষ্ট লক্ষণ সকল অগ্নিলক্ষণ হইতে যথাযুক্তি যোগ করিয়া ফল প্রকাশ করিবে। ২।

চতুরশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

দন্তকাষ্ঠ-লক্ষণ।

বল্লী, লতা, গুল্ম ও তরুগণের প্রভেদ হেতু সহস্র প্রকার দন্তকাষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহা দ্বারা যে সকল ফল কথনীয় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধী প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃত না করিয়া কেবল কামিক (পর্য্যাপ্ত ইষ্ট ফল সকল) বলিব। ১। অজ্ঞাতপূর্ব্ব কাষ্ঠের বা পত্রসমন্বিত, যুগ্মপর্ব্ব, পাটিত, উর্দ্ধশুষ্ক, ত্বক্-বিহীন দন্তকাষ্ঠ সকল দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। ২। বৈকঙ্কত, শ্রীফল ও কাশ্মরী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে ব্রহ্ম-

সম্বন্ধিনী দ্যুতি হয়; ক্ষেমতর বৃক্ষে উত্তমা ভার্য্যাপ্রাপ্তি; বটবৃক্ষজাত-দন্তকাষ্ঠে বৃদ্ধি; অর্কবৃক্ষে প্রচুর তেজোবৃদ্ধি, মধুকে পুত্রলাভ এবং ককুভবৃক্ষজাত দন্তকাষ্ঠিকাতে প্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে। ৩। শিরীষ ও করঞ্জে দন্তকাষ্ঠ হইলে লক্ষ্মী; প্লক্ষে সম্যক্রূপে অভীপ্সিত অর্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে এবং জাতিবৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে মনুষ্যের মান্যত্ব প্রাপ্তি হয় আর অশ্বত্থ বৃক্ষে প্রাধান্য লাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪। বদরী ও বৃহতী বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে আরোগ্য ও আয়ুঃ, বিল্ব ও খদির বৃক্ষে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি এবং অতিমুক্তকে চেষ্টিতদ্রব্য সকল লাভ হইয়া থাকে; আর কদম্ব বৃক্ষেও সেই সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৫। নিম্বে দন্তকাষ্ঠ হইলে অর্থপ্রাপ্তি, করবীরে অন্নলাভ এবং ভাণ্ডীর বৃক্ষে এই সমস্ত প্রভূত পরিমাণে হইয়া থাকে। শমীতে হইলে শত্রুগণের অপহনন এবং শমী ও অর্জ্জুনে দ্বেষকারিগণের বিনাশ হইয়া থাকে। ৬। শাল ও অশ্বকর্ণ বৃক্ষে এবং ভদ্রদারু ও আটরূষক বৃক্ষে দন্তকাষ্ঠ হইলে গৌরব প্রকাশ করে আর প্রিয়ঙ্গু, অপামার্গ, জম্বু ও দাড়িম বৃক্ষ দ্বারা দন্তকাষ্ঠ প্রণীত হইলে মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকারে প্রিয়তাপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৭। উত্তরমুখ অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া যথেষ্ট জলপ্রধান কামনা-হৃদয়ে নিবেশপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া অনিন্দ্য দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে। পরে তাহা প্রক্ষালন করিয়া শুচি প্রদেশে পরিত্যাগ করিবে। ৮। উক্ত দন্তকাষ্ঠ প্রশান্ত-দিক্স্থিত, অভিমুখ-পতিত হইলে শুভকর ও ঊর্দ্ধে সংস্থিত হইলে অতিশুভকর হয়। ইহার অন্যথা হইলে অশুভকর বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐরূপ স্থিত বা পতিত হইলে মৃষ্ট অন্ন প্রদান করে। ৯।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

শাকুন—মিশ্রকলাধ্যায়।

শুক্র, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কপিষ্ঠল ও গরুড়ের মতে ঋষভ যাহা ভাগুরি ও দেবলের নিকট বলিয়াছেন; ভরদ্বাজের মত দর্শন করিয়া মহারাজাধিরাজ আবন্তিক নৃপ শ্রীদ্রব্যবর্দ্ধন যাহা বলিয়াছেন এবং প্রাকৃত ও সংস্কৃত বিরচিত সপ্তর্ষিগণের মত গর্গ প্রভৃতি বহু যাত্রাকারগণ কর্ত্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দর্শন করিয়া বরাহমিহির শিষ্যগণের প্রীতি-সম্পাদনার্থ উত্তম জ্ঞানযুক্ত সর্ব্বশাকুন-সংগ্রহ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১—৪। পুরুষগণের জন্মান্তরকৃত যে শুভাশুভ কর্ম্ম, গমনকালে পক্ষী প্রভৃতি সেই কর্ম্মের পাক প্রকাশ করিয়া থাকে; ইহাই শাকুন। ৫। গ্রাম্য, অরণ্যচর, জলচর, ভূচর, ব্যোমচর, দিবাচর, নিশাচর ও উভচর শাকুনগণের রব, গতি, দৃষ্টি ও উক্তিতে স্ত্রী, পুরুষ ও ক্লীব সকল গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ৬। পৃথক্‌জাতি এবং অনবস্থান হেতু শাকুনের মধ্যে কে পুরুষ, কে স্ত্রী বা কে নপুংসক, ইহার প্রকাশ দৃষ্ট হয় না; সুতরাং ইহাতে সামান্য লক্ষণ উদ্দেশ করিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই শ্লোকদ্বয় রচিত হইয়াছে;—"যে শকুন পীন (স্থুল), উন্নত এবং উদ্ধৃত-স্কন্ধদেশসম্পন্ন, বিশালগ্রীব, সুবক্ষাঃ, ঈষদ্‌গম্ভীর-স্বরসম্পন্ন ও স্থির-বিক্রম; তাহারা পুরুষ। বক্ষঃ, মস্তক এবং গ্রীবা কশ; মুখ, পদ ও বিক্রম সূক্ষ্ম; বাক্য সকল প্রসক্ত ও মৃদু হইলে শকুনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং ইহার অন্যথা হইলে উহা নপুংসক বলিয়া গ্রাহ্য হইবে"। ৭—৯। কোন্ শকুন গ্রাম্য, কোন্ শকুন আরণ্য, তাহা লোকব্যবহারে জ্ঞাপিত হইবে। আমি সংক্ষেপকর্ত্তা, কাজেই যাত্রা-মাত্র-প্রয়োজনের বিষয় বলিব। ১০। পথে আত্মাকে, সৈন্যে নৃপকে, পুরে দেবতাকে এবং বাণিজ্যে প্রধান সাম্য উদ্দেশ করিয়া জাতি, বিদ্যা ও বয়ঃসম্বন্ধে আধিক্য লাভ হয়। ১১। সূর্য্যকর্ত্তৃক মুক্ত, প্রাপ্ত ও এষ্য দিক্‌ক্ সল

যথাক্রমে অঙ্গারিণী, দীপ্তা ও ধূমিতা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন দিক্ সকল শান্তা নামে অভিহিত, ইহার ফলও ঐরূপ *। ১২। তাহার পঞ্চম দিক্ সকলের শুভাশুভ ফল সকল সর্ব্বকালেই তুল্যত্ব প্রদান করে। আর অবশিষ্ট দিগ্ দ্বয়ের আসন্ন শুভাশুভ ফল কথনীয়। ১৩। আর আসন্ন নিম্নস্থ দ্বারা শীঘ্র এবং উন্নত দূরগত দ্বারা বিলম্ব সকল স্থান বৃদ্ধি ও উপঘাত হেতু সেইরূপ ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৪। ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, বায়ু এবং সূর্য্য দ্বারা যথোত্তরে দৈবদীপ্ত নামে উক্ত হয়। গতি, স্থান, ভাব, স্বর ও বিচেষ্টিত দ্বারা যথাক্রমে ক্রিয়াদীপ্ত হয়। উক্ত দশ প্রকারে তৃণফলাশন শকুন সৌম্য ও প্রশান্ত। মাংসামেধ্যাশন শকুন রৌদ্র এবং অন্নাশন শকুন বিমিশ্র নামে খ্যাত হয়। ১৫।১৬। হর্ম্ম্য, প্রাসাদ, মঙ্গল্যদ্রব্য বা মনোজ্ঞস্থান-সংস্থিত হইলে বা মধু, রস, ক্ষীর, ফল, পুষ্প-সমন্বিত বৃক্ষে অবস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠ হয়। ১৭। দিবা ও নিশাচরগণ স্বকালে গিরি-তোয় স্থিত হইলে, বলবান্ হয়। ইহাদিগের মধ্যে ক্লীব, স্ত্রী ও পুরুষ যথাক্রমে বলীয়ান্ হইয়া থাকে। ১৮। জব (গতি), জাতি, বল, স্থান, হর্ষ, সত্ত্ব ও স্বরান্বিত হইলে বা স্বস্থানে অনুলোমগত হইলে বল-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। ১৯। কুক্কুট, হস্তী, পিরিলী, শিখী, বঞ্জুল, ছিক্কর, সিংহনাদ ও কটপূবী শকুন সকল পূর্ব্বদিকে বলবান্। ২০। ক্রোষ্টু (শৃগাল) উলূক, হারীত (শুক), কাক, কোক, ঋক্ষ, পিঙ্গল, কপোত, রুদিত, ঈষৎক্রন্দিত ও ক্রূরশব্দ দক্ষিণদিকে বলবান্ হয়। ২১। পশ্চিমে গো, শশ, ক্রৌঞ্চ, লোমশ, হংস, কুরর, কপিঞ্জল, বিড়াল, উৎসব, বাদিত্র, গীত ও হাস্য; ইহারা বলবান্ এবং উত্তরদিকে শতপুত্র, কুরঙ্গ, আখু, মৃগ, একশফ, কোকিল, চাষ, শল্যক, পুণ্যাহ, শঙ্খ ও ঘণ্টা রব হইলে বলবান্ হইয়া থাকে। ২২।২৩। গ্রাম্য-শকুন অরণ্য-গত ও আরণ্য-শকুন গ্রামসংস্থিত হইলে তাহা অগ্রাহ্য এবং রাত্রিতে দিবাচর ও দিবাভাগে রাত্রিচর শকুন গ্রাহ্য হয় না। ২৪। দ্বন্দ্ব,

---

* ৫৩ অধ্যায় ১০৬ শ্লোক বা ১৬১ পত্রে নোট দেখ।

রোগপীড়িত, ত্রস্ত, কলহ ও আমিষাভিলাষী, নদী হইতে অন্তরিত ও মত্ত শকুনসমূহ কখন গ্রাহ্য নহে। ২৫। রোহিত, অজ, বালেয়, কুরঙ্গ, উষ্ট্র, মৃগ ও শশক শিশিরকালে অগ্রাহ্য এবং বসন্তে কাক ও কোকিল নিষ্ফল বলিয়া খ্যাত। ২৬। ভাদ্রপদমাসে শূকর, কুক্কুর, বৃক প্রভৃতি, শরৎকালে অব্জাদ, গো ও ক্রৌঞ্চ এবং শ্রাবণ মাসে হস্তী ও চাতক গ্রাহ্য নহে। ২৭। হেমন্তে ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, বানর, দ্বীপি, মহিষ, সর্প, বালক ও সমস্ত বিকৃত মনুষ্যগণ নিষ্ফল বলিয়া জ্ঞেয়। ২৮। পূর্ব্ব ও অগ্নিকোণের ত্রিভাগ মধ্যে প্রদক্ষিণক্রমে কোশাধ্যক্ষ, অনলাজীবী ও তপোযুক্ত ব্যবস্থিত আছেন। ২৯। দক্ষিণ ও অগ্নিকোণের মধ্যে, ত্রিভাগে শিল্পী, ভিক্ষু ও বিবস্ত্রা স্ত্রী এবং তাহার পর দিকে মাতঙ্গ, গোপ ও ধর্ম্মসমাশ্রয় (ধার্ম্মিকগণ) অবস্থান করেন। ৩০। পশ্চিম ও নৈঋতদিকের মধ্যে প্রমদা, সূতি ও তস্করগণ এবং বায়ব্যকোণে ও পশ্চিম মধ্যে শৌণ্ডিক, শাকুনিক ও হিংস্র সকল অবস্থান করে। ৩১। তৎপর দিকে বিষঘাতক, গো-স্বামী, কুহকজ্ঞগণ এবং তৎপরবর্ত্তী দিকে ধনবান্, ঈক্ষণিক (দৈবজ্ঞ) ও মালাকার অবস্থিত। বৈষ্ণব, চরক এবং অশ্বরক্ষকগণ তৎপরদিকে অবস্থান করেন। এইরূপে পূর্ব্বদিক্ প্রভৃতির সহিত দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ভেদ উদিত হয়। ৩২।৩৩। রাজপুত্র, নেতা, দূত, শ্রেষ্ঠী, চর, দ্বিজ ও গজাধ্যক্ষ সকল অষ্টদিকে এবং প্রদক্ষিণক্রমে ক্ষত্রিয়াদিগণ পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ৩৪। গমনশীল অথবা অবস্থানকারীর যেদিকে অবস্থিত হইয়া শকুন শব্দ করে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত দিক্‌চক্রজাত বস্তুর সহিত সমাগম কথিত হইয়া থাকে। ৩৫। ভিন্ন, ভৈরব, দীন, আর্ত্ত, পরুষ, ক্ষাম ও জর্জ্জর স্বর ইষ্টকর নহে; কিন্তু শান্ত বা হৃষ্ট-প্রকৃতি পূরিত হইলে শুভকর হয়। ৩৬। বামদিক্ হইতে শিবা, শ্যামা, রলা, ছুচ্ছু, পিঙ্গল, গৃহগোধিকা, শূকরী ও কোকিলগণ পুন্নামক (পুরুষনামক); ইহারা বামদিকে শুভ এবং ভাস, ভষক, কপি, শ্রীকর্ণ, ছিক্কর, শিখী, শ্রীকণ্ঠ, পিপ্পীক, রুরু ও শ্যেনগণ স্ত্রী-সংজ্ঞক; ইহারা দক্ষিণে শুভ। ৩৭।৩৮। ক্ষ্বেড়, আস্ফোটিত, পুণ্যাহ, গীত, শঙ্খ বা জলের

শঙ্খ, তূর্য্যনাদ ও অধ্যয়নশব্দও পুরুষশকুন; অন্য শব্দ সকল স্ত্রীবৎ; ইহারা স্বীয়দিকে হইলে শুভকর হয়। ৩৯। মধ্যম, ষড়্জ ও গান্ধার-রূপ গ্রামত্রয় অতীব শুভকর এবং ষড়্জ, মধ্যম, গান্ধার এবং ঋষভ স্বর হিতকর হয়। ৪০। ভারদ্বাজ, অজ এবং ময়ূরগণ-শব্দ, কীর্ত্তন বা দৃষ্টি অগ্রভাগে ধন্য এবং নকুল, চাষপক্ষী ও সরট সম্মুখে পাপপ্রদ হয়। ৪১। জাহক, অহি, শশ, ক্রোড় ও গোধাগণের কীর্ত্তন সম্মুখে শুভকর; কিন্তু রোদন ও সন্দর্শন ইষ্টকর নহে; বানর ও ঋক্ষের ফল ইহার বিপরীত হইয়া থাকে। ৪২। ভৃগু বলেন, অপরাহ্ণে মৃগ, নকুল এবং অণ্ডজ শকুনগণ—অযুগ্ম হইয়া প্রদক্ষিণভাবে অবস্থিত হইলে, কল্যাণকর এবং নকুল সহিত চাষপক্ষী বামদিকে শুভফলপ্রদ হয়। ৪৩। দিবসে দক্ষিণভাগে ছিক্কর, কূটপূরী ও পিরিলী এবং সর্ব্বকালে দক্ষিণভাগে সর্প ও দংষ্ট্রিগণ মঙ্গলকর হয়। ৪৪। পূর্ব্বে অশ্ব ও চিনি, দক্ষিণে শব ও মাংস, পশ্চিমে কন্যা ও দধি এবং উত্তর-দিকে গো, বিপ্র ও সাধুগণ শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। ৪৫। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকে জাল, কুক্কুর-চরণ, শস্ত্র ও ঘাতক; পশ্চিমে আসব ও ষণ্ঢ এবং উত্তরদিকে খল, আসন ও হল ইষ্টফলপ্রদ নহে। ৪৬। কর্ম্ম, সঙ্গম ও যুদ্ধে প্রবেশকালে এবং নষ্ট-দ্রব্যের অন্বেষণে যাত্রোক্ত বিধি বিপর্য্যস্ত হইলে শুভপ্রদ অর্থাৎ যাত্রাতে যে সকল বিষয় শুভ বা অশুভ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, তাহা এই স্থলে যথাক্রমে অশুভও শুভ হইবে। তন্মধ্যে যাহা বিশেষ, তাহা কথিত হইতেছে। ৪৭। কুরঙ্গ, রুরু ও বানরগণ যাত্রাবিধানবৎ হইলে, এ স্থলে দিবাভাগে শুভ। আর পূর্ব্বাহ্ণে চাষপক্ষী, বঞ্জুল ও কুক্কুট সকল প্রস্থানবৎ (যাত্রাতুল্য) গ্রাহ্য হইবে। ৪৮। শর্ব্বরীর শেষভাগে নপ্তৃক, উলূক ও পিঙ্গল সকল শুভ বলিয়া গ্রাহ্য; কিন্তু যোষিদ্গণের পক্ষে সকলই বিপর্য্যস্তভাবে গ্রাহ্য হয়। ৪৯। নৃপসন্দর্শনে বা গৃহ-প্রবেশেও শাকুন সকল প্রয়াণবৎ গ্রাহ্য হয়। আর গিরি বা অরণ্য-প্রবেশে এবং নদীর অবগাহনেও উহা প্রয়াণবৎ গ্রাহ্য হইবে। ৫০। ক্রিয়াদীপ্ত শাকুন দুইটী বাম ও দক্ষিণগত হইলে কল্যাণকর হয়, সেই দুইটীই অগ্র ও

পৃষ্ঠগত হইলে পরিঘসংজ্ঞিত হইয়া থাকে, তাহা যাত্রাকারীর বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ৫১। কিন্তু সেই দুইটী শকুন যদি যথাভাগে অবস্থিত হইয়া প্রশান্তভাবে রব ও চেষ্টা করে, তবে শকুনদ্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং তাহা অর্থসিদ্ধিকর হয়। ৫২। কেহ কেহ বলেন, একজাতীয়, শান্তচেষ্ট ও শব্দরহিত শকুনদ্বার উভয় পার্শ্বস্থ হইলে শুভ। ৫৩। যদি একটী বিসর্জ্জন করে ও অপরটী তাহার প্রতিষেধ করে, তাহা হইলে সেই শকুন বিরোধনামক, তাহা গমনকারীর বলবত্তর অশুভকর বলিয়া গ্রাহ্য হয়। ৫৪। শকুন পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়া পরে প্রস্থান করিলে, সুখে সিদ্ধিলাভ হয়; কিন্তু প্রবেশে (গৃহপ্রবেশাদি) তাহার বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। ৫৫। যে শকুন পূর্ব্বে পরিত্যাগ করে, সেই-ই যদি পশ্চাৎ রোধ করে, তাহা হইলে গমনকারীর শত্রুর মৃত্যু অথবা (ডমর) বিপ্লব ও রোগের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫৬। দীপ্তদিকে বামদিকৃস্থিত শকুন সকল ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং আরম্ভেই শকুন দীপ্ত হইলে বর্ষান্ত পর্য্যন্ত তাহা ভয়ঙ্কর হয়। ৫৭। তিথি, বায়ু, সূর্য্য, নক্ষত্র, স্থান ও চেষ্টা দ্বারা দীপ্ত-শকুন যথাক্রমে ধন, সৈন্য, বল, অঙ্গ, ইষ্ট ও কর্ম্ম সকলের সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর হয়। ৫৮। শাকুন যদি জীমূতের ধ্বনি দ্বারা দীপ্ত হয়, তবে বায়ু হইতে ভয় হইয়া থাকে এবং উভয় সন্ধ্যায় উহারা দীপ্ত হইলে শস্ত্রজাত ভয় হয়। ৫৯। উহারা চিতা বা কেশকলাপে স্থিত হইলে মৃত্যু, বন্ধন ও বধ প্রদান করে এবং কণ্টকী, কাষ্ঠ বা ভস্মস্থিত হইলে কলহ, আয়াস ও দুঃখ প্রদান করে। ৬০। পূর্ব্বোক্ত দীপ্ত-শকুন সকল সারহীন বা পাষণস্থিত হইলে অপ্রসিদ্ধ-ভয় হয়; কিন্তু শান্ত শকুন উক্ত ফল সকলকে যাপ্য করে। ৬১। শব্দকারী ও আহারকারী শকুন যথাক্রমে অসিদ্ধিপ্রদ ও সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জ্ঞেয়। যদি শব্দ করিতে করিতে স্বস্থান হইতে গমন করে, তবে যাত্রা প্রকাশ করে এবং ইহার অন্যথা হইলে আগমন বলিয়া স্থির করা যায়। ৬২। স্বরদীপ্ত শকুন কলহসূচক, স্থান-দীপ্ত বিগ্রহসূচক এবং প্রথমে উচ্চ স্বর করিয়া পরে নীচ স্বর করিলে মোষণকারী

হয়। ৬৩। শকুন সপ্তাহ পর্য্যন্ত এক স্থানে দীপ্ত হইয়া শব্দায়মান হইলে গ্রামঘাতকারী এবং দীপ্ত হইয়া এক স্থানে দুই বৎসর, ছয় মাস বা এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত রব করিলে, যথাক্রমে পুর, দেশ ও নরেন্দ্র-গণের বিঘাতকারী হয়। ৬৪। সর্প, মূষক, মার্জ্জার ও মৎস্য ভিন্ন যাবতীয় শকুনই স্বজাতি-মাংস ভক্ষণকারী হইলে দুর্ভিক্ষকর হয়। ৬৫। ভিন্নযোনিতে মনুষ্যের রতিক্রিয়া বা বেসরের (খচ্চর) উৎপত্তিসূচক মৈথুন ব্যতীত অন্য শকুনগণ অন্য জাতিকে মৈথুন করিলে দেশনাশ হয়। ৬৬। পাদ, উরু ও মস্তককে অতিক্রমণপূর্ব্বক গত হইলে, বন্ধন, ঘাত ও ভয় দান করে এবং জল, শষ্প, পিশিত ও অন্নভক্ষক শকুনগণ ঐরূপ করিলে, বর্ষ, মোষণ, ক্ষত ও গ্রহ হইয়া থাকে। ৬৭। উক্ত কার্য্য দীপ্তাদিকে হইলে যথাক্রমে ক্রূর, উগ্র এবং দোষদুষ্ট; ধূমিতাতে প্রধান, নৃপ ও বৃত্তক: শান্তাদিকে হইলে চিরকালকর্ত্তৃক এবং অঙ্গারিণীতে হইলে সকলের সহিত তত্রস্থ মনুষ্যগণের আগমন-সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬৮। শকুন দ্রব্য-সমন্বিত এবং বলবান্ হইলে দ্রব্য-সমন্বিত-আগম হইয়া থাকে; দ্যুতিমান্ বিনতপ্রেক্ষী (বিনত হইয়া দর্শনকারী) বা সৌম্য হইলে দারুণব্যাপারে ভয় হয়। ৬৯। বিদিক্‌স্থিত দীপ্ত-শকুন বামপার্শ্বস্থ হইয়া অনুবাশিত (শব্দিত) হইলে সেই দিক্‌স্থ খ্যাত যোনি হইতে স্ত্রীর সংগ্রহণ প্রকাশ করে। ৭০। কোন শান্ত-শকুন যে দিকে থাকিবে, সে যদি সেই দিকের পঞ্চমস্থ শান্তাদিকে দীপ্ত-শকুন কর্ত্তৃক শব্দিত হয়, তবে বিজয়াবহ হয়; তাহার ব্যতিক্রমে দিগ্‌ নরাগমকারী কিংবা দোষকারী হয়। ৭১। বাম এবং সব্যভাগে রুতের মধ্যে স্বীয় ও পরকীয় ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ইহারা সকলে সমস্বরকারী হইলে, মরণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৭২। বৃক্ষের অগ্র, মধ্য এবং মূলে শকুন থাকিলে, গজ, অশ্ব ও রথিকগণের আগম এবং দীর্ঘাক্ত ও মুষিত দ্রব্যের অগ্রে স্থিত শকুনে মনুষ্য, নৌকা ও শিবিকার আগম হইয়া থাকে। ৭৩। পূর্ব্বাদি দিকে বা বিদিকে শকট দ্বারা উন্নত স্থানস্থ বা ছায়াস্থ হইলে এক, তিন, পাঁচ ও সপ্তাহ মধ্যে ছত্র-সংযুত ব্যক্তির আগমন হয়। ৭৪।

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিঋতি, বরুণ, পবন, চন্দ্র এবং শঙ্কর পূর্ব্বাদি দিক্ সকলের অধিপতি। তন্মধ্যে দিক্ সকল পুরুষ ও বিদিক্ সকল স্ত্রী। অষ্টদিক্‌কে দ্বাত্রিংশদ্‌ভেদে বিভিন্ন করত গুরু, তালী, বিদল, অম্বর, সলিলজ, শর, চর্ম্ম ও পট্টলেখা; ব্যায়াম, শিখী, নিকূজিত, কলহ, অন্তঃ, নিগড়, মন্ত্র ও গো শব্দ; রক্ত, পীত, কৃষ্ণ, শ্বেতবর্ণ ও কোণে মিশ্র বর্ণ রচনা এবং ধ্বজ, দগ্ধ, শ্মশান, দরী, জল, পর্ব্বত, যজ্ঞ ও রোষ এই চিহ্ন সকল যথাক্রমে রাখিবে। পরে তদ্দ্বারা ইহাতে সংযোগভয় বা অন্য স্থান বিকল্পিত ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৭৫—৭৮। আর যথাক্রমে দীর্ঘাঙ্গী, কুমারী, বিকৃতাঙ্গা, বিগন্ধা, নীলবস্ত্রা, বিধবা, কুস্ত্রী এবং দীর্ঘা বিন্যাস করিবে। ইহারা সংযোগ-চিন্তা-পরিবেদিকা হয়। ৭৯। তৎপরে ঐ দিক্‌চক্রে যথাক্রমে রূপবান্, কনক, আতুর বা ভামিনীগণের অথবা মেষ, আবি, মান, যজ্ঞ গোসমূহ অথবা ন্যগ্রোধ, রক্ততরু, লোধ্রক, কীচক, চূতবৃক্ষ খদির, বিল্ব, নাগ এবং অর্জ্জুন বৃক্ষ-গণ বিন্যাস পূর্ব্বক ফলাফল নিরূপণ করিবে। ৮০।

ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

শাকুন।—অন্তরচক্র।

শান্তা পূর্ব্বদিকে শকুনি কূজন করিলে নৃপসংশ্রিতাগম (নৃপ-সংশ্রয়প্রাপ্তি), পূজালাভ ও মণি-রত্ন-দ্রব্য-সংপ্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ১। তৎপরবর্ত্তী দিকে (দক্ষিণ দিকে) শকুনি কূজন করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি ও বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তাহার তৃতীয় ভাগে আয়ুধ, ধন ও পুংফল প্রাপ্তি হয়। ২। চতুর্থ ভাগে শকুনি কূজন করিলে স্নিগ্ধদ্বিজ (স্নিগ্ধমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ) এবং আহিতাগ্নির (সাগ্নিক) সন্দর্শন হইয়া থাকে। কোণে কূজন হইলে অনুজীবী ও ভিক্ষুর দর্শন এবং

কনক ও লৌহ লাভ হইয়া থাকে। ৩। প্রথমে দক্ষিণ দিকে নৃপ-পুত্র-দর্শন, অভিমত-প্রাপ্তি ও সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী দিকে স্ত্রী ও ধর্ম্মপ্রাপ্তি এবং সর্ষপ ও যবলাভ হয় উক্ত হইয়াছে। ৪। কোণের চতুর্থ খণ্ডে শকুনিশব্দে পূর্ব্বনষ্ট দ্রব্যের লাভ এবং যাত্রাকালে গন্তা যে-সে ফলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫। শকুনি-বিরাব সম-দক্ষিণে হইলে যাত্রাসিদ্ধি এবং শিখী, মহিষ ও কক্কুট লাভ হয়। দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় ভাগে ঐরূপ হইলে চারণসঙ্গ, শুভলাভ ও প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। ৬। ঊর্দ্ধে হইলে সিদ্ধি, কৈবর্ত্ত-সঙ্গম ও মীন তিত্তির প্রভৃতির লাভ হয়। তৎপরে হইলে প্রব্রাজিত-দর্শন ও পক্বান্ন বা ফল লাভ হইয়া থাকে। ৭। শকুনিশব্দ নৈঋ´ত কোণে হইলে স্ত্রীলাভ এবং অশ্ব-অলঙ্কার, দূত ও লেখা প্রাপ্তি হয়। ইহার পরে চর্ম্ম, চর্ম্ম-শিল্পীর দর্শন ও চর্ম্মময় দ্রব্য লাভ হইয়া থাকে। নৈঋ´তের তৃতীয়াংশে শকুনি-ধ্বনি শ্রুত হইলে বানর, ভিক্ষু ও সন্ন্যাসিদর্শন এবং উক্ত কোণের চতুর্থাংশে হইলে ফল, কুসুম ও দন্তঘটিতের আগম হয়। ৯। পশ্চিম দিকে ঘটিলে সমুদ্রজাত রত্ন, বৈদূর্য্য ও মণিময় দ্রব্য প্রাপ্তি হয়। ইহার পরবর্ত্তী দিকে শবর, ব্যাধ ও চৌরের সঙ্গ এবং মাংস লাভ হইয়া থাকে। ১০। তৎপরবর্ত্তী দিকে হইলে বাতরোগিগণের দর্শন ও চন্দন অগুরু প্রাপ্তি হয়। অনন্তর ঊর্দ্ধ দিকে হইলে আয়ুধ, পুস্তক বা তদ্ব্যবসায়ীর সমাগম হইয়া থাকে। ১১। বায়ব্য কোণে শকুনি-বিরাবে ফেনক, চামর ও ঔর্ণিক লাভ এবং কায়স্থ-সমাগম হয় আর ইহার অন্যদিকে হইলে বৈতালিক, ডিণ্ডি, ভাণ্ড ও মৃণ্ময় দ্রব্য সকলের লাভ হইয়া থাকে। ১২। বায়ব্যের তৃতীয় ভাগে শকুনিধ্বনি হইলে মিত্রসমাগম ও ধনপ্রাপ্তি আর তদনন্তরবর্ত্তী দিকে বস্ত্র ও অশ্ব প্রাপ্তি এবং শ্রেষ্ঠ-ইষ্ট সুহৃদ্গণের সহিত মিলন হইয়া থাকে। ১৩। শকুনি-ধ্বনি উত্তর দিকে হইলে দধি, তণ্ডুল ও লাজ লাভ এবং বিপ্রসন্দর্শন হয়। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে হইলে অর্থলাভ ও বণিকের সহিত সমাগম হয়। ১৪। তৎপরবর্ত্তী দিকে হইলে বেশ্যা, ব্রাহ্মণ ও দাসের সহিত সমাগম এবং শুষ্ক পুষ্প ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহার পরবর্ত্তী দিকে

চিত্রকরের দর্শন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে। ১৫। ঈশান কোণে হইলে দেবলদিগের সহিত মিলন, ধান্য, রত্ন, পশু ও লাভ হয় এবং পূর্ব্বের প্রথম ভাগে হইলে বস্ত্রলাভ ও বন্ধকী (বেশ্যা) সমাগম হইয়া থাকে। ১৬। ইহার পরবর্ত্তী ভাগে শকুনিশব্দ শ্রুত হইলে রজকের সহিত সমাযোগ ও জলজ দ্রব্য সমাগম এবং তৎপরস্থিত ভাগে হস্তী-উপজীবী, সুমাজ, ধন ও হস্তী লাভ হয়। ১৭। দিক্‌চক্র এই দ্বাত্রিংশৎ ভাগে বিভক্ত; ইহা বাস্তবন্ধনেও উক্ত হইয়াছে। এই দিক্‌চক্রের অর ও নাভিস্থ অন্তঃফল সকল ৯ নব প্রকার বিকল্পনা করা যায় । ১৮। নাভিস্থিত হইলে বন্ধু ও সুহৃদ্‌-সমাগম এবং ও উত্তম তুষ্টি লাভ হয়। পূর্ব্বদিক্‌স্থ যে অর, তাহাতে হইলে রক্ত পট্টবস্ত্র সমাগম ও নৃপতিসংযোগ হয়। ১৯।. আগ্নেয় কোণে কৌলিক, সূত্রধর, পরিচারক, অশ্ব ও সূতদিগের সংযোগ বা তৎকুব্দ্রব্য সকলের লাভ অথবা অশ্বলাভ হয়। ২০। তাহার নেমীভাগ ও নাভীভাগ বোধ করিলে যে অর (পাখী) দক্ষিণে স্থিত হয়, তাহাতে ধার্ম্মিকজন-সংযোগ ও ধর্ম্ম লাভ হয়। ২১। নৈঋর্তদিকে ধেনুক্রীড়ক ও কাপালিক-সমাগম এবং ইহাতে বৃষভলাভ ও কুলত্থ প্রভৃতি অশনদ্রব্যের প্রাপ্তি সমুদিষ্ট হইয়াছে। ২২। পশ্চিমদিকে যে অর, তাহাতে কৃষীবলগণের সহিত আসক্তি হয় এবং সমুদ্রোৎপন্ন দ্রব্য, সুসার কাচ, ফল ও মদ্যলাভ হয়। ২৩। বায়ুদিক্‌-সংস্থিত হইলে ভারবহ, ভক্ষা ও ভিক্ষুকদিগের সন্দর্শন এবং নাগ ও পুন্নাগ কুসুম সমন্বিত তিলক-কুসুম লাভ হয়। ২৪। শান্তা-উত্তরদিকে অবস্থিত শকুন বিত্তলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং পীতবস্ত্র ও ভাগবত (ভগবদ্ভক্ত) সমাগম প্রকাশ করিয়া থাকে। ২৫। ঈশান-কোণে হইলে ব্রতযুক্তা বনিতা দর্শনপর্থবর্ত্তিনী হয় এবং কৃষ্ণ-লৌহ, বস্ত্র ও ঘণ্টা লাভ পরিজ্ঞেয় হয়। ২৬। দক্ষিণের অষ্টাংশে ও পশ্চিমের দ্বি,ষট্‌, ত্রি,সপ্ত বা অষ্টমে হইলে যাত্রা মধ্যফলদাত্রী। উত্তরে দ্বিতীয়ভাগে ও শেষ সকলে যাত্রা অতি শুভফলপ্রদা হয়। ২৭। নাভির অভ্যন্তরে ষট্‌ সংখ্যক অরভাগে যাত্রা শুভফলপ্রদা হয়।

বায়ব্য ও নৈঋর্ত এই উভয় দিকেই যাত্রা ক্লেশাবহা হইয়া থাকে। ২৮। শান্তাদিকের এই ফল সকল কথিত হইল; এক্ষণে দীপ্তাদিকের বিষয়ে বলিব। পূর্ব্বদিক্ দীপ্তা হইলে রাজা হইতে ভয় এবং শত্রুগণের সমাগম হয়। ২৯। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে স্বর্ণনাশ ও স্বর্ণকারগণের ভয় হয়। তৃতীয় ভাগে হইলে অর্থক্ষয়, কলহ ও শস্ত্রকোপ হইয়া থাকে। তাহার চতুর্থ ভাগে হইলে অগ্নিভয় আর আগ্নেয়-কোণে চৌর হইতে ভয় এবং উক্তকোণের দ্বিতীয় ভাগে ধনক্ষয় ও নৃপসুতবিনাশ হইয়া থাকে। ৩১। তৃতীয়ভাগে প্রমদাগণের গর্ভ-বিনাশ এবং চতুর্থভাগে হিরণ্ময় ও কারুকার্য্যের প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংস আর শস্ত্রকোপ হইযা থাকে। ৩২। অনন্তর পঞ্চমভাগে হইলে নৃপ হইতে ভয় ও মারীমৃত দর্শন হইবে বলিতে পারা যায় এবং ষষ্ঠভাগে চোম্ব ও গন্ধর্ব্বগণের ভয় জানা যায়। ৩৩। পূর্ব্বদিকের সপ্তমভাগ দীপ্ত হইলে ধীবর ও শাকুনিকগণের ভয হয় এবং তৎপরবর্ত্তী দিকে ভোজনবিঘাত ও মূর্খভয় উক্ত হইয়া থাকে। ৩৪। নৈঋর্তভাগে কলহ, রক্তস্রাব ও শস্ত্রকোপ এবং পশ্চিমাদিতে চর্ম্মকারের চর্ম্মকৃত ভয় বিনষ্ট হয়। ৩৫। তদনন্তরবর্ত্তী দিকে পরিব্রাট্ ও শ্রমণভয়; তৎপরবর্ত্তী দিকে অনশন ভয়; পশ্চিমদিকে বৃষ্টিভয় এবং তাহার পর-দিকে কুক্কুর ও তস্করগণের ভয় হইয়া থাকে। ৩৬। তৎপরবর্ত্তী দিকে বায়ুগ্রস্তগণের বিনাশ ও তাহার পরস্থিত দিকে শস্ত্র, পুস্তক ও দূত সকলের বিনাশ হয় এবং বায়ুকোণে পুস্তকনাশ ও তদনন্তরস্থিত দিকে বিষ, চৌর এবং বায়ুজনিত ভয় উৎপন্ন হয়। ৩৭। তৎপরবর্ত্তী দিকে বিত্তবিনাশ ও মিত্রগণ সহ বিগ্রহ হয় জানিতে হইবে এবং তাহার পর আসন্নস্থিত দিকে অশ্ববধ ও পুরোহিতের ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩৮। উত্তরদিকে গোহরণ ও শস্ত্রপ্রহার হয়, তৎপরবর্ত্তী দিকে বাণিজ্যঘাত ও ধননাশ এবং তৎপরে আসন্ন দিকে ব্রাত্য (সংস্কার-হীন) ব্রাহ্মণ, দাস ও গণিকাগণের কুক্কুর হইতে ভয় হইয়া থাকে। ৩৯। ঈশানকোণের আসন্ন দিকে চিত্র, অম্বর ও চিত্রকৃত ভয় হয় এবং ঐশানকোণে অগ্নিভয় ও উত্তমাস্ত্রীগণের দূষণ হয়, কথিত আছে।

৪০। উক্ত দিকের পর আসন্ন দিকে দুঃখোৎপত্তি ও স্ত্রীর বিনাশ হয়। তৎপরবর্ত্তী দিকে রজক ও কাচ্ছিকগণের ভয় হয় জানিতে হইবে। ৪১। মণ্ডল-সমাপ্তিতে হস্তী-আরোহণ-ভয় ও হস্তীদের বিনাশ হইয়া থাকে; কিন্তু পূর্ব্ব-অভ্যন্তর দীপ্ত হইলে নিশ্চিত পত্নীমরণ হইয়া থাকে। ৪২। আগ্নেয়দিকে অভ্যন্তর দীপ্ত হইলে শস্ত্র ও অনলের কোপ, অশ্বের মরণ ও শিল্পিগণের ভয় হইয়া থাকে এবং দক্ষিণে ধর্ম্মবিনাশ ও পরবর্ত্তী দিকে অগ্নি-অবস্কন্দ ও উক্ষবধ হইয়া থাকে। ৪৩। পশ্চিম-দিকে কর্ম্মিগণের ভয় ও পরবর্ত্তী বায়ুকোণে খর ও উষ্ট্র বধ এবং ইহাতে বিসূচিকা ও বিষ হইতে ভয় হয়। ৪৪। উত্তরদিক্ দীপ্ত হইলে অর্থ ও বিপ্রগণের পীড়া আর ঐশানকোণে চিত্তসন্তাপ হয়। সেই নাভিদেশে গ্রামস্থ গোপগণের পীড়া ও আত্মবধ হইয়া থাকে। ৪৫।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়

শাকুন—শকুনরুত।

শ্যামা, শ্যেন, শশঘ্ন, বঞ্জুল, শিখী, শ্রীকর্ণ, চক্রবাক, চাষ, অণ্ডীরক, শুক, ধ্বাঙ্ক্ষ ত্রিবিধ কপোত, ভারদ্বাজ, কুলাল, কুক্কুট, খর, হারীত, গৃধ্র, কপি, ফেণ্ট, কুক্কুট, পূর্ণকূট ও চটক; এই শকুন সকল দিবাচর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। ১। লোমাশিকা, পিঙ্গল, ছিপ্পিকা, বল্গুলি, উলূক এবং শশক; ইহারা সকলে রাত্রিকালে বিচরণ করে। শকুনগণ যদি স্বকাল অতিক্রম করিয়া বিচরণ করে, তবে দেশের বিনাশের কারণ হয় কিংবা তখন নৃপগণকে বিনাশ করে। ২। অশ্ব, নর, ভুজগ, উষ্ট্র, দ্বীপি, সিংহ, ঋক্ষ, গোধা, বৃক, নকুল, কুরঙ্গ, কুক্কুর, অজ, গো, ব্যাঘ্র, হংস, পৃষত মৃগ, শৃগাল,

শ্বাবিৎ, কোকিল, বিড়াল, সারস ও শূকর; ইহারা দিবারাত্র বিচরণ করে; অর্থাৎ ইহারা উভচর। ৩। ভষ, কূটপূরি, করবক ও করায়িকা; ইহারা পূর্ণকূট সংজ্ঞায় অভিহিত হয় এবং উলূক ও চেটী পিঙ্গলিকা, পেচিকা ও হক্কা নামে কথিত হয়। ৪। কপোতকী শ্যামা নামে ও বঞ্জুলক খদিরচঞ্চু নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং ছুচ্ছুন্দরী নৃপসুতা নামে ও গর্দ্দভ বালেয় বলিয়া কথিত হয়। ৫। তড়াগভেদী স্রোতকে একপুত্রক এবং কলহকারিকাকে রলা কহে; ইহা দ্বি-অঙ্গুল-পরিমিত-শরীরা এবং রাত্রে ভূমিতলে ভৃঙ্গারবৎ শব্দ করিয়া থাকে। ৬। প্রাচ্যগণের মতে দুর্ব্বলিক ভাণ্ডীক নামে অভিহিত হয়। ইহা দক্ষিণস্থ হইলে প্রশস্ত। ছিক্কার শব্দে মৃগজাতি এবং কৃকবাকু কুক্কুট জাতি বলিয়া কথিত হয়। ৭। গর্ত্তাকুক্কুটকের নাম কুলাল-কুক্কুট বলিয়া প্রথিত। গৃহগোধিকা-সংজ্ঞা দ্বারা কুড্যমৎস্যের উপলব্ধি হইবে। ৮। ক্রোড়, দিব্য ও ধন্বন, শূকরের নাম এবং উস্রা বলিলে, গোরু বুঝাইবে। কুক্কুর সারমেয় বলিয়া ও চটিকাজাতি শূকরিকা বলিয়া উক্ত হয়। ৯। এইরূপ দেশে দেশে প্রথিত নাম সকল শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট হইতে উপলব্ধি করিয়া শকুনরুত-জ্ঞানার্থ সম্যক্‌রূপে চিন্তা করত শাস্ত্রে যোগ করা কর্ত্তব্য। ১০। বঞ্জুলকের দীপ্তরব 'তিত্তিড়'; কিন্তু 'কিল্কিলি' এই শব্দটী তাহাদিকের পূর্ণস্বর। শ্যেন, শুক, গৃধ্র ও কঙ্ক ইহাদের স্বর প্রকৃতির অন্যথা হইলে দীপ্ত হয়। ১১। কপোতের যান, আসন, শয্যা ও আবাস কিংবা পদ্মবিশন মনুষ্যগণের অশুভপ্রদ হয়;—জাতিবিভেদ হেতু কালের অন্যপ্রকারত্বও নির্দ্দেশ করা যায়। ১২। ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণ কপোতের বর্ষান্তরে, বিবিধবর্ণ চিত্র-কপোতের ষণ্মাসান্তরে ও কুঙ্কুম-ধূম্রবর্ণ কপোতের ফলপাক সদ্যঃ হইয়া থাকে। ১৩। শ্যামার 'চিচিৎ' শব্দ পূর্ণ; 'শূলিশূল্' শব্দ ধন্য; 'চচ্চ' শব্দ দীপ্ত ও 'চিক্‌চিক্' শব্দ স্বকীয় প্রিয়যোগের কারণ হয়। ১৪। হারীতের 'গুগ্‌গু' শব্দ পূর্ণ ও অপর স্বর সকল প্রদীপ্ত হয় এবং ভারদ্বাজী পক্ষীর সর্ব্বপ্রকার স্বর-বৈচিত্র্যই শুভকর বলিয়া কথিত হয়। ১৫। করায়িকার 'কিষ্‌কিষি' শব্দ পূর্ণ ও

'কহ্‌কহ্‌' শব্দ শুভকর এবং 'করকর' শব্দ কেবল কল্যাণের কারণ; কিন্তু অর্থসিদ্ধিকর নহে। ১৬। তাহার 'কোটুক্লী' শব্দ ক্ষেমকর, 'কটুক্লি' শব্দ বৃষ্টির কারণ, 'কোটিকিলি' শব্দ অফল এবং 'গুংকৃত' শব্দ দীপ্ত হয়। ১৭। দিব্যকের দর্শন বামে প্রশস্ত হয়; কিন্তু উহা হস্তমত্রোন্নত হইলে কার্য্যসিদ্ধি জানিতে পারা যায় এবং তাহা প্রকৃষ্টরূপে শরীর হইতে উন্নতস্থ হইলে সাগরান্ত পৃথিবী বশীভূত হয়। ১৮। ফণীর অভিমুখাগম যাত্রাকারীর শত্রুসঙ্গ, বন্ধন, বধ ও বিনাশ প্রকাশ করে, অথবা সেই ফণী বামভাগে সমুপস্থিত হইলে যাতায়াতে কুশল ও সিদ্ধিকর নহে। ১৯। অশ্ব, হস্তী ও উরগগণের মস্তকে পদ্ম থাকিলে শুভ ও শুচিশাদ্বলে (পবিত্র শ্যামল শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে) অবস্থিত খঞ্জনক পক্ষী রাজ্যপ্রদ ও কুশলকারী হয় এবং ভস্ম, অস্থি, কাষ্ঠ, তুষ, কেশ ও তৃণে অবস্থিত হইলে দুষ্ট হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে। ২০। তিত্তিরি পক্ষীর 'কিকিকিক্লিলি' শান্ত স্বর, শস্তফল (কল্যাণপ্রদ) হয় এবং শশক রাত্রিকালে বামপার্শ্বগত হইয়া শব্দ করিলে কল্যাণকর বলিয়া কথিত হয়। ২১। কপির 'কিলিকিলি' শব্দ প্রদীপ্ত, ইহা গন্তার শুভফল জ্ঞাপন করে না; কিন্তু কুলাল-কুক্কুটের কপিসদৃশ অর্থাৎ দীপ্ত 'চুগ্ন' শব্দ শুভফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ২২। কৃমি, পতঙ্গ বা পিপীলিকাদি দ্বারা পূর্ণানন চাষপক্ষী যে মনুষ্যকে প্রদক্ষিণ করে, অথবা যদি আকাশে স্বস্তিক করে, তাহা হইলে সেই গমনেচ্ছু ব্যক্তির অচিরাৎ সুমহৎ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ২৩। যদি কাকের সহিত বিরোধ করিতে করিতে দক্ষিণভাগে গত চাষের পরাজয় হয়, তাহা হইলে তখন প্রয়াণকারী মনুষ্যের বধ প্রকাশ করে; তাহার বিপর্য্যয় হইলে জয় হইবে প্রদিষ্ট হইয়া থাকে। ২৪। যদি চাষপক্ষী, বামপার্শ্বে পূর্ণকূটবৎ 'কেকা' শব্দ করে, তখন জয়প্রদ হয়; কিন্তু তাহার 'ক্রক্র' ধ্বনি দীপ্ত, উহা মঙ্গলপ্রদ হয় না; তবে তাহার দর্শন সর্ব্বদাই গন্তার শুভপ্রদ হয়। ২৫। অণ্ডীরক 'টি' এই শব্দ দ্বারা পূর্ণ এবং 'টিট্রিট্রি' শব্দ দ্বারা দীপ্ত বলিয়া উক্ত হয়। ফেণ্ট (শৃগাল) দক্ষিণভাগে

সংস্থিত হইলে শুভপ্রদ হয়; তাহার শব্দে কোন বিশেষ ফল লক্ষিত হয় না। ২৬। দক্ষিণে শ্রীকর্ণের 'ক্ব-ক্ব-ক্ব' এই শব্দ শুভকর বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হয়, 'চিক্‌চিকি' শব্দ মধ্যফলী এবং উহা শেষে হইলে সমস্ত নিষ্ফল করিয়া থাকে। ২৭। বামদিক্ হইতে দুর্ব্বলির 'চিরিলু-ইরিলু' শব্দ ইষ্ট ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হয়; যদি বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করে, তাহা হইলে অচিরে কার্য্যসিদ্ধি প্রদান করে। ২৮। দুর্ব্বলি 'চিক্‌চিকি' শব্দ করিয়া বামভাগ হইতে দক্ষিণভাগে গমন করিলে ক্ষেমকর হয়; কিন্তু অর্থসাধন করে না, ইহার বিপরীত গত হইলে বধ, বন্ধ ও ভয়ের কারণ হয়। ২৯। যে সারিকা দ্রুত 'ক্রক্র' শব্দ বা 'ত্রেত্রে' শব্দ করিয়া থাকে, সে সারিকা অভয়া নামে খ্যাত। সেই অভয়া সারিকা গমনেচ্ছুগণের গাত্র হইতে অচিরাৎ রক্ত ক্ষরণ হইবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩০। বাম দিক্ হইতে 'চিরিলু-ইরিলু' এই ফেণ্টকের শব্দ শুভকর বলিয়া উক্ত হয় এবং অপর শব্দ প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৩১। বামদিকে স্থিতিশীল স্বর গন্তার শ্রেষ্ঠ কামনা করিয়া থাকে; ওঙ্কার শব্দ দ্বারা গন্তার হিত হয়। ইহা ব্যতীত গর্দ্দভের যে কোন সর্ব্বাশ্রয় নিনাদ, তাহাকে দীপ্ত বলিয়া থাকে। ৩২। সেই কুরঙ্গ মৃগ আ-কার রব করিলে এবং পৃষত মৃগ ও-কার রব করিলে পূর্ণ ও এতদ্ব্যতীত তাহাদের যে সকল স্বর, তাহা প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হয়। পূর্ণ সকল শুফলপ্রদ ও প্রদীপ্ত সকল পাপফলপ্রদ হয়। ৩৩। তাম্রচূড়গণ ভাত হইয়া 'কুকু-কুকু' শব্দ করিয়া থাকে; রাত্রিকালে উক্ত শব্দ ত্যাগ করিয়া অপর শব্দ সকল করিলে ভয়প্রদ হয়; কিন্তু নিশাবসানে স্বস্থ চন্দ্রচূড় তারস্বরে স্বাভাবিক শব্দ করিলে রাষ্ট্র, পুর ও পার্থিবের বৃদ্ধিপ্রদ হয়।৩৪। ছিপ্পিকার রব নানা প্রকার। তন্মধ্যে তাহার 'কুলু কুলু' শব্দই শুভকর; কিন্তু অবশিষ্ট শব্দ শুভকর নহে। বিড়ালরব সকল কালেই গন্তার পক্ষে শুভকর নহে। গো জাতির ক্ষুত যাত্রাকারীর মরণ সূচনা করিয়া থাকে। ৩৫। উলূক প্রিয়াকে অভিলাষ করিয়া আনন্দ সহকারে 'হুং হুং গুগ্ লুক্' শব্দ করিয়া থাকে, ইহা পূর্ণস্বর। 'গুরুলু' শব্দ ও 'কিস্কিসি' শব্দ সর্ব্বদা প্রদীপ্ত বলিয়া

জানিতে হইবে। যখন একবার তাহার 'বলবল' শব্দ হয়, তখন কলহ হইবে জানিতে পারা যায়। 'টটট্টটা' শব্দ দোষকর এবং অবশিষ্ট স্বর দীপ্তা বলিয়া গ্রাহ্য ও শুভপ্রদ নহে। ৩৬। সারস-মিথুন যুগপৎ যে শব্দ করে, সেই কূজন ইষ্টফলপ্রদ হয়, একের শব্দ অশুভ। যদি এক শব্দিত হইলে বিলম্বে প্রতিধ্বনি হয়, তাহা হইলেও শুভকর নহে। ৩৭। পিঙ্গলা 'চিরিলু-ইরিলু'-শব্দ দ্বারা শুভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অপর যে স্বর, তাহা প্রদীপ্ত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ৩৮। যদি 'ইশি' শব্দ হয়, তাহা গমন-প্রতিষেধক; 'কুশু কুশু' শব্দ কলহ করিয়া থাকে। সেই পিঙ্গলিকা যেরূপে অভিমত কার্য্যপ্রাপ্তি প্রকাশ করে, সেই বিধি কহিতেছি। দিনান্ত-সন্ধ্যা সময়ে প্রযত হইয়া তাহার নিবাসবৃক্ষের সমীপে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে এবং সেই তরুকে নববস্ত্র ও সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সম্যক্‌রূপ অভ্যর্চ্চনা করিবে। অনন্তর নিশীথে অগ্নি-কোণস্থিত এক ব্যক্তি পিঙ্গলাকে দিব্যেতর শপথ দ্বারা নিযুক্ত করিয়া এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা চিন্তিতানুরূপ অর্থ, এরূপ ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যেন সে শ্রবণ করে। ৪০। ৪১। "হে ভদ্রে! আমা কর্তৃক যাহা উক্ত হইল, তাহার যেরূপ অর্থ, তাহা বলুন। যেহেতু হে কল্যাণি! তুমি সর্ব্ব বাক্যের অর্থজ্ঞাপিকা বলিয়া কীর্ত্তিতা হও। কিন্তু অদ্য আমি জিজ্ঞাসা করিয়া গমন করিব, প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার আগমন পূর্ব্বক অগ্নিকোণাশ্রিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিব। প্রশ্নে তোমাকে যাহা বলিলাম, আমার নিকট স্বীয় চেষ্টা দ্বারা এরূপ ভাবে তাহার ব্যাখ্যা করিবেন, আমি যেন নিরাকুলভাবে জানিতে পারি"। ৪২—৪৪। তরু-মস্তকগতা পিঙ্গলার নিকট এইরূপ বলিলে, সেই পিঙ্গলা 'চিরিলু-ইরিলু' শব্দ করিলে অর্থসিদ্ধি হয় কিংবা 'কুচাকুচ' 'দিশিকার' শব্দ উচ্চারণ হইলে অতীব আকুলত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৫। বাক্‌প্রদান না করিলে অর্থাৎ শব্দ না করিলে বিহিতার্থসিদ্ধি হয়। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দিক্‌চক্র দ্বারা তাহার ফল নিরূপণ করিবে। উত্তম, মধ্যম ও নীচ শাখাস্থিতা পিঙ্গলার অনুরূপ উত্তম, মধ্যম ও নীচ ফল বলিতে পারা যায়। ৪৬। দিক্‌চক্রের দিঙ্মণ্ডলের

অভ্যন্তরে ও বাহ্যভাগে গৃহগোধিকার ফল সকল হইয়া থাকে এবং ছুচ্ছুন্দরীর 'চিচ্চিড়্' শব্দ প্রদীপ্ত ও 'তিত্তিড়্' শব্দ পূর্ণ বলিয়া কথিত হয়। ৪৭।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

একোনবতিতম অধ্যায়।

শাকুন—শ্বচক্র।

মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী, কুম্ভ, পর্য্যাণ, ক্ষীর বৃক্ষ, ইষ্টকা-সঞ্চয়, ছত্র, শয্যা, আসন, উদূখল, ধ্বজ, চামর, শাদ্বল (শস্যক্ষেত্র) কিংবা পুষ্প-যুক্ত প্রদেশে কুক্কুরগণ যখন মূত্রত্যাগ করিয়া অগ্রে গমন করে, তখন গমনকারীর কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে; অথবা ঐ সময়ে আর্দ্র গোময়ে মূত্রত্যাগ করিলে মিষ্ট-ভোজ্যাগম, শুষ্কবস্তুপরি সম্মূত্রণে শুষ্ক অন্ন, গুড় ও মোদকপ্রাপ্তি হয়। যদি কুক্কুর বিষতরু, কণ্টকী, কাষ্ঠ, পাষাণ, শুষ্কদ্রুম, অস্থি ও শ্মশান, এই সকলে মূত্র ত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গমনকারীর অগ্রে গমন করে, তাহা হইলে, গমনশীল ব্যক্তির অনিষ্ট প্রকাশ করিয়া থাকে। আর যদি অভুক্ত ও অভিন্ন শয্যা বা কুম্ভকারের ভাণ্ডে মূত্রত্যাগ করে, তবে কন্যার দোষোৎপাদন করে। যদি ঐ শয্যাদি ভুজ্যমান হয়, তবে গমনকারীর গৃহিণীর দোষ হয়; আর পাদুকার ফলও ঐ ভাণ্ডফলের ন্যায়, কুক্কুর গোজাতির উপর মূত্রণ করিয়া বর্ণজসঙ্কর হয়। কুক্কুর যখন পাদুকা সম্যকরূপে গ্রহণ করিয়া গমনোন্মুখ-ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন তাহার সিদ্ধিলাভের কারণ হয়; মাংস-সপূর্ণানন হইলে অর্থপ্রাপ্তি এবং আর্দ্র-অস্থিযুক্ত হইলে শুভ হইয়া থাকে। তৎকর্ত্তৃক অগ্নিসমন্বিত জলন্ত অঙ্গার ও শুষ্ক অস্থি গৃহীত হইলে মৃত্যু; কুক্কুর যদি পুরুষের মস্তক, হস্ত, পাদ ও মুখে প্রশান্ত অঙ্গার দ্বারা অভিঘাত করিয়া আগমন করে, তবে ভূমিলাভ

এবং বস্ত্রচীরাদি দ্বারা মৃত্যু প্রকাশ করে, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, কুক্কুর বস্ত্র-সমন্বিত হইলে শুভ হইয়া থাকে। শুষ্ক অস্থি মুখে করিয়া যে গৃহে কুক্কুর প্রবেশ করে, তথায় প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়। যখন শৃঙ্খল, ঈষৎশীর্ণ বল্লী, হস্তিবন্ধন রজ্জু বা বন্ধন উপগ্রহণ করিয়া উপস্থিত হয়, তখন বন্ধন হইয়া থাকে এবং গমনকালে পাদলেহন, কর্ণকম্পন ও উপরি আক্রমণ গমনকারীর বিঘ্নের কারণ হয়; গাত্রকণ্ডূয়ন, বিরোধ ও উর্দ্ধপাদ হইয়া নিদ্রিত হইলে সর্ব্বদা দোষকর হয়। ১। সারমেয় যদি একটী বা অনেকগুলি একত্র হইয়া গ্রামের মধ্যে সূর্য্যোদয়কালে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করে, তবে শীঘ্র অন্য দেশাধিপতিকে প্রার্থনা করে। ২। কুক্কুর সূর্য্যোন্মুখ হইয়া অনলদিকে স্থিত হইলে, অচিরে চৌর ও অনলজনিত ত্রাসকর হয় ও মধ্যাহ্নকালে হইলে অনল ও মৃত্যুভয় হয় এবং অপরাহ্নকালে শোণিত-সমন্বিত হইলে কলহ হইয়া থাকে। ৩। কুক্কুর অস্তকালে সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে, কৃষকগণের আশু ভয় প্রকাশ করে এবং প্রদোষকালে বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে, বায়ু ও তস্করোৎপন্ন ভয় হইয়া থাকে। ৪। নিশার্দ্ধ-কালে উত্তরমুখে শব্দ করিলে বিপ্রব্যথা ও গোহরণ প্রার্থনা করে এবং নিশাবসানে ঈশানকোণাভিমুখে ধ্বনি করিলে কন্যাভিদোষ, অনল ও গর্ভপাত প্রকাশ করে। ৫। বর্ষাকালে কুক্কুর যদি তৃণকূট-সংস্থিত বা উত্তম প্রাসাদ ও গৃহসংস্থিত হইয়া উচ্চ স্বর করে, তবে তীব্রবৃষ্টি প্রকাশ করে; কিন্তু অন্যত্র হইলে মৃত্যু, দহন ও রোগ প্রকাশ করে। ৬। প্রাবৃট্‌কালে অনাবৃষ্টি হইলে কুক্কুর যদি জলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করত জলরেচন করে, অথবা ঈষৎ কাঁপিতে থাকে ও জলপান করিতে থাকে, তবে দ্বাদশ দিবস পরে জলবর্ষণ হয়। ৭। দ্বারে মস্তক ও বাহিরে শরীর রক্ষা করিয়া গৃহিণীকে অবলোকন করত কুক্কুর যদি পুনঃপুনঃ শব্দ করে, তবে রোগপ্রদ হয়; মন্দিরের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া বহির্ম্মুখ হইয়া রব করিলে তাহাকে বন্ধকী করিবার প্রার্থনা করে। ৮। যখন গৃহের ভিত্তি-বিলেপন উৎকীর্ণ করে, তখন তাহাতে খননকারীর ভয় হইয়া থাকে

এবং যদি গোগৃহে গোষ্ঠ উৎকীর্ণ করে, তবে গো-হরণ ও ধান্যভূমিতে হইলে ধান্যলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৯। যদি কুক্কুরের এক চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও হীনদৃষ্টি হয় এবং সে যদি মন্দাহার হয়, তাহা হইলে সেই গৃহের দুঃখকর হয় আর গোরুর সহিত ক্রীড়মান হইলে সুভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১০। কুক্কুরে বাম জানু আঘ্রাণ করিলে বিত্তলাভ, দক্ষিণ জানু আঘ্রাণ করিলে স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিগ্রহ, বাম উরু আঘ্রাণে ইন্দ্রিয়ার্থ উপভোগ এবং দক্ষিণ উরু আঘ্রাণে অভীষ্টমিত্রের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে। ১১। কুক্কুর যদি গন্তার পদদ্বয় আঘ্রাণ করে, তবে অযাত্রা হয়। আর নিশ্চল ব্যক্তির পাদাঘ্রাণ করিলে বাঞ্ছিতার্থপ্রাপ্তি প্রকাশ করে এবং আসনোপবিষ্টের পাদুকাদ্বয় আঘ্রাণ করিলে শীঘ্র যাত্রা প্রকাশ করিয়া থাকে। ১২। উভয় বাহুর পুনঃপুনঃ আঘ্রাণে শত্রু ও চৌর সম্প্রয়োগ জানিতে পারা যায়। অনন্তর কুক্কুর ভস্মমধ্যে মাংস, অস্থি ও ভক্ষ্য সকল গোপন করিলে শীঘ্র অগ্নিকোপ হইবে, প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৩। কুক্কুর গ্রামে শব্দ করিয়া পরে বাহিরে অথবা শ্মশানে যদি শব্দ করে, তবে তত্রত্য উত্তম পুরুষের বিনাশ হয়। যখন গন্তার অভিমুখে কুক্কুর শব্দ করে, তখন যাত্রার নিরোধ করিয়া থাকে। ১৪। উকার-বর্ণাত্মক শব্দে ও বাম পার্শ্বে ওকার-বর্ণাত্মক শব্দে অর্থসিদ্ধি, ঔকার শব্দ দ্বারা বিলম্ব ও পশ্চাৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার শব্দ দ্বারা নিষেধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৫। যে সকল কুক্কুর যেন দণ্ড দ্বারা তাড্যমান হইয়া শঙ্খ শব্দ তুল্য মুহুর্ম্মুহুঃ উচ্চরব করিয়া থাকে এবং মণ্ডলাকারে অভিধাবন করে, তাহারা শূন্যতা, মৃত্যু ও ভয় প্রকাশ করে। ১৬। কুক্কুর যদি দন্তপ্রকাশ করিয়া সৃক্কিণী লেহন করে, তবে তৎফলজ্ঞগণ মিষ্ট ভক্ষ্যের আশা করিয়া থাকে; কিন্তু যখন সৃক্কিণী ব্যতীত মুখ অবলেহন করে, তখন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও অন্নবিঘ্নকর হইয়া থাকে। ১৭। যদি গ্রাম কিংবা পুরের মধ্যে কুক্কুর সকল মিলিত হইয়া পুনঃপুনঃ শব্দ করে, তবে তাহার প্রভুর ক্লেশ প্রকাশ করিয়া থাকে। অরণ্য-সংস্থিত কুক্কুর মৃগসদৃশ বলিয়া চিন্তনীয় হয়। ১৮।

সারমেয় বৃক্ষোপগত হইয়া শব্দ করিলে তোয়পাত, ইন্দ্রকীল-সংস্থিত হইলে সচিবের পীড়া, গৃহমধ্যে বায়ুর গৃহে (অর্থাৎ বায়ুদিকে) হইলে শস্ত্রভয় এবং গোপুরস্থিত হইলে পুরবাসীর পীড়া হইয়া থাকে। ১৯। কুক্কুরগণ শয্যাস্থিত হইলে তাহার অধিকারিগণের ভয়, যানে সংস্থিত হইয়া শব্দ করিলে ভয় এবং জনসন্নিবেশের দক্ষিণস্থ হইয়া শব্দ করিলে অরিগণের ভয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ২০।

একোননবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম অধ্যায়।

শাকুন,—শিবারুত।

ফল বিষয়ে শৃগালগণ কুক্কুর সদৃশ; শিশিরকালে মদপ্রাপ্তিই ইহাদের বিশেষ। 'হুহু' শব্দের পর 'টাটা' শব্দ ইহাদের পূর্ণ শব্দ এবং অন্য স্বর সকল প্রদীপ্ত বলিয়া কথিত হয়। ১। লোমাশিকার (শৃগালী) 'কক্ক' শব্দ পূর্ণ ও তাহা তাহার স্বভাবসম্ভূত। অন্য যে সকল শব্দ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, সেই সকল শব্দই দীপ্ত বলিয়া সম্প্রদিষ্ট হয়। ২। পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্‌স্থিত শৃগালী সকল কল্যাণকরী, শান্তা ও সর্ব্বত্র পূজিতা হয় এবং ধূমিতদিগাভিমুখী হইয়া স্বরদীপ্ত হইলে দিগীশ্বর-গণকে হনন করে। ৩। সর্ব্বদিকে দীপ্তস্বর অশুভকর, বিশেষতঃ দিবসে অশুভকর হয় এবং সৈন্যোপরে ও পুরে দক্ষিণস্থা সূর্য্যোন্মুখী শিবা কষ্টপ্রদা হয়। ৪। শিবাগণ 'যাহি' এইরূপ শব্দ করিলে অগ্নি-ভয়, 'টাটা' শব্দ মৃতজ্ঞাপক, 'ধিক্‌ধিক্' শব্দে পাপ ও অগ্নিজ্বালা সমন্বিতা শিবা দেশনাশিনী হইয়া থাকে। ৫। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জ্বালা-সমন্বিতা শিবার দারুণতা দৃষ্ট হয় না, কারণ লালা-যোগে তাহার মুখ স্বভাবতঃ সূর্য্যাদি বা অনল সদৃশ দীপ্তিমান্। ৬। শিবা যদি দক্ষিণদিকে অন্য শিবা দ্বারা অনুশব্দিতা হইয়া শব্দ করে,

তবে উদ্বন্ধনে মৃত্যু প্রকাশ পায়; ঐরূপ পশ্চিমদিকে হইলে বধূপ্রভৃতির জলমধ্যে মৃত্যু প্রকাশ হয়। ৭। অক্ষোভ, ইষ্টশ্রবণ, ধনপ্রাপ্তি, প্রিয়াগম, ক্ষোভ ও সম্প্রদ বাহনগণের প্রধানভেদ, এই ফল সকল রাত্রির সপ্তম যামার্দ্ধ হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু ষষ্ঠ ও পঞ্চম ব্যতীত সকল ফলই দক্ষিণদিকে তাহার বিপরীত। ৮। ৯। যে শিবার রবে মনুষ্যগণের রোমাঞ্চ ও স্বতঃই অশ্বগণের বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ হইয়া ত্রাসোৎপাদন করে, সেই শিবা মঙ্গলপ্রদা নহে। ১০। মনুষ্য, হস্তী এবং অশ্বের প্রতিশব্দে যে শিবা মৌন প্রাপ্ত হয়, সেই শিবা সৈন্য এবং পুরমধ্যে সম্যক্‌রূপে মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে। ১১। শিবা "ভেভা" শব্দ করিলে ভয়ঙ্করী হয় ও 'ভোভো' শব্দ করিলে মৃত্যু প্রকাশ করে এবং 'ফিক্' শব্দ দ্বারা সেই শিবা মৃত্যু ও বন্ধন প্রকাশিনী ও "হূহূ' শব্দে আত্মহিতকরী হয়। ১২। কিন্তু শান্তা শিবা অবর্ণের পর 'ঔ' শব্দ করিতে করিতে, পরে 'টাটা' শব্দ উচ্চারণ এবং পূর্ব্বে 'টেটে' পরে 'থেথে' উচ্চারণ করিলে, তাহা তাহার স্বীয় সন্তোষোদ্ভূত স্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৩। যে শিবা প্রথমে উচ্চ ঘোরবর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে শৃগালানুরূপ শব্দ করে, সেই শিবা ক্ষেম, ধনপ্রাপ্তি ও প্রবাসগত প্রিয়জন সঙ্গম প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৪।

নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম অধ্যায়।

।—ঃ০ঃ—

শাকুন,—মৃগচেষ্টিত।

যদি বন্য মৃগকুল সীমাগত হইয়া রব করে বা ভ্রমণশীল হইয়া অবস্থান করে অথবা সম্যক্‌রূপে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয়, তবে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সময়ের ভয় প্রকাশ করে আর দীপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল হইলে মৃগগণ সকল বিষয় শূন্য করিয়া থাকে। ১। তাহারা

গ্রাম্য জন্তু দ্বারা অনুনাদিত হইলে ভয়ের কারণ হয়, বন্য জন্তুগণের অনুনাদিত হইলে রোধের কারণ হয় এবং গ্রাম্য ও বন্য উভয়বিধ জন্তু কর্তৃক অনুনাদিত হইলে বন্দিগ্রহগণের কারণ হইয়া থাকে। ২। বন্য-জন্তু দ্বারসংস্থিত হইলে পুরের রোধ এবং সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিলে পুরবিনাশ, গৃহে প্রসূত হইলে মৃত্যু, গৃহসংস্থিত হইলে ভয় এবং গৃহাগত হইলে সম্যক্‌রূপ বন্ধন প্রদিষ্ট হয়। ৩।

একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

শাকুন—গবেঙ্গিত।

যে সকল গোরু দীনভাবে অবস্থিত, তাহারা রাজার অমঙ্গলের কারণ হয়। গোগণ পাদ দ্বারা ভূমি ক্ষত করিলে রোগ, অশ্রুপূর্ণায়তাক্ষা হইলে মৃত্যু এবং রবকারিণী হইলে পতির (প্রতিপালকের) তস্করগণ হইতে ভয় প্রকাশ করে। ১। যদি গোরু রাত্রিতে অকারণ শব্দ করে, তাহা হইলে ভয়ের কারণ হয়; কিন্তু বৃষভ হইলে মঙ্গলকর হয়। গো সকল যদি মক্ষিকা বা কুক্কুরবৎস কর্তৃক অত্যন্ত নিরুদ্ধা হয়, তখন শীঘ্র বৃষ্টি হইয়া থাকে। ২। আগমনকারিণী গবী সকল বম্ভা-রব করিতে করিতে অনেকের সহিত মিলিত হইলে গোষ্ঠবৃদ্ধির কারণ হয়। আর্দ্রাঙ্গী অথবা হৃষ্টলোম বিশিষ্ট গোসমূহ ধন্য ও প্রহৃষ্ট বলিয়া উক্ত হয়। মহিষী সকলও ঐরূপ ফলপ্রদা। ৩।

দ্বিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

শাকুন,—অশ্বচেষ্টিত।

অশ্বগণের উৎসর্গ (বিষ্ঠা) হইতে জ্বলন (সজ্যোতিঃ ধূমনির্গমন) অশ্বের আসনের পশ্চিমভাগে ও বামভাগে হইলে অশুভ, অন্যত্র শুভপ্রদ। সর্ব্বাঙ্গজ্বলন অশ্বগণের বৃদ্ধিপ্রদ হয় না ও দুই বর্ষ ব্যাপিয়া দহনকণা বা ধূপন নাশকর হয়। ১। অশ্বের মেঢ়্র প্রদীপ্ত হইলে অন্তঃপুর নাশ, উদরে কোশক্ষয়, পায়ু ও পুচ্ছে পরাজয় এবং বক্ত্র ও মস্তকজ্বলনে জয় হইয়া থাকে। ২। স্কন্ধ, আসন ও অংসের জ্বলন জয়প্রদ ও পাদজ্বলন বন্ধনপ্রদ বলিয়া প্রদিষ্ট হয়। ললাট, বক্ষঃ, চক্ষু ও ভুজদ্বয়ে ধূম হইলে পরাভবপ্রদ ও জ্বলন হইলে জয়প্রদ হয়। ৩। রাত্রিকালে অশ্বের নাসাপুট, প্রোথ, মস্তক, অশ্রুপাত (নেত্র-কোণ) ও নেত্রে জ্বলন জয়ের কারণ এবং পলাশবর্ণ, তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণ ও কর্ব্বুরবর্ণ বা শুকাভ এবং শ্বেতবর্ণ অশ্বের চেষ্টিত নিত্য জয়প্রদ হয়। ৪। অশ্বগণের ঘাস ও জল প্রতি প্রকৃষ্টরূপে দ্বেষ; বিনা কারণে স্বেদ, পতন ও কম্পন; মুখ হইতে রক্তপতন বা ধূমোৎপত্তি; রাত্রে অনিদ্রা ও বিরোধিতা; দিবসে নিদ্রালস্য ও ধ্যান; অবসাদ এবং অধোমুখতা; এই সকল বিচেষ্টিত ইষ্টকর নহে। ৫। পর্য্যাণাদি-যুত অশ্বের উপর অন্য বাজিগণের আরোহণ অথবা শকটবাহী বা সজ্জিত নীরোগ তুরঙ্গের বিপদ, শুভকর নহে। ৬। ক্রৌঞ্চবৎ অচলগ্রীব অথচ উন্নতমুখ অশ্বের হ্রেষিত রিপুবধের কারণ হয় এবং অশ্বগণের বদন গ্রাস দ্বারা রুদ্ধ হইলে তাহাদিগের হৃষ্টের ন্যায় স্নিগ্ধ উচ্চশব্দও রিপুবধের কারণ হয়। ৭। অশ্ব যদি পূর্ণপাত্র, দধি, বিপ্র, দেবতা, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ফল ও কাঞ্চন প্রভৃতির সমীপে শব্দ করে, তাহা হইলে জয় হইয়া থাকে। ৮। ভক্ষ্য, পান ও খলিনে অভিনন্দিত অথবা স্বামীর উপায়নহেতু দ্রব্যে আনন্দিত অশ্ব সকল সব্যপার্শ্বগত-দৃষ্টি হইলে বাঞ্ছিতার্থ-ফলপ্রদ হয়। ৯। বামপদ দ্বারা পৃথিবীকে

অভিতাড়নকারী অশ্বগণ স্বামীর প্রবাসের কারণ হয়। সন্ধ্যাকালে দীপ্তাদিকে অবলোকন করিয়া অশ্বগণ শব্দ করিলে, বন্ধন ও পরাজয়ের কারণ হয়। ১০। অশ্ব, অতীব হ্রেষণ, লোম সকল বিকিরণ ও নিদ্রারত হইলে যাত্রা জ্ঞাপন করিয়া থাকে এবং লোমত্যাগকারী, গর্দ্দভসদৃশ-দীনস্বরকারী ও পাংশু-ভক্ষণরত অশ্ব ভয়ের কারণ বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। ১১। সমুদ্গ (পাত্রবিশেষ) তুল্য দক্ষিণ-পার্শ্ব-শায়ী বা দক্ষিণপদ সম্যক্‌রূপে উত্তোলন করিয়া অবস্থিত অশ্বগণ জয়ের কারণ হয়। অন্যান্য বাহন সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ যথাসম্ভব এই ফল আদেশ করিবেন। ১২। ক্ষিতিপতি আরোহণ করিলে যে অশ্ব বিনয়সম্পন্ন ও যত্রানুগত হইয়া অন্য অশ্বের প্রতি হ্রেষাধ্বনি করে কিংবা মুখ দ্বারা স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করে, সেই অশ্ব অচিরাৎ স্বামীর লক্ষ্মীসঞ্চয় করিয়া থাকে ১৩। তাড়না না করিলেও যে অশ্ব মুহুর্ম্মুহুঃ মূত্র ও বিষ্ঠা ত্যাগ করে, অনুলোম গমন করে, অকার্য্য-ভীত ও সাশ্রুলোচন হয়, সেই অশ্ব পালকের শুভ প্রকাশ করে না। ১৪। অশ্বচেষ্টিতের বিষয় উক্ত হইল, অনন্তর দন্তিগণের দন্তকম্পন, ভঙ্গ ও ম্লান প্রভৃতি চেষ্টা দ্বারা তাহাদিগের ফলাফল বলিতেছি। ১৫।

ত্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

শাকুন—হস্তীঙ্গিত।

হস্তিদন্তের মূলে যত অঙ্গুলি পরিধি হইবে, মূল হইতে দ্বিগুণ পরিমাণে দৈর্ঘ্যে তত অঙ্গুলি ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগে সমস্ত রচনা করিবে কিন্তু অনূপচর হস্তীর পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ অধিক ও পর্ব্বতচারী হস্তীর পক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন কল্পনা হইবে। ১। শ্রীবৎস, বর্দ্ধমান, ছত্র, ধ্বজ বা চামরের অনুরূপ চিহ্ন সকল হস্তীর দন্তচ্ছেদে দৃষ্ট হইলে,

আরোগ্য, বিজয়, ধনবৃদ্ধি ও সৌখ্যপ্রদ হয়। ২। দন্তচ্ছেদ প্রহরণসদৃশ হইলে জয়, নন্দ্যাবর্ত্ত চিহ্নযুক্ত হইলে প্রনষ্টদেশপ্রাপ্তি এবং লোষ্ট্রসদৃশ হইলে লব্ধপূর্ব্ব দেশের পুনঃপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩। স্ত্রীরূপ হইলে স্বীয়বিনাশ, ভৃঙ্গারের ন্যায় সমুত্থিত হইলে সুতোৎপত্তি, কুম্ভের ন্যায় হইলে রত্নপ্রাপ্তি ও দণ্ড তুল্য হইলে যাত্রাবিঘ্নকর হয়। ৪। কৃকলাস, কপি ও ভুজঙ্গসদৃশ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে অসুভিক্ষ, ব্যাধি ও রিপুবশত্ব হয় এবং গৃধ্র, উলূক, ধাঙ্ক্ষ বা শ্যেনের ন্যায় আকার হইলে জনমরক হইয়া থাকে। ৫। পাশ কিংবা কবন্ধ চিহ্ন হইলে রাজার মৃত্যু হয়; আর রক্ত স্রুত হইলে জনবিপত্তি, কৃষ্ণ শ্যাব (রক্তপীতবর্ণ) রূক্ষ ও দুর্গন্ধযুক্ত হইলে অশুভ হয়। ৬। ছেদ শুক্লবর্ণ, সমান, সুগন্ধযুক্ত বা স্নিগ্ধ হইলে শুভপ্রদ হয় এবং গলন ও ম্লানের ফল সকলও ঐরূপ। দেব, দৈত্য ও মনুষ্যগণ ক্রমে হস্তীর দশনের মূল, মধ্য ও অগ্রদেশে সংস্থিত। তাঁহাদের স্ফীত, মধ্য ও পরিপেলব (কোমল) ফল সকল শীঘ্র, মধ্য বা চিরকালসম্ভব ফল সকল ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। ৮। এক্ষণে দন্তভঙ্গ-ফল কথিত হইতেছে। দেবতা, দৈত্য বা মনুষ্য-অংশে দক্ষিণভাগে যদি দন্তভঙ্গ হয়, তবে রাজা, দেশ ও সৈন্যগণের বিদ্রব উৎপাদন করে; বামভাগে দন্ত ভগ্ন হইলে অরণ্যচর ও বিদারকগণের সহিত পুত্র, পুরোহিত ও হস্তিপালকের বধসাধন করে। ৯। উভয় দন্ত ভঙ্গ হইলে রাজার সকল কুলক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে এবং লগ্ন তিথি ও নক্ষত্রাদি শুভ হইলে শুভ ফল বৃদ্ধি করিয়া থাকে; আর অন্যরূপ হইলে অশুভ ফল প্রদান করে। ১০। হস্তিদন্ত ক্ষীর বৃক্ষ, ফল, পুষ্প ও পাদপের উপরি বা নদীর তটে বিঘট্টিত হইলে, বাম দন্তের মধ্যভাগ ভগ্ন অথবা খণ্ডিত হইলে শত্রুনাশকর হয়, অন্যথা বিপরীত হইয়া থাকে। ১১। হস্তী অকস্মাৎ স্খলিতগতি, ত্রস্তকর্ণ ও অতিদীনভাবাপন্ন হইয়া পৃথিবীতে শুণ্ড ন্যস্ত করিয়া মৃদু-সুদীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ করিলে এবং দ্রুতমুকুলিতদৃষ্টি হইয়া নিদ্রিত, বিলোম-গামী, অহিতভক্ষী ও কেবল রক্ত বা শকৃৎ ত্যাগ করিলে ভয় হয়। ১২। হস্তী স্বীয় ইচ্ছায় বল্মীক, স্থাণু, গুল্ম, ক্ষুপ ও তরু মথন

করিতে করিতে হৃষ্টদৃষ্টি হইয়া মুখ উন্নত-নিম্ন করিয়া ত্বরিতপদগতিতে অনুলোম যাত্রা করিলে এবং কক্ষাসন্ন হইয়া দিবসে মুহুর্মুহুঃ বারিকণা উৎপাদন করিলে কিংবা বৃংহণ করিলে বা তৎকালে মদপ্রাপ্ত হইলে অথবা দক্ষিণ দন্ত বেষ্টন করিলে জয়প্রদ হয়। ১৩। কুম্ভীরকর্ত্তৃক (ধৃত) হস্তীর জল-প্রবেশ, রাজার মৃত্যুর কারণ ও কুম্ভীরকে গ্রহণ করিয়া জল হইতে হস্তীর স্থলভাগে উত্তরণ, নরপালের ভূমিবৃদ্ধির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ১৪।

চতুর্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৪ ॥

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

শাকুন,—কাকচরিত্র।

প্রাচ্যগণের দক্ষিণভাগস্থ কাক শুভপ্রদ, বামভাগস্থ হইলে করায়িকা হয় ও অন্যত্র লোকপ্রসিদ্ধি দ্বারা সীমা সকল নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। ১। কাক যদি বৈশাখ মাসে নিরুপহত বৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করে; তবে সুভিক্ষ ও মঙ্গলপ্রদ হয়; কিন্তু নিন্দিত কণ্টকী বৃক্ষে নীড় করিলে তদ্দেশে দুর্ভিক্ষ-ভয় হইয়া থাকে। ২। শরৎকালে কাক-নীড় পূর্ব্বদিক্‌স্থিত শাখায় অবস্থিত হইলে পশ্চিমদিকে প্রথমে বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের মধ্যে তরুর উপরিদেশে নীড় হইলে প্রধানবৃষ্টি হইয়া থাকে। ৩। অগ্নিকোণে হইলে মণ্ডলবৃষ্টি, নৈঋতদিকে শারদশস্যের নিষ্পত্তি, অবশিষ্ট দিগ্‌দ্বয়ে হইলে সুভিক্ষ ও বায়ুকোণে কাকনীড় হইলে মূষকসম্পাত হয়। ৪। শর, দর্ভ, গুল্ম, বল্লী, ধান্য, প্রাসাদ ও গেহনিম্নে নীড় থাকিলে, সেই দেশ চৌর, অনাবৃষ্টি ও রোগ দ্বারা নিপীড়িত হইয়া শূন্য হয়। ৫। যদি কাকের দ্বি, ত্রি বা চতুঃসংখ্যক শাবক হয়, তাহা হইলে সুভিক্ষপ্রদ হয়; কিন্তু পঞ্চসংখ্যক হইলে অন্য নৃপাধিকার প্রকাশ করে এবং অণ্ডের ধ্বংস

বা এক অণ্ড প্রসব মঙ্গলপ্রদ নহে। ৬। কাকগণের শাবকের বর্ণ যদি চৌরকবর্ণ হয়, তবে চৌর, চিত্রবর্ণ দ্বারা মৃত্যু, শ্বেতবর্ণ দ্বারা অগ্নিভয় এবং বিকলতা দ্বারা দুর্ভিক্ষভয় হইয়া থাকে। ৭। তাহারা নিমিত্ত ব্যতীত সংহত হইয়া গ্রামমধ্যে গমনপূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে শব্দ করিলে, ক্ষুদ্ভয় এবং চক্রাকারস্থিত হইলে ক্রোধ ও বর্গ বর্গ স্থিত হইলে অভিঘাত হইয়া থাকে। ৮। কাকগণ ভয়-বিরহিত হইয়া তুণ্ড, পক্ষ ও চরণবিঘাত দ্বারা জনগণকে আক্রমণ করিলে শত্রুবৃদ্ধি এবং রাত্রে বিচরণ করিলে জনবিনাশ করিয়া থাকে। ৯। কাকগণ আকাশে উঠিয়া সব্যভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমদিক্ হইতে বিপরীত-মণ্ডলগত হইলে স্বভয় এবং অত্যন্ত আকুল হইয়া ভ্রমণ করিলে বাতোদ্ভ্রম হয়। ১০। ঊর্দ্ধমুখ চলৎপক্ষ কাকগণ ধান্য লুণ্ঠন করত পথে অবস্থিত হইলে ক্ষুদ্ভয়হেতু ও ভয়প্রদ হয়, সেনাঙ্গে অবস্থিত হইলে যুদ্ধ ও কোকিল সদৃশ পক্ষযুক্ত হইলে পরিমোষণ হইয়া থাকে। ১১। কাকগণ শয্যোপরি ভস্ম, অস্থি, কেশ ও পত্র নিক্ষেপ করিলে অঙ্গনার পতিবধের কারণ হয় এবং মণি কুসুমাদি অবহনন করিলে পুত্র জন্ম প্রকাশ করে। ১২। সিকতা, ধান্য, আর্দ্রমৃত্তিকা ও কুসুম প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ হইলে কাক অর্থলাভ প্রকাশ করে এবং যদি কাক জনগণের বাসস্থান হইতে ভাণ্ড সকল অপনয়ন করে, তাহা হইলে ভয়প্রদ হয়। ১৩। বাহন, শস্ত্র, পাদুকা, ছত্র, ছায়া ও অঙ্গ কুট্টন করিলে মরণ; তাহার পূজা করিলে পূজা এবং তাহার বিষ্ঠা ত্যাগে অন্নসংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ১৪। যদি কোন দ্রব্য কাকে আনয়ন করে, তবে তাহার লাভ; যদি অপহরণ করে, তবে তাহার বিনাশ; পীতদ্রব্যে কনক ও বস্ত্র এবং কার্পাস-নির্ম্মিত শ্বেত বস্ত্রে রৌপ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। ১৫। কাকগণ ক্ষীর, অর্জ্জুন, বঞ্জুল, কূলদ্বয় ও পুলিনগত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি ও অন্য ঋতুতে পংশুজলে স্নান করিলে দুর্দ্দিন হইয়া থাকে। ১৬। কাক তরুকোটরে উপগত হইয়া দারুণ শব্দ করিলে মহাভয়প্রদ হয়, সলিল অবলোকন করিয়া শব্দ করিলে বা

মেঘের শব্দানুকরণে শব্দ করিলে বৃষ্টিকর হইয়া থাকে। ১৭। কম্পিত-পক্ষ কাক বিটপোপরে বসিয়া দীপ্তি ও উদ্বিগ্ন হইয়া অঙ্গ কুট্টন করিলে কিংবা গৃহে রক্তদ্রব্য বা দগ্ধ-তৃণকাষ্ঠ রক্ষণ করিলে অগ্নিকর হয়। ১৮। গৃহিগণের গৃহে পূর্ব্বাদিদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া শব্দ করিলে রাজভয়, চোর, বন্ধন, কলহ ও পশুজনিত ভয় হইয়া থাকে। ১৯। শান্তা পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিতে করিতে শব্দ করিলে রাজপুরুষ প্রাপ্তি, সুবর্ণ লাভ, শালী ধান্য, অন্ন, গুড় ও আসন প্রাপ্তি হয়। ২০। আগ্নেয়কোণে হইলে অনলাজীবিক, যুবতী ও প্রবর ধাতু লাভ এবং দক্ষিণদিকে মাষ, কুলত্থ, ভোজ্য ও গান্ধর্ব্বিক গায়ক-গণের সংযোগ হয়। ২১। নৈঋ‍র্তদিকে দূত, উপকরণ, দধি, তৈল, পলল ও ভোজ্যপ্রাপ্তি এবং পশ্চিমদিকে ঐরূপ ভাবে শব্দ করিলে মাংস, সুরা, আসব, ধান্য ও সামুদ্র-রত্নপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২২। বায়ুকোণে হইলে শস্ত্র, আয়ুধ, সরোজ, বল্লী, ফল ও অশন প্রাপ্তি এবং উত্তরদিকে পরমান্ন, অশন, তুরঙ্গ ও বস্ত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ২৩। ঈশানকোণে হইলে ঘৃতপূর্ণ পাত্র ও বৃষ প্রাপ্তি হয়। কাক গৃহপৃষ্ঠাশ্রিত হইয়া শব্দ করিলে এই সকল ফল গৃহপতির সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। ২৪। যদি কাকগণ গমন কালে কর্ণসম হয়, তবে ক্ষেম্য কারণ হয়, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধিকর হয় না। গন্তার অভিমুখে উপস্থিত হইয়া বিশেষরূপ শব্দ করিলে, যাত্রার বিনিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ২৫। প্রথমে গন্তার বাম পার্শ্বে শব্দ করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণ পার্শ্বে শব্দ করিলে, কাক অর্থাপহারী হয় এবং তাহার বিপরীত হইলে অর্থসিদ্ধিকর হয়। ২৬। যদি গমনকারীর বাম পার্শ্বে শব্দ করিতে করিতে মুহুর্ম্মুহুঃ অনুলোম গতিতে গমন করে, তাহা হইলে অর্থসিদ্ধি হইয়া থাকে; প্রাচ্যগণের দক্ষিণেই এই প্রকার ফল হয়। ২৭। কাক বামদিক্‌স্থিত হইয়া প্রতিলোম গতিতে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে, গমনের বিঘ্নকর হয় এবং গমনে তত্রস্থিতের যে ফল বাঞ্ছিত, সেই ফল প্রকাশ করিয়া থাকে। ২৮। অগ্রে দক্ষিণে শব্দ করিয়া যদি বাম দিকে শব্দ করে, তবে অভীপ্সিত ফল লাভ এবং

শব্দ করিতে করিতে শীঘ্র গন্তার অগ্রে অগ্রে গমন করিলে অতি মহান্ অর্থ লাভ হইয়া থাকে। ২৯। প্রতিশব্দ করিয়া পৃষ্ঠ হইতে দক্ষিণ-দিকে দ্রুত গমন করিলে, অথবা অগ্রভাগে একচরণাধিষ্ঠিত থাকিয়া সূর্য্য দর্শন করিতে করিতে শব্দ করিলে রুধিরের কারণ হইবে। ৩০। কাক যখন একপাদাধিরূঢ় থাকিয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করত মুখ দ্বারা স্বীয় পিচ্ছ সকল বিলেখন করে, তখন পরবর্ত্তী মহৎ জনগণের বধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩১। শস্যযুক্ত ক্ষেত্রে শান্তাদিকে বিশিষ্টরূপে শব্দ করিলে শস্যযুক্ত ভূমিলাভ হইয়া থাকে। আকুলচেষ্ট হইয়া সীমান্তে বিশেষরূপে শব্দ করিলে, গমনকারীর ক্লেশকর হইয়া থাকে। ৩২। সুস্নিগ্ধ পত্র, পল্লব, কুসুম ও ফল দ্বারা আনম্র বা সুরভি অথবা মধুর বৃক্ষে কিংবা ক্ষীরযুক্ত ব্রণবর্জ্জিত, সুস্থিত ও মনোজ্ঞ বৃক্ষ সকলে স্থিত কাক অর্থকর হইয়া থাকে। ৩৩। পক্ব শস্য ও নবতৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত শ্যামল ক্ষেত্র, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য ও হরিৎ বর্ণযুক্ত স্থানে এবং ধান্যের উচ্ছ্রায় ও মঙ্গল্যদ্রব্যে শব্দ করিলে, ধনাগম হইয়া থাকে। ৩৪। গোপুচ্ছস্থিত বা বল্মীকগত হইলে ভুজঙ্গের দর্শন হয়। মহিষগত হইয়া শব্দ করিলে সদ্যঃ জ্বর হয়, কিন্তু গুল্মে অবস্থিত হইয়া শব্দ করিলে স্বল্প ফল হইয়া থাকে। ৩৫। তৃণকূট সংস্থিত বা অস্থি-সংস্থিত কাক বামগত হইলে কার্য্যের ব্যাঘাত এবং উর্দ্ধাগ্নিপ্লুষ্ট বা অশনিহত বৃক্ষাদিতে ঐরূপ হইলে বধ হইয়া থাকে। ৩৬। কণ্টকিমিশ্র সৌম্য-স্থানে অবস্থিত হইলে কার্য্যের সিদ্ধি ও কলহ হয় এবং কণ্টকী বৃক্ষে অবস্থিত হইলে কলহ ও বল্লী-পরিবেষ্টিত বৃক্ষাদিতে হইলে বন্ধন হইয়া থাকে। ৩৭। ছিন্নাগ্র স্থানে স্থিত হইলে অঙ্গচ্ছেদ, শুষ্কদ্রুমস্থিত হইলে কলহ এবং সম্মুখে অথবা পশ্চাতে গোময়-সংস্থিত হইলে অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৩৮। মৃত পুরুষের অঙ্গে বা অবয়বে অবস্থিত হইয়া শব্দ করিলে মৃত্যুভয় এবং চঞ্চু দ্বারা যদি অস্থিভঙ্গ করে, তবে অস্থিভঙ্গের কারণ হয়। ৩৯। রজ্জু, অস্থি, কাষ্ঠ, কণ্টকী, নিঃসার ও কেশ মুখে করিয়া রব করিলে যথাক্রমে ভুজঙ্গ, রোগ, দংষ্ট্রি, তস্কর, শস্ত্র ও অগ্নিজনিত ভয় হইয়া থাকে। ৪০। কাক শ্বেতপুষ্প ও

অশুচি মাংস মুখে করিলে গন্তার অভীষ্টানুরূপ অর্থসিদ্ধি হয় এবং পক্ষ কম্পন করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে মুহুর্ম্মুহুঃ শব্দ করিলে বিঘ্নকর হয়। ৪১। যদি শৃঙ্খল, বরত্রা (হস্তীর কক্ষরজ্জু) বা বল্লী গ্রহণ করিয়া শব্দ করে, তবে বন্ধন হয় এবং পাষাণস্থিত হইলে ভয় হয় ও ক্লিষ্ট-অপূর্ব্ব পথিকের সঙ্গে মিলন হয়। ৪২। কাকের মুখ পরস্পর ভক্ষ্য-সংক্রামিত হইলে উত্তম সন্তোষ হয় এবং কাকদম্পতি যুগপৎ শব্দ করিলে স্ত্রীলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৩। প্রমদার মস্তকোপরিস্থ পূর্ণকুম্ভে সংস্থিত হইলে অঙ্গনা ও অর্থ-সংপ্রাপ্তি হয়। আর ঐ ঘট কুট্টন করিলে সুতবিপদ এবং ঘটোপহদনে (বিষ্ঠা ত্যাগে) অন্ন-সংপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৪৪। চলৎপক্ষ কাক স্কন্ধাবারাদির নিবেশসময়ে শব্দ করিলে অন্য স্থান সূচনা করিয়া থাকে ; কিন্তু নিশ্চলপক্ষ কাক শব্দ করিলে ভয়মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। ৪৫। গৃধ্র ও কঙ্কযুক্ত ধ্বাঙ্ক্ষগণ আমিষ বিনা সৈন্যাদির মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে অবিরুদ্ধ হইলে শত্রুদিগের প্রীতি এবং বিরুদ্ধ হইলে যুদ্ধ হইয়া থাকে। ৪৬। কাক শূকর-সংস্থিত হইলে বন্ধন এবং পঙ্কযুক্ত দুইটী শূকরে সংস্থিত হইলে অর্থ-প্রাপ্তিকর হয়। খর ও উষ্ট্র-সংস্থিত হইলে মঙ্গল হয় ; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, খরস্থিত হইলে বধ হইয়া থাকে। ৪৭। ধাঙ্ক্ষ অশ্বগত হইলে বাহনলাভ ও পশ্চাৎ গমন করিয়া শব্দ করিলে রক্তপাত হয় এবং গন্তার অনুগমনকারী অন্য বিহঙ্গগণও কাকবৎ উক্তবিধ ফল প্রদান করে। ৪৮। দ্বাত্রিংশৎ (৩২) ভাগে বিভক্ত দিক্‌চক্রে যাহাতে যেরূপ ফল সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে; জিগমিষুগণের পক্ষে তাহাতে সেইরূপ দোষ-গুণযুক্ত ফল ফলিয়া থাকে। ৪৯। স্বীয় নিলয়-সংস্থিত কাকের 'কা' এই শব্দ নিষ্ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং 'কব' শব্দ আত্মপ্রীতির জন্য ও 'ক' এই শব্দ হইলে স্নিগ্ধদ্রব্য ও মিত্র-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। ৫০। 'কর' শব্দে কলহ, 'কুরুকুরু' শব্দে হর্ষ, 'কটকট' শব্দে দধিভক্ত এবং 'কেকে' বা 'কুকু' শব্দে গন্তার ধনলাভ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫১। 'খরেখরে' শব্দে পথিকের আগমন, 'কথাখা' শব্দে গন্তার মৃত্যু এবং 'খলখল' শব্দ সদ্যঃ অভিবর্ষণের

জন্য গমনের প্রতিষেধ প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫২। 'কাকা' শব্দে বিঘাত, 'কাকটি' শব্দে আহারদূষণ, 'কবকব' শব্দে প্রীতির আস্পদ এবং 'কগাকু' শব্দে বন্ধন হইয়া থাকে। ৫৩। 'করকৌ' শব্দে বর্ষণ, 'গুড়' শব্দে ত্রাস, 'বট্' শব্দে বস্ত্রপ্রাপ্তি এবং 'কলয়' শব্দে ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের সংযোগ প্রকাশ করে। ৫৪। 'ফট্' শব্দে ফলপ্রাপ্তি ও ফলবাহীদিগের দর্শন 'টট্' শব্দে প্রহার, 'স্ত্রী' শব্দে স্ত্রীলাভ, 'গড়িতি' শব্দে গোসকল এবং 'পুড়িতি' শব্দে পুষ্প সকল লাভ হইয়া থাকে।৫৫। 'টাকুটাকু' শব্দ যুদ্ধের কারণ; 'গুহু' শব্দে বহ্নিভয়, 'কটকট' শব্দে কলহ এবং 'টাকুলি' 'চিটিচি' 'কেকেকে' ও 'পুরং' শব্দ দোষকর হয়। ৫৬। রুত বা চেষ্টিতাদি দ্বারা যে ফল উক্ত হইয়াছে, কাকদ্বয়ের পক্ষেও এই ফল সমান। অন্যান্য পক্ষিগণও কাকের ন্যায় এবং অন্যান্য যত বন্য বা গ্রাম্য দংষ্ট্রিগণ আছে, তাহাদের ফলও কুকুরসদৃশ। ৫৭। স্থলচারী বা জলচারী প্রাণীদিগের যদি ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ স্থলচারী প্রাণী যদি জলে বিচরণ করে, আর জলচর প্রাণী যদি স্থলে বিচরণ করে, তবে প্রচুর জল-বৃষ্টি হয়, কিন্তু শেষকালে ভয় হয়। আর মধু-মক্ষিকা সকল যদি ভবনোপরি নিলীন হয়, তবে শীঘ্র ভবন শূন্য হয়; কিন্তু নীলবর্ণ মক্ষিকা সকল যদি মস্তকোপরি নিলীন হয়, তবে মৃত্যু হয়। ৫৮। পিপীলিকাগণ যদি স্বীয় অণ্ড সকল সলিলে নিক্ষেপ করে, তবে বৃষ্টিবিঘাত হইয়া থাকে। অথবা নিম্নস্থল হইতে বৃক্ষে লইয়া যাইলে উহারা বৃষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকে। ৫৯। গমনাদি কার্য্যের আরম্ভ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে যে শকুন দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কার্য্যের শেষ পর্য্যন্ত, সেই শকুন ফল প্রদান করিবে; তন্মধ্যে যদি অন্য শকুন দৃষ্ট হয়, তবে তাহা সেই দিবসেই ফল প্রদান করিবে। এইরূপে যাবতীয় শকুনই বিচন্তনীয়। কোন কার্য্যের আরম্ভ বা যাত্রা কিংবা গৃহ প্রবেশাদি সময়ে ক্ষুত (হাঁচি) শুভদ বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। ৬০। শাকুন-শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ এইরূপে শকুন নিরূপণ পূর্ব্বক সম্মানদাতা রাজার সম্বন্ধে শুভ দশাপাক, নির্ব্বিঘ্ন-সিদ্ধি, মুলাভিরক্ষা, সহায়, ইষ্ট-সিদ্ধি ও নীরোগিতা; এই সকল যথাযথ প্রকাশ করিবেন। ৬১।

কোন কোন পণ্ডিত অর্থাৎ কশ্যপাদি মুনিগণ বলেন যে, একক্রোশের পরে শকুন-বিরুত (চেষ্টিত) নিষ্ফল হয়। তন্মধ্যে যদি সর্ব্বপ্রথম শকুন অশুভ হয়, তবে পাঁচ বা ছয়টী প্রাণায়াম * করিবেন। দ্বিতীয় শকুন যদি অশুভ হয়, তবে ষোলটী প্রাণায়াম করিতে হইবে আর যদি তৃতীয় শকুনও অশুভ হয়, তবে গমন না করিয়া স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ৬২।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৫ ॥

ষণ্নবতিতম অধ্যায়।

শাকুন,—উত্তরাধ্যায়।

শব্দজ্ঞ পণ্ডিতগণ দিক্, দেশ, চেষ্টা, স্বর, দিবস, ঋক্ষ, মুহূর্ত্ত, হোরা, করণ, উদয়াংশ, চির, স্থির ও দ্ব্যাত্মক এই সকলের বলাবল জানিয়া ফল সকল প্রকাশ করিবেন। ১। শকুন সকল—সংস্থিত (বর্ত্তমান) গণের সম্বন্ধে আগামী ও স্থিরসংজ্ঞিত কার্য্যফল করিয়া প্রকাশ থাকে, এবং তন্মধ্যে নৃপ, দূত, চর ও অন্যদেশ জাত সকলই বর্ত্তমান থাকে। ইহা স্বজনাদি ও আগম নামে প্রসিদ্ধ। ২। উদ্বদ্ধ, সংগ্রহণ, ভোজন, চৌর, বহ্নি, বর্ষা, উৎসব, আত্মজ, বধ, কলহ এবং ভয় এই সকল স্থিরবর্গ। স্থিররাশি চন্দ্রযুক্ত বা উদিত হইলে স্থিরকার্য্য স্থির হইয়া থাকে ; যাহা চর বলিয়া উক্ত হয়, তাহা চরগৃহে নির্ণীত হইয়া থাকে। ৩। স্থিরপ্রদেশ. উপল, মন্দির, দেবালয়, ভূমি ও জলসন্নিধানে শকুন থাকিলে স্থিরকার্য্য এবং চলপ্রদেশে থাকিলে চরকার্য্য কর্ত্তব্য। ৪।

---

* ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী ও তৎপরে "আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্" এই পর্য্যন্ত মন্ত্রের যথানিয়মে পূরক, কুম্ভক ও রেচককে প্রাণায়াম কহে। পূরকের চতুর্গুণ কুম্ভক ও কুম্ভকের অর্দ্ধেক রেচক ; ইহার অনুলোম-বিলোমই ক্রম।

আপ্য (পূর্ব্বাষাঢ়া) নক্ষত্র, ক্ষণ, দিক্, জল এবং পক্ষাবসানে যে সকল শকুন প্রদীপ্ত হয়, তাহারা সকলে শব্দ করিলে বৃষ্টিকর হয়; অম্বুচারী শান্তাদিক্স্থিত হইলেও বৃষ্টি করিয়া থাকে। ৫। আগ্নেয়দিক্, লগ্ন, মুহূর্ত্ত ও অগ্নিযুক্ত দেশে শকুন সূর্য্যদীপ্ত হইয়া শব্দ করিলে অগ্নিভয়ের কারণ হইয়া থাকে; বিষ্টিকরণ, কুম্ভ ও মকরের উদয়, কণ্টকবৃক্ষ ও নিষ্পত্র বল্লীতে শব্দ করিলে মোষণকারী হইয়া থাকে। ৬। কণ্টকীস্থিত গ্রাম্য শকুন সকল স্বরচেষ্টা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শব্দ করিলে এবং যদি ভৌমরাশি (মেষ ও বৃশ্চিক) লগ্নে নৈঋর্তীদিকে স্থিত কিংবা অভিমুখী হয়, তবে কলহের কারণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। ৭। কর্কটলগ্নে অথবা বৃষ ও তুলার নবাংশে বিদিক্স্থিত হইয়া শকুন অধোবদনে শব্দ করিলে, যদি সেই শকুন দীপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিদিকে যাহা প্রদিষ্ট হইয়াছে, সেই যোনির সহিত মিলিত করিয়া থাকে। ৮। যখন পু-রাশি লগ্নে ও বিষম তিথিতে দিক্স্থিত প্রদীপ্ত পুরুষ শকুন শব্দ করিবে, তখন নরগণের সংগ্রহণ বিষয় কহিতে পারা যায়; কিন্তু মিশ্রিত হইলে পণ্ডক (তীক্ষ্ণবুদ্ধি) সম্প্রযোগ হইয়া থাকে। ৯। এইরূপ সূর্য্যের ক্ষেত্র, নবাংশ বা লগ্নে স্থিত হইলে অথবা স্বয়ং সূর্য্যই উহাতে স্থিত হইলে দীপ্ত শকুনগণ তজ্জন্য প্রধান পুরুষের বিবাসন প্রকাশ করিয়া থাকে। ১০। সকল প্রারভ্যমাণ কার্য্যে সূর্য্যান্বিতরাশি হইতে লগ্ন গণনা করিবে; যথাক্রমে (১।২ ক্রমে) সম্পৎ ও বিপৎ সঞ্জ্ঞা গণনা করিয়া সম্পৎ অথবা বিপৎ বলিতে হইবে। ১১। তাৎকালিক লগ্নের দ্বাদশে সূর্য্য থাকিলে, (শকুন দ্বারা যাহার সহিত মিলিত হইবে, সেই ব্যক্তি) দক্ষিণ চক্ষুতে কাণ হইবে; চন্দ্র থাকিলে বাম চক্ষু কাণ; লগ্নস্থ সূর্য্যে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অন্ধ এবং সিংহ রাশিতে অবস্থিত সূর্য্যের উপরি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে কুব্জ, বধির বা জড় হইবে। ১২। তাৎকালিক লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ-দৃষ্ট পাপগ্রহ (বা মঙ্গল) থাকিলে, অথবা যে রাশি পাপদৃষ্ট-পাপগ্রহ যুক্ত হইবে, সেই সময়ের অঙ্গবিভাগ করিলে সেই রাশি যে অঙ্গে পড়িবে, সেই পুরুষের সেই অঙ্গে ব্রণ হইবে। এইরূপে জন্মকালীন ফল সকল

যাহা আমি নিরূপিত করিয়াছি, এই স্থলে সেই সমস্ত চিন্তনীয়। ১৩। চরগৃহাংশক উদয়ে যোজ্য ব্যক্তির নাম দ্বি-অক্ষর যুক্ত, স্থিরে চতুরক্ষর যুক্ত, দ্বিমূর্ত্তিতে যুগ্ম বা পঞ্চ, ত্রি-অক্ষর যুক্ত নাম হয়। ১৪। কবর্গ প্রভৃতি পঞ্চ পঞ্চক বর্ণ ক্রমশঃ মঙ্গল, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শনির পক্ষে প্রদিষ্ট হইয়া থাকে, চন্দ্রের য প্রভৃতি অষ্টসংখ্যক বর্ণ ও সূর্য্যের আকার ক্রমে সমস্ত স্বরবর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ১৫। সূর্য্য ও চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহের অধীনে, যথাক্রমে অগ্নি, জল, কার্ত্তিক, বিষ্ণু, শক্র, শচী ও ব্রহ্মা অবস্থিত; সুতরাং যোজনীয় পদার্থের নাম জ্ঞাপন করিতে হইলে ঐ সকল দেবতার নামই যথাযথ যোগ করিবে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অক্ষর-বিন্যাস অনুসারে দ্ব্যক্ষর ত্র্যক্ষরাদি নাম সকল তৎতৎ দেবতার অনুসারী করিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাপন করিবে। ১৬। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি. রবি ও শনির অবস্থানুসারে শাকুনোক্ত লোকের যথাক্রমে স্তনপান, বাল্য, ব্রতস্থিত (কৌমার), যৌবন, মধ্য, বৃদ্ধ ও অতীব বৃদ্ধ অবস্থা হইয়া থাকে। ১৭।

ষন্নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৬ ॥

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

—:০:—

পাকবিচার।

ভানুর পক্ষ পর্য্যন্ত, চন্দ্রের মাস পর্য্যন্ত, মঙ্গলের বক্রানুসারী দিবস, বুধের দর্শন পর্য্যন্ত এবং বৃহস্পতির বর্ষ পর্য্যন্ত পাক কাল হইয়া থাকে। ১৷ শুক্রের ষণ্মাসে, শনির এক বর্ষে, সুরদ্বেষী (রাহুর) অর্দ্ধবর্ষে ও সূর্য্য-গ্রহণে বর্ষ পর্য্যন্ত এবং ত্বাষ্ট্র ও কীলকের পাক সদ্যঃ হইয়া থাকে। ২। ধূমকেতুর ত্রিমাসে, শ্বেতের সপ্তরাত্র্যন্তে এবং পরিবেষ, ইন্দ্রচাপ, সন্ধ্যা ও অভ্রসূচী সকলের সপ্তাহ পর্য্যন্ত পাক হইয়া থাকে। ৩। শীতোষ্ণের ব্যতিক্রম, অকালজাত ফল-পুষ্পাদি,

দিগ্দাহ, স্থির ও চরের অন্যত্ব এবং প্রকৃতি-বিকৃতির পাক ষণ্মাসে ঘটিয়া থাকে। ৪। অক্রিয়মাণক কার্য্যকরণ (যাহা কখন করে নাই তাহা করা বা অনিচ্ছায় করা অথবা হঠাৎ করা), ভূমিকম্প, অনুৎসব, দুরিষ্ট, অশোষ্যের শোষণ ও স্রোতের অন্যত্ব; ইহার ফল ষণ্মাসে হইয়া থাকে। ৫। স্তম্ভ, কুশূল ও পূজার জল্পিত, রুদিত, প্রকম্পিত এবং স্বেদ অথবা কলহ, ইন্দ্রধনু ও নির্ঘাত; ইহাদের পাক মাসত্রয়ে হইয়া থাকে। ৬। কীট, মূষিক, মক্ষিকা ও উরগের বাহুল্য-যুক্ত মৃগ, বিহঙ্গ ও মারুত অথবা জলে লোষ্ট্রের তরণ, এই সকল তিন মাসে বিপাক প্রাপ্ত হয়। ৭। অরণ্যে কুক্কুরগণের প্রসব, বন্যগণের গ্রামে সম্প্রবেশ, মধুনিলয়, তোরণ ও ইন্দ্রধ্বজ; এই সকল একবর্ষে বা কিঞ্চিদধিক বর্ষে বিপাক প্রাপ্ত হয়। ৮। শৃগাল ও গৃধ্রসমূহ দশ দিবসে এবং তূর্য্যরব সদ্যঃ ফলপাক প্রাপ্ত হয়। আক্রুষ্ট, বল্মীক ও পৃথিবী-বিদারণ একপক্ষে পাকজনিত ফল পায়। ৯। অনগ্নি-প্রদেশের প্রজ্বলন এবং ঘৃত, তৈল ও বসাদিবর্ষণ সদ্যঃ পাকপ্রাপ্ত হয় আর জনাপবাদ সার্দ্ধ সপ্তদিবসে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ১০। ছত্র, চিতি, যূপ, হুতবহ ও বীজগণের পাক সপ্তপক্ষে হয়। কেহ কেহ বলেন, ছত্র ও তোরণের ফল মাস পর্য্যন্ত প্রকাশ করে। ১১। অত্যন্ত বিরুদ্ধগণের পরস্পর স্নেহ, আকাশে ভূতগণের শব্দ এবং মার্জ্জার ও নকুলের সহিত মূষকের সঙ্গ; ইহার ফল এক মাসে হয়। ১২। গন্ধর্ব্ব-পুর, রসবিকৃতি ও হিরণ্যবিকৃতি মাস পর্য্যন্ত পাকপ্রাপ্ত হয় এবং দিক্ সকল ধ্বজ, আলয়, পাংশু ও ধূম দ্বারা আকুল হইলে এক মাসে ফল পায়। ১৩। অশ্বিনী অবধি পুষ্যা পর্য্যন্ত নক্ষত্রগণ ক্রমে নব, এক, অষ্টাদশ, এক, এক, ষট্, তিন ও তিন সংখ্যক মাস পরে ফল পাকপ্রাপ্ত হয় ও অশ্লেষার ফল সদ্যঃই হইয়া থাকে। ১৪। মঘা হইতে মূলা পর্য্যন্ত নক্ষত্র সকল ক্রমে ক্রমে এক, ষট্, ষট্, ত্রি, অর্দ্ধ, অষ্ট, ত্রি, ষট্, এক ও এক মাসে; পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া চতুর্মাসে এবং অভিজিৎতারা সদ্যঃ পাক প্রাপ্ত হয়। ১৫। শ্রবণাদি নক্ষত্র সকল যথাসংখ্যক সপ্ত, অষ্ট, অধ্যর্দ্ধ (সাড়ে সাত দিন) ত্রি, ত্রি ও

পঞ্চমাসে পাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৬। যদি কথিত সময়ে ফল দৃষ্ট না হয়, তবে তদ্দ্বিগুণ সময়ে অধিকতর ফল পায়; কিন্তু কনক, রত্ন ও গো প্রদানাদি শান্তি দ্বারা দ্বিজগণ কর্তৃক যদি বিধিবৎ উপশমিত না হয়, তবেই দ্বিগুণ সময়ে পাক হইবে। ১৭।

সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৭ ॥

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

নক্ষত্রগুণ।

শিখি (৩), গুণ (৩), রস (৬), ইন্দ্রিয় (৫), অনল (৩), শশী (১), বিষয় (৫), গুণ (৩), ঋতু (৬), পঞ্চ (৫), বসু (৮), পক্ষ (২) বিষয় (৫), এক (১), চন্দ্র (১), ভূত (১৪), অর্ণব (৪), অগ্নি (৩), রুদ্র (১১), অশ্বি (১), বসু (৮), দহন (৩), ভূত (১৪), শত (১০০), পক্ষ (২), বসু (৮) এবং দ্বাত্রিংশৎ (৩২); ইহা তারকা-পরিমাণ অর্থাৎ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের যোগতারা। অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের ফল ক্রমশঃ তারা-প্রমাণানুসারী হইয়া থাকে। ১। ২। উদ্বাহে নক্ষত্রজাত সদসৎ ফল সকল তারকা পরিমিত বর্ষে ফলিত হয়। তারা-প্রমাণ দিবসে জ্বরের বা অন্য ব্যাধির নাশ কথিত হইয়া থাকে। ৩। অশ্বি, যম, দহন, কমলজ, শশী, শূলভৃৎ, অদিতি, জীব, ফণী, পিতৃগণ, যোনি, অর্য্যমা, দিনকর, ত্বষ্টা, পবন, শক্রাগ্নি, মিত্র, শক্র, নির্ঋতি, তোয়, বিশ্ব, বিরিঞ্চি হরি, বসু, বরুণ, অজপাদ, অহির্বুধ্ন ও পূষা, ইহাঁরা যথাক্রমে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের দেবতা। ৪।৫ তাহাদিগের মধ্যে রোহিণীও তিনটী উত্তরা, ইহাতে ধ্রুবগণ হয়। ধ্রুবগণে অভিষেক, শান্তি, তরু, নগর, ধর্ম্ম, বীজ ও ধ্রুবকার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। ৬। মূলা, শিব, শক্র, ও ভুজগ এই কয়টী যাহাদিগের অধিপতি, তাহারা তীক্ষ্ণগণ। সেই সকল নক্ষত্রে অভিঘাত, মন্ত্র, বেতাল, বন্ধ, বধ ও ভেদ সম্বন্ধী কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। ৭।

পূর্ব্বাত্রয়, ভরণী ও পিত্র্যনক্ষত্রে উগ্রগণ হয়; ইহারা উৎসাদন, নাশ ও শাঠ্য এবং বন্ধন, বিষ, দহন ও শস্ত্রঘাত প্রভৃতির সিদ্ধিলাভ জন্য যোজনীয়। ৮। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যাতে লঘুগণ; ইহাতে পুণ্য, রতি, জ্ঞান, ভূষণ ও কালা, শিল্প, ঔষধ ও যানাদি সিদ্ধিকর বলিয়া প্রদিষ্ট হইয়াছে। ৯। অনুরাধা, চিত্রা, পৌষ্ণ ও ঐন্দব নক্ষত্র সকল মৃদুবর্গ, এই নক্ষত্রগণ সুরত, বিধি, বস্ত্র, ভূষণ, মঙ্গল, গীত ও মিত্র বিষয়ে হিতকর হয়।১০। বিশাখা ও কৃত্তিকানক্ষত্রে মৃদুতীক্ষ্ণগণ, ইহারা বিমিশ্র-ফলকারী হইয়া থাকে। শ্রবণানক্ষত্র হইতে নক্ষত্রত্রয়, আদিত্য ও অনিল নক্ষত্র সকল চরগণ; ইহারা চরকর্ম্মে হিতকর হইয়া থাকে। ১১। হস্তাদি নক্ষত্রত্রয়, মৃগশিরা, শ্রবণাদি নক্ষত্রত্রয়, পূষা, অশ্বিনী, শক্র গুরুসংক্রান্ত নক্ষত্র ও পুনর্ব্বসু; ইহারা—কর্ম্মীর শুভ তারা ও শুভচন্দ্র যুক্ত হইলে, ইহাদের উদয়ক্ষণে ক্ষৌর কার্য্য হিতকর হয়। ১২। স্নাতমাত্র, গমনোৎ-সুক, ভূষিত, অভ্যক্তাঙ্গ, ভুক্ত, রণকাল ও নিরাসন হইয়া এবং সন্ধ্যা ও নিশাকালে; মঙ্গল, শনি ও রবিবার দিনে; রিক্তা তিথিতে; নবম-দিবসে ও বিষ্টিকরণে ক্ষৌরকর্ম্ম হিতকর নহে। ১৩। নৃপগণের আজ্ঞায়, ব্রাহ্মণগণের সম্মতিতে, বিবাহকালে, মৃত ও সূতক জনিত অশৌচান্তে, বন্ধের মোচনে ও যজ্ঞাদিদীক্ষায় ক্ষুরকর্ম্ম সকল নক্ষত্রেই প্রশস্ত। ১৪। হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা; এই সকল নক্ষত্র পুং-সংজ্ঞিত কার্য্যে শুভকর হয়। ১৫। হস্তা, রেবতী, স্বাতী, অনুরাধ, পুষ্যা, চিত্রা ও মৃগশিরা নক্ষত্রে; চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে; সংস্কার, দীক্ষা, ব্রত ও মৌঞ্জীমোক্ষণাদি কার্য্য সকল করিতে হয়। ১৬। লগ্নের তৃতীয় ও একাদশ স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে; রাশি ও লগ্ন শুভ-গ্রহের ক্ষেত্র হইলে; লগ্ন ও রাশিতে পাপগ্রহ না থাকিলে; অথবা বৃহস্পতির রাশি অর্থাৎ ধনু ও মীন লগ্ন হইলে; পুষ্যা, মৃগশিরা, চিত্রা, শ্রবণা ও রেবতী নক্ষত্রে কর্ণবেধ করিতে হয়। ১৭। লগ্নের দ্বাদশ, কেন্দ্র অর্থাৎ ১।৪।৭।১০ স্থান শুদ্ধ হইলে; পাপগ্রহগণ তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশগত হইলে; বৃহস্পতি ও শুক্র লগ্ন বা কেন্দ্রগত হইলে; কর্ত্তা অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভাগীর রাশি (জন্মরাশি) উদিত (লগ্ন) হইলে; অথবা

গ্রাম্যরাশি (মিথুন, কন্যা, তুলা, ধনু, বৃশ্চিক, ঘট) ও স্থির রাশি (বৃষ, সিংহ, বিছা, কুম্ভ) লগ্ন হইলে সমস্ত কার্য্যের আরম্ভই শুভকর হয় এবং ইহাতে গৃহারম্ভ ও গৃহপ্রবেশ শুভপ্রদ হইয়া থাকে। ১৮।

অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৯৮ ॥

নবনবতিতম অধ্যায়।

তিথি ও করণ গুণ।

ব্রহ্মা, বিধাতা, হরি, যম, শশাঙ্ক, ষড়ানন, শক্র, বসু, ভুজগ, ধর্ম্ম, ঈশ, সবিতা, মন্মথ এবং কলি; এই সমস্ত দেবতা প্রতিপদাদি তিথির যথাক্রমে অধিপতি। ১। আর অমবস্যার অধিপতি পিতৃগণ। অধিপতিদিগের সংজ্ঞাসদৃশ ক্রিয়া সকল উক্ত উক্ত তিথিকে সাধন করা কর্ত্তব্য। সেই তিথি সকল নন্দা, ভদ্রা, বিজয়া, রিক্তা ও পূর্ণা ভেদে ত্রিবিধ। ২। যে নক্ষত্রে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, সেই দেবতা-সংক্রান্ত তিথি সকলেও তাহা কর্ত্তব্য এবং করণ বা মুহূর্ত্তেও সেই কর্ম্ম দেবতা সদৃশ হইলে সিদ্ধিকর হয়, যেমন রোহিণীনক্ষত্র ও প্রতিপদ তিথি। ৩। বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ ও বিষ্টি সংজ্ঞক করণ সকলের ক্রমে ক্রমে অধিপতি ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূমি, শ্রী ও যম। ৪। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শকুনি, চতুষ্পদ, নাগ ও কিস্তুঘ্ন করণ হয়। ইহারা ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চল এবং ইহাদিগের অধিপতি ক্রমে ক্রমে কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। ৫। ববকরণে শুভ চর স্থির পৌষ্টিক কর্ম্ম সকল কর্ত্তব্য। বালব নামক করণে ধর্ম্মক্রিয়া ও দ্বিজগণের হিতকর কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কৌলবকরণে সম্যক্‌রূপে প্রীতি, মিত্র ও বরণ সকল এবং তৈতিল নামক করণে সৌভাগ্য,সংশ্রয় ও গৃহসঙ্কল্প করা উচিত। ৬। গরকরণে কৃষি, বীজ, গৃহ ও আশ্রয়জাত কার্য্য এবং বণিজকরণে বণিক্‌-সংযোগ ও ধ্রুবকার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে; আর বিষ্টিকরণ শুভফল বিধান

করে না, কিন্তু পরিঘাত ও বিষাদিতে সিদ্ধিকর হয়। ৭। শকুনিতে পৌষ্টিক, ঔষধাদি, মূল ও মন্ত্র সকল; চতুষ্পদে গো-কার্য্য, দ্বিজ ও পিতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া রাজ্য করা কর্ত্তব্য। নাগে স্থাবর, দারুণ কর্ম্ম হরণ ও দুর্ভাগ্যজনিত কর্ম্ম সকল করিতে হয়। কিস্তুঘ্নে শুভ ইষ্টপুষ্টিকরণ ও মঙ্গল্য-সিদ্ধিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। ৮।

নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯৯ ॥

শততম অধ্যায়।

—:০:—

বৈবাহিক নক্ষত্র ও লগ্ন।

রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, অনুরাধা, মঘা, হস্তা ও স্বাতীনক্ষত্রে; কন্যা, তুলা ও মিথুন লগ্ন উদিত হইলে; ঐ লগ্নের সপ্তম ও অষ্টম ভিন্ন স্থানে শুভগ্রহগণ অবস্থিত হইলে; বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় বা একাদশ স্থানে চন্দ্র থাকিলে; পাপগ্রহগণ ঐ লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও একাদশ স্থানে থাকিলে; কিন্তু ঐ লগ্নের ষষ্ঠে শুক্র ও অষ্টমে মঙ্গল না থাকিলে; সেই দিবসে বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। ১। দম্পতি অর্থাৎ বর ও কন্যা, এতদুভয়ের জন্মরাশি পরস্পরের দ্বিতীয়, নবম ও অষ্টম না হইলে, অর্থাৎ মেলক-বিচারে দ্বিদ্বাদশ, নবপঞ্চম বা ষড়ষ্টক মেলক না হইলে; উভয়ের রবি চারশুদ্ধ অর্থাৎ গোচরশুদ্ধ হইলে; চন্দ্র—রবি, শনি, মঙ্গল ও শুক্রের সহিত যুক্ত না হইলে অথবা দুইটী পাপগ্রহের মধ্যগত হইলে; ব্যতিপাত ও বৈধৃতিভিন্ন যোগে; বিষ্টিভিন্ন করণে; রিক্তাভিন্ন তিথিতে; শুভগ্রহের বারে; উত্তরায়ণে; চৈত্র ও পৌষ ভিন্ন মাসে এবং অন্য নিন্দ্য লগ্নের মানুষ-নবাংশ উদিত হইলে, বিবাহ প্রশস্ত হইয়া থাকে। ২।

শততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০০ ॥

একাধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

নক্ষত্র-জাতক।

অশ্বিনীনক্ষত্রে জন্ম হইলে মনুষ্য প্রিয়ভূষণ, সুরূপ, সুভগ, দক্ষ ও মতিমান্ হয়। ভরণীতে জন্মিলে কৃতনিশ্চয়, সত্যবাদী, রোগ-বর্জ্জিত, দক্ষ ও সুখী হয়। ১। কৃত্তিকাতে হইলে নর বহুভুক্, পরদাররত, তেজস্বী ও বিখ্যাত এবং রোহিণীতে জন্মিলে সত্যবাদী, শুচি, প্রিয়বাদী, স্থির ও সুরূপ হইয়া থাকে। ২। মৃগশিরানক্ষত্রে চঞ্চল, চতুর, ভীরু, পটু, উৎসাহী, ধনী ও ভোগী এবং আর্দ্রানক্ষত্রে শঠ, গর্ব্বিত, প্রচণ্ড, কৃতঘ্ন, হিংস্র ও পাপরত হয়। ৩। পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে মানব জন্মিলে দমগুণযুক্ত, সুখী, সুশীল, দুর্ম্মেধাঃ, রোগভাক্, পিপাসু এবং অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ৪। পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মানব শান্তাত্মা, সুভগ, পণ্ডিত, ধনী ও ধর্ম্মসংশ্রিত এবং অশ্লেষানক্ষত্রে শঠ, সর্ব্বভক্ষ্য, পাপী, কৃতঘ্ন ও ধূর্ত্ত হয়। ৫। মঘানক্ষত্রে জন্মিলে বহুভৃত্য, বহুধন, ভোগী, সুর-পিতৃগণের ভক্ত ও মহা-উদ্যমযুক্ত, এবং পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে প্রিয়বাদী, দাতা, দ্যুতিমান্, ভ্রমণকারী ও নৃপ-সেবক হয়। ৬। উত্তরফল্গুনীতে জন্মগ্রহণ করিলে মানব সুভগ, বিদ্যালব্ধধন, ভোগী ও সুখী হয় এবং হস্তাতে জন্ম গ্রহণ করিলে উৎসাহী ধৃষ্ট, পানকারী, ঘৃণারহিত ও তস্কর হয়। ৭। চিত্রানক্ষত্রে চিত্রাম্বর ও মাল্যধারী, সুলোচন ও সুন্দরাঙ্গ এবং স্বাতিতে দান্ত, বণিক্, কৃপালু, প্রিয়বাদী ও ধার্ম্মিক হয়। ৮। বিশাখানক্ষত্রে জাত মানব ঈর্ষাপরবশ, লুব্ধ, দ্যুতিমান্, বাক্পটু ও কলহকারী এবং অনুরাধায় ধনী, বিদেশবাসী, ক্ষুধালু ও পর্য্যটনশীল হইয়া থাকে। ৯। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে সংতুষ্ট, ধর্ম্মকারী, প্রচুরকোপসম্পন্ন ও অবহুমিত্র হয় এবং মূলানক্ষত্রে মানী, ধনবান্, সুখী, অহিংস্র, স্থির ও ভোগী হইয়া থাকে। ১০। পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রে হইলে ইষ্টানুরূপ আনন্দ ও কলত্রযুক্ত, বীর ও দৃঢ়-সৌহৃদ্যসম্পন্ন

এবং উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রে বিনীত, ধার্ম্মিক, বহুমিত্র, কৃতজ্ঞ ও সুভগ হয়। ১১। শ্রবণানক্ষত্রে জাত নর, শ্রীমান্, শ্রুতবান্, উদারদার, ধনান্বিত ও বিখ্যাত এবং ধনিষ্ঠায় ধনলুব্ধ, দাতা, ধনবান্, শূর ও গীতপ্রিয় হইয়া থাকে। ১২। শতভিষানক্ষত্রে স্ফুটবাদী, ব্যসনী, রিপুঘাতক, সাহসিক ও দুর্গ্রাহ্য এবং পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে উদ্বিগ্ন, স্ত্রী-জিতধন, পটু ও অদাতা হইয়া থাকে। ১৩। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জাত মানব, বক্তা, সুখী, প্রজাবান্, জিতশত্রু ও ধার্ম্মিক এবং রেবতীনক্ষত্রে জন্ম সম্পূর্ণাঙ্গ সুন্দর, শূর, শুচি ও অর্থবান্ হয়। ১৪।

একাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০১ ॥

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

রাশিবিভাগ।

অশ্বিনী, ভরণী ও কৃত্তিকার প্রথমপাদে মেষরাশি এবং কৃত্তিকার অবশিষ্টাংশ, রোহিণী ও মৃগশিরার প্রথম অর্দ্ধেক বৃষরাশি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ১। মৃগশিরার অপরার্দ্ধ, আর্দ্রা এবং পুনর্ব্বসুর পাদত্রয়, ইহাতে মিথুন এবং পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, পুষ্যা ও অশ্লেষার কর্কট রাশি বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ২। অনন্তর সিংহরাশি—মঘা, পূর্ব্ব-ফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত এবং উত্তরফল্গুনীর অব-শিষ্টাংশ, হস্তা ও চিত্রার প্রথমার্দ্ধ কন্যারাশি নামে প্রসিদ্ধ। ৩। তুলায় চিত্রার অপরার্দ্ধ, স্বাতি ও বিশাখার পাদত্রয় এবং বৃশ্চিকে বিশাখার অপর পাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অবস্থিত। ৪। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়ার প্রথমপাদ ধনূরাশি এবং মকররাশি উত্তরাষাঢ়ার অপর ত্রিপাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধ। ৫। ধনিষ্ঠার অপরার্দ্ধ, শত-ভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদার পূর্ব্ব ত্রিপাদে কুম্ভরাশি এবং পূর্ব্বভাদ্রপদার অবশিষ্ট পাদ, উত্তরভদ্রাপদ ও রেবতীতে মীনরাশি হইয়া থাকে। ৬।

(ইহার সংক্ষেপ) অশ্বিনী, মঘা ও মূলানক্ষত্রের আদিতেই যথাক্রমে মেষ, সিংহ ও ধনু রাশি আরব্ধ। কিন্তু ইহারা বিষম-নক্ষত্র অর্থাৎ তৃতীয় তৃতীয় নক্ষত্রের পাদবৃদ্ধি দ্বারা যথোত্তরে নিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ৭।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০২ ॥

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

বিবাহপটল।

যে সময়ে নারীগণের বিবাহ হয়, সেই সময়ের লগ্নে রবি বা মঙ্গল থাকিলে সেই নারী বিধবা হয়। লগ্নে রাহু থাকিলে সন্তানের বিপদ, শনি থাকিলে কন্যা দরিদ্রা, শুক্র, বুধ বা বৃহস্পতি থাকিলে সাধ্বী এবং বিবাহ-লগ্নে চন্দ্র থাকিলে আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে। ১। বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয় রাশিতে রবি, শনি, রাহু বা মঙ্গল থাকিলে নিরন্তর অত্যন্ত দারিদ্র্য করিয়া থাকে। বৃহস্পতি, বুধ বা শুক্র থাকিলে পতিবত্নী ও ধনবতী হয় এবং বিবাহ-লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে চন্দ্র থাকিলে রমণীকে অত্যন্ত সন্তানবতী করিয়া থাকে। ২। বিবাহ-লগ্নের তৃতীয় স্থানে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে রমণী সর্ব্বদা বহুসুতা ও ধনান্বিতা হয়। শনৈশ্চর দ্বিতীয়ে থাকিলে সুভগা হয় এবং রাহু বিদ্যমান থাকিলে কন্যার মৃত্যু হয়। ৩। যদি বিবাহ-লগ্নের চতুর্থ স্থানে শনি থাকে, তবে সেই রমণীর সামান্য মাত্র দুগ্ধ ক্ষরণ হয়, সূর্য্য বা চন্দ্র থাকিলে দৌর্ভাগ্য হয়, রাহু থাকিলে কন্যা সপত্নীশালিনী হয়, মঙ্গল থাকিলে অল্পধনা এবং বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে সুখিনী হয়। ৪। বিবাহ-লগ্নের পঞ্চম স্থানে যদি রবি বা মঙ্গল থাকে, তবে সেই রমণীর সন্তান জীবিত থাকে না, বুধ, বৃহস্পতি বা শুক্র থাকিলে অত্যন্ত পুত্রবতী হয়, রাহু থাকিলে মৃত্যু হয় এবং চন্দ্র থাকিলে শীঘ্র রমণীকে কন্যা-জননী

ক্ষরিয়া থাকে। ৫। যদি বৈবাহিক লগ্নের ষষ্ঠ স্থানে শনি, রবি, রাহু, বৃহস্পতি বা মঙ্গল থাকে, তবে সুন্দরী ও শ্বশুরানুরক্তা হয়। চন্দ্র থাকিলে বিধবা হয়, শুক্র থাকিলে দরিদ্রা হয় এবং বুধ ষষ্ঠ স্থানে থাকিলে রমণী ধনবতী ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। ৬। বিবাহ-লগ্নের সপ্তমে শনি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, রাহু, রবি, চন্দ্র বা শুক্র থাকিলে রমণী যথাক্রমে বৈধব্য, বন্ধন, বধ, ক্ষয়, অর্থনাশ, ব্যাধি, প্রবাস ও পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে। ৭। বিবাহ-লগ্নের অষ্টম স্থানে বুধ ও বৃহস্পতি থাকিলে নিরন্তর বিয়োগ হয়; চন্দ্র, শুক্র বা রাহু থাকিলে মৃত্যু হয়; রবি থাকিলে পতিব্রতা হয়; মঙ্গল থাকিলে রোগান্বিতা হয় এবং শনি থাকিলে ধনবতী ও পতিবল্লভা হয়। ৮। যদি বিবাহ-লগ্নের নবম স্থানে শুক্র, শনি, মঙ্গল বা বৃহস্পতি থাকে, তবে সেই রমণী ধার্ম্মিকা হয়; বুধ থাকিলে নীরোগা হয়; রাহু ও শনি থাকিলে বন্ধ্যা হয় এবং চন্দ্র থাকিলে কন্যাজননী ও ভ্রমণশালিনী হইয়া থাকে। ৯। রাহু যদি কোন রমণীর বিবাহ-লগ্নের দশম স্থানে অবস্থান করে, তবে সেই রমণী বিধবা হয়, রবি বা শনি থাকিলে পাপ-রতা হয়, মঙ্গল অবস্থান করিলে অর্থরহিতা, চন্দ্র থাকিলে কুলটা এবং অবশিষ্ট গ্রহগণ দশম স্থানে অবস্থান করিলে ধনবতী ও সুভগা হইয়া থাকে। ১০। যে নারীর বৈবাহিক-লগ্নের একাদশে রবি থাকে, সে অত্যন্ত পুত্রবতী হয়। চন্দ্র থাকিলে ধনিনী, মঙ্গল থাকিলে পুত্রবতী ও শনি থাকিলে ধনাঢ্যা হয়। বিবাহ-লগ্নের দশম স্থানে বৃহস্পতি অবস্থান করিলে আয়ুষ্মতী হয়, বুধ থাকিলে সমৃদ্ধা হয়, রাহু থাকিলে পতিবিবক্তা হয় এবং শুক্র থাকিলে অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। ১১। যাহার বিবাহকালীন লগ্নের দ্বাদশ স্থানে বৃহস্পতি বিদ্যমান থাকে, সেই কামিনী ধনান্বিতা হয়, রবি থাকিলে দরিদ্রা হয়, চন্দ্র থাকিলে ধনব্যয়কারিণী, রাহু থাকিলে কুলটা, শুক্র থাকিলে সাধ্বী, বুধ থাকিলে অত্যন্ত পুত্রপৌত্রবতী এবং শনি বা মঙ্গল থাকিলে পানাসক্তহৃদয়া হইয়া থাকে। ১২। দিবসের শেষভাগে গোপগণ যখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে করিতে গোগণকে গৃহে প্রত্যানয়ন করে, তৎকালে সেই গোপ-যষ্ট্যাহত গো-গণের খুরপুট দ্বারা বিদলিত হইয়া

আকাশমার্গে যে ধূলিপটল উড্ডীন হয়, তাহাই গোধূলি। এই গোধূলিতে সুন্দরীগণের বিবাহ হইলে তাহারা অত্যন্ত ধনান্বিতা, পুত্রবতী, আরোগ্যযুক্তা ও সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। গোধূলি সময়ে কি নক্ষত্র, কি তিথি, কি করণ, কি লগ্ন, কি যোগ; কিছুরই বিচার করিতে হয় না; ইহা এইরূপে প্রসিদ্ধ। কারণ গো-ধূলি * উত্থিত হইয়া পুরুষগণের পাপরাশি বিনাশ করিয়া থাকে। ১৩।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৩ ॥

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

—:০:—

গোচরফল।

যে সকল পুরাতন রত্নের ছিদ্র সকল প্রকাশ হইয়াছে, তাহারাও যদি সূত্র ব্যতীত কৃত হয় অর্থাৎ সুন্দর ধাতু প্রভৃতি দ্বারা নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহারা যেরূপ নূতন নূতন গুণ দ্বারা ভূষিত করিতে সমর্থ হয়; তদ্রূপ প্রকাশিত-ছিদ্র চিরন্তন শাস্ত্র সকলও সূত্র ব্যতিরেকে নিবদ্ধ হইলেও নূতন নূতন গুণ দ্বারা প্রায়ই শোভিত করিতে সক্ষম হয়, অতএব, গ্রহগণের গোচরফল অত্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া, আমি নানাপ্রকার বৃত্ত (ছন্দঃ) দ্বারা সেই গোচরফল সকল প্রকাশিত করিতেছি; সুতরাং আর্য্য পণ্ডিতগণ আমার 'মুখচপলত্ব' † প্রধান-চাপল্য ক্ষমা করুন। (আমি এই গ্রন্থে নানাবিধ ছন্দঃ প্রকাশ করিব। কিন্তু তাহাদিগের সূত্র প্রায়ই থাকিবে না) ১—২। যাঁহারা মাণ্ডব্য

---

* গোরজো ধান্যধূলিশ্চ পুত্রস্যালিঙ্গনে রজঃ।
বিপ্রপাদরজো রাজন্ হন্তি দারুণ্যদুষ্কৃতম্ ॥ মহাভারত।

† এই অধ্যায়ে (' ') এই চিহ্নের মধ্যে যে কথা থাকিবে, তাহা ছন্দের নাম; অর্থাৎ শ্লোকটী সেই ছন্দঃ দ্বারা রচিত; ঐরূপ লঘু গুরু বিন্যাস বিশিষ্ট হইলেই সেই ছন্দঃ হইবে। যতগুলি ছন্দঃ এই অধ্যায়ে নাম যুক্ত আছে, তাহার যতি ও গণের সহিত লঘু-গুরু-বিন্যাসটী ১০৪ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে বিবৃত করিব।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন, আমার বাক্যে তাঁহাদিগের রুচি হইবে না; অথবা এ-কথা বলাও উচিত নহে; কারণ, সাধ্বী রমণী পুরুষগণের যে প্রকার প্রিয়া হয়, 'জঘনচপলা' চঞ্চলনিতম্বা রমণী কি তাঁহাদিগের সে প্রকার প্রিয়া হয় না? ৩। (জন্মরাশি অর্থাৎ জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকিবে, সেই স্থান হইতে গোচর-বিচার করিতে হয়।) গোচরে সূর্য্য যদি ষষ্ঠ, তৃতীয় বা দশম স্থানে থাকে; চন্দ্র যদি তৃতীয়, দশম, ষষ্ঠ, আদ্য বা সপ্তম স্থানে থাকে; গুরু যদি সপ্তম, নবম, দ্বিতীয় বা পঞ্চম গত হয়; শনি ও মঙ্গল যদি তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে থাকে; বুধ যদি দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম বা দশম স্থানে অবস্থিত হয় এবং যে কোন গ্রহ যদি একাদশে থাকে, তবে তাহারা শুভপ্রদ হইয়া থাকে; আর শুক্র যদি সপ্তম, ষষ্ঠ বা দশম স্থানে থাকে, তবে 'শার্দ্দূল'বৎ (শার্দ্দূলবিক্রীড়িত) ত্রাসকারী হয়। ৪। গোচরে সূর্য্য যদি জন্মরাশিতে থাকে, তবে আয়াস, বিত্ত-নাশ, কোষ্ঠরোগ ও পথভ্রমণ ঘটে। দ্বিতীয় স্থানে সূর্য্য থাকিলে ধননাশ, অসুখ, বঞ্চনা ও চক্ষুরোগ হয়; তৃতীয় স্থানে সূর্য্য থাকিলে স্থানপ্রাপ্তি, ধননিচয়, আহ্লাদ, মঙ্গল ও শত্রুনাশ হয় এবং চতুর্থ স্থানে রবি থাকিলে রোগ ও 'স্রগ্ধরা'-ভোগ মাল্য ও পৃথিবীভোগে বিঘ্ন ঘটে। পঞ্চম স্থানে রবি থাকিলে নানাবিধ রোগজন্য পীড়া হয়; ষষ্ঠস্থানে থাকিলে রোগ, শোক ও শত্রুর নাশ হইয়া থাকে। সপ্তমস্থ হইলে পথভ্রমণ, জঠর-রোগ ও দীনতা হয়; অষ্টমস্থ হইলে রোগ, কাস ও স্বীয় বনিতাও 'সুবদনা' সুমুখী হয় না। রবি নবম স্থানে থাকিলে আপদ, দীনতা, রোগ ও চিত্ত-চেষ্টা-বিরোধ হয়; দশম স্থানে থাকিলে অতিশয় জয় ও কর্ম্মসিদ্ধি; একাদশে 'সুবৃত্ত'চেষ্টা সুব্যবহার-চেষ্টা এবং দ্বাদশ স্থানে দুর্ব্বৃত্তচেষ্টা ঘটিয়া থাকে। ৫—৯। চন্দ্র জন্মস্থ হইলে অন্ন, প্রবর-শয়ন ও আচ্ছাদনকর হয়; দ্বিতীয়স্থ হইলে মান ও অর্থের গ্লানি এবং বিঘ্ন হয়। চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে বস্ত্র, স্ত্রী, ধনসমূহ ও সৌখ্যলাভ হয় এবং চতুর্থস্থ হইলে 'শিখরিণি' পর্ব্বতে যেমন সর্পের অবিশ্বাস, সেইরূপ অবিশ্বাস হয়। চন্দ্র পঞ্চস্থ হইলে

দৈন্য, ব্যাধি, শোক ও পথের বিঘ্ন উৎপাদন করে। ষষ্ঠস্থ হইলে ধন, সুখ এবং শত্রু ও রোগক্ষয় করে। চন্দ্র সপ্তমস্থ হইলে যান, মান, শয়ন, অশন ও বিত্তলাভ হয় এবং চন্দ্র অষ্টমস্থিত হইলে সর্প দ্বারা 'মন্দাক্রান্ত' সামান্য আক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় কাহার না ভয় হয়? চন্দ্র নবম-গৃহগত হইলে বন্ধন, উদ্বেগ, শ্রম ও উদররোগ প্রদান করে, দশম ভবনগত হইলে আজ্ঞা ও কর্ম্মের সিদ্ধিকর হয়; উপান্তগত (একাদশস্থিত) হইলে উপচয়, সুহৃৎসংযোগ জনিত প্রমোদ এবং অন্তস্থিত (দ্বাদশস্থ) হইলে ব্যয়সমন্বিত 'বৃষভচরিত' দোষ সকল করিয়া থাকে। ৮—১০। মঙ্গল প্রথমস্থ হইলে অভিঘাত, দ্বিতীয়স্থ হইলে কলহ, শত্রু ও দোষ দ্বারা রাজপীড়া এবং যে 'উপেন্দ্রের বজ্র' সদৃশ হইলেও অত্যন্ত পিত্ত, অনল-জনিত রোগ ও চৌরগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হয়। মঙ্গল তৃতীয়গত হইলে চৌর ও কুমারকের সমীপ হইতে এই সকল ফল হয়, যথা—প্রদীপ্তি, আজ্ঞা, পালন, ধন, ঊর্ণাবস্ত্র ধাতু ও আকরজাত দ্রব্য এবং অপর দ্রব্য সকল লাভ। মঙ্গল চতুর্থগত হইলে জ্বর ও জঠররোগ, অসৃগুদ্ভব (রক্তোদ্ভব) পীড়া হয় এবং বলপূর্ব্বক কুপুরুষসঙ্গম হইতে অ'ভদ্রিকা' অশুভ করিয়া থাকেন। মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে লোকের রিপু, পীড়া ও কোপ হইতে ভয় এবং তনয়কৃত শোক লাভ হয়, আর তাহার দ্যুতি কপির মস্তকস্থিত 'মালতী'র মালতীপুষ্পমালার ন্যায় চিরস্থিরা হয় না। মঙ্গল ষষ্ঠস্থ হইলে লোকে রিপুভয়-বিহীন, কলহ-বিবর্জ্জিত হয় আর কনক, বিদ্রুম ও তাম্রলাভ এবং তাহাকে কি 'অপর-বক্ত্র' পরমুখ বিকার দর্শন করিতে হয়? মঙ্গল সপ্তমগত হইলে স্ত্রীর সহিত কলহ, চক্ষুরোগ ও জঠররোগ প্রদান করে; অষ্টমস্থ হইলে লোক ক্ষরণশীল রুধির দ্বারা রক্ষিত ও ব্যয়িতবিত্ত হয় এবং নবমসংস্থিত হইলে লোক পরিভব ও অর্থনাশ প্রভৃতিতে বলহীনদেহ ও ধাতুক্ষয় দ্বারা 'বিলম্বিতগতি' জড়প্রায় হয়। ১৬। মঙ্গল দশম-গৃহগত হইলে লোকের বিবিধ ধন প্রাপ্তি; উপান্তগত (একাদশস্থ) হইলে জয়লাভ হইয়া থাকে ও তিনি 'পুষ্পিতাগ্র' অত্যন্ত প্রস্ফুটিত পুষ্পিতাগ্রবনে ভ্রমরের ন্যায় উপরিস্থিত হইয়া

জনপদ ভোগ করেন। মঙ্গল দ্বাদশগত হইলে মানব নানাবিধ ব্যয় ও শত প্রকার অনর্থ কর্তৃক সন্তপ্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি 'ইন্দ্রবংশ'-অভিজনন প্রধানকুলজাত বলিয়া গর্ব্বিত হইলেও স্ত্রীকোপ পিত্ত-নেত্র-বেদন সমন্বিত হইয়া থাকে। ১১—১৮। বুধগ্রহ জন্মস্থ হইলে লোকগণ দুষ্ট-বাক্য, পিশুনতা, অহিতভেদ, বন্ধন ও কলহ দ্বারা হৃতসর্ব্বস্ব হয় ও পথে গমন করিতে করিতে 'স্বাগত' সুখাগত বিষয়েও কুশল শ্রবণ করিতে পায় না। বুধ দ্বিতীয়গত হইলে লোকের পরিভব ও ধনলাভ; তৃতীয়স্থানগত হইলে সুহৃৎপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু সে নৃপতি ও শত্রুজনিত ভয় দ্বারা শঙ্কিত-চিত্ত হইয়া স্বীয় দুশ্চরিত হেতু 'দ্রুতপদে' * শীঘ্র গমন করে। বুধ চতুর্থ-গত হইলে স্বজন ও কুটুম্ববৃদ্ধি এবং ধনাগম হইয়া থাকে; পঞ্চমস্থ হইলে তনয় ও কলত্র সহ বিগ্রহ হয় আর লোকে 'রুচিরা' সুন্দরী-স্ত্রী নিষেবণ করে না। বুধ ষষ্ঠগত হইলে সৌভাগ্য, বিজয় এবং উন্নতি লাভ; বুধ সপ্তমস্থ হইলে অত্যন্ত কলহ ও বিবর্ণত্ব করিয়া থাকে। অষ্টমস্থ হইলে সুত, জয়, বস্ত্র ও বিত্ত লাভ হয় এবং বুদ্ধি-'প্রহর্ষণী'য় নৈপুণ্য লাভ হয়। নবমস্থ বুধ বিঘ্নকর এবং দশমগত হইলে শত্রুনাশ, ধন ও দন্তনির্ম্মিত গৃহমধ্যে চিত্রকম্বলময় আস্তরণ বিশিষ্ট শয্যায় প্রমদা সমন্বিত শয়ন বিধান করে। বুধ একাদশগত হইলে ধন, সুখ, সুত, যোষিৎ, মিত্র ও বাহন প্রাপ্তি জন্য সন্তোষ এবং শুদ্ধ-বাক্য লাভ হইয়া থাকে। আর দ্বাদশস্থ হইলে লোক রিপু, পরিভব ও রোগপীড়িত হইয়া 'মালিনী' মালাধারিণীর সংযোগ জনিত সুখ পরিভোগ করিতে পারে না। ১৯—২৪। বৃহস্পতি জন্মস্থ হইলে লোকের ধন ও বুদ্ধি বিনাশ, স্থানভ্রংশ ও বহু কলহ-সংযোগ হইয়া থাকে; আর বুধ দ্বিতীয়রাশিগত হইলে লোকে শত্রুহীন হইয়া অর্থলাভ করিয়া থাকেন এবং রমণীয় ভার্য্যার মুখপদ্মে 'ভ্রমরবিলসিতে'র ন্যায় বিলাস করিয়া থাকে। বৃহস্পতি তৃতীয়গত হইলে লোকের স্থানভ্রংশ ও কার্য্যে ব্যাঘাতপ্রদ হয়; চতুর্থস্থিত হইলে মানব বন্ধু-জনগণ জাত অনেকবিধ ক্লেশ সকল দ্বারা পীড়িতচিত্ত হইয়া কি গ্রামে,

* এই ছন্দটীর নামান্তর দ্রুতবিলম্বিত।

কি 'মত্তময়ূর' সমন্বিত বনে, কোথায়ও শান্তিভোগ করিতে পায় না। দেবগুরু পঞ্চম গৃহোপগত হইলে মানবগণ পরিজন, কল্যাণ, পুত্র, হস্তী, অশ্ব ও বৃষ সকল লাভ এবং স্বর্ণসমন্বিত পুর, গৃহ, যুবতী, বসন ও 'মণিগুণনিকর' মণির ন্যায় গুণনিকর লাভ করিয়া থাকে। গুরু ষষ্ঠ-গৃহাগত হইলে, সখীর বদন তিলক দ্বারা উজ্জ্বল হয় না, ভবন সকল ময়ূর ও কোকিল কর্ত্তৃক শব্দিত হয় না এবং 'হরিণপ্লুত' শাব অর্থাৎ উল্লম্ফকারী হরিণশিশু দ্বারা বিচিত্র ভবন সেই লোকের মনে সুখ-প্রদানে সক্ষম হয়, অর্থাৎ তাহার গৃহ বনস্বরূপ হয়। সপ্তম রাশিগত বৃহস্পতি শয়ন, রতিভোগ, ধন, অশন, কুসুম, উপবাহ্য (যান) ও বুদ্ধিসমন্বিত 'ললিতপদা' গীঃ (বাক্য) সকল উৎপাদন করেন; গুরু অষ্টমস্থ হইলে লোকের বন্ধন, ব্যাধি, উগ্রশোক, পথক্লেশ ও মৃত্যুতুল্য রোগ সকল উৎপন্ন হয় এবং নবমস্থ হইলে নৈপুণ্য, আজ্ঞা, পুত্র, কর্ম্ম, অর্থসিদ্ধি ও 'শালিনী' সুন্দরী লাভ হইয়া থাকে। গুরু দশম-স্থানগত হইলে লোকের স্থান, কল্যাণ ও ধনসমূহ নাশ করেন; একাদশ গত হইলে ঐ সকল প্রদান করিয়া থাকেন এবং দ্বাদশ স্থানে গমন করিলে মনুষ্য যদ্যপি 'রথোদ্ধত' রথে উদ্ধত হইয়া গমন করে, তথাপি প্রতিকূল দুঃখ ভোগ করেন। ২৫—৩১। মনুষ্যের জন্মরাশির প্রথম স্থানে শুক্র অবস্থিত হইলে সুরভি মনোহর গন্ধযুক্ত পুষ্প, বস্ত্র প্রভৃতি মদনোপকরণের বৃদ্ধি করেন এবং শয়ন, গৃহ, আসন ও খাদ্যসম্পন্ন সেই ব্যক্তির মদমত্তা 'বিলাসিনী'দিগের বদন-সরোজে, ভ্রমরত্বের অনুকরণ সম্পাদন করিয়া থাকে। শুক্র দ্বিতীয়-গৃহগত হইলে পুত্র, অর্থ, ধান্য, রাজমান্য, কুটুম্ব ও হিত সকল লাভ করত লোকে 'বসন্ত-তিলক' বসন্তকালীন তিলকপুষ্পের শোভার ন্যায় শোভা-যুক্ত কেশবিশিষ্ট এবং কুসুম ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত হইয়া সম্যক্‌রূপে কাম সকল সেবন করিয়া থাকে। শুক্র তৃতীয়-স্থানগত হইলে আজ্ঞা, অর্থ, মান, আস্পদ, পুত্র, বস্ত্র ও শত্রুক্ষয় লাভ হয় এবং চতুর্থগত হইলে লোকের সুহৃৎ-সম্মিলন ও রুদ্র বা 'ইন্দ্রবজ্র' ইন্দ্রের বজ্রতুল্য শক্তি বিধান করেন। শুক্র পঞ্চম স্থানে সংস্থিত হইলে লোকের

গুরুপরিতোষ, বন্ধুজনপ্রাপ্তি, পুত্র ও ধনলাভ, মিত্র ও সহায় সম্মিলন এবং শত্রুবলে 'অনবসিত'ত্ব স্থিরত্ব 'উৎপাদান করেন। ভৃগু ষষ্ঠ-গৃহগত হইলে লোকের পরিভব, রোগ ও তাপ প্রদান করেন; সপ্তমস্থ হইলে স্ত্রীহেতুক অশুভ প্রদান করেন এবং অষ্টম-স্থানগত হইলে লোককে ভবন ও পরিচ্ছদ-প্রদান ও সেই লোক 'লক্ষীবতী' ধনভাগ্যশালিনী ললনাকে পাইয়া থাকে। শুক্র নবমস্থ হইলে লোকে ধর্ম্ম ও বনিতাজনিত সুখভোগী হইয়া অর্থ ও বস্ত্রনিচয় লাভ করে এবং শুক্র দশমস্থ হইলে লোকে অবমান ও কলহ-নিয়মে বলিতে বলিতে ভিক্ষায় 'প্রমিতাক্ষর' সামান্য কথা সকল লাভ করে। শুক্র একাদশগত হইলে সুহৃদ্, ধন, অন্ন ও গন্ধ প্রদান করেন এবং দ্বাদশগত হইলে লোকের ধন ও বস্ত্রলাভ হইয়া থাকে; কিন্তু 'স্থির' হইলে (অধিক দিন থাকিলে) বস্ত্র লাভ হয় না। ৩২—৩৮। মনুষ্যের জন্ম-কালীন চন্দ্রমার অধিষ্ঠান স্থানের প্রথম স্থানে শনি অবস্থিত হইলে সেই মনুষ্য বিষ ও অগ্নি দ্বারা হত হয়, স্বজনগণের সহিত বিযুক্ত হয়, বন্ধনযুক্ত ও বধ হয় এবং পরদেশে গমন ও সুহৃৎ-সহিত বাস করিয়া সুত (পুত্র) ও ধন সম্বন্ধে নিস্পৃহ হইয়া বি—'সুতোহটক'—যাচক-তুল্য হইয়া দিঙ্মণ্ডল ভ্রমণ করে। শনি গতিক্রমে গোচরে দ্বিতীয়-গৃহগত হইলে লোকে রূপ ও সুখকর্ত্তৃক অপবর্জ্জিততনু ও মদবল-বিহীন হয়; যদ্যপি অন্য গুণ দ্বারা সেই ব্যক্তি কোন সময়ে ধনসঞ্চয় করিয়া থাকে, তাঁহাও তৎকালে 'বংশপত্র-পতিত'—বাঁশপাতা পড়া (পচা) জলের ন্যায় সামান্য ও অপক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। শনি তৃতীয়-গৃহগত হইলে লোকে বহু-ধন, দাস, পরিচ্ছদ, উষ্ট্র, মহিষ, অশ্ব, হস্তী ও খর সকল লাভ করে; অপরিমিত গৃহ, ঐশ্বর্য্য ও সৌখ্য লাভ করিয়া রোগবিহীন হয় এবং স্বয়ং ভীরু হইলেও অধীন রিপুগণকে 'ধীরললিত' শূরচরিত দ্বারা শাসন করে, শনি চতুর্থ-গৃহগত হইলে মানবগণ, ধন ও ভার্য্যা প্রভৃতি বর্জ্জিত হয় এবং তাহার চিত্ত সর্ব্বত্র আসাধুদুষ্ট ও 'ভুজঙ্গ-প্রয়াত'-অনুকারী অর্থাৎ ভুজঙ্গ-গমনানুরূপ কুটিল হয়। শনি পঞ্চস্থ

হইলে লোকে পুত্র ও ধনবিহীন এবং প্রচুর কলহযুক্ত হয়; ষষ্ঠ-স্থানগত হইলে শত্রু ও রোগবর্জ্জিত হইয়া বনিতামুখে 'শ্রীপুট'-ওষ্ঠ পান করিয়া থাকে। শনি সপ্তমস্থ হইলে লোক পথে গমন করিয়া বেড়ায়; অষ্টমগত হইলে স্ত্রী-পুত্রহীন ও দীনোচিত চেষ্টা সম্পন্ন হয় এবং নবমস্থ হইলে শত্রুতা, হৃদ্রোগ ও বন্ধন দ্বারা 'বৈশ্বদেবী' (ধর্ম্ম্যকার্য্যবিশেষ) প্রভৃতি কার্য্যসম্পন্ন ধর্ম্ম্য কার্য্য সকল উচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। শনি দশমগত হইলে লোকের কর্ম্মপ্রাপ্তি, অর্থক্ষয় এবং বিদ্যা ও কীর্ত্তির পরিহাণি হইয়া থাকে। একাদশগত হইলে লোকের অত্যন্ত লাভ, পরস্ত্রী ও অর্থলাভ হয় এবং দ্বাদশস্থান-গত হইলে লোকে শোকসাগরের 'ঊর্ম্মিমালা' সকল লাভ করে। ৩৯—৪৫। মেঘসমূহ যেমন বসন্তকালে কুড়বে বহু জল বিসর্জন (বর্ষণ) করে না; তদ্রূপ এই গ্রহ শুভকারী হইলেও কাল ও পাত্রকে অপেক্ষা করিয়া তদনুরূপ ফলবিধান করেন। ৪৬। সূর্য্য এবং মঙ্গলকে শান্তি-হেতু অর্চ্চনা করিতে হইলে রক্তবর্ণ পুষ্প, গন্ধ, তাম্র, কনক, বৃষ ও বকুল কুসুম, এই সকল দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিবে; ধেনু-প্রদান, শ্বেতপুষ্প, রৌপ্য ও মধুর দ্রব্য দ্বারা চন্দ্রকে এবং শ্বেতপুষ্পাদি ও মদপ্রদ (পুষ্টিকর) দ্রব্য দ্বারা শুক্রের অর্চ্চনা করিবে। শনিকে কৃষ্ণ-দ্রব্য দ্বারা; বুধকে মণি, রৌপ্য ও তিলকপুষ্প দ্বারা এবং গুরুকে পীত দ্রব্য দ্বারা ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। গ্রহগণ পূজায় প্রীত হইলে যদি উচ্চ হইতে পতিত হয় অথবা 'ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত' ভুজঙ্গের বিজৃম্ভিত (বিস্তারিত) গ্রাস মধ্যে প্রবেশ করে, তথাপি তাহার পীড়া হইবে না। ৪৭। যেরূপ অশুভ বৃষ্টি 'উদ্গাতা' উপস্থিত হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা দ্বারা তাহার শান্তি করিতে পারা যায়, তদ্রূপ শান্তি, জপ, দান ও দমগুণ এবং সুজনাভিভাষণ ও সুজনসমাগম দ্বারা গোচর-জনিত দোষ সকল বিনাশ করিতে পারা যায়। ৪৮। আর্য্যাবৃত্তের অন্ত-র্গত 'গীতি' ও 'উপগীতি' নামক আর্য্যাদ্বয়, যেমন আর্য্যালক্ষণের পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধতুল্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ রবি ও মঙ্গল এবং চন্দ্র ও শনি গ্রহ গোচরে রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ (রাশিপ্রবেশ) ও রাশির পরার্দ্ধে (রাশিত্যাগ

কালে) গোচরফল প্রদান করিয়া থাকে। ৪৯। আর্য্যালক্ষণের 'উপগীতি' নামক ভেদের মাত্রাবিন্যাসের গণসংপ্রয়োগ যেপ্রকার পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধের সহিত সমভাবাপন্ন; তদ্রূপ বুধগ্রহ গোচরে রাশির পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধে সমভাবাপন্ন অর্থাৎ উভয়স্থলেই সমান ফল প্রদান করে।৫০। আর্য্যাবৃত্তের মধ্যে মধ্যগুরু গণ বিষম গণে পতিত হইলে, সেই গণ যেমন আর্য্যাচ্ছন্দকে বিনাশ করে; আব সেই গণ (মধ্যগুরুগণ) যদি ষষ্ঠস্থানে পতিত হয়, তবে তাহাকে যেমন সর্ব্বলঘুত্ব প্রাপিত করে; তদ্রূপ—গুরু বৃহস্পতি বিষম রাশিগত হইলে আর্য্যগণের মধ্যেও বিনাশসাধন করেন; কিন্তু গণদেবতার ন্যায় জন্মরাশির ষষ্ঠস্থান বৃহস্পতি দ্বারা দৃষ্ট বা আক্রান্ত হইলে মানবগণকে সর্ব্বলঘুত্ব প্রাপিত করেন। ৫১। যেরূপ 'নর্কুটক' * নামক গীত সর্ব্বদাই সমান, তদ্রূপ জন্মকালীন অশুভফলদ বা শুভফলদ গ্রহ যদি যথাক্রমে বলবান্ শুভ-গ্রহ বা অশুভগ্রহ কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়, তবে তাহারা অশুভ বা শুভ হইলেও পরস্পর ফলের সমতা প্রদান করিয়া থাকে। ৫২। অন্ধের নিকট কামিনীর স-'বিলাস' কটাক্ষ নিরীক্ষণ যেমন নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ নীচস্থান, শত্রুক্ষেত্র বা অস্ত গত গ্রহের উপর যদি শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে সমস্তই বিনষ্ট হয়। ৫৩। ছন্দঃশাস্ত্রে যেমন স্কন্ধক ছন্দঃ আর্য্যা-গীতির অনুগমন করে বা মাগধী যেমন বৈতালীয় ছন্দের অনুসরণ করে অথবা গাথা যেমন আর্য্যার † অনুসরণ করে, তদ্রূপ সূর্য্যপুত্র শনি সূর্য্যের অনুগমন করে এবং চন্দ্রসুত বুধ ছন্দানুসারে অর্থাৎ শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের অনুসারী হইয়া ফল দিয়া থাকে। ৫৪। শনি সূর্য্যরশ্মিরাগ হেতু বিকারযুক্ত ও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যগণের পক্ষে পিত্তবৎ আচরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু 'পথ্য' সুপথ্যকারী আর্য্য-গণের সম্বন্ধে সেইরূপ করেন না। ৫৫। যেরূপ মনোবৃত্তির সমাযোগ

* সংস্কৃত ও প্রকৃত ভাষায় যে গানের বাক্য সমান থাকে, তাহা নর্কুটক।

† সংস্কৃতে যাহা আর্য্যাগীতি প্রাকৃততে তাহাই স্কন্ধকা; ঐরূপ সংস্কৃতে যাহা বৈতালীয়, প্রাকৃতে তাহাই মাগধী এবং আর্য্যাকে প্রাকৃতে গাথা বলে।

হেতু 'বক্ত্র' মুখের বিকার হয়, সেইরূপ গ্রহগণ যেরূপ চন্দ্রের সহিত যুক্ত হন, গোচরে তদনুরূপই ফল দিয়া থাকেন। ৫৬। 'শ্লোকে'র সর্ব্বপাদের পঞ্চম বর্ণ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের সপ্তম বর্ণ যেরূপ লঘু হইয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রহগণ দুঃস্থিত হইলে লোকে লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৫৭। যাহা স্বভাবতঃ লঘু বলিয়া ব্যবস্থিত, তাহাও যেমন বৃত্তবাহ্যে (পাদান্তে) গুরুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তদ্রূপ গ্রহগণ সুস্থিত হইলে মানবগণ সর্ব্বত্রই গুরুতা প্রাপ্ত হয়। ৫৮। গ্রহ সকল অশুভ হইলে নির্ব্বোধগণ যে কর্ম্ম আত্মবৃদ্ধির জন্য প্রারব্ধ করে, অযথাকৃত 'বৈতালীয়' বেতাল-সম্বন্ধী কার্য্যের ন্যায় সেই কর্ম্ম তাহাদিগকেই বিনাশ করিয়া থাকে। ৫৯। গ্রহ সকলের শুভস্থানে স্থিতি সন্দর্শন করিয়া সেইকালে যে রাজা প্রক্রমণ (আক্রমণ) করেন, তিনি অল্প-পৌরুষসম্পন্ন হইলেও 'ঔপচ্ছন্দসিক' (অনুরোধ-সহকারে) ব্যাপারের পর প্রাপ্ত হন। ৬০। উপচয় (ত্রি, লাভ, রিপু, কর্ম্ম) গত বা লগ্নস্থ সূর্য্যের দিনে (রবিবারে) স্বর্ণ, তাম্র, অশ্ব, কাষ্ঠ, অস্থি, চর্ম্ম, ঔর্ণিক (পশমীদ্রব্য), অদ্রিদ্রুম, ত্বক্, নখ, ব্যাল, চৌর, আয়ুধীয়, অটবী, ক্রূর, রাজোপসেবা, অভিষেক, ঔষধ, ক্ষৌমবস্ত্র, পণ্যাদি-দ্রব্য, গোপালন, কান্তার, বৈদ্যোচিত-কার্য্য, অশ্মকূট, অবদাত কর্ম্ম, বিখ্যাত, শূরের-কার্য্য, যুদ্ধে শ্লাঘ্যপ্রদ, যজ্ঞ ও অগ্নিকার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। সোমবারে চন্দ্রের উদ্গম হইলে অথবা তিনি কেন্দ্র-সংস্থিত হইলে লোকের ভূষণ, শঙ্খ, মুক্তা, পদ্ম, রৌপ্য, অম্বু, যক্ষ, ইক্ষু, ভোজ্য, অঙ্গনা, ক্ষীর-সুস্নিগ্ধবৃক্ষ, ক্ষুপ, (ঝোঁপ), অন্নধান্য, দ্রবদ্রব্য, বিপ্রোচিতকার্য্য, অশ্বক্রিয়া, শীতক্রিয়া, শৃঙ্গী দ্বারা কর্ষণীয়কার্য্য-(কৃষিকার্য্য), সেনাধিপতির কার্য্য, আক্রন্দ, রাজকার্য্য, সৌভাগ্য, নিশাচরের কার্য্য, শ্লৈষ্মিকদ্রব্য, মাতঙ্গপুষ্প ও বস্ত্রের প্রারম্ভ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মঙ্গলবারে ধাতু-আকরাদির সর্ব্বপ্রকার কার্য্য, প্রকৃষ্টরূপে সিদ্ধ হইয়া থাকে; আর স্বর্ণ, অগ্নি, প্রবাল, আয়ুধ, ক্রূরত্ব, চৌর্য্য, অভিঘাত, অটবীর কার্য্য, দুর্গের কার্য্য, সেনাধিকার কার্য্য এবং রক্ত-পুষ্পদ্রুম সকল, অন্য রক্তবর্ণ-তিক্তদ্রব্য সকল, কূট-দ্রব্যের কূট

ও সর্প-পাশ দ্বারা অর্জ্জিতধন কুমার সকলের, বৈদ্য, শাক্যের (বুদ্ধ) এবং ভিক্ষুর (সন্ন্যাসী) কার্য্য, ক্ষপাবৃত্তি, কৌশেয় সম্বন্ধী কার্য্য, শাঠ্য এবং দম্ভ সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। বুধের লগ্নে বা দিবসে— হরিতমণি, পৃথিবী ও সুগন্ধি-বস্ত্র সম্বন্ধী কার্য্য, সাধারণ নাটক, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, কাব্য, যাবতীয় কলা, যুক্তি, মন্ত্রকার্য্য, ধাতুকার্য্য, বিবাদ, নৈপুণ্য, পণ্য, 'চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত' (অর্থাৎ অত্যন্ত বৃষ্টিপাতের) ব্রত, যোগ, দূত, আয়ুষ্কর কার্য্য, মায়া, অনৃত, স্নান, হ্রস্ব, দীর্ঘ মধ্য, ছন্দ ও অনুকরণকারী কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬১। বৃহস্পতিবারে স্বর্ণ, রৌপ্য, অশ্ব, হস্তী, বৃষভ, বৈদ্য ও ঔষধ-সম্বন্ধী কার্য্য সকল; দ্বিজ, পিতৃ, দেবগণ, পুরঃস্থিতগণ, ধর্ম্ম, নিষেধ, চামর, ভূষণ ও ভূপতি-সম্বন্ধী কার্য্য; দেবালয়, ধর্ম্মসমাশ্রয়, মঙ্গলকর শাস্ত্র, মনোজ্ঞ বলপ্রদ কার্য্য ও সত্যবাক্য এবং ব্রত, হোম ও ধন-সম্বন্ধী রুচির কার্য্য সকল 'বর্ণদণ্ডক' বর্ণ দ্বারা মনোহর দণ্ডের ন্যায় অর্থাৎ বর্ণযুক্ত যষ্টি যেমন মনোহর হয় তদ্রূপ, সিদ্ধ হইয়া থাকে। ৬২। শুক্রবারে বস্ত্রচিত্রী-করণ, বীর্য্যকর ঔষধকরণ, বেশ্যা কামিনী বিলাস, হাস্য ও যৌবনের উপভোগ জন্য রম্য ভূমি সকল, স্ফটিক ও রৌপ্য সম্বন্ধী মন্মথের উপচারোপকরণ দ্রব্য, বাহন, ইক্ষু, শারদ প্রকার, গো, বণিক্, কৃষক, ঔষধ ও জলজ সম্বন্ধী কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। শনিবারে মহিষী, ছাগ, উষ্ট্র, কৃষ্ণলৌহ, দাস ও বৃদ্ধ সম্বন্ধী নীচ কর্ম্ম, পক্ষী, চৌর ও পাশ ব্যব-সায়ীর কার্য্য; এবং বিনয়চ্যুতি, ভগ্নভাণ্ড হস্তীর অপেক্ষা বিঘ্নকর কার্য্য সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা 'সমুদ্রগ' '(সমুদ্রভাণ্ড)' সমুদ্গত জল-কণার ন্যায় সিদ্ধ হয় না। ৬৩। ছন্দোবিচিতি প্রস্তার অত্যন্ত 'বিপুলা' বিস্তীর্ণা; তাহাতে উত্তমরূপ জ্ঞান অর্থাৎ প্রস্তার ভালরূপ জানা থাকিলে এই কার্য্য অর্থাৎ ছন্দঃ-জ্ঞান অনায়াসেই হইতে পারে। এইজন্য বরাহমিহির এই শ্রুতিসুখকর বৃত্তসংগ্রহ করিয়াছেন। ৬৪।

চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৪ ॥

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়

নক্ষত্রপুরুষব্রত।

নক্ষত্রপুরুষের পাদদ্বয়—মূলা; জঙ্ঘাদ্বয়—রোহিণী ও অশ্বিনী; উরুদ্বয়—আষাঢ়াদ্বয় ও গুহ্যদেশ—ফল্গুনীযুগ্ম। ১। কৃত্তিকা তাঁহার কটিদেশ; ভদ্রপদযুগ্ম পার্শ্বদ্বয়; রেবতী কুক্ষি ও অনুরাধা বক্ষঃস্থল বলিয়া জানিতে হইবে। ২। ধনিষ্ঠাকে তাঁহার পৃষ্ঠ, বিশাখাকে ভুজদ্বয় এবং হস্তাকে করদ্বয় বলিয়া জানিতে হইবে। পুনর্ব্বসু তাঁহার হস্তাঙ্গুলি ও অশ্লেষা হস্তনখ বলিয়া খ্যাত। ৩। জ্যেষ্ঠাকে তাঁহার গ্রীবা, শ্রবণা শ্রবণাদ্বয়, পুষ্যা নক্ষত্র মুখ, স্বাতিনক্ষত্র দন্ত, শতভিষা তাঁহার হাস্য, মঘা নাসিকা এবং মৃগশিরা তাঁহার নেত্রদ্বয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ৪। চিত্রা তাঁহার ললাটদেশ, ভরণী মস্তক ও আর্দ্রা তাঁহার মস্তকস্থ কেশ। সৌন্দর্য্যাভিলাষী মানবগণ নক্ষত্র-পুরুষকে এইরূপে গঠন করিবেন। ৫। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে চন্দ্র মূলানক্ষত্র-যুক্ত হইলে, বিষ্ণু ও নক্ষত্র সকলের পূজা করিয়া উপবাস করা কর্ত্তব্য। ৬। ব্রত সমাপ্ত হইলে স্বীয় শক্তি অনুসারে কালবিদ্যাবিদ্ ব্রাহ্মণকে সুবর্ণযুক্ত ঘৃতপূর্ণ পাত্র—রত্নসমন্বিত বস্ত্রের সহিত দান করিবে। ৭। লাবণ্য-প্রাপ্তি-কাম ব্যক্তি ক্ষীর ও ঘৃতসংপৃক্ত অন্ন ও গুড় দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সম্যক্‌রূপে অভ্যর্চ্চনা করিবে এবং সেইরূপ তাঁহাদিগকে রৌপ্যসমন্বিত বস্ত্র দান করিবে আর নক্ষত্রপুরুষের পাদস্থ নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাসে মাসে উপবাস করিয়া তাঁহার অঙ্গস্থ সমস্ত নক্ষত্রে স্বীয় বিধি অনুসারে বিষ্ণু ও সেই নক্ষত্রের পূজা করিবে। ৮। তাহা হইলে লোক প্রলম্বিত বাহু, মহাবিস্তৃত বক্ষঃ, চন্দ্রের ন্যায় বদন, মনোহর শ্বেতবর্ণ দন্ত, গজেন্দ্রসদৃশ গমন, কমলোপম বিস্তৃত নেত্র এবং মন্মথের তুল্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্ত্রীচিত্ত হরণ করিতে পারে। ৯। প্রমাদগণ এই ব্রত করিলে শরৎকালীন নির্ম্মল

পূর্ণচন্দ্রের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন মুখ, পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত চক্ষু, সুন্দর দন্ত, সুশোভন কর্ণ, মস্তকে ভ্রমরের উদরের ন্যায় সুকৃষ্ণ কেশরাজি, পুংস্কোকিলের ন্যায় মিষ্টস্বরান্বিত বাক্য, তাম্রের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, পদ্মপত্রের ন্যায় করদ্বয় ও চরণদ্বয়, স্তনভারে ঈষৎনত মধ্য, প্রদক্ষিণাবর্তযুক্ত নাভি, কদলীকাণ্ডের ন্যায় উরুদেশ, সুন্দর নিতম্ব, উত্তম কুকুন্দর, সুন্দর ভগ, এবং সুশ্লিষ্ট অঙ্গুলি ও পাদযুক্ত হইয়া থাকেন। ১০—১২। যতদিন নক্ষত্রমালা দীপ্তি দ্বারা ইহলোক ভূষিত করিতে করিতে গগনে বিচরণ করে, তিনি ততদিন অর্থাৎ কল্পান্ত পর্য্যন্ত নক্ষত্র হইয়া তাহাদের সহিত বিচরণ করেন; সেই মতিমান্ কল্পের প্রথমে চক্রবর্ত্তী হন এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া নরপতি, অথবা ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ হইয়া থাকেন। ১৩। মৃগশীর্ষাদ্য (অগ্রহায়ণ প্রভৃতি) মাস সকলে যথাক্রমে কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ ও দামোদর; এই সকল নামে বিষ্ণুর পূজা করিবে। ১৪। মনুষ্যগণ দ্বাদশীতে বিধিবৎ উপবাস করিয়া মাসনাম প্রকীর্ত্তন করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে কেশব পূজা করিলে সেই পদ (কেশবপদ) প্রাপ্ত হন; যাহা প্রাপ্ত হইলে আর জন্মজাত ভয় থাকে না। ১৫।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৫ ॥

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

আমি, বুদ্ধিরূপ মন্দর-পর্ব্বত দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ সমুদ্রকে প্রকৃষ্টরূপে মন্থন করিয়া লোকের আলোককর শাস্ত্ররূপ শশাঙ্ক সমুত্তোলন করিয়াছি। ১। আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে গিয়া পূর্ব্বকালীন আচার্য্যগণের গ্রন্থ সকল পরিত্যাগ করি নাই; কিন্তু সেই সকল জ্যোতিষ শাস্ত্র অবলোকন পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি; হে

সুজনগণ! ইচ্ছা সহকারে ইহাতে প্রযত্ন প্রকাশ করুন। ২। কিংবা সুজন ব্যক্তি দোষরূপ সমুদ্রমধ্যে সামান্যমাত্রও গুণ দর্শন করিলে অত্যন্ত সুখ্যাতি করিয়া থাকেন; কিন্তু নীচব্যক্তি তাহার বিপরীত কার্য্য করে; ইহাই সাধু ও অসাধু প্রকৃতির লক্ষণ। ৩। কাব্যরূপ সুবর্ণ, দুর্জ্জনরূপ হুতাশন দ্বারা তপ্ত হইলেই বিশুদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সেইজন্য এই গ্রন্থ প্রযত্নসহকারে দুর্জ্জনের নিকট শ্রবণ করান কর্ত্তব্য। ৪। এই প্রচারোন্মুখ গ্রন্থে লিখিবার দোষে যাহা বিনষ্ট হইবে, তাহা অধীত ব্যক্তির মুখ হইতে ভালরূপ জানিয়া শুদ্ধ করিবেন, অথবা আমি ইহাতে যে, সামান্য মাত্রও কুকৃত (প্রমাদকৃত ভ্রম) করিয়াছি, হে বিদ্বদ্বর্গ! তাহা পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন। ৫। সূর্য্য, মুনিগণ ও গুরুদেবের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক প্রসন্নমতি হইয়া আমি এই শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি; এক্ষণে পূর্ব্বগ্রন্থ-প্রণেতৃগণকে নমস্কার করি। ৬।

[ইতি উপসংহার]

প্রথমে শাস্ত্রপোনয়, সাংবৎসরসূত্র; সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি ও কেতু এই গ্রহগণের চার (পরিভ্রমণ); অগস্ত্যচার; সপ্তর্ষিচার; কূর্ম্মযোগ; নক্ষত্রগণের ব্যূহ; গ্রহভক্তি; গ্রহবিমর্দ্দন, গ্রহশশিযোগ; গ্রহবর্ষফল; গ্রহশৃঙ্গাটক; মেঘগণের গর্ভ; গর্ভধারণ, বর্ষণ; রোহিণী, স্বাতী, আষাঢ়ী ও ভাদ্রপদযোগ; ক্ষণবৃষ্টি; কুসুমলতা; সন্ধ্যা, দিগ্দাহ, ভূমিকম্প, উল্কা ও পরিবেষলক্ষণ; ইন্দ্রায়ুধ; গন্ধর্ব্ব-নগর, প্রতিসূর্য্য; নির্ঘাত; শস্যকাণ্ড; দ্রব্যকাণ্ড; অর্ঘ্যকাণ্ড, ইন্দ্র-ধ্বজ; নীরাজন; খঞ্জনক; উৎপাত; ময়ূরচিত্র; পুষ্যাভিষেক; পট্টপ্রমাণ; অসিলক্ষণ; বাস্তুলক্ষণ; উদগার্গল; আরামিক; দেবালয়-লক্ষণ; বজ্রলেপ; প্রতিমালক্ষণ; বনপ্রবেশ, দেবতা ও দেবালয় সকলের প্রতিষ্ঠা; গোরু, কুক্কুর, কূর্ম্ম, অজ, পুরুষ, পঞ্চমহাপুরুষ, স্ত্রী, বস্ত্রচ্ছেদ, চামর দণ্ড ও ছত্রের লক্ষণ; স্ত্রীপ্রশংসা; সুভগ-করণ; কান্দর্পিক-অনুলেপন; স্ত্রী ও পুরুষসংযোগ; শয্যালক্ষণ; বজ্রপরীক্ষা; মৌক্তিকলক্ষণ; পদ্মরাগলক্ষণ; মরকতলক্ষণ; দীপলক্ষণ;

দন্তধাবন ; শাকুনমিশ্রণ ; অন্তরচক্র ; শিবাবিরুত ; কুক্কুরচেষ্টিত ; মৃগের আচরিত ; অশ্বের আচরিত ; হস্তীর আচরিত ; বায়সবিদ্যা ; উত্তর-শাকুন ; পাক ; নক্ষত্রগুণ ; তিথি ও করণগুণ ; নক্ষত্রজাতক ; গ্রহগণের গোচরফল এবং নক্ষত্র-পুরুষ ব্রত ; এই সকল বিষয় ইহাতে কথিত হইয়াছে। ৭—১৮। এইরূপে এই গ্রন্থে একশত অধ্যায়—পরিপাটী-ক্রমে লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায় সকলের সমষ্টিতে সর্ব্বসমেত (প্রায়) চতুর্থাংশহীন তিন সহস্র শ্লোক লিখিত হইয়াছে। ১৯।

[ইতি গ্রন্থানুক্রমণী। ঃ

ষড়ধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

সম্পূর্ণ।

॥ শ্রীঃ ॥

(১০৪ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট ।)

ছন্দোবিজ্ঞান।

সুন্দররূপে লঘুগুরু বিন্যাসের নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার—পদ্য ও গদ্য। যাহা চারিচরণে নিবদ্ধ, তাহা পদ্য; তদ্ভিন্ন গদ্য। পদ্য দুই প্রকার—বৃত্ত ও জাতি। যাহাতে অক্ষরের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহাই বৃত্ত; মাত্রা দ্বারা যাহা গঠিত, তাহাই জাতি। বৃত্ত ত্রিবিধ—সম, বিষম ও অর্দ্ধসম। যাহার চারিচরণেই অক্ষরসংখ্যা সমান থাকে, তাহাই সমবৃত্ত; যাহার প্রথম ও তৃতীয় পাদ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ সমান, তাহা অর্দ্ধসম আর যাহার চারিপাদই বিভিন্নরূপ, তাহাকেই বিষমবৃত্ত বলে।

গুরু = আ, ঈ, ঊ, ৠ, দীর্ঘ ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ, এই বর্ণ কয়েকটী; এই বর্ণযুক্ত বর্ণ এবং সংযুক্তবর্ণের পূর্ব্ববর্ণ গুরু আর পাদান্তবর্ণ বিকল্পে গুরু হয়।

লঘু = গুরুভিন্ন বর্ণই লঘু বা হ্রস্ব।

যতি = জিহ্বার বিশ্রাম, অর্থাৎ থামিবার স্থান—যতি।

মাত্রা,—হ্রস্ববর্ণ একমাত্র, গুরুবর্ণ দ্বিমাত্র ও প্লুতবর্ণ ত্রিমাত্র।

গণ,—বৃত্তমধ্যে যে গণ থাকে, তাহা তিন তিন বর্ণে হয়; জাতিমধ্যে যে গণ থাকে, তাহা চারিটী চারিটী মাত্রায় হয়। যথা,—তিনটী গুরুতে ম গণ ও তিনটী লঘুতে ন গণ। ভ—আদিগুরু; য—আদিলঘু; জ—গুরুমধ্য; র—লঘুমধ্য; স—অন্ত্যগুরু; ত—অন্ত্যলঘু; গ—একগুরু এবং ল গণ—একটী লঘু। (আমরা গুরুচিহ্ন (২) এবং লঘুচিহ্ন (১) দিয়া নির্দ্দেশ করিব।)

যথা;—ম—২২২; ন—১১১; ভ—২১১, য—১২২; জ—১২১; র—২১২; স—১১২; ত—২২১; গ—২ এবং ল—১।

এই গণগুলির মধ্যে ম, স. জ, ভ, এই চারিটী অর্থাৎ সর্ব্বগুরু, অন্ত্যগুরু, মধ্যগুরু ও আদিগুরু, এই চারিটী এবং সর্ব্বলঘু = সর্ব্বসমেত এই পাঁচটী গণ,—জাতিবৃত্তে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন প্রত্যেক

গণই অিনটী তিনটী অক্ষরে হইয়াছে; তাহা এখানে চারিটী চারিটী মাত্রাতে হইবে; এইমাত্র প্রভেদ। তাহাদের চিহ্ন যথাক্রমে যথা;— (মাত্রাবৃত্ত বলিয়া) (২২) (১১২) (১২১) (২১১) (১১১১)।

গ্রন্থকার পর পর যে যে ছন্দঃ লিখিয়াছেন, শ্লোকের নং দিয়া অতঃপর তাহাদের লক্ষণ সকলই কীর্ত্তিত হইতেছে।

১—৩। এই অধ্যায়ে—প্রথম-ছন্দোনাম-কীর্ত্তনে গ্রন্থকার "মুখ-চপলত্বং ক্ষমস্বার্য্যাঃ" এই কথা বলিয়া 'মুখচপলা' আর্য্যার উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যা-লক্ষণই অগ্রে কথিত হইতেছে।

আর্য্যা=যে ছন্দে মোট ৫৭ সপ্তপঞ্চাশং মাত্রা অর্থাৎ ১৪৷০ সওয়া চৌদ্দটী গণ থাকে, তাহাই আর্য্যা। তন্মধ্যে প্রথমার্দ্ধে ৩০ মাত্রা (৭॥০ সাড়ে সাতটী গণ) থাকিবে এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে সপ্তবিংশতি মাত্রা (কিন্তু সাড়ে সাতটী গণ) থাকিবে। (এই গণ গণনা করিলে দ্বিতীয়ার্দ্ধের ষষ্ঠগণ একটী লঘু অর্থাৎ একমাত্র লঘুই ষষ্ঠগণ হইবে) আর্য্যাতে অযুগ্ম গণ ১।৩।৫।৭ মধ্যগুরু (জ) হইবে না, যুগ্ম গণগুলি ইচ্ছানুসারী হইবে; কিন্তু প্রথম অর্দ্ধে, ষষ্ঠগণ (জ) মধ্যগুরু বা (নল) সর্ব্বলঘু হইতে পারে

আর্য্যার নয় প্রকার ভেদ। ১ পথ্যা; ২ বিপুলা; ৩ চপলা; ৪ মুখচপলা; ৫ জঘনচপলা; ৬ গীতি; ৭ উপগীতি; ৮ উদ্‌গীতি; আর্য্যাগীতি।

পথ্যা,—যাহার প্রথমার্দ্ধ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৩টী গণে পাদ হয়, অর্থাৎ যতি হয়, তাহাই পথ্যা।

বিপুলা,—যাহাতে তিনটী গণে পাদ হইবে, অথচ যতি থাকিবে না, তাহাই বিপুলা।

চপলা,—যাহার অর্দ্ধদ্বয়েরই দ্বিতীয় ও চতুর্থ-গণ (জ) গুরুমধ্য হইবে. তাহাই চপলা।

মুখচপলা,—চপলালক্ষণাক্রান্ত প্রথমার্দ্ধ হইলে মুখচপলা হয়।

জঘনচপলা,—দ্বিতীয়ার্দ্ধ চপলালক্ষণাক্রান্ত হইলে জঘনচপলা হয়।

গীতি,—অর্য্যার আদ্যার্দ্ধতুল্য দ্বিতীয়ার্দ্ধ হইলে গীতি হয়।

উপগীতি,—আর্য্যার অন্ত্যার্দ্ধতুল্য প্রথমার্দ্ধ হইলে উপগীতি হয়।

উদ্‌গীতি,—যে আর্য্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধতুল্য প্রথমার্দ্ধ ও প্রথমার্দ্ধতুল্য দ্বিতীয়ার্দ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রথমার্দ্ধে ২৭ মাত্রা ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ৩০ মাত্রা থাকে, তাহা উদ্‌গীতি।

আর্য্যাগীতি—যাহাতে পূর্ব্বার্দ্ধে ও পরার্দ্ধে ৮ম গণটী চতুর্ম্মাত্র হয়, অর্থাৎ যাহা ৩২ দ্বাত্রিংশন্মাত্রা করিয়া ৬৪ চতুঃষষ্টি মাত্রাতে পূর্ণ হয়, তাহাই আর্য্যাগীতি।

৪। শার্দ্দূলবিক্রীড়িত;—ম স জ জ স ত ত গ—১২, ৭ যতি।

২ ২ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১ ১ ১ ২, ২ ২ ১ ২ ২ ১ ২,।

৫। স্রগ্ধরা,—ম র ভ ন য য য=৭, ৭, ৭ যতি।

৬। সুবদনা;—ভ র ভ ন য ভ ল গ;—৭, ৭, ৬ যতি।

৭। সুবক্ত্র বা মেঘবিস্ফূর্জ্জিতা;—য ম ন স র র গ=৬, ৬, ৭ যতি।

৮। শিখরিণী;—য ম ন স ভ ল গ=৬, ১১ যতি।

৯। মন্দাক্রান্তা;—ম ভ ন ত ত গ গ=৪, ৬, ৭ যতি।

১০। বৃষভচরিত বা হরিণী,—ন স ম র স ল গ=৬, ৪, ৭।

১১।১২। উপেন্দ্রবজ্রা;—জ ত জ গ গ।

১৩। প্রসভ;—ন ন র ল গ=ইহার নামান্তর ভদ্রিকা।

১৪। মালতী,—ন জ জ র।

১৫। অপরবক্ত্র;—১।৩ চরণে=ন ন র ল গ; ২।৪ পাদে ন জ জ র।

১৬। বিলম্বিতগতি;—জ স জ স জ ল গ=৮,৯ যতি। নামান্তর পৃথ্বী।

১৭। পুষ্পিতাগ্রা;—১।৩ পাদে ন ন র জ; ২।৪ পাদে, ন জ জ র গ।

১৮। ইন্দ্রবংশা;—ত ত জ র।

১৯। স্বাগতা;—র ন ভ গ গ।

২০। দ্রুতপদ;—ন ভ ভ র। ইহার নামান্তর দ্রুতবিলম্বিত।

২১। রুচিরা;—জ ভ স জ গ=৪, ৯ যতি।

২২। প্রহর্ষিণী;—ম ন জ র গ=৩, ১০ যতি।

২৩। দোধক,—ভ ভ ভ গ গ।

২৪। মালিনী ;—ন ন ম য য=৮, ৭ যতি।

২৫। ভ্রমরবিলসিত,—ম গ ন ন গ।

২৬। মত্তময়ূর ;—ম ত য স গ=৪, ৯ যতি।

২৭। মণিগুণনিকর,—ন ন ন ন ন=৮, ৭ যতি।

২৮। হরিণপ্লুতা,—ইহা দ্রুতবিলম্বিতের সমান ; কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় চরণের সর্ব্বপ্রথম অক্ষরটী হীন হইবে।

২৯। ললিতপদা,—ন জ জ য। ইহার অন্য নাম তামরস।

৩০। শালিনী ;—ম ত ত গ গ=৪, ৭ যতি।

৩১। রথোদ্ধতা ;—র ন র ল গ।

৩২। বিলাসিনী ;—ন জ ভ জ ভ ল গ।

৩৩। বসন্ততিলক ;—ত ভ জ জ গ গ=কালিদাস মতে ৮, ৬ যতি।

৩৫। অনবসিত ;—ন য ভ গ গ।

৩৬। লক্ষ্মীবতী ;—ত ভ স জ গ।

৩৭। প্রমিতাক্ষরা ;—স জ স স।

৩৮। স্থির,— জ র ল গ। ইহার নামান্তর প্রমাণিকা।

৩৯। তোটক ;—স স স স ; কালিদাসমতে ৯, ৫ যতি।

৪০। বংশপত্রপতিত ;—ভ র ন ভ ন ল গ—১০, ৭ যতি।

৪১। ধীরললিত ;—ভ র ন র ন গ।

৪২। ভুজঙ্গপ্রয়াত ;—য য য য।

৪৩। শ্রীপুট ;—ন ন ম য—৮, ৪ যতি।

৪৪। বৈশ্বদেবী ;— ম ম য য—৫, ৭ যতি।

৪৫। উর্ম্মিমালা ;—ম ভ ত গ গ। ইহার নামান্তর বাতোর্ম্মী।

৪৬। মেঘবিতান ;—স স স গ।

৪৭। ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত ;—ম ম ত ন ন ন র স ল গ—৮, ১১, ৭ যতি।

৪৮। উদ্গাতা ;—প্রথমপাদে—স জ স ল, দ্বিতীয় পাদে ন স জ গ ; তৃতীয়পাদে ভ ন জ ল গ ; চতুর্থপাদে—স জ স জ গ। (ইহাই বিষম বৃত্ত।)

৫২। নর্কুটক ;—ন জ ভ জ জ ল গ,—৭, ১০ যতি। নামান্তর নর্দ্দটক।